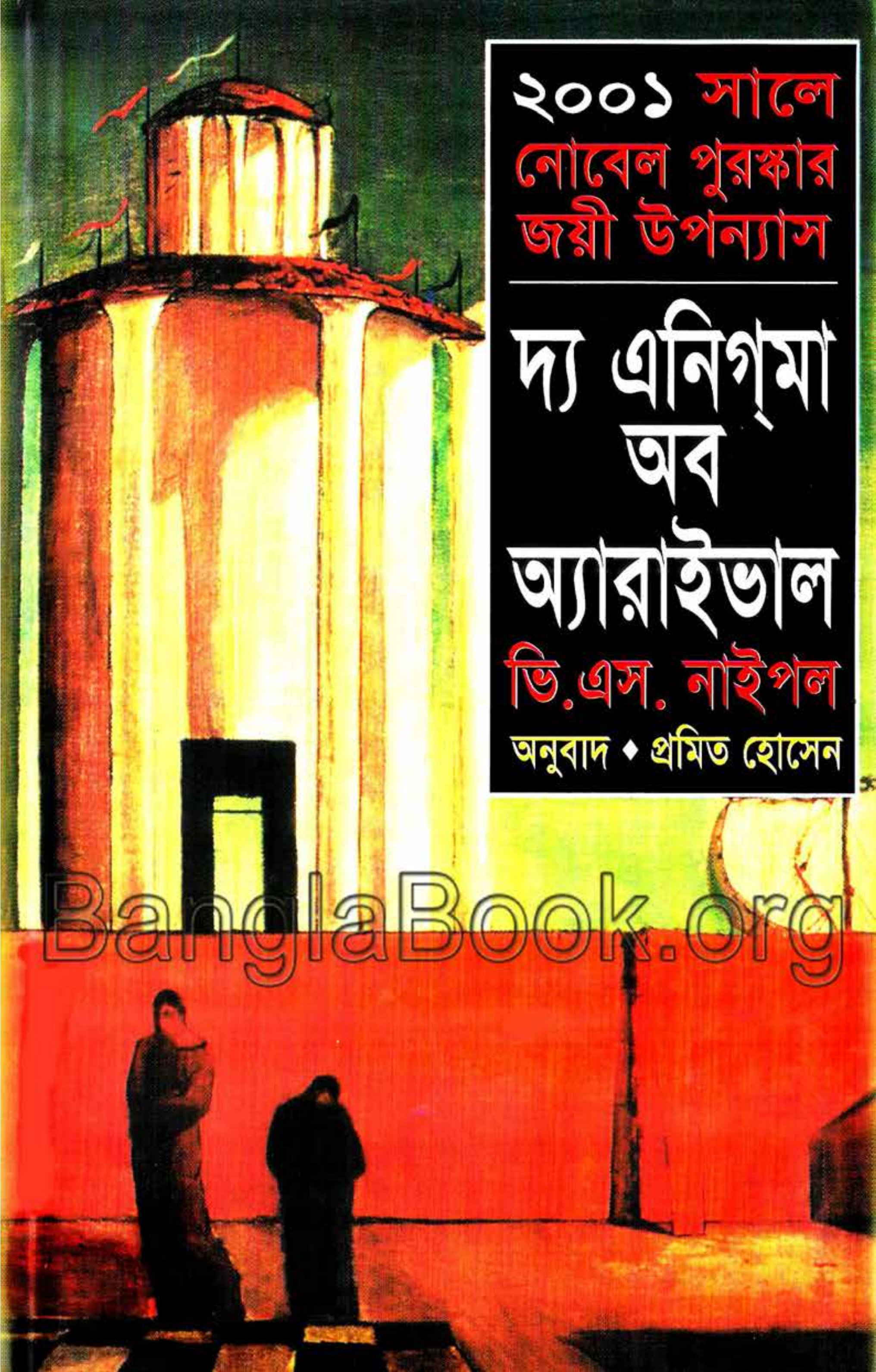

২০০১ সালে নোবেল পুরস্কার জয়ী উপন্যাস

দ্য এনিগ্‌মা অব অ্যারাইভাল

ভি.এস. নাইপল

অনুবাদ • প্রমিত হোসেন

BanglaBook.org

১৭ আগস্ট ১৯৩২ সালে ত্রিনিদাদে জন্মগ্রহণ করেন ভি. এস. নইপাল। *আ হাউস ফর মি. বিশ্বাস, আ বেন্ড ইন দ্য রিভার* এবং *ইন আ ফ্রি স্টেটস*সহ চৌদ্দটি উপন্যাসের রচয়িতা তিনি। তাঁর অন্যান্য রচনাগুলির মধ্যে রয়েছে– *অ্যান এরিয়া অব ডার্কনেস* এবং *ইন্ডিয়া আ উনডেড সিভিলাইজেশান*। সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য তিনি বহু পুরস্কার লাভ করেছেন। ২০০১ সালে ভি. এস. নইপাল নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন।

অনুবাদক **চুনিলাল মুখোপাধ্যায়** বিভিন্ন ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের বেশ কিছু সেরা গল্প ও উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ বাঙালি পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর অনুবাদ ও মৌলিক রচনা পশ্চিম বাংলা ও ত্রিপুরার নানা সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তিনি ইংরেজি সাহিত্য, আইন ও ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেছেন এবং একজন দক্ষ প্রশাসক হিসাবেও পশ্চিম বাংলায় সুনাম অর্জন করেছেন।

প্রমিত হোসেন (জন্ম ১৬ এপ্রিল ১৯৬১ / ঝিনাইদহ) Anti-Story ধারার গল্প ও উপন্যাস লেখক। বিশ্ব সাহিত্য ও শিল্পকলা বিশ্লেষক। চীন, জাপান, রাশিয়া ও লাতিন আমেরিকান গল্পের অনুবাদক। রুশ সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ। কবিতার সাথেও সম্পর্কিত এবং প্রাবন্ধিক। বাবা, ইর্তেজাদ হোসেন (১৯২৭-১৯৮০), ছিলেন পুলিশ কর্মকর্তা। সেই সূত্রে জন্ম থেকেই ঘুরেছেন দেশের বিভিন্ন অঞ্চল। সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহ পেয়েছেন মা সাহেরা বেগম (১৯৩৭)-এর কাছ থেকে। ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে তার অনূদিত সাতটি গ্রন্থ অরুন্ধতি রায়ের **দ্য গড অব স্মল থিংস,** এ্যাণ্ড্রু মর্টনের **মনিকা'স স্টোরি**, গুণ্টার গ্রাসের **দ্য টিন ড্রাম**, সালমান রুশদির **মিডনাইট'স চিলড্রেন**, গাও ঝিংজিয়ান-এর **সোল মাউন্টেন**, শোভা দের **স্টারি নাইটস** এবং ইয়াসুনারি কাওয়াবাতার **স্নো কান্ট্রি**। এছাড়াও প্রকাশিত হচ্ছে গুণ্টার গ্রাসের **ক্যাট এ্যান্ড মাউস** এবং মার্গারেট অ্যাটউড-এর **দ্য ব্লাইন্ড অ্যাসাসিন**। আগামী বই মেলায় প্রকাশিত হবে তার **শয়তান এবং মিশ্রমাধ্যমের কাজ**।

প্রমিত হোসেন পেশায় সাংবাদিক।

'দ্য এনিগ্মা অব অ্যারাইভাল উপন্যাসে আরও একবার এ সত্য প্রমাণিত হলো যে ভি.এস. নাইপল সমকালীন সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বাধিক বিশুদ্ধ গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঔপন্যাসিকদের একজন'

বার্নার্ড লেভিন/*সানডে টাইমস্*

'এ উপন্যাসে গল্প আছে ত্রিনিদাদ থেকে ইংল্যাণ্ডে আসা এক ভারতীয় তরুণের, অনেক বছর পর সচেতনভাবে নিজেকে যে আবিষ্কার করে লেখকরূপে... *দ্য এনিগ্মা অব অ্যারাইভাল* একটি বিস্ময়কর, জাদুকরি উপন্যাস'

জান মরিস/ *ইণ্ডিপেন্ডেন্ট*

'ভি.এস. নাইপল গিয়েছিলেন ইংল্যাণ্ডের এক পল্লী অঞ্চলে; আর সেখানে তিনি যা দেখেছিলেন তার সে দেখা ছিলো আদম ও ইভের ইডেন বাগান প্রথম দেখার চেয়েও সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বর্ণনায় তা উঠে এসেছে *দ্য এনিগ্মা অব অ্যারাইভাল* উপন্যাসে, যেখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কাজ করে গেছে লেখকের নির্দোষ চেতনা ও বিস্ময়। আজকের আর কোনো লেখকের কাছ থেকে এমন সাহিত্যকর্ম পাওয়া যায় না'

জন বেইলি/ *দ্য নিউ ইয়র্ক রিভিউ অব বুক্‌স*

'দ্য এনিগ্মা অব অ্যারাইভাল' নতুন করে ভি.এস. নাইপলকে প্রতিষ্ঠিত করলো জোসেফ কনরাড ও হেনরি জেম্‌স-এর সময়ের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঔপন্যাসিক হিসেবে নাইপলের উপন্যাসের সৌন্দর্য ও শক্তি অতুলনীয়'

ক্রিস্টোফার রিক্স/ *লণ্ডন রিভিউ অব বুক্‌স*

২০০১ সালে নোবেল পুরস্কার জয়ী উপন্যাস

দ্য এনিগ্‌মা অব অ্যারাইভাল

ভি. এস. নাইপল

অনুবাদ ■ প্রমিত হোসেন

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অন্যধারা
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

দ্য এনিগ্‌মা অব অ্যারাইভাল
দ্বিতীয় সংস্করণ ডিসেম্বর ২০০৯
প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ২০০২
মূল © ভি. এস. নাইপল ১৯৮৭
বাংলা অনুবাদ © প্রকাশক
প্রকাশকের অনুমতি ছাড়া বাংলাদেশের অন্য কোনো প্রকাশনা সংস্থা অথবা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এই অনুবাদের কোনো অংশ, কোনো উদ্ধৃতি কিংবা সমগ্র গ্রন্থটি প্রকাশ আইন অনুযায়ী দণ্ডনীয়।

প্রকাশক ■ মোঃ মনির হোসেন পিন্টু
অন্যধারা ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন ৭১২৩১৬৬, ০১৭১২৮০৭৯০১
পরিবেশক ■ কৃষ্টি সাহিত্য সংসদ, ৩৮/৪ বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
মিশু প্রকাশন ৩৮/২-ক বাংলাবাজার (৫ম তলা), ঢাকা-১১০০
যুক্তরাজ্য পরিবেশক ■ সংগীতা UK. LTD
22 ব্রিকলেন, লন্ডন
Tel : 0044-2072475954
Fax : 0044-2072475941
প্রচ্ছদ চিত্রকর্ম ■ গির্ওগিও দি চিরিকো/হোসেন মনির
কম্পোজ ■ বিসমিল্লাহ্ কম্পিউটার্স ৪৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মুদ্রণ ■ আমানত প্রিন্টিং প্রেস, ৭ ননী গোপাল লেন, ঢাকা-১১০০
মূল্য ঃ তিনশ' টাকা
ISBN 984-833-001-1

আমার ভাই
শিব নাইপল
২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৫, পোর্ট অব স্পেইন
১৩ আগস্ট ১৯৮৫, লন্ডন
এর স্মৃতির উদ্দেশে

উৎসর্গ

স্মৃতিকণা বিশ্বাসকে
যার কাছে আমি সর্বাত্মক ঋণী

বিদ্যাধর সূর্যপ্রসাদ (ভি. এস.) নাইপল ২০০১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন The Enigma of Arrival উপন্যাসটির জন্যে। এটা নাইপলের ক্ষেত্রে আকস্মিক কোনো ঘটনা নয়। অনেক বছর থেকেই সম্ভাব্য নোবেল সাহিত্য পুরস্কার বিজয়ীর তালিকায় তার নাম ছিলো। মূল ইংরেজি সংস্করণের প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ভাইকিং ও নাইপলের অনুমতি সাপেক্ষে The Enigma of Arrival-এর এই বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করা হলো।

এই উপন্যাস সম্পর্কে এক প্রশ্নের সূত্রে নাইপল বলেছেন, 'এর ফর্মটা জগতের উন্নয়নশীল জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে। The Enigma of Arrival আত্মজীবনী ও উপন্যাসধর্মী বর্ণনার সমন্বয়। The Enigma হচ্ছে লেখক হিসেবে লেখক সম্পর্কে একটা বই। এবং এটা ইংল্যান্ড সম্পর্কেও একটা বই। দুটো বিষয়ই এসেছে এক সঙ্গে। লেখক হতে ইংল্যান্ডে এসেছে এক লোক, নিজেকে প্রতারিত করেছে, বড়ো কোনো বিষয়বস্তু সে দেখতে পায়নি— এটা একটা গল্প। আর অন্যটি ইংলিশ একটা গ্রামের কাহিনী। ঐ গল্পে প্রচুর রূপক আছে। আমি উপন্যাসটা একেবারে আত্মজীবনী করে ফেলতে পারতাম না।... কোন একটা স্থান নিয়ে লিখতে হলে আপনার অবশ্যই পুরোমাত্রার জ্ঞান থাকার দরকার। আমি এভাবেই ইংল্যান্ড সম্পর্কে লেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম The Enigma উপন্যাসে, তিরিশ বছরেরও বেশি সময় ইংল্যান্ডে থাকার পর।'

নাইপলের কোনো উপন্যাসের এটাই পূর্ণাঙ্গ বাংলা অনুবাদ। এ অনুবাদের পিছনে যথেষ্ট শ্রম ব্যয় করা হয়েছে 'নাইপল'কে যথাযথ উপস্থাপনের জন্যে, তার সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে। আর এ ব্যাপারে যারা অকুণ্ঠ সহায়তা করেছেন তাদের অন্যতম জাভেদ হোসেন, মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন, ইফতেখার আহমেদ এবং আমার প্রকাশক মনির হোসেন পিন্টু।

জাভেদ হোসেনকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই তার বিশেষ ভূমিকার জন্যে।

ইদানীং এক শ্রেণীর অসাধু পুস্তক ব্যবসায়ী অনুবাদ নকল করে ভিন্ন অনুবাদকের নাম দিয়ে বাজারে ছাড়ছে। এদের ব্যাপারে পাঠককে সচেতন থাকার অনুরোধ জানাই। দিন-রাতের কষ্টের ফসল একটা অনুবাদ গ্রন্থ। সেটা কেউ নকল করে নিজের নামে প্রকাশ করলে পাঠক ওই নকল অনুবাদ হাতে নেবেন কিনা সে সিদ্ধান্তের ভার পাঠকের ওপরই ছেড়ে দিলাম। হয়তো এই অনুবাদও শীগগিরই নকল করে প্রকাশ করবে কোনো নীতিহীন পুস্তক ব্যবসায়ী। সে ক্ষেত্রে নকলকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

প্রমিত হোসেন

জানুয়ারি, ২০০২

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

দুই পৃথিবী

২০০১ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে প্রদত্ত ভি. এস. নাইপলের বক্তৃতা

আমার জন্য বিষয়টি অস্বস্তিকর। আমার কাজ লেখালেখি, বক্তৃতা দেওয়া নয়। যারাই এ পর্যন্ত আমাকে বক্তৃতা দেওয়ার অনুরোধ করেছেন তাদেরই আমি বলেছি দেওয়ার মতো কোনো বক্তৃতা আমার নেই। ব্যাপারটি অদ্ভুত হলেও সত্যি, যে মানুষটি জীবনের পঞ্চাশটি বছর ধরে শব্দ, আবেগ আর চিন্তার কারবারি তার বলবার মতো বাড়তি কিছু নেই! অস্তিত্বের সারবস্তুর পুরাটাই আমি ঢেলে দিয়েছি আমার বইগুলোতে। কখনো আমার মাঝে তার বাড়তি কোন কিছু থাকলেও তা আকর মাত্র। সে বিষয়ে আমি সচেতনও নই। এই অচেতন চিন্তার আকর কখনও আমার লেখায় এসে আমাকে অভিভূত করে, কলম হাতে আমি এ বিষয়টুকুই খুঁজে বেড়াই। নিজেকে পরখ করার জন্যে এ আমার নিজস্ব পথ যা সব সময় বন্ধুর।

দারুণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে মার্সেল প্রুস্ত লিখেছিলেন লেখক হিসেবে লেখক আর মৌলিক সমাজ একক হিসেবে লেখকের মাঝে পার্থক্যের কথা। তার প্রথম দিককার লেখালেখি থেকে সংকলিত গ্রন্থ 'এগেইনস্ট সেইন্ট ব্যুভে'তে পাওয়া যাবে তার এই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয়।

উনবিংশ শতকের ফরাসি বোদ্ধা সেইন্ট ব্যুভে বিশ্বাস করতেন, একজন লেখককে বোঝার জন্য প্রয়োজন তার বাহ্যিক জীবন ও খুঁটিনাটি বিষয়ে সম্ভাব্য সবকিছু জানা। ব্যক্তিকে দিয়ে কর্ম বিচারের জন্যে এটা একটা মন ভোলানো পথ যা প্রায়শই অনস্বীকার্য বলেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু এই অনিবার্যতাকে ভেঙেছেন প্রুস্ত গ্রহণযোগ্যভাবেই। তিনি লিখেছেন, 'সেইন্ট ব্যুভের এই পদ্ধতি সামান্য আত্মসচেতনতালব্ধ একটি সহজ জ্ঞানকে নাকচ করে যা হচ্ছে বই মাত্রই লেখকের সেই সত্তার সৃষ্টি যা প্রাত্যহিক সামাজিক জীবনের উপস্থাপিত সত্তার চেয়ে ভিন্নতর। আমরা যদি সেই সত্তাকে চিনতে চাই, খুঁড়তে হবে নিজেদের হৃদয়, চেষ্টা করতে হবে তাকে সেখানে বিনির্মাণ করার। তাহলেই হয়তো আমরা একদিন পৌঁছে যাবো তার কাছাকাছি।'

BanglaBook.org

প্রুস্তের এই কথাগুলো সঙ্গে নিয়েই আমাদের কোনো লেখকের জীবনী পড়তে বসা উচিত। লেখকের জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি, টানাপোড়েন আর সম্পর্কের বিশদ বিছিয়ে বসলেও তার লেখা অবোধ্যই থেকে যাবে। কোনো প্রামাণ্য দলিলই, তা সে যতোটাই মনোমুগ্ধকর হোক না কেন, আমাদের সেখানে নিয়ে যেতে পারবে না। লেখকের জীবনী এমনকি আত্মজীবনীও সবসময় এই অসম্পূর্ণতা বহন করে।

প্রুস্তের অনন্য সাবলীল কথকতার জোর আমাকে আবার নিয়ে যায় 'এগেইনস্ট সেইন্ট ব্যুভে'র পাতায়। প্রুস্ত লিখেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে নির্জনতায় নিজের গহিন সত্তার গোপনতম আবেগ উৎসারিত কথামালাই লেখক সাজান তার প্রকৃত লেখায়। ব্যক্তিজীবনের কথকতা, প্রাত্যহিক সংলাপ আর ড্রইংরুমে বসে লেখা রচনা শেষ পর্যন্ত ছাপানো সংলাপই হয়ে ওঠে। তখন তা মানুষের বাহ্যিক জীবনের পাঁচালি, জগৎকে পাশে ঠেলে, আটপৌরে সত্তার গভীরে গিয়ে গহন চিন্তার প্রকাশ আর সম্ভব হয় না।'

প্রুস্ত যখন এ কথাগুলো লিখেছিলেন তখনও তিনি তাকে সাহিত্য চর্চার তৃপ্তিময় প্রান্তে তাকে নিয়ে যাওযার মতো বিষয়বস্তুর সন্ধান পাননি। তার রচনার যে উদ্ধৃতি আমি দিয়েছি তা থেকে বোঝা যায় তিনি অন্তর্জ্ঞানে বিশ্বাসী এক মানুষ ছিলেন এবং প্রতীক্ষায় থাকতেন সৌভাগ্যের। এই উদ্ধৃতি আমি আগেও কয়েক জায়গায় দিয়েছি, কারণ আমার নিজের কর্মপন্থাও তা বিবৃত করে। আমি নিজেও অন্তর্জ্ঞানে বিশ্বাস করি আগাগোড়া। নিজের লেখালেখির ওপর আমার কোন পূর্বনিয়ন্ত্রণ বা পূর্বানুমান নেই। বিষয়বস্তু নির্বাচনের জন্যে আমি নির্ভর করি সহজাত উদ্দীপনার ওপর, তা নিয়ে লিখিও সহজাত চিন্তায়। একটা ধারণা নিয়ে আমি লেখা শুরু করি, ক্রমশ তা একটি আকার পায়। কিন্তু কী লিখেছি সেটা পুরোপুরি বুঝতে আমারও সময় লাগে কয়েক বছর।

আগেই বলেছি নিজের সত্তার সবটুকুই আমি ঢেলে দিয়েছি আমার বইগুলোতে। আরেকভাবে বলা যায় আমি নিজে আমার বইয়ের সমষ্টি। প্রতিটি বইয়ের জন্ম আমার সহজাত চেতনায়। সেখানেই প্রথম দাঁড়িয়েছে আমার ফিকশনগুলো, তার প্রাণেই বেড়ে উঠেছে। আমার মনে হয় নিজের সাহিত্য চর্চার যে কোনো পর্বেই আমি বলতে পারি, আমার শেষ বইটিতে আগের সমস্ত বই-ই আছে।

এটা হয়েছে আমার নিজের প্রেক্ষাপটের কারণেই। আমার অতীত জুড়েই আছে তীব্র সারল্য আর সংশয়ের সহাবস্থান। আমি জন্মেছিলাম ভেনিজুয়েলার ওরিনোকো নদীর মোহনায় ছোট্ট দ্বীপ ত্রিনিদাদে।

BanglaBook.org

ত্রিনিদাদকে পুরোপুরি দক্ষিণ আমেরিকা বা ক্যারিবিয়ান কোনোটিই বলবার উপায় নেই। দ্বীপটিকে গড়ে তোলা হয়েছিল নতুন বিশ্বের কৃষি কলোনি হিসাবে। ১৯৩২ সালে যখন এখানে আমার জন্ম হয় তখন দ্বীপের জনসংখ্যা প্রায় চার লাখ, যার মধ্যে দেড় লাখই ভারতীয়। ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান দু'ধর্মের লোকই ছিল, নির্বিশেষে যাদের শেকড় জুড়ে ছিল কৃষিকাজ আর গঙ্গার সমতল অববাহিকা।

এই ছিল আমার শৈশব-কৈশোরের ছোট্ট জনপদ। ১৮৮০ সালের পর থেকে এখানে এই অভিবাসী স্রোতের যাত্রা শুরু। ভারতীয়দের তখন ত্রিনিদাদে আসতে হতো একটি চুক্তির আওতায়। চুক্তি অনুযায়ী তাদের পাঁচ বছর কোনো খামারে কাজ করতে হতো। এই মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তাদের পাঁচ একরের মতো জমি দেওয়া হতো অথবা কেউ ফিরে যেতে চাইলে তার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো। ১৯১৭ সালের দিকে গান্ধীসহ অন্য অনেকের বিরোধিতার মুখে এই চুক্তি প্রথা বাতিল করা হয়। হয়তো এ কারণেই বা অন্য কোনো কারণেই হোক শেষদিকের অভিবাসীরা নিয়ম মোতাবেক জমি বা ফিরে যাওয়ার সুযোগ কোনোটাই পেলেন না। ফলে তাদের দুর্দশার কোন অন্ত থাকল না। পোর্ট অব স্পেইনের রাস্তায় শৈশবে আমি নিজেও তাদের শুয়ে থাকতে দেখেছি। সেদিন আমি জানতাম না তারা কারা। তাদের দুঃখ-দুর্দশার বিষয়টিও আমি অনেক পরে বুঝতে পারি। নব্য উপনিবেশগুলোর নিষ্ঠুরতার এ রূপ আমি অনুভব করেছি অনেক পরে।

প্রত্যন্ত একটি ছোট্ট শহর চেগুয়ানাজ-এ আমার জন্ম যেখান থেকে পারিয়া উপসাগরের দূরত্ব মাত্র দু-তিন মাইল। অদ্ভুত বানান আর উচ্চারণের নাম সংবলিত এই শহরের বেশির ভাগ মানুষই ছিল ভারতীয় যারা নিজেদের সুবিধামতো এ শহরকে ডাকত চৌহান নামে।

নিজের জন্মস্থানের প্রকৃত নামটি আমি জানতে পারি চৌত্রিশ বছর বয়সে লন্ডনে বসে। ষোল বছর আগেই চলে এসেছি ইংল্যান্ডে এবং তখন আমি নিজের নবম বইটি লিখছি। বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল ত্রিনিদাদের ইতিহাস, তার মানবিক রূপ-তার মানুষ ও তাদের গল্পের বিনির্মাণ। এ সময় ব্রিটিশ মিউজিয়ামে গিয়ে আমি এই অঞ্চলের ওপর স্প্যানিশ দলিলগুলো পড়তাম। ১৮৯০ সালে ভেনিজুয়েলার সঙ্গে একটা জঘন্য সীমান্ত সংঘর্ষের সময় ব্রিটিশ সরকার এই দলিলগুলো স্প্যানিশদের কাছ থেকে নকল করে এনেছিল। ১৫৩০ থেকে শুরু হয়ে স্প্যানিশ সাম্রাজ্য পর্যন্ত এই দলিলগুলোতে পাওয়া যায়।

BanglaBook.org

আমি পড়ছিলাম স্বপ্ননগরী এল দোরাদো'র খোঁজে উন্মাদ অভিযানের কথা, ইংরেজ বীর স্যার ওয়াল্টার র‍্যালির হত্যাযজ্ঞের কথা। ১৫৯৫ সালে তিনি ত্রিনিদাদ আক্রমণ করেন। স্পেনিয়ার্ডদের কচুকাটা করে তিনি এল দোরাদো'র খোঁজে চলে যান ওরিনোকো পর্যন্ত। কোনো খোঁজ না পাওয়া সত্ত্বেও ইংল্যান্ডে ফিরে তিনি একটুকরো সোনা আর কিছু বালি দেখিয়ে বলেন, এল দোরাদোর সন্ধান তিনি পেয়েছেন। তার বক্তব্য মতে ওরিনোকোর তীরবর্তী এক পাহাড়ি খাঁজে তিনি সোনাটুকু পেয়েছেন। রাজকীয় টাকশালে পরীক্ষার পর জানা গেল তার বয়ে আনা বালিতে সোনার চিহ্নও নেই, অন্যদিকে লোকমুখে জানা যায় সোনার টুকরোটি তিনি আগেই উত্তর আফ্রিকা থেকে কিনেছেন। পরে নিজের গল্প প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে তিনি একটা বইও লিখে ফেললেন। তারপর প্রায় চারশ' বছর ধরে মানুষ বিশ্বাস করেছে র‍্যালি সত্যিই কিছু খুঁজে পেয়েছিলেন। কষ্টপাঠ্য এই বইয়ের মূল চালিয়াতি তার দীর্ঘ শিরোনামেই আছে-'দ্য ডিসকভারি অব দ্য লার্জ, রিচ এন্ড বিউটিফুল এম্পায়ার অব গায়ানা, উইথ এ রিলেশন অব দ্য গ্রেট অ্যান্ড গোল্ডেন সিটি অব মানোয়া (হুইচ দ্য স্পেনিয়ার্ডস কলড এল দোরাদো) অ্যান্ড দ্য প্রভিনসেস অব এমেরিয়া, আরোমাইয়া, আমাপাইয়া অ্যান্ড কান্ট্রিজ উইথ দেয়ার রিভারস অ্যান্ড জয়নিং।' বিষয়বস্তুর সত্যতার মাত্রা তার শিরোনামেই বোঝা যায়। এমনকি ওরিনোকো নদীর মূল অঞ্চলগুলোতেই তিনি কখনও যাননি। তারপর অতি—প্রত্যয়ীদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে যেমনটি ঘটে তেমন করেই নিজের তৈরি কল্পনার বেড়াজালে নিজেই আটকা পড়লেন র‍্যালি। একুশ বছর পর বৃদ্ধ-পীড়িত অবস্থায় তাকে লন্ডনের কারাগার থেকে গায়ানায় নিয়ে আসা হল যে সোনার খনিগুলো তিনি দেখেছেন বলে দাবি করেছেন সেগুলো চিনিয়ে দেবার জন্যে। এই কষ্টকর অভিযানে মারা গেল তার ছেলে। এক বাবা নিজের খ্যাতি, মিথ্যার কারসাজি রক্ষার জন্যে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিলেন সন্তানকে। তারপর জরাগ্রস্ত, নিঃস্ব র‍্যালিকে লন্ডনে নিয়ে আসা হলো বিচারের জন্যে।

এ গল্প এখানেই শেষ হতে পারত কিন্তু স্প্যানিশ স্মৃতি আরও দীর্ঘ। নিঃসন্দেহে তাদের রাজকীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত শ্লথগতির। ত্রিনিদাদ থেকে একটি চিঠি স্পেনে যেতে সে সময় লেগে যেতো প্রায় দুই বছর। এর আট বছর পরেও ত্রিনিদাদ ও গায়ানার স্প্যানিশরা তখনও

BanglaBook.org

উপসাগরীয় ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে নিজেদের হিসাব মেটাচ্ছিল। একদিন আমি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে ত্রিনিদাদের গভর্নরের কাছে স্পেনের রাজার লেখা একটি চিঠি পড়লাম, যাতে তারিখ দেয়া আছে ১২ অক্টোবর, ১৬২৫।

সেই তারিখে রাজা লিখেছেন-"আপনাকে বলেছিলাম চেগুয়ানস ইন্ডিয়ানদের বিষয়ে কিছু তথ্য দিতে যাদের সংখ্যা হাজারখানেক বলে আপনি জানিয়েছেন এবং ইংরেজদের শহর দখলে প্রকাশ্য সহায়তা দিয়ে নিজেদের তস্কর মনোবৃত্তির পরিচয় তারা দিয়েছে। তাদের এই অপরাধের শাস্তি তখন দেওয়া হয়নি পর্যাপ্ত সৈন্যের অভাবে। এখন আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাদের শাস্তি দেবার। আপনার জন্যে আমার নির্দেশ-আমার দেওয়া নীতিমালা অনুসরণ করুন এবং আপনার কর্মপন্থা আমাকে জানান।" ত্রিনিদাদের গভর্নর কী করেছিলেন তা আমার জানা নেই। চেগুয়ানদের কোনো উল্লেখ আমি আর কোন নথিপত্রে পাইনি। সম্ভবত সেভিলের স্প্যানিশ আর্কাইভের পর্বতপ্রমাণ নথিপত্রে তাদের বিষয়ে আরও তথ্য আছে কিন্তু নকল সংগ্রহের সময় ব্রিটিশ সরকারের বিদ্বানরা সেগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেননি। বাস্তবে যা হয়েছে তা হচ্ছে, এক হাজার জনগোষ্ঠীর একটি আদি জাতিসত্তা, পারিয়া উপসাগরের দু'পাশেই যাদের আবাস ছিল, নিজেদের স্বকীয় নামটিসহ এমনভাবে হারিয়ে গেছে যে চেগুয়ানা বা চৌহান শহরের একজন লোকও তাদের সম্পর্কে কিছু জানে না। মিউজিয়ামে বসে আমার মনে হচ্ছিলো ১৬২৫-এর পরে আমিই প্রথম একজন মানুষ যার কাছে স্পেনের রাজার এই চিঠিটা কোনো প্রকৃত বার্তা বহন করে। এই চিঠিটি আর্কাইভ করা হয় ১৮৯৬ বা '৯৭-এর দিকে। ইতিহাসের পাতায় দীর্ঘ বিস্মৃতির পর চেগুয়ানদের ফিরে আসাও শুধু নিস্তব্ধতা সাথে নিয়ে—শতাব্দীর পর শতাব্দী।

আমাদের বাস ছিল চেগুয়ানদের ভূমিতে। আমি তখন সবে স্কুলে যাওয়া শুরু করেছি। প্রতিদিন সকালে দাদীবাড়ি থেকে বেরিয়ে মেইন রোডের দু'তিনটে দোকান, চাইনিজ পার্লার, জুবিলি থিয়েটার পার হয়ে পর্তুগিজদের কারখানায় তৈরি, সারি করে শুকোতে দেওয়া সস্তা নীল-হলুদ সাবানের গন্ধ গায়ে মেখে পৌঁছে যেতাম চেগুয়ানার সরকারি স্কুলে। স্কুলের পেছনে আখের ক্ষেত আর পারিয়া সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত আবাদ ভূমি। যে মানুষগুলোকে এই ভূমির অধিকার থেকে উৎখাত করা

BanglaBook.org

হয়েছে হয়তো তাদের নিজস্ব কৃষি ছিল, দিনপঞ্জিকা ছিল, একটা ভাষা ছিল নিজস্ব—ছিল পবিত্র টোটেম। তারা হয়তো জেনে গিয়েছিল পারিয়া সাগরের জল বয়ে আনে ওরিনোকো নদী। আজ মুছে গেছে তাদের সব জ্ঞান—সমস্ত সম্ভবনাসহ।

মানুষের পৃথিবীও চির গতিময়। সবখানেই মানুষ কখনও না কখনও উন্মূল হয়েছে। ১৯৬৭ সালে এসে নিজের জন্মস্থান বিষয়ে এ আবিষ্কার আমাকে নাড়া দিয়েছে বোধকরি এ বিষয়ে কোন পূর্বধারণা না থাকার কারণেই। কিন্তু এই কৃষি কলোনিতে আমরা ছিলাম এ অন্ধত্ব নিয়েই। এই অন্ধত্বের পেছনে উপনিবেশ কর্তৃপক্ষের কোন ষড়যন্ত্র ছিলো না। আমার ধারণা তার সরল কারণ হচ্ছে সেখানে জ্ঞানের অনুপস্থিতি। চেগুয়ানদের জ্ঞান গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হয়নি এবং এগুলো পুনরুদ্ধারের কাজটিও সহজ ছিল না। তারা ছিল একটি ছোট এবং আদি জনগোষ্ঠী। ব্রিটিশ গায়ানায়-যাকে সংক্ষেপে ডাকা হতো বিজি নামে-এ রকম একটা জাতিসত্তার নিরাপদ অস্তিত্ব চিন্তাও ছিল হাস্যকর। এই উপজাতিগুলোর মধ্যে যারা একটু উচ্চকণ্ঠ ছিল বা যাদের বদমেজাজের খ্যাতি ছিল তাদের ত্রিনিদাদের সব মহলই চিনতো। যেমন ছিল ওয়ারাহুনরা। আমি ভাবতাম তাদের বুনো স্বভাবের জন্যেই এ নাম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সে ভেনিজুয়েলায় প্রায় একই নামের আরও বড় একটি উপজাতি দেখে আমার ভুল ভেঙেছে। আমার শৈশবে একটা আবছা গল্প চালু ছিল আজ যা আমাকে দুঃসহ পীড়া দেয়। গল্পের বক্তব্য মতে আদিবাসীরা নির্দিষ্ট কিছু সময়ে মূল ভূখণ্ড থেকে ক্যানোতে করে দ্বীপে আসে, দক্ষিণের বনভূমিতে গিয়ে ফলমূল কুড়ায় বা পূজো দেয়, তারপর সাগর পেরিয়ে ফিরে যায় ওরিনোকোর মোহনার দিকে। তাদের কাছে এই আচারের গুরুত্ব নিশ্চয়ই এতটাই ছিল যে, চারশ' বছরের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ের মাঝেও তারা তা পালন করে গেছে আর শেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ত্রিনিদাদ থেকে। অথবা যেহেতু ত্রিনিদাদ আর ভেনিজুয়েলার উদ্ভিদ বৈচিত্র্য এক, তারা হয়তো শুধু নির্দিষ্ট কোন ফল সংগ্রহে আসত। আমি নিশ্চিত নই। এ নিয়ে কাউকে কোনো কৌতূহল প্রকাশ করতেও দেখিনি। আজ সবকিছু বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। সেই পূজোপীঠগুলো, যদি কোনোদিন থেকেও থাকে, আজ তা মিশে গেছে খামারের চষা জমির নিচে।

অতীত অতীতই। আমার মনে হয় এই ছিলো সাধারণ প্রবণতা। আর আমাদের, ইন্ডিয়া থেকে আসা ইন্ডিয়ানদের দ্বীপকে দেখবার দৃষ্টিভঙ্গিও ছিলো তাই। আমরা খুব আচারনিষ্ঠ জীবন যাপন করতাম

BanglaBook.org

এবং তবু আত্মবিচারের কোন সামর্থ্যে ছিলো না, যা জ্ঞানের অন্যতম পূর্বশর্ত। আমাদের অর্ধেকই চেগুয়ানদের ভূমিতে ভান ধরে ছিলাম, হয়তো ভান নয়; শুধু অনুভব করেছি কিন্তু কখনও এই সত্য ধারণার মুখোমুখি হইনি যে, আমরা নিজেদের সঙ্গে এক ভারতকে এনে কার্পেটের মতো বিছিয়ে দিয়েছি এই সমতলে।

চেগুয়ানায় আমার দাদীবাড়ির দুটি অংশ ছিল। সামনের দিকটা ইট আর সুরকির তৈরি, শাদা রঙ করা। এক ধরনের ভারতীয় বাড়ির মতো উপরতলায় ঝুল বারান্দা আর তার ওপর পূজোঘর। বাড়ির নির্মাণশৈলীতে উচ্চাকাঙ্ক্ষার ছাপ ছিলো। খিলানে পদ্মপাতার ডিজাইন আর দেয়ালে দেব-দেবীর ভাস্কর্য। ভারত থেকে আসা কারিগররা তাদের ফেলে আসা স্মৃতি হাতড়ে তৈরি করেছিলো এ বাড়ি। এটা ত্রিনিদাদের একটা স্থাপত্য নিদর্শন হিসাবে বিবেচিত। বাড়ির পেছন দিকে সামনের সঙ্গে একটা ব্রিজ-রুম দিয়ে জোড়া ফ্রেঞ্চ-ক্যারিবিয়ান ধাঁচের কাঠের দালান। বাড়ির প্রবেশপথ ছিলো এক পাশে—দুই দালানের মাঝামাঝি। গেটটি ছিলো লোহার পাত আর কাঠের ফ্রেমের তৈরি, যা আমাদের স্বস্তি আর নিরাপত্তা দিতো।

কাজেই শৈশবেই আমার মনে জন্ম নিলো দুই পৃথিবীর ধারণা—সেই লম্বা লোহার গেটের দুই পাশের দুই পৃথিবী। আমাদের চেতনে বর্ণপ্রথার অবশেষকে যেন রক্ষা করছিল এই ফটক। নবাগত হিসাবে আমরা এখানে অনেকটা অনধিকারী গোষ্ঠী ছিলাম। এই ধারণার প্রাচীর ছিল আমাদের এক ধরনের রক্ষাকবচ, মাত্র কিছুদিন— শুধু কিছুদিন যা আমাদের নিজেদের নিয়মে থাকতে দিয়েছে, ধরে রেখেছে ক্রমবিস্তৃত ভারতকে। এই প্রাচীর আমাদের মাঝে এক নিদারুণ আত্মকেন্দ্রিকতার জন্ম দিয়েছিল। আমরা বাস করতাম বিচ্ছিন্নতায়, আমাদের দৃষ্টি ছিল অন্তর্মুখী। বাইরের পৃথিবী ছিল অন্ধকার, যেখানে আমরা কোনোদিন অনুসন্ধান করিনি।

বাড়ির পাশেই ছিলো এক মুসলমানের দোকান। আমার দাদি বাড়ির ছোট্ট বাগানটি শেষ হয়েছিল তার প্রাচীরের গায়ে। লোকটির নাম ছিল মিয়া। তার বা তার পরিবার সম্পর্কে এই ছিল আমাদের জানা একমাত্র তথ্য। আমার মনে হয় আমি তাকে দেখেছি কিন্তু তার মুখ আজ আর আমার মনে পড়ে না। মুসলমানদের সম্পর্কে আমরা কিছুই জানতাম না। ভিন্নতার প্রতি এ ধারণা বিস্তৃত হয়েছিল অন্য হিন্দুদের ক্ষেত্রেও। যেমন আমরা দুপুরে ভাত খেতাম আর রাতে গমের রুটি। ওখানে অন্য কিছু মানুষ এই স্বাভাবিক নিয়ম উল্টে রাতে ভাত খেত। এই

BanglaBook.org

মানুষগুলোকে আমার অদ্ভুত মনে হতো—সাত বছর বয়সী এক শিশুর জন্য এটা যথেষ্ট অভিনব অভিজ্ঞতা। সাত পেরুনোর পরই আমরা চলে এলাম রাজধানীতে এবং তারপর উত্তর-পশ্চিম পাহাড়ে। কিন্তু এই বদ্ধ আর খোলা জীবনের ধারণাপ্রসূত চিন্তাগুলো দীর্ঘায়িত হয়নি। ভারতীয় জীবনের কোনো ধারণাই আমি পেতাম না যদি আমার বাবা তা নিয়ে কিছু ছোট গল্প না লিখতেন। এ গল্পগুলো আমাকে জ্ঞানের চেয়ে অনেক বেশি কিছু দিয়েছে। এ গল্প থেকে আমি একাত্মতার পথ খুঁজে পেয়েছি। পৃথিবীতে পরিচয় নিয়ে দাঁড়ানোর জায়গা পেয়েছি। আমি জানি না এগুলো ছাড়া আমার মানসপট কি রকম হতো।

বাইরের পৃথিবী ঢাকা ছিলো এক অন্ধকার চাদরে, আমরা যা কোনো দিন উল্টে দেখিনি। কিছু ভারতীয় মহাকাব্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার মতো বয়সে পৌঁছে গেছি ততদিনে। বিশেষত জানি রামায়ণ সম্পর্কে। আমাদের যৌথ পরিবারে যে শিশুরা আমার বছর পাঁচেক পরে জন্ম নিয়েছে তাদের এ সৌভাগ্যটুকুও হয়নি। কেউ আমাদের হিন্দি শেখায়নি। কে যেন শুধু একবার বর্ণমালাটুকু শিখিয়েছিল, বাদবাকি যেন আমাদের নিজস্ব দায়িত্ব। কাজেই যতই ইংরেজির দৌড় বাড়ছিল, আমরা ভুলে যাচ্ছিলাম আমাদের ভাষা। দাদি বাড়ির জীবন ছিল ধর্মীয় আচারে ভরা। অনেক পালা-পার্বণ ছিলো যার কোন কোনটি চলত প্রায় সারাদিন। কিন্তু কেউ সেগুলো তরজমা করে দেয়নি আমাদের যাদের বাচনিক ভবিষ্যৎ বদলে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। ফলে আমাদের আত্মপুরাণ আবছা, রহস্যময় আর সংগতিহীন হয়ে গেল আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে।

ভারত বিষয়ে আমরা কোন কৌতূহল দেখাইনি যেমনটি দেখাইনি পিছিয়ে পড়া পরিবারগুলো নিয়ে। যেদিন সম্বিত ফিরে পেলাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে। বদলে গেছে আমাদের চিন্তা কাঠামো। আমি আমার বাবার পরিজনদের বিষয়ে কিছুই জানি না। শুধু এটুকু জানি তাদের কেউ কেউ এসেছিলেন নেপাল থেকে। বছর দুয়েক আগে এক সদয় নেপালির আমার নামটি পছন্দ হয়ে যাওয়ায় ব্রিটিশদের তৈরি গেজেটিয়ার জাতীয় বই 'হিন্দু কাস্টস' এন্ড ট্রাইবস এজ রিপ্রেজেন্টেড ইন বেনারিস'-এর কিছু পৃষ্ঠার কপি পাঠিয়েছিলেন। তার অনেক নামপঞ্জির মধ্যে একটি ছিল পবিত্র নগরী বানারসের এক গোষ্ঠির মানুষেরা বহন করত নাইপল পদবী। নিজের বংশ-পদবী বিষয়ে এটি আমার কাছে থাকা একমাত্র তথ্য।

BanglaBook.org

দাদি বাড়ির সীমিত পৃথিবীর বাইরে দ্বীপ জুড়ে চার লাখ মানুষের বিশাল অজানা জগৎ। ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ আফ্রিকান বা আফ্রিকান বংশোদ্ভূত মানুষরা। পুলিশ ছিল, ছিলেন শিক্ষকরাও। তাদের একজন চেগুয়ানা সরকারি স্কুলে আমার প্রথম শিক্ষক যাকে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছি বহু বছর। শিক্ষা আর চাকরির জন্যে যেতে হবে রাজধানী শহরে। আবাস গাড়তে হবে নতুন অচেনাদের মাঝে। ইংরেজরা ছাড়াও সেখানে আরও শাদা মানুষরা ছিল। ছিল পর্তুগিজ, চাইনিজ যারা এক সময় আমাদের মতোই অভিবাসী ছিল। ছিল তার চেয়ে রহস্যময় হচ্ছে পাগনলসরা যাদের আমরা স্প্যানিশ বলেই জানতাম। এই হালকা বাদামি চামড়ার মানুষরা এসেছিল স্প্যানিশ আমলে ভেনিজুয়েলা তথা স্পেন সাম্রাজ্য থেকে দ্বীপটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে। এ আমার শৈশব জীবনেরও বহু পেছনের এক ইতিহাস।

আমার এই অতীতকে মেলে ধরার জন্যে আমাকে নিয়ে আসতে হবে আমার উত্তর জীবনের লেখালেখি প্রসূত জ্ঞান আর ধারণাগুলো। শৈশবে দাদি বাড়ির জীবনের বাইরে আর কোন কিছুই জানার উপায় আমার ছিল না। সব শিশুই নিজ পরিচয় না জেনেই পৃথিবীতে আসে। কিন্তু একটি ফরাসি শিশুর জন্যে সে পরিচয় জ্ঞান অপেক্ষা করে থাকে। সেই জ্ঞান ঘিরে থাকবে তার বেড়ে ওঠা। পরিজনদের কথোপকথন থেকেই আহরণ করবে সে জ্ঞান। খবরের কাগজ আর রেডিও তাকে দিতে থাকবে সে সংবাদ। আর প্রজন্মের বিদ্বানদের বিদ্যা ছেঁকে স্কুল তাকে শেখাবে ফ্রান্স আর ফরাসি সবকিছু।

ত্রিনিদাদে এক মেধাবী ছাত্র হয়েও আমি ছিলাম আঁধার আবৃত। স্কুল আমার জন্য কোনো বাণী বহন করত না। বাঁধা গৎ আর সূত্রের চাপে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি। যা কিছু হৃদয় দিয়ে শিখতে হয় আমার জন্যে সব বিমূর্ত বিষয়। আমি এও বিশ্বাস করি না আমাদের পাঠ্যসূচি এ রকম হওয়ার পেছনে কোনো পরিকল্পনা বা প্ররোচণা ছিল। আমরা যা পাচ্ছিলাম তা হচ্ছে মানসম্মত স্কুল শিক্ষা। অন্য কোনো প্রেক্ষাপটে হয়তো সেগুলো অর্থবহ হতো। আমার নিজের মাঝেও অন্তত কিছু কমতি ছিল। সীমাবদ্ধ নিজের সামাজিক পরিসর নিয়ে দূরবর্তী এক সমাজে স্বাচ্ছন্দ্যে প্রবেশ করাও এক শক্ত ব্যাপার। বইয়ের গল্পগুলো ভালবাসতাম কিন্তু সেগুলো পড়াটা কঠিন ছিল। এক সময় স্থানকাল ভুলে পড়েছি এন্ডারসন আর ঈশপের গল্প। কলেজের চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে পড়লাম মলিয়ের, সাইরানো ডি বারজেরাকের গদ্য—সম্ভবত তাদের রূপকথার মতো সম্মোহনী শক্তির কারণেই।

BanglaBook.org

একজন লেখক হয়ে যাওয়ার পর শৈশবে ঘিরে থাকা এই অন্ধকারই আমার লেখার বিষয়বস্তু হয়ে গেল। আমার চিন্তা জুড়ে থাকল এই ভূমি: তার আদিবাসীরা: নতুন বিশ্ব: উপনিবেশ: ইতিহাস: ভারত: মুসলিম বিশ্ব যার সঙ্গেও নিজেকে আমি সম্পৃক্ত মনে করি: আফ্রিকা এবং ইংল্যান্ড, যেখানে বসে আমি লেখালেখি করছি। আমার বইগুলো একে অপরের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, আমি নিজে তার সবগুলোর সমষ্টি—এ কথাগুলো আমি এ কারণেই বলেছি। একই কারণে বলি আমার প্রেক্ষিত,লেখার উৎস এবং চর্চা একাধারে অতি সরল ও জটিল। আপনারা দেখুন চেগুয়ানা নামের প্রত্যন্ত শহরে সেটা কতটা সরল ছিল এবং লেখক হিসাবে আমার জন্যে তা কতটা জটিল ছিল। বিশেষত শুরুর দিকে আমার সামনে যে সাহিত্যগুলো ছিল তাদের আমি কেবল নিজের আরোপিত শিক্ষা বলতে পারি যার বিষয়বস্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সমাজ। কিন্তু আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন উপকরণগুলো ছিল দারুণ সমৃদ্ধ যা দিয়ে সহজেই এগিয়ে যাওয়া যায়। নিজের প্রেক্ষিত নিয়েও যতটুকু আমি বললাম তাও আমার লেখালেখি অর্জিত জ্ঞান থেকে। আপনারা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন যদি আমি বলি নিজের লেখার ছকটিও আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে মাত্র মাস দুয়েক আগে। নিজের পুরনো বইগুলো পড়তে গিয়ে এই যোগসূত্র খুঁজে পেলাম। এর আগ পর্যন্ত আমার জন্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল অন্যের কাছে নিজের লেখা ব্যাখ্যা করা। আমি কি করতে চেয়েছি সেটা বলা।

আগেই বলেছি, আমি একজন সহজাত লেখক। বরাবরই তাই ছিলাম এবং এখনও আছি, এই শেষ জীবনেও। আমার কোন দিনই কোন পরিকল্পনা ছিল না। আমি কোন পদ্ধতিও অনুসরণ করিনি। আমি কাজ করেছি সহজাত প্রণোদনায়। আমার সার্বক্ষণিক লক্ষ্য ছিল একটা বই লেখা, এমন কিছু সৃষ্টি করা যা সহজ ও সুখপাঠ্য। আমি কাজ করতে পেরেছি শুধু নিজের জ্ঞান, চৈতন্য, মেধা আর বিশ্ব বীক্ষার পরিবৃত্তে। এগুলোই জন্ম দিয়ে গেছে বইয়ের পর বই এবং আমাকে বইগুলো লিখতে হয়েছে, আমি লিখেছি এ কারণে যে এই বিষয়গুলোর ওপর আমার প্রত্যাশা মতো কোন বই ছিল না। নিজের জগৎটি স্বচ্ছ আর বিবৃত করার প্রয়োজন ছিল আমার নিজের জন্যেই।

উপনিবেশিক ইতিহাসের প্রকৃত অনুভবের জন্যে আমাকে যেতে হয়েছে ব্রিটিশ মিউজিয়ামসহ আরও অনেক জায়গায়। আমাকে ভারতে যেতে হয়েছে কারণ আমার বাবা-মা'র জন্মভূমি কেমন তা বলার মতো কেউ ছিল না। আমি নেহরু আর গান্ধীর লেখা পড়েছি এবং

BanglaBook.org

আশ্চর্য সত্য হচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন গান্ধী আমাকে অনেক বেশি দিয়েছেন যদিও তা যথেষ্ট নয়। কিপলিং পড়েছি, পড়েছি জন মাস্টারসের মতো ব্রিটিশ ভারতীয় লেখকের বই (১৯৫০ দশকে বহুল পঠিত এই লেখক ঘোষণা করেছিলেন ব্রিটিশ ভারতের ওপর পঁয়ত্রিশ খণ্ডের ধারাবাহিক উপন্যাস লেখার যা পরে বাতিল করেন) নারী লেখকদের রোমান্টিক উপন্যাস পড়েছি কিছু। খ্যাতিমান ভারতীয় লেখকদের বেশির ভাগই ছিলেন শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। ভারতের যেখান থেকে আমরা এসেছিলাম তার সম্পর্কে কিছু তারা জানতেন না।

ভারত নিয়ে কৌতূহল কিছুটা নিবৃত্ত হওয়ার পর একে একে হাজির হলো আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা আর মুসলিম বিশ্ব। নিজের জগতের চিত্রটি সম্পূর্ণ করাটাই ছিল সব সময় আসল লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ছিল শৈশবেই নির্ধারিত নিজেকে নিজের প্রান্তে আরও বেশি করে ধরে রাখা। অনেকেই মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন জার্মানিতে গিয়ে জার্মানি নিয়ে লিখতে। আমন্ত্রণ পেয়েছি চীন থেকেও। কিন্তু এদেশগুলো নিয়ে অসাধারণ সব লেখা ইতিমধ্যেই হাজির। আমি সেগুলোর ওপরই নির্ভর করতে চাই তাদের জানানোর প্রশ্নে। আর তাছাড়া এই বিষয়বস্তুও অন্যদের জন্যে। শৈশবে আমার জগৎঘেরা অন্ধকারের অংশ নয় তারা। আমার কাজের বিকাশ হচ্ছে প্রকাশ ক্ষমতা, জ্ঞান আর অনুভবের বিকাশ। ফলে সেখানে একটি ঐক্যতান আছে, একটা প্রতিভাস আছে যদিও আমার যাত্রা বহুমুখী মনে হতে পারে।

যখন আমি শুরু করি, সামনের পথ নিয়ে কোন ধারণা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ চুকিয়ে ইংল্যান্ডে বসেই লেখালেখির চেষ্টা করছিলাম। অভিজ্ঞতার অভাবটা তখন প্রকট মনে হচ্ছিল, একটা বইয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। নিজের অতীত জীবনের কাছাকাছি বিষয়ে কোন বই খুঁজে পেলাম না। একজন ফরাসি বা ইংরেজ লিখতে বসলে অনেকের রচনাতেই নিজের প্রতিভূ খুঁজে পাবে। আমার কোন প্রতিভূ ছিল না বইপত্রের জগতে। ভারতের জীবন নিয়ে লেখা বাবার গল্পগুলো অতীতের গল্প। আমার পৃথিবী সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা আরও শহুরে আরও বিচিত্র। আমাদের কোলাহলপূর্ণ যৌথ পরিবারের সরল কাঠামো— শোবার ঘর বা জায়গা, খাওয়ার সময় এতগুলো মানুষ চালানো অসম্ভব মনে হতো। আমার পারিবারিক জীবন আর তার বাইরের পৃথিবী নিয়ে অনেক বেশি কিছু বলার ছিল। আরও অনেক বেশি বলার ছিল আমাদের নিয়ে; আমাদের পূর্বপুরুষ আর তাদের ইতিহাস নিয়ে; যা আমার জানা ছিল না।

BanglaBook.org

অবশেষে আমার চিন্তা এলো চেগুয়ানা থেকে পোর্ট অব স্পেইনের যে রাস্তায় আমরা উঠেছিলাম সেখান থেকে শুরু করবার। সেখানে বাইরের পৃথিবীর মাঝে বিশাল কোন লোহার গেট ছিল না। রাস্তার জীবন আমার জন্যে উম্মুক্ত ছিল। বারান্দা থেকে সে জীবন দেখা আমার আনন্দের কাজ ছিল। এই রাস্তার জীবন নিয়েই আমার লেখার শুরু। আমি দ্রুত লিখতে চাইছিলাম অন্তহীন প্রশ্নের স্রোত এড়িয়ে। ফলে লেখা সরল করে ফেললাম। আমি বেছে নিলাম এক শিশু চরিত্রের আড়াল। এড়িয়ে গেলাম রাস্তার জাতিগত আর সামাজিক প্রকরণগুলো। কোন কিছুই আমি ব্যাখ্যা করিনি। বলতে গেলে একদম সমতলে নেমে এসেছি। রাস্তার মানুষদের একদম হুবহু বর্ণনা করেছি। প্রতিদিন একটি করে গল্প লিখতাম তখন। প্রথম দিককারগুলো একদম ছোট আকারের। লেখার উপকরণের টিকবার মেয়াদ নিয়ে সংশয় ছিল। কিন্তু এ সময় লেখালেখি নিজেই তার জাদু দেখাল। বিভিন্ন উৎস থেকে হাজির হতে লাগল আরও মাল-মশলা। গল্পগুলো এত দীর্ঘায়িত হতে লাগল যে, আর একদিনে শেষ করা যায় না। তারপর এক সময় এই উদ্দীপনা, যা এক সময় সহজেই এগিয়ে নিয়ে গেছে আমাকে, তা ঝিমিয়ে এলো। কিন্তু ততদিনে একটি বই লেখা হয়ে গেছে এবং মাথায় ঢুকে গেছে লেখক হওয়ার বাসনা।

উপকরণের সঙ্গে লেখকের দূরত্বের জন্ম হলো পরের দুটি বই লিখতে গিয়ে। দৃষ্টি তখন আরও প্রসারিত হয়েছে। অবচেতনেই মাথায় এলো আমাদের পরিবার নিয়ে একটি বড় বই লেখার চিন্তা। এই বই লেখার সময় জন্ম নিলো আরও বিস্তৃত লক্ষ্য। কিন্তু সেটা শেষ হওয়ার পর মনে হল দ্বীপ জীবনে সংগৃহিত উপাদানের সবটুকুই আমি উজাড় করে ফেলেছি। কতটুকু পেরেছি জানি না কিন্তু বোঝা গেল এ থেকে আর নতুন কোন গল্প দাঁড়াবে না। দুর্ঘটনাই তখন আমাকে উদ্ধার করল। আমি হয়ে গেলাম একজন পরিব্রাজক। ক্যারিবিয়ান অঞ্চল ঘুরে ঘুরে আরও নিবিড়ভাবে চিনলাম উপনিবেশিক পত্তনগুলো যার অংশ ছিলাম নিজেও। এক বছরের জন্যে পিতৃভূমি ভারতে গেলাম। এই ভ্রমণ আমার জীবনকে দ্বিখন্ডিত করে দিল। এই দুই ভ্রমণ নিয়ে লেখা বই দুটি আমাকে আবেগের নতুন স্রোতে নিয়ে এলো। অভাবিত এক বিশ্ববীক্ষার যোগ ঘটল নিজের মাঝে, কৌশলে বাড়িয়ে দিলো আমার পরিসর। গল্প লেখার সামর্থ্য আমাকে নিয়ে গেল ইংল্যান্ডে আর ক্যারিবিয়ায় এ ছিল এক কঠিন কাজ। দ্বীপের জাতিগোষ্ঠীগুলোকে নিয়ে লেখার জোর পেলাম যা ইতিপূর্বে আমার ছিল না।

BanglaBook.org

এই নতুন গল্পটি ছিল ঔপনিবেশিক লজ্জা আর কল্পনা নিয়ে। বইটিতে লিখেছি কিভাবে ক্ষমতাহীনরা নিজেদের নিয়ে মিথ্যা বলে—নিজেদের কাছেই, যেহেতু এটাই তাদের একমাত্র সম্বল। বইটির নাম ছিল 'দ্য মিমিক ম্যান' এটা কোন মুকাভিনয়ের গল্প নয়। উপনিবেশের যে মানুষরা মনুষত্বের অভিনয় করে, নিজেদের বিষয়ে সবকিছুতেই যাদের অবিশ্বাস, তাদের নিয়েই এ গল্প। প্রায় তিরিশ বছর পর আমাকে এই বইটির কিছু পৃষ্ঠা পড়ে শোনানো হলো সে দিন। আমার মনে হচ্ছিল আমি কলোনিয়াল সিজোফ্রেনিয়া নিয়ে লিখেছি। কিন্তু লেখার সময় আমি একবারও এভাবে ভাবিনি। নিজের রচনার বর্ণনায় কখনও আমি কোন বিমূর্ত শব্দ ব্যবহার করিনি। যদি করতাম আমার হয়তো কোনদিনই বইটি শেষ করা হতো না। বইটি লিখেছি সহজাত চিন্তা থেকে, নিবিড় পর্যবেক্ষণ থেকে।

নিজের লেখালেখির প্রথম জীবন নিয়ে এই ছোট্ট জরিপটি করলাম সেই পর্বগুলো দেখানোর জন্যে যেখানে মাত্র দশ বছরে বদলে গেছে আমার জন্মভূমির প্রতিরূপ। রাস্তার জীবনের হাস্যরস থেকে বিস্তৃত এক সিজোফ্রেনিয়ার সমীক্ষা হয়ে গেছে তা। যা ছিল সরল তাই হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল।

ফিকশন এবং ভ্রমণ কাহিনী এই দুই আঙ্গিকই আমাকে আমার নিজস্ব দৃষ্টিপথ দিয়েছে এবং আপনারা নিশ্চয়ই বুঝবেন কেন সব সাহিত্যিক আঙ্গিকই আমার জন্যে সমান মূল্যবান। প্রথমটি লেখার ছাব্বিশ বছর পর যখন ভারত নিয়ে তৃতীয় বইটিতে হাত দিলাম তখন মনে হল একটি ভ্রমণ সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে সে স্থানের মানুষরা। মানুষের নিজেকে নিজে চিনতে হয়। একটা সরল ধারণা কিন্তু এজন্যে একটি নতুন বই প্রয়োজন যা নতুন ভ্রমণ পথের সন্ধান দেবে। এই পদ্ধতিই আমি ব্যবহার করেছি যখন দ্বিতীয় বারের মতো মুসলিম বিশ্বে গিয়েছি।

আমি সব সময় চালিত হয়েছি অবচেতন চিন্তায়। আমার কোন সাহিত্যিক বা রাজনৈতিক পদ্ধতি নেই। কোন রাজনৈতিক ধারণার নির্দেশনাও নেই। আমি মনে করি এটা আমার বংশানুক্রমে লুকিয়ে আছে। এ বছর মারা যাওয়া ভারতীয় লেখক আর. কে. নারায়ণের কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ ছিল না। আমার বাবা যিনি এক অন্ধকার সময়ে নিজের গল্পগুলো লিখে ফেলেছিলেন কোন পুরস্কার প্রত্যাশা ছাড়াই, তারও কোন রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল না। এর কারণ সম্ভবত এই যে, অনেক শতাব্দী ধরেই আমরা কর্তৃত্ব থেকে বহু দূরে। এটা আমাদের

BanglaBook.org

একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। আমার মনে হয়, কোন কিছুর মায়া আর রসবোধের দিকেই আমাদের ঝোঁক বেশি।

প্রায় তিরিশ বছর আগে আমি আর্জেন্টিনায় গিয়েছিলাম। এটা গেরিলা সমস্যার সময়। মানুষরা তখন পুরনো এক নায়ক পেরনের নির্বাসন থেকে ফিরে আসার অপেক্ষায়। বিদ্বেষে ভরে গেছে পুরো দেশ। পেরনের সমর্থকরা পুরনো হিসেব মেটানোর অপেক্ষায় ছিল। তাদেরই একজন আমাকে বলল, ভাল ও খারাপ দুই ধরনের নির্যাতন আছে। ভাল নির্যাতন হচ্ছে মানুষের শত্রুদের প্রতি তোমরা যা করে থাকো আর খারাপ নির্যাতন হচ্ছে মানুষের শত্রুরা তোমাদের প্রতি যা করে। অপর পক্ষের লোকরাও তখন একই কথা বলছিল। কোন কিছু নিয়েই সত্যিকার কোন বিতর্ক ছিল না। ছিল শুধু উত্তেজনা আর ইউরোপ থেকে ধার করা কিছু রাজনৈতিক পরিভাষা। আমি লিখেছিলাম পরিভাষা যখন জীবন্ত ইস্যুকে বিমূর্ত করে দেয়, পরিভাষা যখন শুধু পরিভাষার সঙ্গে যুদ্ধ করে তখন মানুষের কোন যুক্তি থাকে না— থাকে শুধু শত্রু। আর্জেন্টিনার সে উত্তেজনা আজো প্রশমিত হয়নি। আজো তা বোধকে পরাজিত করে প্রাণ হরণ করছে মানুষের। কোন সমাধানও গোচরীভূত নয়।

আমি আমার কর্মের শেষ প্রান্তে। যেটুকু করেছি, করতে পেরে আমি আনন্দিত। সৃজনের আনন্দ আমাকে এ পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। যে সহজাত পথে আমি লিখেছি এবং আমার উপাদানের বদ্ধ প্রকৃতির কারণেই আমার প্রতিটি বই আশীর্বাদ হয়ে নেমে এসেছে। প্রতিটি বই আমাকে বিমোহিত করেছে, লেখার আগ পর্যন্ত যার কোন সন্ধান আমি পাইনি। সবচেয়ে বড় অলৌকিক ঘটনা ছিল লেখা শুরু করা। আমি আজো ভয় পাই শুরু করার আগেই ব্যর্থ হওয়ার।

যেভাবে শুরু করেছিলাম সেভাবেই প্রুস্তের এগেইনস্ট সেইন্ট ব্যুভ থেকে অসাধারণ এক উদ্ধৃতি দিয়েই শেষ করব আমার বক্তৃতা। প্রুস্ত বলেন, যদি আমাদের মেধা থাকে, সুন্দর লেখাগুলো আমরা লিখব। মেধা হচ্ছে আমাদের ভিতরে এক অবিচ্ছিন্ন সুরের স্মৃতির মতো যা আমাদের আলোকিত করে যদিও আমরা তার সুরধারা ধারণে অক্ষম। সত্যের এই আবছা স্মৃতিতে আচ্ছন্ন মানুষরা কোনদিন আশীর্বানদের জানে না... মেধাও এক ধরনের স্মৃতি যা এই অবিচ্ছিন্ন সুর তাদের কাছে এনে দেবে, শুনবার ক্ষমতা দেবে,দেবে লিখবার সামর্থ্য... ।'

প্রুস্ত বলেছেন , মেধার কথা। আমি যোগ করব সৌভাগ্য আর শ্রম।

BanglaBook.org

Jack's Garden

জ্যাকের বাগান

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথম চারদিন ধরে বৃষ্টি হয়। বুঝতেই পারি না কোথায় আছি। তারপর বর্ষণ থামে আর আমার কুটিরের সামনের কাছারিবাড়ি ও প্রাঙ্গনের পিছনে প্রতিটা মাঠের সীমানায় সিক্ত গাছগুলো দেখতে পাই; এবং অনেক দূরে একটা ছোট নদীর ঝিলিক, নির্ভর করে অবশ্য আলোর ওপর, ওই ঝিলিক কোনো কোনো সময় দেখা যায় ভূমি-স্তরের ওপরে, বিদঘুটে ব্যাপার।

নদীটার নাম অ্যাভন; শেক্সপিয়ারের সঙ্গে যেটা যুক্ত এটা সেই নদী নয়। পরে— যখন জায়গাটা অধিক অর্থবহুল হয়ে উঠেছিলো, যে সড়কে বড় হয়ে উঠেছি তার চেয়ে আমার জীবনের অনেক বেশি সময় এখানে কেটে গিয়েছিলো— গর্তওয়ালা সমতল ভেজা মাঠ নিয়ে আমি ভাবতে সমর্থ হই 'জলাভুমি' হিসেবে, আর নদীর পিছনের পটভূমিতে নিচু মসৃণ পাহাড়, 'ভাটি' হিসেবে। কিন্তু ঠিক তখন, বৃষ্টির পর, আমি যা কিছু দেখতে পেয়েছিলাম— যদিও কুড়ি বছর ধরে ইংল্যাণ্ডে বসবাস করে আসছিলাম—-তা ছিলো সমতল ভূমি আর একটা সংকীর্ণ নদী।

তখন শীতকাল। এই শীত আর তুষারের ভাবনা আমাকে সব সময়ই উত্তেজিত করে; কিন্তু ইংল্যান্ডে আমার ক্ষেত্রে এ শব্দটি কিছু রোমাঞ্চ হারিয়ে ফেলেছিলো, কেননা ইংল্যান্ডে আমি যে শীতকাল পাই তা প্রায়ই যেমনটা কল্পনা করি ঠিক সেই রকম চরম— এ কল্পনা আসে আমার নিরক্ষীয় দ্বীপ থেকে দূরে থাকার কারণে। আরো কঠিন আবহাওয়ার অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে অন্যান্য জায়গায়— জানুয়ারি মাসে স্পেনে, মাদ্রিদের কাছাকাছি একটা স্কি নিবাসে; ভারতের সিমলায় ডিসেম্বর মাসে, আর আগস্ট মাসে হিমালয়ের উঁচু এলাকায়। কিন্তু ইংল্যান্ডে এ ধরনের আবহাওয়া খুব কমই আসে। ইংল্যান্ডে সারা বছর আমি একই পোশাক পরে কাটিয়ে দিতে পারি; পুলওভার খুব কমই পরি; বড় জোর একটা ওভারকোট দরকার হয়।

এবং যদিও জানি যে গ্রীষ্ম রৌদ্রোজ্জ্বল আর শীতকালে গাছগুলো পাতা ঝরিয়ে নগ্ন হয়ে যায় আর ব্রাশের মতো, যেন রোল্যান্ড হিল্ডার -এর জলরঙের ছবি। বছরটি আমার পক্ষে ছিলো দারুণ। আমার পক্ষে একটা বিভাগ বা ঋতুকে

অন্যগুলোর থেকে আলাদা করা কঠিন। কোনো সুনির্দিষ্ট মাসেরই গাছ অথবা ফুলের সঙ্গে আমার সহযোগিতা নেই। আর তবুও আমি দেখতে ভালোবাসি; আমি সব কিছু লক্ষ্য করি, চলাফেরা করতে পারি গাছ আর ফুলের সৌন্দর্যের ভিতর দিয়ে এবং খুব সকালের রোদে অথবা শেষ সন্ধ্যার আলোয়। শীতকালটা ছিলো আমার কাছে প্রধানত ছোট ছোট দিনের সময়, আর কাজের সময় সবখানেই বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানো থাকে; সেই সময়ও যখন তুষারপাত হচ্ছে একটা সম্ভাবনা।

যদি বলি নদী উপত্যকার ওই বাড়িতে যখন আসি তখন শীতকাল ছিলো, যেহেতু কুয়াশার কথা মনে পড়ে, চার দিনের বৃষ্টি আর কুয়াশা চারপাশের দৃশ্য গোপন রেখেছিলো আমার কাছে আর আমার উদ্বেগের জবাব দিচ্ছিলো, আমার কাজ আর নতুন স্থানে সরে আসা সম্পর্কে উদ্বেগ, অনেকবার ইংল্যান্ডে আসার মধ্যে আর একবার।

এটাও শীতকাল ছিলো, কারণ আমি ঘর গরমের খরচ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। কুটিরেই কেবল বিদ্যুৎ ছিলো— গ্যাস বা জ্বালানির চেয়ে তাতে খরচ অনেক বেশি। আর কুটির গরম করে তোলা খুবই কঠিন। কুটিরটা লম্বা আর সংকীর্ণ; নদী আর জলাভূমি থেকে সেটা বেশি দূরে নয়; আর কংক্রিটের মেঝেটা ভূমি থেকে এক ফুটের বেশি উঁচু হবে না কোনো মতেই।

আর তারপর এক অপরাহ্নে শুরু হলো তুষারপাত। আমার কুটিরের সামনে ধুলোর মতো ছড়িয়ে পড়লো তুষার; ছড়িয়ে পড়লো বৃক্ষশাখায়; বাতিল জিনিসপত্রের রূপরেখা ফুটিয়ে তুললো, আর প্রাঙ্গনের চারপাশের পুরনো দালানগুলোর রূপরেখাও ফুটিয়ে তুললো যেগুলোর দিকে আগে কখনো সেভাবে আমি ফিরেও তাকাইনি। কাজেই খণ্ড খণ্ড ভাবে ঝরে পড়া তুষারের কল্যাণে আমার অবস্থানের একটা খসড়া চিত্র তৈরি হলো আমার চারপাশে।

খরগোশগুলো বেরিয়ে আসে বরফের ওপর খেলার জন্যে, অথবা খাওয়ার ধান্দায়। একটা মা খরগোশ, কুঁজো মতো, তিন-চারটা বাচ্চা নিয়ে। বরফের ওপর তাদের রঙ আলাদা দেখায়, খানিক ময়লাটে। আর খরগোশদের এই ছবি, কিংবা নির্দিষ্ট করে বললে বলতে হয় তাদের নতুন রঙ, ডাক দেয় বা সৃষ্টি করে শীতের দিনের আরো বিস্তারিত দৃশ্য : শেষ-বিকেলের তুষার -আলো; প্রাঙ্গনের চারপাশের অদ্ভুত, শূন্য বাড়িগুলো হয়ে উঠছিলো ধবধবে শাদা, স্বতন্ত্র এবং অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এতে আরো মনে পড়ে সেই বনের স্মৃতি আমার মনে হয় যা দেখেছিলাম শাদা হয়ে ওঠা ঝোপের বেড়ার পিছনে, যার আড়ালে খরগোশগুলো খাদ্য খুঁজে বেড়াতো। শাদা প্রাঙ্গন; তার চারপাশে শূন্য বাড়িগুলো; প্রাঙ্গনের এক

BanglaBook.org

পাশে ঝোপের বেড়া, তার ফাঁকে একটা পথ; পিছনে বন। আমি একটা বন দেখেছিলাম। কিন্তু সত্যিই সেটা বন ছিলো না; ছিলো বড় বাড়ির পিছনে বেড়া-দেয়া পুরনো ফল-বাগান, আর বড়-বাড়ির আঙিনার মধ্যেই অবস্থিত আমার কুটির।

আমি যা দেখেছিলাম আমি দেখেছিলাম পরিষ্কারভাবে। কিন্তু জানতাম না আমি কিসের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ওতে খাপ খাওয়ানোর কিছুই ছিলো না। আমি তখনো এক ধরনের বিস্মৃতির ভিতর তলিয়ে ছিলাম। যদিও নির্দিষ্ট কিছু বিষয় আমার মনে পড়ছিলো। ট্রেনে করে যে শহরটায় এসেছিলাম তার নাম আমি জানতাম। নামটা হচ্ছে স্যালিসবারি। আমার জন্যে এটাই ছিলো প্রথম কোনো ইংলিশ শহর, প্রথম শহর যার সম্পর্কে আমাকে কিছু জ্ঞান দান করা হয়েছিলো, আমার তৃতীয়-মানের পাঠে ওই জ্ঞান এসেছিলো কনস্ট্যাব্‌ল -এর আঁকা স্যালিসবারি ক্যাথেড্রালের তৈলচিত্রের পুনর্মুদ্রিত কপি থেকে। আমার ট্রপিক্যাল দ্বীপ থেকে বহুদূরে, আমার বয়স দশ বছর হবার আগেই। চার রঙা পুনর্মুদ্রিত কপি, যেটা আমার দেখা সবচেয়ে সুন্দর ছবি বলে মনে করতাম। জানতাম যে বাড়িটায় আসছি সেটা স্যালিসবারির কাছাকাছি নদী-উপত্যকাগুলোর একটায় অবস্থিত।

কনস্ট্যাব্‌ল -এর প্রতিচিত্রের রোমাঞ্চ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে যে জ্ঞান আমি বয়ে আনি আমার বাসস্থানে সেটা ভাষাতাত্ত্বিক। জানতাম যে 'অ্যাভন' শব্দটির মূল অর্থ নদী, ঠিক যেমন 'হাউন্ড' বলতে বোঝায় কুকুর, যে কোনো প্রকার কুকুর। আর আমি জানতাম যে ওয়ান্ডেন্‌শ শব্দটির উভয় উপাদান— গ্রামের আর ম্যানোরের নাম যার প্রাঙ্গনে আমার কুটির – আমি জানতাম যে 'ওয়ান্ডেন' এবং 'শ' শব্দ দুটোর অর্থ বন। আমি যে কেন বন ভেবেছিলাম এটা তারও একটা কারণ; বরফ আর খরগোশের রূপকথার গল্পের মতো অনুভব ছাড়াও।

এও জানতাম যে বাড়িটা ছিলো স্টোনহেঞ্জের কাছাকাছি। জানতাম ওখানে হাঁটা পথ আছে পাথরের বৃত্তের দিকে। জানতাম এই হাঁটা পথের ওপরে কোথাও একটা দৃশ্য-দেখার জায়গা আছে। আর যখন বৃষ্টি থামলো আর কুয়াশা সরে গেল, সেই প্রথম চারদিন পর, আমি বাইরে গিয়েছিলাম এক অপরাহ্নে, হাঁটা পথ আর ওই জায়গাটা দেখতে।

বলার মতো কোনো গ্রাম ছিলো না। তাতে খুশি হলাম। লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে গেলে আমি নার্ভাস হতে পারতাম। দীর্ঘ সময় ইংল্যান্ডে থাকার পরও আমি এখনো নতুন জায়গায় লোকজনের মধ্যে নার্ভাসে ভুগি। এখনো অনুভব করি আমি যেন অন্যের দেশে আছি। অনুভব করি বিকটত্ব, আমার

BanglaBook.org

নির্জনতা। আর দেশের নতুন অংশে। প্রত্যেক শিক্ষাসফর আমার কাছে ছিলো যেন পুরনো কোনো আবরণ ছিঁড়ে ফেলা – অন্যদের পক্ষে যা একটা অ্যাডভেঞ্চার। সংকীর্ণ সরকারী রাস্তা চলে গেছে ম্যানোরের অন্ধকার প্রাঙ্গনের পাশ দিয়ে। ঠিক রাস্তা আর তারের বেড়ার ওপাশেই ঢালু অংশটা তীক্ষ্ণ ভাবে উঠে গেছে উপর দিকে। স্টোনহেঞ্জ আর হাঁটা-পথটা ওদিকেই। সরকারী রাস্তা থেকে একটা পথ বা সংকীর্ণ পথ ওদিকে থাকতে পারতো। ওই পথ বা সংকীর্ণ পথ খুঁজে পেতে আমি কি ডানে অথবা বাঁয়ে ঘুরতাম ? কোনো সমস্যা ছিলো না ব্যাপারটায়, বাস্তবিক। বাঁয়ে যদি ঘোরো তো একটা গলিতে তুমি পৌঁছাবে; আর ডানে ঘুরলে আরেকটায়। ওই সংকীর্ণপথ দুটো পৌঁছেছে জ্যাকের কুটিরে, অথবা সেই পুরনো খামারবাড়িতে জ্যাকের কুটির যেখানে অবস্থিত, পাহাড়ের ওদিকে উপত্যকায়।

কুটিরে যাবার দুটো পথ। আলাদা দুটো পথ ঃ একটা খুবই পুরনো, আর একটা নতুন। পুরনো পথটা অনেক দীর্ঘ, সমান; সেটা চলে গেছে পুরনো প্রশস্ত ঘূর্ণীবাত্যাময় নদীতল বরাবর; আগকার দিনে এ পথটায় চলাচল করতে পারতো গো-শকট। নতুন পথটা – যান্ত্রিক যানবাহনের জন্যে মূলত – অসমতল, এই উঠে গেছে পাহাড়ে আবার নেমে গেছে সোজা নিচে।

সরকারী রাস্তা থেকে বাঁ দিকে মোড় নিলে তুমি ওই পুরনো পথে প্রবেশ করবে। এ রাস্তায় অসংখ্য সৈকতের দেখা মেলে নদী বরাবর। উঁচু ভূমি ছাড়িয়ে যাবার পর নদীর সম-স্তরে চলে গেছে পথটা। এখানে ছোট একটা বসতি গড়ে উঠেছে কয়েকটি বাড়ি নিয়ে। আমি লক্ষ্য করি ঃ সুন্দর গাড়িবারান্দাযুক্ত ইটের একটা ছোট পুরনো বাড়ি; এবং, নদীর পাড়ে, পানির খুব কাছাকাছি, একটি নিচু শাদা দেয়ালের খড়ের ছাউনিওয়ালা কুটির যেটা 'গোছগাছ' করা হচ্ছে। (কয়েক বছর পরও দেখা যায় কুটিরটা 'গোছগাছ করা হচ্ছে' অবস্থাতেই আছে; অর্ধ-ব্যবহৃত সিমেন্টের বস্তা তখনো দেখা যায় ধুলো জমা জানলার ভিতর দিয়ে।) এখানে, এই বসতিতে, পুরনো পথ ধরে তুমি এসে পড়ছো জ্যাকের কুটিরে।

একটা অ্যাসফল্টের লেন চলে গেছে ছয়টি সাদামাটা ক্ষুদে বাড়ি অতিক্রম করে, সেগুলোর দু'তিনটিতে নকশা আঁকা আছে বাড়ির মালিকের, অথবা নির্মাতার, অথবা নকশাবিদের – সেই সঙ্গে আছে তারিখ, সেটা বিস্ময়করভাবে যুদ্ধকালীন একটা বছর ঃ ১৯৪৪। অ্যাসফল্ট উঠে গেছে, সংকীর্ণ লেনটা পাথুরে হয়ে উঠেছে, তারপর, একটা উপত্যকা, প্রশস্ত, খসখসে ঘাসময়। এ উপত্যকায় শীত অনুভূত হয়। বাঁ দিকের ঢালু জায়গায় আরো দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়। এই ঢালু জায়গা বিরান, কোনো গাছ নেই। নিচের দিকে মসৃণ, পাতলা ঘাসের আবরণ

BanglaBook.org

দেখা যায় রেখায় ও ডোরা দাগে। অনেককাল আগের ধারাবাহিকভাবে পর পর সব বছরগুলোয় চাষের চিহ্ন বহন করে সেগুলো; বরবাদ হয়ে যাওয়াও বোঝা যায়। প্রশস্ত উপত্যকা (সম্ভবত পুরনো একটা নদী) সোজা চলে গেছে অনেক দূর। জ্যাকের কুটির আর খামারবাড়ি ওই সোজা পথের শেষ মাথায়, যেখানে পথটা মোড় ঘুরেছে।

কুটিরে আসার অন্য পথটা সংক্ষিপ্ত, নতুনতর, প্রধান সড়কের উজানে আর উপত্যকার ও খামারবাড়ির ভাটিতে, উত্তর দিকে সারিবদ্ধ বিচ গাছ, দীর্ঘদেহী পাইন সেগুলোকে রক্ষা করে। ঢালের একেবারে উপরে একটা আধুনিক, ধাতব-দেয়ালের গোলাঘর; অন্য দিকে অল্প খানিকটা নিচে উইন্ডব্রেকের মধ্যে একটা গ্যাপ। এটাই স্টোনহেঞ্জের দর্শনীয় পয়েন্ট; বহু দূর, ক্ষুদ্র, দেখা সহজ নয়, সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের রেঞ্জের উজ্জ্বল লাল কমলা লক্ষ্যস্থলের মতো সহজ নয়। আর ঢালের নিচে, উইন্ডব্রেকের পাশে পাথুরে এবড়োখেবড়ো লেন ছিলো, খামার বাড়িগুলো এবং কৃষি কুটিরগুলো এখনো আছে, যার একটিতে থাকে জ্যাক।

নিচে সব কিছুই শুষ্ক, শাদাটে বাদামি, শাদাটে সবুজ। কিন্তু তলদেশের প্রশস্ত পথ, খামারবাড়ির চারপাশে, মাটি সেখানে কালো ও কর্দমাক্ত।

প্রথম অপরাহ্নে, যখন আমি খামার বাড়িতে পৌঁছাই, সংকীর্ণ পথে পায়ে হেঁটে, উইন্ডব্রেকের পাশ দিয়ে, আমি স্টোনহেঞ্জের পথটা বাতলে দিতে বলি। পাহাড়-শীর্ষের দর্শনীয় পয়েন্ট থেকে এটা পরিষ্কার মনে হয়। কিন্তু ওই পয়েন্ট থেকেই তাকালে দেখা যাবে নিচের দিকটার অভ্যুদয় ঘটেছে নিচের বিরুদ্ধে। ঢালের বিরুদ্ধে ঢাল। খানাখন্দ ও পথ লুকিয়ে রাখা হয়েছে। এবং তলদেশে, যেখানে হাঁটা কঠিন করে তোলে কাদা আর জায়গাটা মনে হয় অনেক বড়, আর আরও পথ আসে দৃষ্টিপথে, কোনোটা প্রশস্ত উপত্যকার দিক থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছে, আমি এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। শূন্যতার মধ্যে, যদিও, এমন একটা সাদামাটা তদন্ত করা হচ্ছে; আর আমি কখনো ভুলবো না যে প্রথম দিন কাউকে আমি পথটার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম।

সে কি ছিলো জ্যাক? আমি লোকটাকে ভিতরে আনিনি; আমি আরো বেশি অবগত আছি হাঁটার আশ্চর্যতা নিয়ে, আমার নিজের আশ্চর্যতা, আর আমার তদন্তের হাস্যকর অবস্থা।

আমাকে বলা হয়েছিলো খামার বাড়িগুলোর দিকে যেতে, ডান দিকে মোড় নেওয়ার, আর সব শুষ্ক পথের পীড়া উপেক্ষা করার; ওই পথটা চলে গেছে অন্য পাশের বনের দিকে, ছোট ছোট গাছপালার পর যেখানে শুরু হয়েছে আসল বনভূমি।

BanglaBook.org

সুতরাং, কুটির আর খামার বাড়িগুলো পার হয়ে, প্রাচীন বৃক্ষ আর পুরনো কাঁটাতারের বেড়া ছাড়িয়ে আর খামার বাড়ির পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতির অংশ পিছনে রেখে, আমি ডান দিকে মোড় নিই। প্রসারিত কর্দমাক্ত পথ পরিণত হয় ঘাসে ঢাকা জমিনে – লম্বা আর্দ্র ঘাস। আর শীগগিরই, যখন পিছনে ফেলে এসেছি খামারবাড়িগুলো আর অনুভব করছি যে আমি হেঁটে চলেছি একটা প্রসারিত, শূন্য, প্রাচীন নদীর তলদেশে, তখন স্থানের চেতনাটা ছিলো অদম্য।

ঘাসময় পথ, পুরনো নদীতল (যেমন আমি ভেবেছিলাম), উঠে গেছে ক্রমে উপর দিকে, সুতরাং চোখ চলে যায় মধ্য-আকাশের দিকে; আর ঢালের দু'দিকেই দৃশ্যের প্রসারণ ঘটেছে আরো, আকাশের পটভূমিতে। তার এক পাশে গবাদি পশু; অন্য পাশে, চারণভূমির পিছনে, প্রশস্ত শূন্য এলাকা, ছোট ছোট কচি পাইন গাছ জন্মেছে সেখানে, ছোট একটা বনভূমি সেটা। সূর্যাস্ত মনে হয় প্রাচীন; গভীর ছাপটা ছিলো স্থানের, মানব বসতিহীন ভূমি, বস্তুর শুরু। কোথাও ঘরবাড়ি দেখা যায় না, শুধু চওড়া ঘাসময় পথ, তার ওপর আকাশ, আর দু পাশে প্রশস্ত ঢাল।

এই রকম পথে শূন্যতার অনুভূতি আসা সম্ভব। কিন্তু ঘাসময় পথের শেষ মাথায় এসে যখন পৌঁছাই, তখন সামনে দেখতে পাই স্টোনহেঞ্জ, আরো দেখতে পাই স্যালিসবারি সমতলভূমির ফায়ারিং রেঞ্জ এবং পশ্চিম এমসবারির ছোট ছোট চমৎকার সব বাড়ি। পিছনে ফেলে আসা পাইন বন আর যে শূন্যতা ও ফাঁকা স্থানের ভিতর দিয়ে এসেছি সে সব কিছু এখন অলীক মনে হয়। চারপাশে – আর খুব দূরে নয় – সড়ক ও মহাসড়ক, তাতে খেলনার মতো দেখা যায় উজ্জ্বল রঙে রাঙানো ট্রাক ও কার। স্টোনহেঞ্জ, ক্ষুদ্র শৈল আর সমাধিস্তূপের রূপরেখা ফুটে আছে আকাশের পটভূমিতে; সেনাবাহিনীর ফায়ারিং রেঞ্জ, পশ্চিম এম্‌সবারি। পুরনো ও নতুন; এবং, মাঝপথ অথবা আলাদা সময় থেকে, জ্যাকের কুটিরসহ খামারবাড়িটা উপত্যকার তলদেশে।

খামার বাড়িগুলোর অনেক ভবনই আর ব্যবহার করা হয় না। গোলাঘর আর পশুর খোয়াড়গুলো কর্দমাক্ত আঙিনার দিকে – লাল ইটের দেয়াল, স্লেট অথবা মাটির টাইলস-এর ছাদ সেগুলোর – সব ক্ষয়ে গেছে; কেবল ঘটনাক্রমে খোয়াড়ে পশু রাখা হয়, যেগুলো অসুস্থ অথবা পশুপাল থেকে বিচ্ছিন্ন। খশে পড়া টাইল্‌স, ছিদ্র হওয়া ছাদ, জংধরা করুগেটেড লোহা, বাঁকা ধাতু, আর্দ্রতা, বাদামি কালো রঙ ঃ এই রকম অবস্থায় বিচ্ছিন্নতার মধ্যে পড়ে যায় পশুগুলো, ব্যাপারটা বেশ ভয়ানক।

যখন এখানে গবাদি পশু রাখা হতো, সেই সময়ে কিছু পশু অঙ্গবিকৃতিতে ভুগতো। এসব পশুর প্রজনন হতো যান্ত্রিকভাবে, ফলে অঙ্গবিকৃতিও ঘটতো

BanglaBoi.org

যান্ত্রিকভাবেই। ব্যাপারটা ছিলো যেন শিল্প প্রক্রিয়ার ভুল। পশুগুলোর শরীরে বিভিন্ন জায়গায় অদ্ভুত অতিরিক্ত থোকা থোকা মাংস দেখা যেতো, যেন এই পশুদের ছাঁচে ঢেলে তৈরি করা হতো, ওই ছাঁচের ছিলো দুটো ভাগ, আর দুটো ভাগের মধ্যে যে জোড়া সেই জোড়ায় ছিলো ফুটো। তার ভতর দিয়ে অতিরিক্ত উপদান পড়ে গিয়ে সৃষ্টি হতো বাড়তি বিকৃত অঙ্গ। ওই অবস্থায়, ওই ধ্বস্ত, পরিত্যক্ত, গোবরময়, আর্দ্র খামারে পশুগুলো অপেক্ষা করতো শহরের কসাইখানায় যাওয়ার।

পুরনো খামারবাড়ি থেকে দূরে আর সমতল প্রশস্ত পথে যেটাকে আমি জ্যাকের কুটির ও খামারের পুরনো রাস্তা বলে ভেবেছিলাম, সেখানে আরো অনেক স্মৃতিবিজড়িত ধ্বংসাবশেষ আর জীবনের চিহ্ন ছিলো। চওড়া পথের শেষ প্রান্তে, এক পাশে, লম্বা ঘাসের ভিতর, দুই সারিতে রাখা ধূসর রঙের অনেকগুলো বাক্স। পরে আমাকে বলা হয়েছিলো যে ওগুলো মৌমাছির বাক্স। কে যে মৌ-চাষ করতো সে কথা আমি কখনোই জানতে পারিনি। সে কি ছিলো খামারের কোনো কর্মী, কুটিরের কেউ, নাকি অন্য কেউ যার হাতে প্রচুর সময় ছিলো এসব নিয়ে মাতামাতি করার এবং এক সময় ব্যাপারটা ছেড়ে দিয়েছিলো আর পুরোপুরি ভুলে গিয়েছিলো? পরিত্যক্ত এখন, অব্যাখ্যাত, ধূসর বাক্সগুলো কারো কাছেই মূল্যবান নয় হয়তো বা এবং বেড়াহীন উন্মুক্ত স্থানে হয়ে আছে এক রহস্যময়তা।

চওড়া সড়কপথের অন্য পাশে অল্প বয়সি গাছের নিচে ভালো অবস্থায় পড়ে আছে একটা পুরনো ক্যারাভান, সেটার রঙ সবুজ, হলুদ ও লাল। উজ্জ্বলভাবে রঙ করা পুরনো আমলের জিপসি ক্যারাভান (আমি ভেবেছিলাম)। দেখে মনে হয় যেন ঘোড়গুলো খুলে নেওয়া হয়েছে খুব বেশি সময় হয়নি। আরো একটা রহস্য; আরেকটি সযত্ন পরিত্যাগের বিষয়; অতীতের আরো একটা বস্তু যার প্রয়োজন শেষ হয়েছে কিন্তু ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়নি। খামার বাড়ির পাশে ফেলে রাখা খামারের যন্ত্রাংশের মতো যাতে মরচে পড়ে যাচ্ছে।

সোজাসুজি চলে যাওয়া প্রশস্ত সড়কের মাঝামাঝি, মৌমাছির বাক্স আর ক্যারাভান থেকে অনেক দূরে ছিলো একটা পুরনো খড়ের গাদা, কুটির আকৃতিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছিলো তা আর ঢাকা ছিলো কালো রঙের প্লাস্টিকের শিটে। এই খড় সযত্নে কাটা হয়েছিলো কোনো এক গ্রীষ্মকালে আর এক জায়গায় জড়ো করে রাখা হয়েছিলো গাটরি বেঁধে। এখন সময়ের প্রভাবে এর রঙ হয়ে গেছে সবুজাভ কালো। আজকাল খামারের খড় সংরক্ষণ করে রাখা হয় আধুনিক খোলা ছাউনিতে, প্রি-ফেব্রিকেটেড একটা কাঠামো সেটা, ছাদের ঠিক নিচে প্রস্তুতকারকের নাম লেখা থাকে। এসব ছাউনিতে সংরক্ষিত খড় থাকে নতুন;

BanglaBook.org

উষ্ণ ও মিষ্টি একটা গন্ধ পাওয়া যায় তাতে। খড়ের সোনা হয়ে যাওয়ার গল্প আমার মনে পড়ে আর সেই সব বইয়ের কথা যাতে লেখা আছে গোলাঘরে খড়ের ওপর লোকজনের ঘুমানোর কথা। আমার কাছে এটা আদৌ ত্রিনিদাদের সঙ্গে তুলনীয় নয়, কেননা ঘাস সেখানে সব সময় টাটকা অবস্থায় কাটা হয় গবাদিপশুর জন্যে, সব সময়ই তা সবুজ থাকে আর বাদামী রঙের হয়ে ওঠার অবসরই পায় না। এখন, শীতকালে, এই আর্দ্র উপত্যকার নিচে ঃ শুকিয়ে কঠিন হয়ে যাওয়া কাদার পাশে সোনালি খড়ের গাদা।

কুটির-আকৃতির খড়ের গাদা থেকে অনতিদূরে একটা সত্যিকার বাড়ির অবশেষ, সাদামাটা একটা বাড়ি, দেয়ালের কোনো ভিত্তি ছিলো না হয়তো, এখন বেরিয়ে পড়েছে। বিধ্বস্ত দেয়াল, ছাদ নেই, চারদিক খোলা – পাথর বা কংক্রিটের মেঝের কোনো চিহ্নও নেই। কেমন যে স্যাঁতসেঁতে লাগে! প্লটটার চারপাশে শুধু গাছ–সাইকামোর কিংবা বিচ কিংবা ওক – অনেক উঁচু হয়েছে গাছগুলো, বাড়িটাকে বামুন বানিয়ে ফেলেছে। এক সময়ে সেগুলো হয়তো সামান্যই নজরে আসতো, ওই গাছগুলো, আর এখন নিচের মাটিকে শীতল আর ছত্রাকময় করে তুলেছে, ঢেকে রেখেছে কালো ছায়ায়। সরকারী সড়কের পাশে ছোট বাড়িগুলো গত শতাব্দীতে তৈরি, খামারের কর্মীরাই প্রধানত বাড়িগুলো তৈরি করেছিলো, তারা নিজেদের মালিকানাও প্রতিষ্ঠা করেছিলো নির্মাণকারী হিসেবে। কিন্তু এখানে, ঘেসো সড়ক পথের পাশে, সেদিনের সেই নির্মাতা বা মালিক কিছুই ফেলে রেখে যায়নি পিছনে। কোনো কিছুই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকেনি। কেবল তার লাগানো চারা গাছগুলো টিকে আছে আজও আর ধারাবাহিকভাবে বড় হয়ে উঠেছে।

হয়তো এ বাড়িটা কোনো মেষপালকের আশ্রয়ের বেশি কিছু ছিলো না। তবে সেটা তো শুধু অনুমান। মেষ পালকদের কুঁড়েগুলো ছোট আকারের হতেও পারতো; এই প্লটের চারপাশ ঘিরে থাকা গাছগুলো অবশ্য বলে না যে কুঁড়েটা কোনো মেষ পালকের, বলে না যে সেই রাখাল একাধারে কয়েক রাত এখানে আস্তানা গেড়েছিলো।

এই সমভূমিতে ভেড়া আর প্রধান পশুপালন ছিলো না। ভেড়ার লোম কাটার দৃশ্য আমি শুধু একবারই দেখেছি। বিশালদেহী এক লোক ভেড়ার লোম কাটছিলো, লোকটা ছিলো অস্ট্রেলিয়ান, আমাকে বলা হয়, আর লোম কাটা হচ্ছিলো পুরনো বাড়িগুলোর একটার মধ্যে – কাঠের দেয়াল আর স্লেটের ছাদওয়ালা বাড়ি – জ্যাক যেখানে বসবাস করে সেই কুটিরের সারির এক পাশে। ভেড়ার লোম কাটার দৃশ্য আমার চোখে পড়ে দৈবাত; এ ব্যাপারে আমি কিছুই

BanglaBook.org

শুনতে পাইনি আগে; বিকেল বেলা যখন ঘুরতে বেরিয়েছিলাম তখনই চোখে পড়ে। কিন্তু ভেড়ার লোম কাটা ওখানে রীতিমতো খবর ছিলো সবার জন্যে; খামারের লোকজন আর আশপাশের সব লোক জড়ো হয়ে যায় ব্যাপারটা দেখার জন্যে। শক্তি আর গতির এক প্রদর্শনী, পশমপূর্ণ ভেড়া তুলে ধরে তার লোম কেটে নেওয়া (আর এ কাজে কখনো কখনো ভেড়ার শরীরও কেটে যায়), তারপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তখন লোম কেটে নেওয়া ভেড়াটাক দেখতে ভীষণ বিদঘুটে লাগে। সমস্ত ব্যাপারটা মনে হয় যেন পুরোনো কোনো উপন্যাসের দৃশ্য, হয়তো হার্ডির লেখা উপন্যাস, অথবা ভিক্টোরিয়ান কোনো ডায়রিতে কিছু দৃশ্যের বিবরণ। আর তখন মনে হতো যেন স্যালিসবারি সমভূমির ফায়ারিং রেঞ্জগুলো আকাশে সামরিক বিমানগুলোর ধোঁয়ার লম্বা রেখা, সেনাবাহিনীর বাড়িগুলো আর শব্দময় মহাসড়কগুলো কিছুই এখানে নেই। যেন জ্যাকের কুটির আর খামারবাড়িগুলোর কাছে ওই ছোট্ট জায়গাটায় সময় থেমে গেছে স্থির হয়ে, আর সবকিছুই সেই পুরনো দিনের মতো, অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু ভেড়ার পশম-কাটার ব্যাপারটা অতীত একটা ব্যাপার। পুরনো খামার বাড়িগুলোর মতো। সেই ক্যারাভানটার মতো যা আর কখনো চলবে না। সেই গোলাঘরের মতো যেখানে শস্য মজুত করে রাখা হবে না আর কখনো।

এই গোলাঘরের একটা জানলা আছে অনেক উঁচুতে, ধাতব ব্র্যাকেট আছে তার সঙ্গে। সম্ভবত চাকা ও শেকল বা দড়ির সাহায্যে এই ব্র্যাকেট টেনে ওঠানো হতো এবং ওই পথে গো-শকট বা ওয়াগনে করে আনা শস্যের গাঁটরিগুলো ভিতরে চালান করে দেয়া হতো। একই রকম একটা অ্যান্টিক ফিক্সচার আছে স্যালিসবারি শহরে, পুরনো মুদি দোকান হিসেবে সেটা সুপরিচিত। সেটা সংরক্ষিত হয়েছে একটা অ্যান্টিক হিসেবে, একটা ট্রেড মার্ক, এমন একটা কিছু যেটা অতীত-সচেতন একটা শহরের সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু শহরে যা ছিলো অ্যান্টিক, তা পাহাড়ের নিচে ছিলো আবর্জনা। এখানে গোলাবাড়িসহ অন্যান্য খামারবাড়ি টিকে থাকার কারণ এটা সংরক্ষিত এলাকা, পরিকল্পনা নীতিমালা অনুযায়ী যেখানে পড়ে আছে কেবল সেখানেই নতুন বাড়ি করার অনুমতি দেয়া হতো।

এবং পুরনো খড়ের ছাউনির জায়গায় নতুন আধুনিক প্রি-ফেব্রিকেটেড ছাউনি গড়ে ওঠায় আসল গোলাবাড়ি এখন চলে গেছে পাহাড়শীর্ষে, উইন্ডব্রেকের পাশে। সেটার দেয়াল বানানো হয়েছে টিন দিয়ে; ইঁদুর ঢোকার কোনো উপায় নেই। শক্তিশালী ট্রাকগুলো এখন পাথুরে লেন ধরে উপরে উঠে যায় মাল নিয়ে–সরকারী সড়ক থেকে গোলবাড়ির কংক্রিটের আঙিনা পর্যন্ত।

BanglaBook.org

খড়ের রঙ সোনালী; শস্যের রঙ সোনালী; কিন্তু চারপাশের ধুলো – কংক্রিটের আঙিনায়, পাথুরে লেনে, উইন্ডব্রেকের পাইন আর অল্পবয়সি বিচ গাছগুলোয় – ট্রাকের ট্রের ভিতর শস্য ঢেলে দেওয়ার পর ছড়িয়ে পড়া ধুলোর রঙ ধূসর। ধাতব দেয়ালের গোলাঘরের পাশে, আর একটা ধাতব নলের নিচে, মোচাকার ধুলোর স্তূপ, গোলাঘরের আরো বেশি শস্যের ঝাড়াই থেকে এই ধুলোর স্তূপ জমেছে। এই ধুলো অত্যন্ত সুন্দর ও ধূসর।

কিন্তু ঠিক এর পরেই, একটা মাটির লেনের ওপাশেই, আরেকটা ধ্বংসস্তূপ ঃ যুদ্ধকালীন একটা বাংকার, তার ধাতব ভেন্টিলেটার বিদঘুটে ভাবে বের হয়ে আছে বেড়ে ওঠা গাছের গুঁড়ির ফাঁকে। আর গর্তের মধ্যে সাইকামোর গাছের চারা লাগানো হয়েছিলো কমপক্ষে পঁচিশ বছর আগে; কিন্তু সেগুলো লাগানো হয়েছিলো খুবই ঘেঁষাঘেঁষি করে, ফলে সেগুলো স্বাভাবিকভাবে বাড়তে না পারায় চারাগাছের মতোই রয়ে গেছে।

জ্যাক বাস করতো ধ্বংসস্তূপের ভিতর, বাতিল জিনিসের মধ্যে। কিন্তু দেখার ওই ভঙ্গি আমার এসেছিলো পরে, এখন এসেছে বিপুলতর শক্তি নিয়ে, লেখালেখিতে। যখন প্রথমবার আমি পরিব্রাজন শুরু করি তখনও এ ধারণা আমার মনে আসেনি।

ধ্বংসাবশেষের ওই ধারণা, স্থানহীনতার ধারণা, ছিলো এমন কিছু যা নিজের সম্পর্কেই আমি অনুভব করতাম, যা লেগে ছিলো আমার সঙ্গে ঃ অন্য এক পরিবেশ থেকে অন্য এক পটভূমি থেকে আসা মানুষ, মধ্য জীবনে বিশ্রাম নিতে আসছে একটা প্রায় উপেক্ষিত এস্টেটের একটা কুটিরে, যে এস্টেট পূর্ণ হয়ে আছে এডোয়ার্ডিয়ান অতীতের স্মারক উপাদানে, যার সঙ্গে বর্তমানের যোগাযোগ অতি সামান্যই। উপত্যকার বড় বড় বাড়ি আর এস্টেটের মধ্য আকস্মিক এক অদ্ভুত মানুষ, আর এর মধ্যে আরও একজন আকস্মিক ও অদ্ভুত মানুষ আমি নিজে। নোঙ্গর-ছাড়া ও বহিরাগতের অনুভূতি আসে মনে। সেই প্রথম দিককার দিনগুলোতে যা কিছু দেখতাম, যা কিছু দেখতাম আমার পরিব্রাজনের সময়, বাতাস-ঠেকানোর জন্যে লাগানো গাছ অথবা প্রশস্ত ঘাসময় পথ বরাবর সেই সময় ওই অনুভূতি আরো বেশি তীব্র হয়ে উঠতো। অনুভব করতাম ওই প্রাচীন উপত্যকায় আমার উপস্থিতি বৈপ্লবিক উত্থানের মতো কিছুর অংশ, দেশটির ইতিহাসের ধারায় একটা পরিবর্তন।

BanglaBook.org

জ্যাক নিজেও এর অংশ বলে আমি বিবেচনা করি। ওর জীবনকে দেখি নির্ভেজাল, শেকড়যুক্ত, উপযুক্ত ঃ ল্যান্ডস্কেপে উপযুক্ত মানুষ। তাকে দেখি অতীতের স্মারক হিসেবে। আবার মনে হয়নি, যখন প্রথমবার পরিব্রাজনে গিয়ে শুধু দৃশ্যই দেখেছিলাম, এমন সব বস্তু যা হাঁটার সময় চোখে পড়ে, যা কেউ দেখতে পাবে স্যালিসবারির নিকটবর্তী-গ্রামে, স্মরণাতীতকালের, বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত বস্তু, আমার মনে হয়নি যে জ্যাক বাস করছিলো আবর্জনার মধ্যে, প্রায় এক শতাব্দীর ধ্বংসাবশেষের মাঝখানে; মনে হয়নি তার কুটিরের চারপাশের ওই অতীত কিন্তু তার নিজের অতীত নয়; মনে হয়নি এক পর্যায় পর্যন্ত সেও এ উপত্যকায় এক নতুন আগন্তুক; মনে হয়নি তার জীবন যাপন হতে পারে তার পছন্দের ব্যাপার, একটা সচেতন ক্রিয়া; মনে হয়নি তার খামার-কর্মীর কুটিরসহ তার দিকে বেরিয়ে আসা মাটির ছোট টুকরোর বাইরে সে সৃষ্টি করেছে নিজের জন্যে বিশেষ এক ভূমি, একটা বাগান যেখানে সে অনেক বেশি বেঁচে থাকার অবলম্বন পায় এবং যেখানে সে, বুক অব আওয়ার্সের একটা সংস্করণে যেমন আছে, সমস্ত ঋতুর উৎসব যাপন করে।

আমি তাকে দেখি অবশিষ্ট অংশ হিসেবে। খুব বেশি দূরে নয়, প্রাচীন ক্ষুদ্র শৈলি আর সমাধিস্তূপের মধ্যে, স্যালিসবারি সমভূমির আর্মি ট্রেইনিং গ্রাউন্ড আর ফায়ারিং রেঞ্জ। একটা গল্প আছে যে ওই সামরিক এলাকায় লোকজনের অনুপস্থিতির কারণে বহুদিন ধরে সামরিক এলাকা হিসেবে ব্যবহারের ফলে, সেখানে ওই সমভূমিতে এক ধরনের প্রজাপতি টিকে আছে আজও, যেগুলো অধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত এলাকায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে ইতোমধ্যে। আমি ভাবি ওই রকমই কোনো পন্থায়, উপত্যকার চওড়া পথে, দৈবাৎই মানুষ যানবাহন ও সেনাবাহিনীর কবল থেকে রেহাই পাওয়া, জ্যাকও বেঁচে আছে ওই প্রজাপতির মতো।

আমি সব জিনিস দেখি ধীরে ধীরে; সেগুলো সামনে উঠে আসে ধীরে ধীরে। আমার হেঁটে চলার সময় জ্যাককেই প্রথম লক্ষ্য করেছি তা নয়। প্রথম যাকে দেখি সে জ্যাকের শ্বশুর। আর জ্যাককে নয়, বরং তার শ্বশুরকেই ওই প্রাচীন ল্যান্ডস্কেপের সাহিত্যের প্রতিমূর্তি বলে মনে হয়েছিলো। তাকে মনে হয়েছিলো ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থিয়ান মূর্তির মতো ঃ ঝুঁকে পড়া, ভীষণ ঝুঁকে পড়া, গম্ভীরভাবে চলেছে গেরস্তের কাজে, যেন লেক ডিস্ট্রিক্টের ভয়াবহ এক নির্জনতায়।

সে খুবই ধীর গতিতে হেঁটে যাচ্ছিল, ঝুঁকে পড়া বৃদ্ধ ওই মানুষটা। সবকিছু খুব সুন্দরভাবেই করেছিলো সে। নিজের পথ সে নিজেই করে নিয়েছিলো আর সে পথেই লেগে ছিলো। তুমি এই পথ অনুসরণ করে যেতে পারো এমন কি

BanglaBook.org

কাঁটাতারের বেড়া পার হয়েও। নীল রঙের প্লাস্টিকের থলে (আসলে সার রাখা হতো যাতে) দিয়ে বুড়ো মানুষটা কাঁটাতার পেঁচিয়ে নিয়েছিলো, তারপর শক্ত করে বেঁধেছিলো লাল নাইলনের দড়ি দিয়ে। এরপর সে ওই জায়গায় কাঁটাতারের তল দিয়ে অথবা ওপর দিয়ে বেড়া পার হতো।

বুড়ো লোকটা প্রথম, তাহলে। এবং, তার পরে, বাগান, পরিত্যক্ত জিনিসের মাঝখানের বাগান। ওটাই জ্যাকের বাগান যার কারণে জ্যাকের প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় – অন্যান্য কুটিরের লোকজনদের সঙ্গে কখনো পরিচিত হতে যাইনি আমি, চিনিও না কাউকে, জানি না কখন তারা আসে আর কখন যায়। কিন্তু বাগানটা দেখার জন্যে কিছু সময় আমার খরচ হতো। স্টোনহেঞ্জ আর খরগোশ দেখার জন্যে কতো কতো সপ্তাহ কতোবার হেঁটে গেছি শাদাটে চক আর পাহাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র শৈলের স্তর পর্যন্ত – ঋতু-সম্পর্কে আমার নতুন সচেতনতার শুরু হতে। কিছু সময় লেগেছিলো অবশ্য, আমি লক্ষ্য করি বাগানটা। তার আগে পর্যন্ত ওটা ওখানেই ছিলো, পথে কিছু একটা, একটা চিহ্ন, বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো কিছু নয়। আর আমিও ভালোবাসি ভূ-ভাগ দৃশ্য, গাছপালা, ফুল, মেঘ, আর লক্ষ্য করি আলো ও তাপের পরিবর্তন।

সব কিছুর আগে তার ঝোপটা আমার নজর কাড়ে। সুন্দর ভাবে সেটা আটকানো, মাঝখানে আঁটো, কিন্তু মাটির কাছাকাছি অংশটা ছেঁড়া ছেঁড়া। আঁটো করে বাঁধার ধরন দেখেই অনুভব করি যে বাগানের মালী চেয়েছিলো পুরো ঝোপটা শক্ত করে বেঁধে রাখতে, চেয়েছিলো ইঁটের অথবা কাঠের অথবা মানুষের পছন্দের উপাদানে তৈরি দেয়ালের মতো সম্পূর্ণ করতে। ঝোপটা জ্যাকের ফল ও ফুল বাগান ও গাড়ি চলাচলের পথের মধ্যে সীমানা চিহ্নিত করছে। গাড়ি চলাচলের পথটা এখানে অত্যন্ত চওড়া, কুটির আর খামার বাড়িগুলোর দিকে উন্মুক্ত ভূমি, আর সব সময়ই প্রায় নরম অথবা কর্দমাক্ত। শীতকালে রাস্তার গর্তগুলোয় জমা পানিতে আকাশের প্রতিফলন দেখা যায়। গ্রীষ্মের কয়েক দিনে রাস্তার কালো কাদা শুকিয়ে শক্ত হয়ে যায়, তার রঙ হয় শাদা, আর ধূলিময় হয়ে ওঠে। সুতরাং গ্রীষ্মের কয়েক দিনে জ্যাকের বাগানের ঝোপটা মাটি থেকে এক ফুটের মতো উচ্চতা পর্যন্ত শাদা চকের মতো ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়ে যায়।

ঝোপটা কিছুই গোপন করে রাখেনি। বাতাস-ঠেকানো গাছের পাশ দিয়ে পাহাড় থেকে তুমি নেমে এলে এর মধ্যে কিছুই দেখতে পাবে না। মরচে ধরা কালচে হয়ে যাওয়া পুরনো খামার বাড়িগুলো পটভূমিতে; সেগুলোর সামনে ধূসর প্লাস্টারের কুটির; কুটিরগুলোর সামনে প্রাঙ্গন অথবা বাগান; প্রাঙ্গন অথবা বাগানের সামনে শূন্যতা কিংবা নো-ম্যান'স ল্যান্ড। এবং জ্যাকের বাগানের পাশে

জ্যাকের ঝোপ ঃ কাদাটে-সবুজ একটা ছোট দেয়াল, রাস্তার উন্মুক্ততার দিকে একটা আবরণ, পদচিহ্নের মতো, অন্য ধরনের বাড়ি ও রাস্তার একটা স্মৃতি, আরো অধিক পরিপূর্ণ আরো অধিক আদর্শ কোনো কিছুর টোকেন।

কৌশলগতভাবে বাগানগুলো সব কুটিরগুলোর সামনে। বস্তুত, দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে, কুটিরগুলোর পিছন দিকটাই হয়ে গিয়েছিলো সামনের দিক; অন্যদিকে সামনের বাগানগুলো বাস্তবিকই পরিণত হয়েছিলো পিছনের বাগানে। কিন্তু জ্যাক, সেই একই সহজাত প্রবৃত্তি থেকে তার বাগানটাকে সামনের বাগান হিসেবেই পরিচর্যা করতো, যে প্রবৃত্তিতে রাস্তার পাশের ঝোপটাকে সে বড় করে তুলেছিলো আর সযত্নে বেঁধে রেখেছিলো। তার সামনের দরোজা থেকে বাধানো একটা পথ চলে গেছে বাগানের মাঝখান পর্যন্ত। সেটা নিয়ে যাবে একটা ফটকে, তারপর, একটা পেভমেন্টে, একটা স্ট্রিটে। একটা ফটক ছিলো ওখানে; কিন্তু এই ফটক চলে গেছে তারের বেড়াঘেরা এক খন্ড জমিনে যা প্রতিবছর চাষ করা হয় ঃ এখানেই জ্যাক তার সারা বছরের আবাদ করে থাকে। এর সামনেই শূন্য অঞ্চল, চাষাবাদী জমি ও রাস্তার মাঝখানে না-ম্যান্'স ল্যান্ড। ওখানে জ্যাকের হাঁসগুলোর আশ্রয়-ছাউনি করে দেয়া হয়েছে, বিষ্ঠা আর পালকে সেগুলো ভরপুর। যদিও খাঁচায় পুরে রাখা হয়নি তবুও হাঁসগুলো খুব বেশি দূরে যায় না; ওগুলো কেবল সড়কের এদিক-ওদিক যায় আর আসে।

ঝোপ, বাগান, চাষাবাদের জায়গা, হাঁসের প্লট; আর এর পিছনে, আরো দুটো কুটিরের জন্যে সংরক্ষিত জায়গার পছনে, ঠিক যেখানে খামারের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ করা মাঠের দিকে উঠে যাওয়া ঢাল শুরু হয়েছে, ঠিক সেখানে জ্যাক তার শাকসবজি চাষ করতো।

প্রতিটা জমির খন্ডই ছিলো আলাদা। জ্যাক তার বসতিটাকে সম্পূর্ণ একক ভাবে দেখতে পেতো না। তবে প্রতিটা অংশ দেখতে পেতো অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে; আর প্রতিটা বিষয়েই তার বিশেষ জ্ঞান স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতো। ঝোপটা নিয়মিত এঁটে রাখা হতো, বাগানটা ছিলো সুন্দর আর পরিষ্কার এবং রঙ পরিবর্তনে ভরপুর, হাঁসের প্লটটা ছিলো নোংরা, ছাউনিগুলো বানানো হয়েছিলো যেমন-তেমন করে আর এনামেলের বেসিন ও পাত্রগুলো পানিতে ডুবে থাকতো। ক্ষুদ্র ছবির মধ্যযুগীয় গ্রামের মতো জ্যাক সব কিছু গড়েছিলো পুরনো খামার বাড়ি ঘিরে। এটাই জ্যাকের স্টাইল, আর আমাকে বলা হয়েছিলো (মিথ্যা বলা হয়েছিলো, শীগগিরই পরে তা জানতে পাই) যে এটা প্রাচীন গেরস্তালির স্মারক চিহ্ন, এখানে টিকে আছে বিস্ফোরণের মধ্যেও টিকে যাওয়া স্যালিসবারি সমভূমির প্রজাপতির মতো, কোনো ভাবে বেঁচে গেছে শিল্প বিপ্লব, জনমানবশূন্য গ্রাম, রেলপথ, আর উপত্যকায় বিশাল কৃষি এস্টেট প্রতিষ্ঠার মধ্যেও।

BanglaBook.org

এর সবটাই দেখি সাহিত্যিক চোখে, কিংবা সাহিত্যের সহযোগিতায়। এখানে এক আগন্তুক, আগন্তুকের স্নায়ু শক্তিসহ, এবং লেখালেখি ও ভাষার ইতিহাস এবং ভাষার জ্ঞান নিয়েও, যা দেখি তাতে বিশেষ এক রকম অতীত খুঁজে পেতে পারি; আমার মনের একটা অংশে ফ্যান্টাসিকে প্রবেশ করতে দিই।

একদিন সকালে রেডিওতে শুনছিলাম যে, রোমান সাম্রাজ্যের আমলে গল প্রদেশ থেকে রোমের বাজার পর্যন্ত হাঁসদের হেঁটে যেতে হতো। এর পর, মাথা উঁচু করা ও বিষ্ঠা ছড়ানো জ্যাকের হাঁসগুলো আমার জন্যে ঐতিহাসিক জীবনের কল্পনা জাগিয়ে তুলতো, এমন কিছু ছিলো সেটা যার ছবি আঁকা থাকতো বাচ্চাদের বইতে। এবং এক বছর শেক্সপিয়ার পড়ার সময়, প্রাচীন ভাষা জানার আকাংখায়, আমি কুড়ি বছরের মধ্যে প্রথমবার *কিং লিয়ার* হাতে তুলে নিই, আর কেন্ট-এর রেইলিং বক্তৃতার অংশটা পড়ি, *'হংস, যদি তোমায় পেতাম সেরাম সমভূমিতে, তাহলে তাড়িয়ে নিয়ে যেতাম ক্যামেলটের বাড়িতে'*, এ শব্দ গুলো আমার কাছে অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যায়। সেরাম সমভূমি, স্যালিসবারি সমভূমি; ক্যামেলট, উইনচেস্টার—মাত্র কুড়ি মাইল দূরে। আর অনুভব করি যে জ্যাকের হাঁসের সহযোগিতায় *কিং লিয়ার* সম্পর্কিত একটা সমঝোতায় পৌঁছাতে পেরেছি, যেটা সমালোচকদের কাছে বরাবরই অস্পষ্ট ছিলো।

পরিব্রাজনের নিঃসঙ্গতা, আর পথের ওই শূন্যতা, দেখার ভঙ্গির কাছে আমাকে সমর্পণ করতে সমর্থ হয়, ভাষাগত অথবা ঐতিহাসিক ফ্যান্টাসিগুলোকে প্রশ্রয় দিতে আমাকে সমর্থ করায়, আর একই সময়ে ইংল্যান্ডে আমি একজন আগন্তুক-এই স্নায়ু-দুর্বলতা কাটাতে সাহায্য করে। দুর্ঘটনা- মাঠগুলোর আকার, হয়তো, পথ আর আধুনিক সড়কের সারি, সামরিক প্রয়োজনীয়তা – এই ছোট অঞ্চলটাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে; আর ইংল্যান্ডের এই ঐতিহাসিক অংশটা এসেছিলো আমার পরিব্রাজনের সময়।

ঢালের মধ্যবর্তী ঘাসেমোড়া চওড়া পথে আমি প্রতিদিন হাঁটতাম, শাদা চকের মতো ধুলিময় উপত্যকা অতিক্রম করে যেতাম যেটা কখনো কখনো দেখাতো হিমালয়ের কোনো উপত্যকার মতো, মধ্য-গ্রীষ্মের হাল্কা শাদা তুষারে যেন ঢাকা। বহু শতাব্দী আগে সৃষ্ট মোচাকার স্তূপ দেখতাম প্রতিদিন। আর কত এই স্তূপ! চার পাশেই ছড়িয়ে আছে ঘাস। একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে আকাশের পটভূমিতে ফুটে থাকে সেগুলোর রূপরেখা। প্রথম দিকে আমার পথে পড়া স্তূপগুলো ডিঙিয়ে যেতাম। এসব স্তূপের ওপর জন্মানো ঘাসগুলো হতো মোটা; ঘাসের পাতাগুলো হতো লম্বা, নিষ্প্রভ, আর বাড়তো পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত। গাছগুলো বাতাসে সদা মার খেতো।

BanglaBook.org

সব মোচাকার স্তূপ ঘিরে হাঁটতাম; ওই সব দিনে কোনো একটা মোচাকার স্তূপও আমার নজর এড়িয়ে যাক তা চাইতাম না। অনুভব করতাম যে যদি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে সময় নিয়ে সবকিছু দেখি তবে তা হবে শ্রমের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন।

প্রতিদিন হাঁটি চওড়া ঘাসে-ঢাকা পথে – হয়তো পুরনো দিনে এটা ছিলো একটা মিছিলের মতো ব্যাপার। প্রতিদিন নিচের উপত্যকা থেকে উঠে আমি শীর্ষদেশের পথটায় আর দৃশ্য দেখি ঃ সরাসরি সামনে পাথরের বৃত্ত, নিচের দিকে, কিন্তু এখনো অনেক দূরে ঃ সবুজের বিপরীতে ধূসর, আর সূর্যের আলোয় কখনো কখনো জ্বলন্ত। ঘাসে-ঢাকা পথে এগিয়ে গেলে (আর স্বীকার করে নিলে যে আসল মিছিলের মতো পথ হয়তো সবখানেই আছে) নিজেকে কখনোই অতীতের মানুষ বলে ভাবি না, এই নিশ্চয়তায় পৌঁছাই যে দুনিয়ায় সবই ঠিক আছে।

হেঞ্জের দু'দিকেই ছিলো একটা প্রধান সড়ক। ওই সড়ক দুটোয় চলাচলকারী ট্রাক, ভ্যান ও কারগুলো দেখাত খেলনার মতো। হেঞ্জের পাদদেশে পর্যটকদের ভীড়–খুব বেশী নজর কাড়া নয়, এত বেশি নজরকাড়া নয় যে কোনো ব্যক্তি পাথরের চারপাশের এই চমৎকার ভাগ থেকে কল্পনা করতে পারবে। পর্যটকদের ভীড়, এই দূরত্ব থেকে, চোখে পড়ার একমাত্র কারণ কয়েকজন মহিলার পরা লাল রঙের পোশাক বা কোট। স্টোনহেঞ্জের দর্শনার্থীদের মধ্যে ওই লাল রঙ দেখতে ভুল করেনি আমার চোখ; সব সময়ই কেউ না কেউ লাল রঙের পোশাক পরবেই, ছোট দেহগুলোর মধ্যে।

আর ওই ভীড় সত্ত্বেও, এবং মহাসড়ক, এবং আর্টিলারি রেঞ্জ, আমার প্রাচীনতার চেতনা, পৃথিবীর বয়স আর তাতে মানুষের অবস্থানের আদিমতা সম্পর্কে আমার অনুভূতি সব সময়ই কাজ করে আমার মধ্যে। একটা বিস্তীর্ণ কবরস্থান, চারদিক থেকে আকাশ ঘেরা – ক্ষুদ্র শৈল আর সমাধিস্তূপ যার কথা বলে, কোন সংখ্যা কোন সংগঠন, কোন ব্যস্ততা এই দৃশ্যত শূন্যতার মধ্যে! প্রাচীনতার ওই চেতনা যে কোনো ব্যক্তি আরো তৎপর করে তোলে। কিন্তু একই সময়ে – এই উচ্চতা থেকে, এবং ওই বিস্তীর্ণ দৃশ্য নিয়ে – ধারাবাহিকতার অনুভূতিও আসে সব সময়।

সুতরাং প্রাচীনতার ধারণা অবিলম্বে মানুষের বর্তমান কর্মতৎপরতাকে হ্রাস ও মহৎ করে, সাহিত্যের আবরণে ঢাকা পৃথিবীর ধারণাও সেই সঙ্গে আমার মধ্যে সৃষ্টি হয় নিঃসঙ্গতার মধ্যে কোনো সৌভাগ্য খুঁজে পাওয়ার মতো – যার ভিতরে অনেক অপরাহ্নে নিজেকেই খুঁজে পেয়েছি আমি।

BanglaBook.org

আর্মি আর্টিলারি স্কুলের নাম লার্কহিল। আমার প্রথম বা দ্বিতীয় বছরে সেখানে উৎসব কিংবা উন্মুক্ত দিনের মতো কিছু একটা হয়েছিলো, সৈনিকদের পরিবারগুলোর উপস্থিতিতে তখন কামানের গোলা দাগান হয়েছিলো। কিন্তু আমার হেঁটে বেড়ানোর সময় লার্ক পাখির বসতি যে-পাহাড় খুঁজতাম সে-পাহাড় ছিলো প্রাচীন শৈলতে ভরা, সেখানেই লার্ক পাখি বংশবৃদ্ধির কাজটা করতো, আর কবিতায় উল্লেখ করা লার্কদের অনুরূপ আচরণ করতো। *'এবং জঙ্গলে ডুবে যাওয়া জীবন্ত নীল লার্ক পরিণত হয়েছে দৃশ্যহীন গানে।'* কথাটা সত্যি ঃ পাখিগুলো উড়তে উড়তে অনেক উপরে চলে যায়। আমার মনে হয় লার্কের ডাক আগেও শুনেছি। কিন্তু এবারই যেন প্রথম দেখছি এদের, প্রথম লক্ষ্য করছি আর শুনছি এদের ডাক। এরা আমার আরেকটি খুঁজে পাওয়া সৌভাগ্য, আরো এক অপ্রত্যাশিত উপহার।

আর তাতে আমার মেজাজ ভালো হয়ে যায়। যখন বন গোলাপ আর হথর্ন দেখার মতো বড় হয়ে উঠেছে, তখন বড় এক ভূস্বামীর চিহ্ন হিসেবে পাশেই বেড়ে ওঠা বাতাস ঠেকানোর বড় গাছগুলো আমার চোখে পড়েনি, নির্জনতায় এভাবেই তাদের চিহ্ন রেখেছিলো ওই ভূস্বামীরা, সংরক্ষণ করেছিলো, নির্দিষ্ট স্থানসমূহে গাছ লাগিয়েছিলো (বলা হয়ে থাকে যে ট্রাফালগার যুদ্ধের অবস্থানগুলোর নকল করে – না কি ওয়াটারলুর যুদ্ধের?), আমি ওই ভূস্বামীদের কথাও ভাবিনি। আমার মেজাজ ছিলো নির্ভেজাল ঃ আমি ভেবেছি বন্য ও প্রাকৃতিক সৃষ্টি হিসেবে রাস্তার পাশের এই মিষ্টি ঘ্রাণময় ফুল ফোটা ও গোলাপের কথা।

শরতের এক দিনে – দিনটা শেষ হয়ে যাচ্ছিলো, আমাকে ভরিয়ে তুলছিলো শীতকালীন আনন্দ, আগুন, সন্ধ্যার আলো আর বইয়ের ভাবনায় – শরতের তেমনি এক দিনে *স্যার গাওয়াইন অ্যান্ড দ্য গ্রীন নাইট* পড়ার মতো কোনো একটা অনুভূতি আমার মধ্যে কাজ করে, এই কবিতাটা অক্সফোর্ডে অধ্যয়নের সময় মিড্‌ল ইংলিশ পাঠের অংশ হিসেবে কুড়ি বছরেরও আগে পড়েছিলাম। উইন্ডব্রেকের পাশের ঝোপঝাড় ও বৈঁচি, বছরের এই মৃত ও উষ্ণ সময়ের লাল বেরি, সেই পুরনো কবিতাটা পড়ার অন্তর্গত তাগিদ দেয় আমাকে। আর স্যালিসবারি থেকে বাসে চেপে ফেরার পথে কবিতাটা পড়ি, স্যালিসবারিতে গিয়েছিলাম যে বইটিতে করিতাটি আছে সেই বইটি কিনতে। সেই নির্জনতায় সেই ভূদৃশ্যের সঙ্গে এক সুরে মিলিত হয়ে যাই ইংল্যান্ডে প্রথমবারের মতো।

সাহিত্যের আর প্রাচীনতার এবং ভূভাগ দৃশ্য জ্যাক ও তার বাগান আর হাঁস আর কুটির আর তার শ্বশুর মনে হয় ঈশ্বর থেকেই উদ্ভব।

BanglaBook.org

প্রথমে আমার নজরে এসেছিলো তার শ্বশুর। তার শ্বশুরের সঙ্গেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সেটা ঘটেছিলো আমার অভিযানের প্রথম পর্যায়েই, তখনো আমি প্রতিদিনের নিয়মিত পথ চলা স্থির করিনি। তখন পথ খুঁজে নিই পাহাড়ের পাশে কম ব্যবহৃত অলিগলি আর কাদায় ডোবা পথ, বেশি বেড়ে ওঠা লম্বা লম্বা ঘাস কিংবা গাছপালার ভিতর দিয়ে। সেই সব দিনে এমন সব পথে আমি চলতাম যেগুলোয় আর কখনো চলা হতো না। আমার ওই পরিব্রাজন ছিলো অভিযানমূলক, আর সে রকমই এক ভ্রমণের সময় জ্যাকের শ্বশুর মশায়ের সঙ্গে আমার দেখা। অদ্ভুত রকম হাস্যকর পিঠ-বাঁকা লোক সে, যেন ভার বহনের জন্যেই তৈরি হয়েছে তার পিঠ। ব্যাঙের মতো অদ্ভুত এক স্বর বেরিয়ে এলো তার গলা দিয়ে যখন সে কথা বললো আমার সঙ্গে। ব্যাপারটা বিস্ময়কর ছিলো যে, ওভাবে কথা বলে, সে কথা বলার চেষ্টা করছিলো একজন আগন্তুকের সঙ্গে। কিন্তু আরো বিস্ময়কর ছিলো তার চোখ, এই বক্র পিঠওয়ালা মানুষটার চোখ ঃ সেগুলো ছিলো উজ্জ্বল, জীবন্ত, অমঙ্গলকর। তার বিশীর্ণ মুখ, একটা অদ্ভুত রঙের, ধূসর রঙের, যার জন্যে তাকে 'জিপসি' বলে আমার মনে হয়েছে, তার বিশীর্ণ মুখের থুৎনি ও গাল শাদা, কিন্তু তার চোখ ছিলো এক বিস্ময় ও নিশ্চয়তা ঃ যে দুর্ঘটনায় মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে গেলেও লোকটির ব্যক্তিত্ব অটুট রয়ে গেছে।

সে ব্যাঙের গলায় ক্যাঁকো ক্যাঁকো করে উঠলো। 'কুকুর? কুকুর?' ক্যাঁকো শব্দের অর্থ ছিলো এই। সে থামে, কচ্ছপের মতো মাথাটা তোলে। সে ক্যাঁকো করে; কর্তৃত্বের একটা আঙুল তোলে সে। মনে হয় সে বলে, 'কুকুর? কুকুর?' আর দরকার ছিলো আমার কাছ থেকে ওই একই শব্দের প্রতিধ্বনি – 'কুকুর?' – আবার সে বাঁকা পিঠওয়ালা মানুষে পরিণত হয় যে নিজের চরকায় তেল দিতে ব্যস্ত। তার চোখ নিষ্প্রভ; তার মাথা নিচের দিকে ডুবে গেছে। 'কুকুর,' সে বিড়বিড় করে, শব্দগুলো তার গলার ভিতর আটকে যায়। 'উৎকণ্ঠিত ফিজ্যান্ট।'

সংকীর্ণ রাস্তার পাশে, আর গাছের আশ্রয়ে, খাঁচাভর্তি করে রাখা ফিজ্যান্ট পাখি। এটা আমার কাছে নতুন, বন্য এই জীবটা বস্তুত পিছন-বাড়ির মুরগীর মতো পালন করার এই ব্যাপারটা। যেমন আমার পক্ষে এটা জানা সম্পূর্ণ নতুন যে এই চারপাশের বনভূমির গাছগুলো আদতে লাগানো হয়েছিলো, তাছাড়াও লাগানো হয়েছিলো বিচ ও পাইন গাছের উইন্ডব্রেকের পাশের গোলাপ ও হথর্ন।

পিছনের লেনে, কর্তৃত্বের কিছুটা স্পন্দন, এমন কি তর্জন-গর্জন, এমন কারো সঙ্গে যে এখানে আগন্তুক এবং যাযাবরত্বের দিক দিয়ে অন্তত কুড়িবার কৃষ্ণকায়।

BanglaBook.org

কিন্তু বুড়োটার কর্তৃত্বের স্পন্দনটা ছিলো খুবই কম সময়ের জন্যে; হয়তো সেটা সামাজিক স্পন্দন, নতুন কারো সঙ্গে কথা বিনিময়ের একটা ইচ্ছা, যতো মানব সত্তার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে তাদের হিসেবের মধ্যে আর একটা মানব সত্তা যোগ করার ইচ্ছা।

বুড়ো থিতিয়ে পড়লো; তার চোখের উজ্জ্বলতা নিভে গেল। এবং আমি আর কখনোই তাকে কথা বলতে শুনিনি।

আমাদের পথ বাস্তবিকই পরস্পরকে ভেদ করে যায়নি। ঘটনাচক্রে তাকে দেখি দূর থেকে। একবার সত্যিই তাকে দেখি বাঁকা পিঠের ওপর কাঠের বোঝা ঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থিয়ান একটা কবিতার বিষয়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিশ্চয় যার নামকরণ করতেন 'জ্বালানি সংগ্রহকারী'। আমি খুব ধীরে হাঁটি; তথাপি সেই ধীরময়তায় ছিলো দৃঢ় প্রত্যয় ঃ সে নিজেকে এমন এক কাজে নিয়োজিত করেছে যে কাজ শেষ করবেই সে। তার রুটিনের মধ্যে পশুসুলভ কিছু একটা ছিলো। ইঁদুরের মতো, মনে হতো সে দৌড়াচ্ছে, যদিও আমার কাছে পরিষ্কার ছিলো না যে এই দেশে সে কি করে।

গাড়ি চলাচলের পথ, যে পথটা সোজা চলে গেছে প্রাচীন নদী উপত্যকার তলদেশ পর্যন্ত চওড়া। প্রথম যখন হাঁটতে গিয়েছিলাম তখন কোথাও বেড়া দেওয়া ছিলো না। আমার প্রথম বছরে, কিংবা দ্বিতীয় বছরে, চওড়া পথটা সংকীর্ণ হয়ে পড়লো। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হলো। পথটার মাঝখান দিয়ে বেড়াটা দেয়া হলো, যেখানে পথটা চলে গেছে লম্বালম্বি ভাবে বহুদূর; আর ওই বেড়ার সবুজ খুঁটিগুলো আর কাঁটাতারের লাইনগুলো দেখে আমার মনে হতো কোনো এক দিক থেকে আমার জীবনও একটা শেষ প্রান্তে এসে গেছে, যদিও আমার উপত্যকার জীবন মাত্র শুরু হয়েছিলো।

প্রশস্ততা আর বিস্তীর্ণ স্থানের অনুভূতি হারানো কতোটা দুঃখের! আমার যন্ত্রণার কারণ হয়েছিলো এটা। কিন্তু ইতোমধ্যে আমি জেনে গেছি যে সব কিছুর পরিবর্তন ঘটে; ক্ষয় হয়ে যায় সব কিছু- এ ভাবনার সঙ্গেই তখন আমার বসবাস। (এ ভাবনার সঙ্গেই আমি সব সময় বসবাস করেছি। ব্যাপারটা ছিলো অভিশাপের মতো ঃ এ ভাবনা ত্রিনিদাদে আমার শিশুকালেও ছিলো, সেটা অতিক্রম করে আসার পরেও আছে।) ইতোমধ্যেই আমার জীবন যাপন শুরু হয়েছে মৃত্যুচিন্তার সঙ্গেও, এ চিন্তা কোনো তরুণের পক্ষে ধারণ করা অসম্ভব, যে দুনিয়ার সময় খুব সামান্য। ক্ষয়ের এক দুনিয়ার এই ধারণাগুলো, সেই দুনিয়া যেখানে সবকিছুই নিয়ত পরিবর্তনশীল, আর মানবজীবনের সংক্ষিপ্ততার এই দুনিয়ার ধারণাগুলো অনেক কিছুই গ্রহণযোগ্য করে তোলে।

BanglaBook.org

পরে, ওই পথের ওপর এমন কি অনেক পুরনো অবৈধ দখলও উন্মোচিত হয়ে পড়েছিলো। এক গ্রীষ্মে নিচে স্টোনহেঞ্জের দিকে তাকিয়ে, লার্কদের পাহাড়ের ওপর থেকে, দেখি, পথের পাশের জমিতে বেড়ে ওঠা ভুট্টার রঙের পরিবর্তন থেকে, পুরনো শকট অথবা কোচ হুইলের চাকার দাগ। স্টোনহেঞ্জ থেকে স্যালিসবারি পর্যন্ত এই পথটা ছিলো পুরনো কোচ অথবা ওয়াগন চলাচলের পথ, কাদার জন্যে এ পথটা বাধানো সড়কের চেয়ে বেশি চওড়া করার দরকার ছিলো। এখন সেই চওড়া পথের অনেক অংশ চলে গেছে – অনেক দিন আগে – ক্ষেতখামার আর কাঁটাতারের বেড়ার ভিতর।

একটা বিশাল প্রাচীন পথের অংশ এভাবে বেড়া দিয়ে দখল করা, ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করে একটা প্রাচীন প্রশস্ত নদীতল দখল করে নেওয়া, নিঃসন্দেহে প্রাচীন গোত্রগুলোর কাছে পবিত্র বিষয় ছিলো (এবং প্রশস্ত উপত্যকার এক প্রান্তে, মৌমাছির চাকের পিছনে, ক্যারাভান, পুরনো খড়ের স্তূপ, বড় বড় সাইকামোর গাছওয়ালা বিধ্বস্ত বাড়ি, সেই শেষ প্রান্তে, পশ্চিম পাড়ের পাতলা ঘাসের নিচে, প্রাচীন হলরেখা বা ঢিবির চিহ্ন), সম্পত্তির এই ঝোঁক দেখে বর্তমান সময়ের কথা আমার মনে করা উচিৎ, বিশাল এস্টেট আমাকে ঘিরে রেখেছে, এস্টেটের স্মারক যেখানে আমি বাস করি।

দেখতে পাই চাষী কিংবা খামার-ব্যবস্থাপক একটা ল্যান্ড-রোভারে চড়ে তার রাউন্ডে বেরিয়েছে। দেখতে পাই পাহাড়শীর্ষে আধুনিক গোলাবাড়ি। দেখতে পাই উপরে ও নিচে বাতাস ঠেকানো গাছ আর সেগুলো সম্প্রতি লাগানো হয়েছে। বিচের চেয়ে পাইন খুব দ্রুত বাড়ে, ফলে বায়ু-প্রবাহ থেকে বাড়ি আর ছোট গাছপালাকে সেগুলো রক্ষা করে। মানুষের হাত দেখি, কিন্তু খুব বেশি নয়, যা পছন্দ করি তা দেখতে চাই ঃ নিচের সমতল ও পুরনো নদী-উপত্যকার সমভূমির এই বিশাল মানচিত্র, যা বর্তমান ছোট নদী-প্রবাহের থেকে অনেক দূরে। প্রাচীনতা দেখি; পুরনো খামার-বাড়ির আবর্জনা দেখি।

আমার ওই দেখার সময় আমাকে জ্যাকের শ্বশুরের মতো দেখায় খানিকটা। নতুন যে বেড়াটা গাড়ি চলাচলের পথ বরাবর চলে গেছে আর অনেক জায়গায় কাটা পড়েছে সেই বেড়াটাকে সে পুরোপুরি উপেক্ষা করে। সে আরো উপেক্ষা করে নতুন ফটকগুলো (তার সংখ্যা বেশি নয়) এবং নিজের পথে অবিচল থাকে, প্লাস্টিকের থলে দিয়ে জড়ানো কাঁটতারের জায়গাটা ডিঙিয়ে সে আসা-যাওয়া করে, নিজের পুরনো পথেই কাজ করে চলে, প্রয়োজন মতো নতুন আরেক জায়গায় নীল রঙা নাইলনের দড়ি দিয়ে বেঁধে পথ করে নেয়।

বুড়ো মানুষটার বিদঘুটে আঁকাবাঁকা পাথটার ধারণা এখন পরিষ্কার; কর্দমাক্ত ছায়াচ্ছন্ন লেনে রাখা ফিজ্যান্ট-এর খাঁচাগুলো থেকে গাড়ি চলাচলের পথ পেরিয়ে

উত্তরের ঢালের দিকে পুরনো বনটার কাছে। মাঠের দিকে একটা ফটকে, এখানে আমার প্রথম গ্রীষ্মকালের এক দিনে, কয়েকটা কাকের দেহ পাখা ছড়িয়ে পড়ে আছে আর পচন ধরেছে, মাত্র অল্প দিন আগে সেগুলো ফেলা হয়েছে ওখানে তা বোঝা যায়, কয়েকটা আরো কম সময়ে, আর কয়েকটা এর মধ্যেই পালকের আবর্জনায় পরিণত হয়েছে। পিঠ-বাঁকা বুড়ো সঙ্গে এই নিষ্ঠুর কাজের সম্পর্কটা সত্যিই আশ্চর্যজনক, যে বুড়ো নড়াচড়া করে অমন ধীর গতিতে; কিন্তু যখন তার অমঙ্গলজনক চোখ দুটো মনের পর্দায় ভেসে ওঠে, আর তার কৃষ্ণকায়-শাদা জিপসি চামড়া, তার শক্ত, ধূর্ত মুখ – তখন ব্যাপারটা খাপ খেয়ে যায়।

একটা সম্পূর্ণ জীবন, একটা সম্পূর্ণ সহনশীল ব্যক্তিত্ব, অভিব্যক্ত হয়েছিলো ওই 'ধাবনে'। এবং তেমনি প্রচণ্ড ছিলো বুড়ো মানুষটার উপস্থিতির স্মৃতিগুলো, তেমনি তার পথের ওপর ভাসতো তার আত্মা, ভাসতো তার ধাপগুলোর ওপর, বিদঘুটে ভাবে গোল করে রাখা প্ল্যাস্টিকের বস্তার ওপর, এমন কি কাঁটাতারে বহু বহুদিন আগে বাঁধা প্লাস্টিকের ওপর যা বিবর্ণ হয়ে গেছে ইতোমধ্যে, নীল রঙ হয়ে গেছে শাদা –এ সমস্ত কিছুই খুব বেশি সেই বৃদ্ধের কথা বলে, যে নিজের পথে আসা-যাওয়া করছে, আর তখন আমার মনে পড়ে বুড়োকে অনেক দিন দেখি না। আর তখনই বুঝি যে যা দেখছিলাম তা অনেক অনেক সপ্তাহ আগে দেখা, অনেক অনেক মাস আগে, যা দেখছিলাম তা ছিলো অবলুপ্ত ব্যক্তির অবশেষ।

সে মারা গিয়েছিলো। বিষয়টা নথিভুক্ত করার বা সংবাদটা দেবার কেউ ছিলো না সেখানে। এবং অনেক দিন পরে, বেড়াগুলো যতো পুরনো হয়ে পড়েছিলো ততোই প্লাস্টিকের মোড়কগুলো অধিক বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। উপত্যকার তলায় জমা অন্যান্য আবর্জনার মতো, এখনো আমাদের সঙ্গে – ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়ির ছাদহীন দেয়াল, রূপালি রঙের বার্চ গাছের নিচে ফেলে রাখা খামারের যন্ত্রপাতি, পুরনো খামার বাড়ির পিছনে বিচ গাছের নিচে পরিত্যক্ত কাঠ ও ধাতু, গোলাবাড়ির মাল খালাশের জানালায় ধাতব ব্র্যাকেট।

এবং বেশ অনেক পরে আমি জানতে পারি যে বুড়ো লোকটা বসবাস করতো আর মারা গেছে জ্যাকের বাড়িতে, আর সে ছিলো জ্যাকের শ্বশুর।

BanglaBook.org

কিন্তু জ্যাককে জানার আগে আমার পরিচয় হয় খামার ম্যানেজারের সঙ্গে। আমার মনে হয় (যেহেতু জ্যাক খামার সংলগ্ন কৃষি কুটিরগুলোর একটায় বাস করতো) যে খামারের ম্যানেজার জ্যাকের বস। ওই সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের দু'জনকে কল্পনা করতে পারতাম না কখনো, যদিও। তাদের ভাবতাম আলাদা মানুষ হিসেবে।

খামারের ম্যানেজার একটা ল্যান্ড-রোভারে চড়ে পরিদর্শনে বের হতো। তার সঙ্গে থাকতো একটা কুকুর, কখনো তার পাশের সিটে, কখনো পিছনের সিটে বসে বাইরে তাকাতো।

উপত্যকার তলদেশ থেকে উঠে আসা পাথুরে সরু পথে আমাদের দেখা হয়েছিলো, যে উপত্যকায় ছিলো পুরনো খামার বাড়ি ও কুটিরগুলো, আর সরু পথটা উপরে উঠে গিয়েছিলো পাহাড়শীর্ষে অবস্থিত নতুন গোলাবাড়িতে। এ পথে হাঁটা বেশ পরিশ্রমের ছিলো, আর সেটা ব্যবহার করতাম ব্যায়ামের অংশ হিসেবে। এতে করে আমার পায়ের পেশীগুলো আরো সবল হতো আর গভীর হতো শ্বসনক্রিয়া। এই পাহাড়ের উপরেই খামারের ম্যানেজার থেমেছিলো এক বিকেলে, বন্ধুসুলভ কথা বলার জন্যে – কৌতুককরভাবে লিফট দিতে চেয়েছিলো হয়তো, শেষ পঞ্চাশ গজের জন্যে। লোকটা ছিলো মধ্য বয়সি, চোখে চশমা পরতো।

পথটা ছিলো সংকীর্ণ; প্রথমে শুধু ল্যাণ্ড-রোভার গাড়িটাই চোখে পড়ে। তারপর মানুষটাকে দেখতে পাই ভিতরে, তার চেহারা আমার পরিচিত ছিলো, এবং ভিতরে বসা সতর্ক কুকুরটা। জানতাম সে খামারি, সুপরিচর্যায় রাখা কয়েক একর জমির মালিক অথবা ঋণ-গ্রহীতা, আর তাকে সেই অনুযায়ী 'কৃষকের পরিব্রাজনে' নিয়ে যেতাম যখন সে গোলাঘরে পৌঁছে ল্যান্ড-রোভার থেকে বেরিয়ে আসতো আর দেখতে যেতো কিভাবে শস্য শুকানো হচ্ছে কিংবা যা সে পরীক্ষা করতে যেতো সেই জিনিষ। তাকে গুণান্বিত করতাম বিশেষ ধরনের কর্তৃত্বের সুযোগ দিয়ে, আমাদের চারপাশের ভূমির প্রতি বিশেষ মনোভাব দিয়ে। কিন্তু তখন আমি আবিষ্কার করি, মানুষটার নিজেরই কাছ থেকে, যে জমির মালিক সে নয়। আর তার প্রতি আমার দৃষ্টির ধরণ সংশোধন করতে হয় ঃ লোকটা শুধুই খামারের ম্যানেজার, একজন কর্মী।

তার তদন্ত কাজের কিছু অংশ আমার চলার পথের মধ্যে পড়তো। পথটা ছিলো সরকারি রাস্তার দিকে লাগানো বাতাস-প্রতিরোধী গাছের সারির পাশে। এই রাস্তার ওপারে ডুবন্ত এক ভূমিতে গরু ও খামারের ডেয়ারি সেকশন। গরুর ছাউনির পিছনেই জলাভূমি এবং, অনেক দূরে, নদীর পাড়ে উইলো ও অন্যান্য গাছ জন্মানো হয়েছে। রাস্তার পাশে, এই খামার-প্রাঙ্গনের প্রবেশ পথে, তিন/চারফুট উঁচু কাঠের মঞ্চ ছিলো একটা। এই মঞ্চের উপর দুধের মন্থনদণ্ড রাখা হতো, সেগুলো সংগ্রহ করতো ডেয়ারির ভ্যান গাড়ি। এর পর, সরকারি রাস্তা অতিক্রম করে যেতো গোলাপি-দেয়ালের একটা কুটির আর ইঁটের সাদামাটা বাড়ি। তারপর ম্যানোরে এসে পড়তো বিচ আর ইউ গাছ। এখানেই শেষ হতো আমার চলা ঃ কালচে-সবুজ ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে একটা প্রশস্ত প্রবেশপথ, এবং তারপর আমার কুটিরের সামনে উজ্জ্বল আঙিনা।

এটা ছিলো সরকারি রাস্তার অংশ যা আমাকে বিভ্রান্ত করেছিলো যখন এখানে প্রথম চার দিনের বৃষ্টি থেমে যাবার পর বেরিয়ে এসেছিলাম ঃ কোন দিকে মোড় নিতে হবে ডানে অথবা বাঁয়ে। এখন, যদি ম্যানেজারের ল্যান্ড-রোভার পিছন দিক থেকে আসে আর আমাকে অতিক্রম করে যায় এখানে, তাহলেও আমি বলে দিতে পারি কোথায় সেটা যাচ্ছে। ইউ গাছ ছাড়িয়ে, নদীর উজানে দু'পাশে বিচ গাছওয়ালা রাস্তা বরাবর, এবং তারপর নিচের দিকে নদীর স্তর সমান ছোট বসতি যেখানে আছে শাদা-দেয়ালের কুটির, আর যেখানে আছে একটা অ্যাসফল্টের সরু রাস্তা, আরো ভাঙাচোরা, অতিক্রম করে গেছে ছোট আকারের কয়েকটি বাড়ি, কয়েকটি মনোগ্রাম যুক্ত, প্রশস্ত অবাধানো গাড়ি চলার পথের দিকে।

ওই প্রশস্ত ঘাসময় পথের প্রতি আমার অনুভূতি বেড়ে গিয়েছিলো। ওটাকে দেখতাম একটা প্রাচীন নদীর পুরনো তলদেশ হিসেবে, প্রায় অন্য কোনো ভৌগোলিক যুগের কিছু একটা হিসেবে; ওটাকে সেই পথ হিসেবে দেখতাম যে পথে একদা হাঁস তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হতো স্যালিসবারি সমভূমি থেকে ক্যামেলট-উইনচেস্টারে; আমি এটাকে দেখতাম পুরনো স্টেজকোচের রাস্তা হিসেবে।

কিন্তু তারই কাছাকাছি ছোট বাড়িগুলোর মধ্যে আগে যা লক্ষ্য করিনি বেড়া-ঘেরা ছোট একটা প্লট, বাধানো একটা পথ সেটার ভিতরে আর ছোট্ট নিচু একটা বাংলো, সেই সঙ্গে পরিপূর্ণ একটা বাগান, ওখানেই বাধানো পথের ওপর একদিন ল্যান্ড-রোভারটা দেখতে পাই, তারপর অন্য দিনগুলোতেও। তাহলে এখানেই ম্যানেজার বাস করতো আর তদন্ত কাজ শেষ হতো এখানে এসে ঃ প্রাচীনতার প্রান্তে এক টুকরো নাগরিকতার দৃশ্য। তথাপি চারপাশের ভূভাগের মধ্যে অনেক দেরিতে বাড়িটা আমার নজরে এলো।

খামার পরিদর্শনে বের হয়ে অবিলম্বে ম্যানেজার তার গাড়ি নিয়ে চলে যেতো বাইরে। নিঃসন্দেহে তার ভাবনার জগতে তখন থাকতো বন, ক্ষেত, জঙ্গল আর গবাদিপশু, কাঁটাতারের বেড়া ঘেঁষে চলে যেতো; দীর্ঘদেহী সাইকামোর গাছওয়ালা ছাদহীন দেয়ালের বিধ্বস্ত বাড়িটা আর কালো প্লাস্টিকে ঢাকা কুটির আকৃতির খড়ের গাদা অতিক্রম করে যেতো; অতিক্রম করতো ফেলে রাখা ক্যারাভানটা, আর পুরনো খামার বাড়িগুলো (খড়ের নতুন ছাউনিগুলোসহ) এবং কুটিরগুলো যার একটা জ্যাকের; অতিক্রম করে যেতো জ্যাকের বাগান আর হাঁসের খামার, নতুন ধাতব-দেয়ালের গোলাবাড়ি পর্যন্ত।

এই হলো ম্যানেজারের পরিক্রমার পথ, প্রায় বৃত্তাকার। এটা জ্যাকেরও পথ; আর আংশিক আমার।

BanglaBook.org

জ্যাককে তার সবজির বাগানে কাজ করতে দেখেছিলাম, বাগানটা কুটিরের সামনের বাগানের ওপাশে, খামারের চষা ক্ষেতগুলোর দিকে ঢালু জায়গার শুরুতে। তার বিদঘুটে ছুঁচালো দাড়ি আমার নজরে আসে। আর নিজের জমিতে তার ব্যক্তিত্ব দ্রুত পরিষ্কার ভাবে ফুটে ওঠে অন্য খামার কর্মীদের ব্যক্তিত্বের তুলনায় (যাদের ব্যক্তিত্ব অর্ধ অভিব্যক্ত হয় তাদের ট্র্যাক্টরে কিংবা ট্র্যাক্টরের কাজে, একটা বিস্তীর্ণ জমির রঙ পরিবর্তনে), জ্যাক প্রথমে আমার দৃষ্টিতে ছিলো প্রকৃতি-দৃশ্যের মধ্যে একটা মানুষের মূর্তি, তার বেশি কিছু নয়। নিঃসন্দেহে তার কাছে আমিও ছিলাম তেমনি ঃ একজন আগন্তক, পরিব্রাজক, কেউ একজন যে কি না ব্যক্তিমালিকানাধীন ভূমিতে পরিব্রাজনের পুরনো সরকারি অধিকার চর্চা করছে।

কিন্তু কিছু সময় পর, অনেক সপ্তাহ আগে, যখন সে অনুভব করেছিলো আমার চেষ্টা নষ্ট হয়ে যেতে পারে না, তখন সে আমাকে পোষ্যরূপে গ্রহণ করে। আর বিশাল এক দূরত্ব থেকেই, আমাকে দেখা মাত্রই, গলা ফাটিয়ে অভিবাদন জানাতো সে, নীরবতার মধ্যে তা হৈ চৈ সৃষ্টি করতো।

আমি আরো পরিষ্কারভাবে তাকে দেখতে পাই যখন সে তার কুটিরের সামনে (বা পিছনে) কাজ করে। আরো পরিষ্কারভাবে দেখি যখন সে কাজ করে তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা তার প্লটে, প্রাচীন হথর্ন গাছের নিচে গরম, কালো মাটি উল্টে দেবার সময়। এতে অনেক পুরনো দিনের স্মৃতি মনে পড়ে যায় আমার, সেই ত্রিনিদাদের, পাহাড়ের ওপর বাবার তৈরি করা একটা ছোট বাড়ির কথা আর ঝোপঝাপ সাফ করে একটুখানি জায়গায় একটা বাগান শুরু করার তার চেষ্টা। কালো, ভেজা, উষ্ণ মাটি আর বেড়ে ওঠা সবুজ বস্তুর পুরনো স্মৃতি, পুরনো প্রবৃত্তি, পুরনো উৎফুল্লতা। আর জ্যাকের জন্যে আমার এক অপরিমেয় অনুভূতি ছিলো, তার অঙ্গভঙ্গির শক্তির প্রতি, হাত ও পায়ের বর্ণমুর্চ্ছনা। মাসের পর মাস বদলের সঙ্গে সঙ্গে তার পোশাকের স্টাইলে নানারকম বিশেষত্বও চোখে পড়তে লাগলো ঃ গ্রীষ্মের সময় রোদের প্রথম আভাসে তার পোশাক হতো পিঠের দিকে খোলা, আর ঋতু বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটতো স্টাইলের। তার পোশাক আমার কাছে মনে হতো এক একটা ঋতুর প্রতীক ঃ আধুনিক কালের বুক অব আওয়ার্স থেকে নেওয়া কোনো কিছুর মতো।

এবং তারপর এক দিন সে, ল্যান্ড-রোভারে আরোহণ করা খামারের ম্যানেজারের মতো, তার গাড়ি থামালো গোলাবাড়িতে যাবার পথে পাহাড়ের ওপর। জ্যাক ও অন্য কুটিরবাসীদের মোটর-কার ছিলো; গাড়ি ছাড়া ওইসব কুটিরে সহজভাবে বাস করা সম্ভব ছিলো না তাদের, সরকারি রাস্তা থেকে অনেক দূরে আর দোকানপাট থেকে বহু মাইল দূরে ছিলো কুটিরগুলো – আমার বিশ্বাস ডাকপিয়ন সপ্তাহে একবার করে আসতো।

BanglaBook.org

গাড়ির আওয়াজ শুনতে পাই আর একপাশে সরে দাঁড়াই। সংকীর্ণ খামারের রাস্তায় এ ছাড়া তোমার আর কিছু করার নেই। (যদি লুকিয়ে পড়তে চাও, তাহলে তোমাকে বায়ুপ্রবাহ রোধক গাছগুলোর ভিতরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, বিচ আর পাইন গাছগুলোর ভিতর, ঝুঁকে পড়া শাখাগুলোর ভিতর।) এভাবে পথ ছেড়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে দেখার ভিতর দিয়ে অথবা ট্র্যাক্টরে চেপে চলে যাওয়া খামার কর্মীদের সঙ্গে আমার চেনাজানা হয়। তারা হাত নাড়তো আর হাসি দিয়ে যেতো। যোগাযোগের সীমা ছিলো সেটা। হাসি অথবা হাত নাড়ার সঙ্গে যোগ করার কিছু আর ছিলো না আসলে – ওই জিনিস দুটোই ছিলো মানবিক স্বীকৃতি।

এবার পালা জ্যাকের, নিজের গাড়ির মধ্যেই তার থামা, তার অবসর সময়ে, একটা বিশেষ ব্যাপার ছিলো। আমরা পরস্পরের দিকে তাকাই, পরস্পরকে পরীক্ষা করি, কথা বলার চেয়ে হৈ চৈ করি বেশি।

আমি সব সময় লক্ষ্য করতাম তার ছুঁচালো দাড়ি। একটু দূর থেকে তাকে দেখে আমি এই দাড়ি সম্পর্কে ভাবতাম যে এ হলো কোনো তরুণের আড়ম্বরের অংশ। তাকে খোঁড়াখুঁড়ি করতে দেখে, তার উচ্চতা বিবেচনা করে, তার বুকের গভীরতা, তার পায়ের বলিষ্ঠতা, তার ঋজুতা, সহজ বিচরণ, আমি তাকে তরুণ হিসেবেই ভাবতাম। কিন্তু এখন বুঝতে পারি যে তার দাড়ি ছিলো প্রায় ধূসর; তার বয়স চল্লিশের মতো হয়েছিলো, হয়তো।

তার দৃষ্টি ছিলো দূরের। তার চোখ দুটো বিদঘুটে ভাবে ছিলো বেরিয়ে আসার মতো, তাতে বোঝা যেতো যে যাই হোক না কেন সে একজন খামার কর্মী, অন্য কোনো পরিবেশে সে হয়তো আদৌ খাপ খাওয়াতে পারবে না। আর এ আবিষ্কার ছিলো সামান্য বিশৃংখল, কেননা (পুরনো গেরস্তালির স্মারক হিসেবে তাকে যে কল্পনা করতাম সেই কল্পনা থেকে রেহাই পাওয়ার পর) তার ওই দাড়িতে খুঁজে পেয়েছিলাম, এবং তার ঋজুতায়, সহজ বিচরণে, নিজের বিষয়ে উঁচু ধারণা আরোপ করা একজন মানুষকে। নীতির বাইরের একজন মানুষ যে সরে গেছে জীবনের অন্যান্য স্টাইল থেকেও।

আমরা কথা খুব কম বলতাম, কিন্তু প্রতিবেশীত্ব গড়ে উঠেছিলো আমাদের মধ্যে, এবং সেটা অব্যাহত ছিলো দূর থেকে তার চিৎকার দেওয়ার মধ্যেই।

তার বাগান আমাকে শিখিয়েছে ঋতু সম্পর্কে, আর আগে বহুবার দেখা বস্তুকে আমি নতুন করে জানতে শিখেছি। তার আপেল গাছে কুঁড়ি আসতে দেখি, কুঁড়ির রঙ সম্পর্কে জানতে পারি, তা মনের ভিতর সযত্নে গাঁথা হয়ে যায় (আর পরেও সব সময় মনে করতে পারি), বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে এর সঙ্গে যুক্ত থাকি। দেখি ছোট ফল আকার নেয় কিভাবে, ঝুলে থাকে সবুজ রঙে, বাগানের অন্য সব কিছুর সঙ্গে বাড়তে থাকে, আর তারপরে রঙ লাগতে শুরু করে।

BanglaBook.org

আমি উর্বরতা দেখি, প্রথম দিকে মনে হয়নি এই চকের মতো মাটিকে উর্বর করে তোলা সম্ভব, গ্রীষ্মকালে যে মাটি একেবারে শাদা হয়ে যায়। ইংল্যান্ডে আমি কোনো মালী ছিলাম না আর আমার দেখা সামনের ছোট বাগানের প্রতি আগ্রহও ছিলো কম (এমন কি এখনো দেখি, স্যালিসবারিতে যাওয়া বাসের ভিতর থেকে)। ওইসব বাগানের দিকে তাকিয়ে, শুধু রঙ দেখি, আর একটা উদ্ভিদ থেকে অন্যটাকে আলাদা করতে পারি সামান্যই। কিন্তু বিকেলের পর বিকেল আমি গভীর চিন্তাভাবনা করি জ্যাকের বাগান নিয়ে, লক্ষ্য করি তার শ্রম, আর দেখার জন্যে অপেক্ষা করি তার শ্রম আগামীতে কি ফল বয়ে আনছে।

আমি আয়েসের চোখ দিয়ে দেখি। তবে জ্ঞান আমার কাছে পৌঁছায় খুব ধীর গতিতে। ত্রিনিদাদের ফুল ও উদ্ভিদের শিশু হিসেবে যা এসেছিলো আমার কাছে এটা সেই সহজাতমূলক জ্ঞানের মতো কিছু ছিলো না; এটা ছিলো দ্বিতীয় একটা ভাষা শেখার মতো। যদি তখন আমি জানতাম এখন যা জানি তাহলে জ্যাকের বাগান বা বাগানগুলো পুনর্গঠন করতে সমর্থ হতাম। কিন্তু আমি শুধু মনে করতে পারি বসন্তের কন্দের মতো সাধারণ জিনিসগুলো; মেরিগোল্ড আর পেটুনিয়াস -এর মতো বর্ষজীবী গাছগুলো জন্মানো; প্রচন্ড গ্রীষ্মের ডেলিফিনিয়াম ও লুপিন; আর ইংল্যান্ড ও ত্রিনিদাদের ট্রপিক্যাল আবহাওয়ায় জন্মানো গ্ল্যাডিওলাস -এর মতো ফুলগুলো। গোলাপ ফুলও ছিলো, গাছগুলো আটকানো ছিলো লম্বা খুটির সঙ্গে, অসংখ্য গোলাপ ফুটে আছে তাতে; তারপর আপেল গাছগুলো, শরতে ফল ভারানত হয়ে পড়ে, ঠান্ডা ঋতুটাকে ছুয়ে যায় কিছুটা উষ্ণতা দিয়ে, আর বহুদিন আগে স্কুলের বই অথবা বাচ্চাদের বইয়ে দেখা আপেল গাছের মতো লাগে দেখতে।

তার কুটিরের পেছন দিকে – পেছন দিকটাই এখন প্রকৃতপক্ষে সামনের দিক হয়ে গেছে, আসল প্রবেশ পথ – একটা গ্রীনহাউজ ছিলো। খবরের কাগজে ও সাময়িকীতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে মুদ্রিত ছবির গ্রীনহাউজের মতো দেখতে সেটা। এই গ্রীনহাউজে জ্যাক আবাদ করে ইংলিশ গ্রীনহাউজের উদ্ভিদ আর ফুল – উদাহরণ স্বরূপ অনন্যসাধারণ ফিউশার কথা বলা যায়, যেগুলো মনে করা হতো সবচেয়ে প্রীতিকর।

আরো কতো কি দেখার আছে! আরো কতো আলাদা সব উদ্ভিদ জন্মানোর বিষয় আছে আলাদা সব সময়ে! জ্যাক, মনে হতো, কাজ খোজায় ব্যস্ত থাকতো, নিজেকে ব্যস্ত রাখার উপায় খুঁজতো। তারপর আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছিলো যে ব্যস্ততার চেয়েও এর সঙ্গে জড়িত ছিলো দিনকে পূর্ণ করে তোলা আর টাকার চেয়েও বেশি কিছু, কারণ জ্যাক অতিরিক্ত টাকা রোজগার করতে পারতো তার চারাগাছ ও সবজি বিক্রি করে। মনে হতো যে ভবনগুলোর মধ্যে ওই এক টুকরো জমিতে জ্যাক পরিপূর্ণতা খুঁজে পেয়েছিলো।

BanglaBook.org

তার জীবনের তৃপ্তির প্রতি আমার ভাবনাটা ছিলো কিছু পরিমাণে বিস্ময় মিশ্রিত – নিজের বসতিতে একজন মানুষ, যেমনটা আমি ভাবতাম (আমার কাছে বিশেষভাবে সুখী অবস্থা), ঋতু আর নিজের ল্যান্ডস্কেপের সুরের ভিতর একজন মানুষ – আমার বিস্ময় মেশানো ভাবনা ঈর্ষায় পরিণত হলো এক রবিবার বিকেলে, যখন দুপুরের খাবারের পর হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, দেখি জ্যাকের ছোট মোটর গাড়িটা চওড়া রাস্তা দিয়ে তার কুটিরের দিকে চলেছে ঝাঁকুনি খেতে খেতে, উইন্ডব্রেকের পাশের বাধানো পথ ধরে যেমনটা বেরিয়ে আসে সাধারণত তা আসছে না। সে শুঁড়িখানায় গিয়েছিলো। তার মুখটা জ্বলছে। আমাকে দেখতে পাবার পর গাড়ির জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে যে চিৎকার সে দিলো তা ছিলো চমকপ্রদ হার্দিক।

রবিবার! কিন্তু সে ঘাসে মোড়া রাস্তাটা পছন্দ করলো কেন ? সচরাচর যে পথটায় চলাচল করে সেই পথে গাড়ি চালিয়ে আসছে না কেন ? তার গাড়ির পক্ষে তো আধ মাইল ঘুরে ওই বাধানো (যদিও ভাঙা) পথে আসাটা বেশি সহজ ছিলো, যে পথটা চলে গেছে পাহাড়ের ওপর গোলাবাড়ি পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সোজা নেমে এসেছে তার কুটিরে। জ্যাক কি মাতাল হয়ে গিয়েছিলো ? না কি সরু রাস্তায় গাড়ি চালিয়ে আসার ভয় তাকে পেয়ে বসেছিলো ? ওই পথে দু'তিনটে মোড় রয়েছে যেখানে নদীর মধ্যে আছড়ে পড়ার আশংকা বিদ্যমান। খুব সম্ভবত রবিবারে গাড়ি চালানোর ব্যাপারে তার নিজের মনেই কোনো ভাবনা ছিলো আগে থেকে, শুঁড়িখানায় কিছু সময় কাটানোর পর। রবিবারে বিয়ারের আনন্দ! মুক্ত মানুষ হিসেবে তার বাগানে কাজ করার আনন্দের মতো ছিলো সেই রবিবারগুলোর আনন্দ।

এ এক অপরিবর্তনশীল জগৎ – আগন্তুকদের কাছে এমনই মনে হতে পারে। আমার কাছেও এমনই মনে হয়েছিলো যখন প্রথম এ বিষয়ে সচেতন হই : পল্লী জীবন, সময়ের ধীর প্রবাহ, মৃত জীবন, ব্যক্তি জীবন, পরস্পর ঘনিষ্ঠ বাড়িগুলোর ভিতর বাস করা জীবন।

কিন্তু অপরিবর্তনশীল জীবন বিষয়ক এই ধারণা পুরোপুরিই ভুল। পরিবর্তন ছিলো প্রতি নিয়তই। লোকজন মারা যায়; মানুষ বৃদ্ধ হয়; ঘরবাড়ি বদলায়; ঘরবাড়ি বিক্রি করা হয়। এটা এক ধরনের পরিবর্তন। উপত্যকায় আমার নিজের উপস্থিতি, ম্যানোরের কুটিরে, ছিলো আরেক ধরনের পরিবর্তন। সড়ক বরাবর সোজা চলে যাওয়া কাঁটাতারের বেড়া– সেটাও একটা পরিবর্তন। সবারই বয়স বাড়ছিলো, সব কিছুই নতুন করে হচ্ছিলো অথবা বাতিল হয়ে যাচ্ছিলো।

BanglaBook.org

ম্যানেজারের পথটা জানার অল্প দিন পরে তাতেও পরিবর্তন এসেছিলো। সরকারি রাস্তার পাশেই কুটিরবাসী বয়স্ক দম্পতিরা কুটির ছেড়ে চলে গিয়েছিলো। তাদের জায়গায় এসেছিলো অচেনা পুরো একটি পরিবার। শহরের লোক, আমি শুনেছিলাম কাউম্যান বা ডেয়ারিম্যান হিসেবে খামারে কাজ করতে এসেছিলো লোকটা। ডেয়ারিম্যানরা ছিলো খামার কর্মীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মেজাজি – তাদের শ্রম ছিলো অপরিবর্তনশীল ঃ দুধ দোয়ানোর মেশিন দিয়ে বিপুলসংখ্যক গরুর দুধ দোয়াতে হতো দুই বেলা, প্রতিদিন। তাদের কেউ কেউ ছিলো ভবঘুরে।

নতুন ডেয়ারিম্যানটা দেখতে ছিলো অতিশয় কদাকার। তার বউটাও কদাকার। তাদের কদাকার চেহারা নিয়ে একটা করুণারসও ছিলো। কদাকার চেহারার সঙ্গে কদাকার চেহারা মিলেছিলো পারস্পরিক সমর্থন জোগানোর জন্যে; কিন্তু ফলাফলে স্বস্তি মিলেছিলো সামান্যই।

পরিবর্তনের বিষয়টা ছিলো বিদঘুটে। দুটো বসতি নিয়ে গ্রাম বা হ্যামলেট তৈরি হয়েছিলো তাতে বাড়ি ছিলো সামান্য কয়েকটি; কিন্তু রাস্তায় যেহেতু লোকজন হাঁটতো না, যেহেতু জীবন বেশির ভাগ সময় কেটে যেতো ঘরেই, যেহেতু লোকজন তাদের কেনাকাটা করতো নিকটের স্যালিসবারি, এম্‌সবারি, উইলটন ইত্যাদি শহরগুলোয়, এবং যেহেতু কোনো সাধারণ সাক্ষাতের স্থান ছিলো না, আর যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো কম্যুনিটি ছিলো না, সেহেতু পরিবর্তনে সময় লাগতো, বিশাল কোনো পরিবর্তন ঘটলেও চোখে পড়তে সময় লাগতো ঢের। উঁচু উঁচু বিচ, ওক আর চেস্টনাট গাছগুলো, সরু রাস্তার ওপরকার ছায়া, অন্ধ খাঁজ – পল্লী অঞ্চলকে সৌন্দর্যদানকারী সব কিছু, গোপনীয়তাও আছে যার মধ্যে। (এই অনুভূতির কারণেই, গোপন ও অলক্ষিত হওয়ার জন্যে, আমার নিজের আগমনের সময় লোকজনের প্রশ্নের মিথ্যা উত্তর দিয়েছি, পরে জেনেছি তারা খামারের অথবা কাউন্সিলের কর্মী। তারা ছিলো বন্ধুভাবাপন্ন, আগ্রহী; তারা জানতে চাইতো কোন বাড়িতে আমি বসবাস করছি। আমি তাদের মিথ্যা বলতাম; আমি একটা বাড়ি বানিয়েছি। আমার এ কথা মনে হতো না যে সমস্ত বাড়িই তাদের চেনা।)

খড়ের ছাউনিযুক্ত কুটিরে বাসবাসকারী বয়স্ক দম্পতিদের সামান্যই চিনতাম। তাদের কুটিরটা চিনতাম ভালো করে; ছবির মতো হওয়ায় সেটা আমাকে আকর্ষণ করতো। সেটা ছিলো ছোট আর গোলাপি দেয়ালের। খড়ের ছাউনি রক্ষার জন্যে তারের জাল বিছিয়ে দেয়া হয়েছিলো তার উপর। ডর্মার জানলার নিচে খড়ের ছাউনির কিছু অংশ ছত্রাকে উজ্জ্বল সবুজ রঙ ধারণ করেছিলো; আর

BanglaBook.org

ছাদের সংকীর্ণ চূড়ায় ছিলো তারের ফ্রেমে বানানো বাঁশি অথবা খড়ের ফিজ্যান্ট পাখি, এই বসতির অনেক বাড়িতেই বস্তুটা দেখেছি (আগেকার দিনে এটা ছিলো খড়ের ঘরামিদের এক ধরনের ফ্যান্টাসি, এখন পরিণত হয়েছে গৃহের অলংকরণে)। অসংখ্য ছোট গোলাপ ফুল ফুটে থাকা গোলাপ-ঝাড়ওয়ালা কুটিরগুলো বাস্তবিক পল্লী কুটিরের নকশার মতো দেখাত।

বয়স্ক দম্পতিরা চলে যাবার পরই কেবল বুঝতে পারি যে তাদের বাড়ির পল্লী-কুটিরের ছোয়া, এবং বিশেষ করে তাদের ফুলের ঝোপ ও বাগানের নকশায় তার ছাপ ছিলো তাদেরই কাজ, তাদের রুচি ও শিল্প-সচেতনতার ফলাফল। আর এখন কয়েক মাসের মধ্যে সেই বাগান পরিণত হয়েছে হতশ্রী ও ছিন্নভিন্ন।

কুটিরের নতুন পরিবারের গল্প – ভাড়া-গাড়ির লোকে ব্রে তাদের প্রতিবেশিদের কাছে কিছু নির্দিষ্ট ঘটনার কথা বলেছিলো; যারা ম্যানোর দেখাশোনা করতো সেইসব লোকেরাও কিছু বলতো; আর স্যালিসবারিতে যাওয়া শপিং বাসের মধ্যেও নানা কথা বলাবলি করতো লোকেরা – সেই গল্প ছিলো এই রকম ঃ নতুন ডেয়ারিম্যান ও তার বউ খুব বাজে রকমের সময় কাটাচ্ছিলো কোথাও এক শহরে, আর উপত্যকায় এসে তারা 'বেঁচে' গেছে।

নতুন এই লোকটা লম্বা, তরুণ, মাথাটাও লম্বা, পাতলা চুল; তার দেহাবয়বে রুক্ষতার চেয়ে প্রচণ্ডতা বেশি চোখে পড়ে। তার মুখটা ছিলো এমন এক পুরুষমানুষের যে অনেক পীড়ন সহ্য করেছে। তবুও সেটা তরুণের মুখ। তার বউটাকে বয়স্ক মনে হয়; পরিবারটাকে যা কিছু সহ্য করতে হয়েছে তার পুরো ছাপ পড়েছে বউটার মুখে। তাকে লোকটার মা হিসেবে চালিয়ে দেয়া যায় অনায়াসেই। লোকটার মুখ ও মাথা লম্বাটে, আর বউটার মুখ চারকোণা; আর সেই চারকোণা মুখটা যেন দুমড়ানো-মোচড়ানো। তার চোখে রিমলেস চশমা (অপ্রত্যাশিত স্টাইলের চেষ্টা)। সে যেন নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলো। সময়ে সময়ে তার স্বামীর মুখে হাসি এসেছে। কিন্তু তার মুখে কখনো হাসি দেখিনি।

শহরে তাদের কি রকম সন্ত্রাস তাড়া করেছিলো! কিভাবে এ রকম লোকেরা, তাদের আবেগ ও যন্ত্রণাকে ব্যক্ত না করে, সব কিছু ম্যানেজ করে নেয়? তারা কেবল বোবার মতো ভোগ করে সব যাতনা। তাদের ব্যথা ও অপমান তাদের ভিতরেই কাজ করে ঃ যেমন অশুভ আত্মা চেপে বসে একটা দেহের ওপর, যাতে করে দেহ স্বয়ং নির্দোষ মনে করে কৃতকর্ম সম্পর্কে। এই দম্পতির বাচ্চা দুটো, ছেলে। বড় ছেলেটা তার বাবার মতো পীড়িত ধরনের; কিন্তু তার সঙ্গে আরো যোগ হয়েছে সহিংসতার আভাস, দুষ্টভাব ও অসচেতন চালাকির। ছোট ছেলেটা

BanglaBook.org

ঠিক ওর মায়ের মতো। স্কুল বালকের ধূসর ফ্লানেলের শার্ট পরা ছেলেটাকে খুব ছোট আর নিখুঁত দেখাত, এই বয়সেই তার মধ্যে তার মায়ের দূরত্ব ও নিজেকে প্রত্যাহার করে নেবার মতো কিছু ব্যাপার ফুটে উঠতো।

একটা বাস সেখানে ছিলো যেটা উত্তরের গ্রাম ও ছোট ছোট শহরগুলোতে স্কুল বাস হিসেবে ব্যবহৃত হতো, বাসটা স্যালিসবারি ত্যাগ করতো বিকেলের প্রথম ভাগে। এক দিকের বাচ্চাদের স্কুল থেকে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েদের সেটা তুলে নিতো, এবং ফিরে আসার পথে তুলে নিতো সেকেন্ডারি স্কুল থেকে বড়ো ছেলে-মেয়েদের। এ বাসটাই ডেয়ারিম্যানের দুই ছেলেকে তুলে নিতো। আমি নিজেও কোনো কোনো সময় বাসটাকে ব্যবহার করি। যা ছিলো এ উপত্যকায় জীবন এখনো তাই। আর এ কারণেই ছেলে দুটোকে আমি গভীরভাবে দেখার অবসর পাই। আমি অনুভব করতে শুরু করি যে যদিও ছেলে দুটো রক্ষা পাবে উপত্যকায়, লোকজন যেমন বলে, শহরের ছায়া এখনো চাপ দিচ্ছে তাদের ওপর।

বড় ছেলেটা একটু হৈ চৈ করলেও সাধারণ ভাবে ভদ্র। বাস যখন মানুষের ভীড়ে চরম ঠাশাঠাশি হয়ে যায় তখন বয়স্ক কাউকে নিজেদের আসন ছেড়ে দেওয়া তাদের রীতি; তাদের বিদ্রোহের ধরণ ছিলো ভদ্র দেহভঙ্গির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ডেয়ারিম্যানের বড় ছেলে স্কুল বাসের প্রতি আরেক প্রকার টোন বা মেজাজ যোগ করেছিলো। হৈ চৈ পরিণত হয়েছিলো গুন্ডামিতে; আর একদিন আমি দেখি সে শুধু দাঁড়াতে অস্বীকার করলো তাই নয়, তার পাশের সিটের ওপর পা তুলে দিতেও লাগলো। আমি বাসে চড়লে সে কিছুটা বিজড়িত হলো – যেহেতু আমি একজন প্রতিবেশী, আমি বাড়ি ও তার মা-বাবাকে চিনি। কিন্তু তখন সে তার বন্ধুদের মধ্যে ছিলো, ফলে নিজেকে সামলে নিতে পারলো না।

বাস আমাদের নামিয়ে দিয়ে গেল বিশাল ম্যানোর হাউজের ছায়ায়, তার ও আমার বাড়ির কাছে।

আমি বললাম, 'পিটার।'

সে সমনোযোগে দাঁড়ালো, ক্যাডেট কিংবা রিফর্মেটরির বালকের মতো, তার মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে বললো, 'স্যার!' যেন বা কমপক্ষে একটা চড় আশা করছে; আর প্রকৃতপক্ষে ক্ষমা চাইছে না বা সম্মানও দেখাচ্ছে না। আমাকে নার্ভাস করে তোলা ওই প্রতিক্রিয়ায় আমি অনুভব করি তার এক নজর অতীতের ঝিলিক আর তার আগ্রাসনের ক্ষুধা, তার আত্মগরিমার একমাত্র গঠন। তার সঙ্গে কিভাবে চলতে হয় জানতাম না; তা জানতেও চাইনি। আমি আর কিছুই বলিনি তাকে।

বাসার মধ্যে সে ছিলো একটা বিকট মানুষ, আর গ্রামে একজন অনধিকার প্রবেশকারীর মতো। বস্তুত, তার বয়সী আর কোনো বালক ছিলো না আশপাশে;

BanglaBook.org

যাদের পরিবার বড় হয়ে যায় তারা অন্যত্র চলে যেতে চেষ্টা করে। আর বেশ কয়েকটা অল্প বয়সী ছেলে মেয়ে থাকা সত্ত্বেও ডেয়ারিম্যানের ছোট ছেলেটাও তাদের মধ্যে কেমন যেন অদ্ভুত ছিলো। ইনফ্যান্ট স্কুলের বাচ্চাদের ভিতর থেকে স্কুল বাস দুই বা তিনটে প্রায়-বোকা বাচ্চাকে তুলে নিতো। ডেয়ারিম্যানের ছোট ছেলেটা ওই দু'তিনজনের একজনের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়েছিলো ঃ সেই ছোট ছেলেটার গড়ন স্থূল, চর্বিওয়ালা, ভোঁতা ধরনের প্রকান্ড গোলাকার মাথা, চমকপ্রদ রঙের পোশাক পরা, কখনো ঝলমলে লাল, কখনো হলুদ, নিষ্প্রভ সোনালি অক্ষিপক্ষ্ম ও ভুরু – তাতে মনে হয় সে যেন চোখে ঘোলাটে দেখে সবকিছু। এই মোটা ছেলেটা বাসের মধ্যে থাকতো অস্থির। এক আসন থেকে আরেক আসনে ঘোরাঘুরি করতো এবং – স্কুলের শাসন শেষ হয়েছে বুঝতে পেরে – বাসের লোকদের উদ্দেশ্যে অপমানকর কথা বলতো তার মোটা ঠোঁট দিয়ে, নির্দোষ কণ্ঠে বলে যেতো অশ্লীল সব কথা, এমন এক সুরে সেই অশ্লীল কথাগুলো বলতো যে লোকে তাতে কান পাততো আর বড়দের কাছ থেকে শোনা কথাগুলো সে বলছে বলে ধারণা করতো। এই ছিল ডেয়ারিম্যানের ছোট ছেলের বন্ধু। তারা বেঁচে গিয়েছিলো কাজের জন্যে, উপত্যকায় তারা যে জীবন যাপনের সুযোগ পেয়েছিলো সেটা অনেক লোকেরই কাম্য ছিলো। অনেকেই চাইতো উপত্যকায় বসবাস করতে। কিন্তু উপত্যকার বাইরেই থাকতে হতো তাদের। আর এরা মনোহর গোলাপ-রঙা কুটিরটা পেয়েও সংলগ্ন বাগানটার কি হতশ্রী দশাই না করেছে। এটা আসলে (যেমন বাসের মধ্যে পিটার) অপরাধ করার ইচ্ছা নয়; এটা ছিলো অজ্ঞতা, না জানা, কল্পনা শুরু না করা যে বাড়িতে যেভাবে তারা যাপন করে জীবন তা অন্যের কৌতূহল জাগাতে পারে। তাদের নতুন স্বাধীনতার কিছু অংশ ছিলো পল্লীর গোপনীয়তা, নজরদারি থেকে স্বাধীনতা, যা (আমার মতো, শুরুতে) তারা ভেবেছে যে অন্ধকার জনশূন্য সড়ক ও বড় বড় জনশূন্য মাঠে খুঁজে পেয়েছে।

সেই স্বাধীনতা, সেই নতুন, পল্লী জীবনের অজ্ঞ আনন্দের মধ্যে কোনো এক অদ্ভুত জিপসি অথবা ঘোড়ার কারবারি আসে ডেয়ারিম্যানের কাছে। একটা শাদা ঘোড়া কেনে ডেয়ারিম্যান আর সরকারি রাস্তার পাশে ছোট একটা মাঠের মধ্যে সেটাকে রেখে দেয়। সেটা ছিলো একটা করুণ প্রাণী, আর নির্জনতায় এখন সেটা আরো বেশি করুণ দশায় পতিত হয়; সেটা ছিলো নিস্তেজ, অলস; বাসযাত্রীরা ঘোড়াটার এই ভগ্ন অবস্থা নিয়ে মন্তব্য করতো নানারকম।

তারপর একদিন আরো একটা ঘটনায় চেয়ারিম্যানকে নিয়ে লোকজন কথা বলাবলি করতে লাগলো। এক সন্ধ্যায় তার গরুগুলো বাঁধন ছিঁড়ে গোয়াল থেকে বেরিয়ে পড়লো, গরুগুলো ছড়িয়ে পড়লো রাস্তায়, ক্ষেত-খামারে, বাগানে, ম্যানোরের প্রাঙ্গনে, আর আমার কুটিরের সামনে।

BanglaBook.org

এবং তারপর আরেক দিন, আবার আমার কুটিরের সামনে, প্রাঙ্গনের অন্যপাশের পথ দিয়ে, ডেয়ারিম্যান নিয়ে এলো একটা লোমশ বাদামি-শাদা রঙের টাট্টু ঘোড়া, মোটা মোটা পা ও ঘাড়ওয়ালা সেই ঘোড়াটাকে ডেয়ারিম্যান নিয়ে গেল পেছন দিকে গৃহপালিত পশুর ছোট্ট চারণক্ষেত্রে। এবং এক বিকেলে (স্কুলের সময় শেষ হবার পর) ডেয়ারিম্যান ও তার ছেলে পিটার ঘোড়াটাকে খোজা করে দিলো আর অঙ্গহানি হওয়া রক্তাক্ত পশুটাকে নিয়ে গেল আমার জানলার পাশ দিয়ে শাদা চওড়া গেটের দিকে, গির্জার আঙিনা পেরিয়ে অন্ধকার সরু পথ দিয়ে সরকারি রাস্তায়। তারা কি জানতো তারা কি করছিলো ? তারা কি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো ? না কি তাদের বলা হয়েছিলো যে পশু খোজা করা এমন কোনো ব্যাপার না, ওটা তারা এমনিতেই করতে পারে ?

আমি প্রকৃত প্রস্তাবে কখনো শুনতে পাইনি, তবে আমার বিশ্বাস ঘোড়াটা মারা গিয়েছিলো। পশুদের দেখা-শোনা করতো যে লোকটা এটা ছিলো তারই নিষ্ঠুরতা। সার্বভৌম নিষ্ঠুরতা নয়; একজন মানুষের মনোভাব যে তার ওপর নির্ভরশীল পশুদের দেখাশোনা করতো, তত্ত্বাবধান করতো সেই পশুদের জীবনচক্র; আর এটা জেনে যে যদিও কোনো গাভী প্রচুর বাছুর জন্ম দেবে আর প্রচুর দুধ দেবে, তারপরেও সেই গাভীকে একদিন চলে যেতে হবে কসাইখানায়।

গরু, ঘাস আর গাছ ঃ মনোহর চোখ জুড়ানো পল্লী দৃশ্য – আমার চারপাশে ছড়ানো এ দৃশ্য। যদিও সত্যিকার অর্থে এ দৃশ্য আগে আর দেখিনি, তবু মনে হয় আমি যেন সব সময়ই এ দৃশ্য দেখে আসছি। বিকেলে হাঁটার সময় আকাশের পটভূমিতে দূরে শাদা-কালো গরুর পালের দৃশ্য কখনো কখনো চোখে পড়তো। ত্রিনিদাদে আমার শৈশবে দেখা কনডেন্স্‌ড-মিল্কের কৌটায় লাগানো ছবিওয়ালা লেবেলের দৃশ্যের মতো লাগতো তা। ত্রিনিদাদের গরুগুলো অবশ্য ছবির গরুগুলোর মতো হ্যান্ডসাম ছিলো না, সেখানে টাটকা দুধও পাওয়া যেতো কম আর অধিকাংশ মানুষ ব্যবহার করতো আমদানি করা কনডেন্সড্‌ মিল্ক ও গুঁড়ো দুধ।

এখন, এই দৃশ্য থেকে অনতিদূরে, ঘটেছে এমন নিষ্ঠুর ক্রিয়া। ঘোড়াটার অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে, রক্ত ঝরছে, সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে দুই মাথা মোটা মানুষ, পিতা ও পুত্র – এই স্মৃতি কিছু দিন আমার মনে ভেসে থাকে।

তারা 'রক্ষা' পেয়েছিলো, শহর থেকে আসা ওই পরিবারটি। (তারা কি ব্রিস্টল থেকে এসেছিলো? না কি সুইনডন থেকে ? এখানকার শ্রমজীবী মানুষদের কাছে ওই শহরগুলো কতোটা ভীতিকর! আর আমার কাছেও ভীতিকর, যদিও কারণ আলাদা।) কিন্তু তারা যেমন ভেবেছিলো পল্লীতে তাদের জীবন

BanglaBook.org

অতোটা গোপন বা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকলো না। শহরের চেয়ে বরং এখানেই তাদের ওপর বেশি করে নজর রাখা হতো। আমি বাসে মন্তব্য শুনেছিলাম, আর ম্যানোর পরিচর্যাকারী দম্পতিও আমাকে আরো অনেক মন্তব্য সম্পর্কে জানিয়েছিলো – এসব থেকে মনে হয়েছিলো যে এখান থেকে চলে যাবার সময় হয়ে গেছে ওই পরিবারের।

ভাড়া-গাড়ির লোক ব্রে ছিলো তাদের নিকট প্রতিবেশী, তার কাছ থেকে একবার মাত্র আমি তাদের অনুকূলে কিছু বলতে শুনেছিলাম। একদিন সন্ধ্যাবেলায় ব্রে এলো আমার কুটিরের চালে আটকা পড়া একটা স্টার্লিং পাখি উদ্ধার করতে। পাখিটা চালে আটকা পড়ে আর বেরিয়ে যেতে পারছিলো না। কাজটা খুব সহজে করলো ব্রে। তারপর, প্রতিবেশীদের কথা বলতে গিয়ে ডেয়ারিম্যানের বড় ছেলেটা সম্পর্কে সে বললো, 'পাখিদের প্রতি সে খুবই দয়ালু, তুমি জানো।'

দুই হাতে ধরে ভীত, চকচকে, নীল-কালো পাখিটাকে নামিয়ে আনলো ব্রে। প্রকান্ড হাত দুটোর মধ্যে তালু গোল করে তার মধ্যে পাখিটাকে সে ধরে রেখেছিলো। সামান্য চাপেই পাখিটাকে হাতের মধ্যে পিষে ফেলতে পারতো ব্রে; কিন্তু পাখিটার মাথায় হালকা কোমল টোকা মেরে সচেতন করে তুললো। ব্রে যদিও তার বাড়ির সামনের জায়গাটিকে মোটর মেকানিক্সের জায়গায় পরিণত করেছিলো, তবুও সে ছিলো পল্লীবাসী। পাখি বিষয়ে তার কথাবার্তা বেরিয়ে আসতো তার ফেলে আসা শৈশব থেকে – সে অন্য এক বয়সের ব্যাপার। আর আমি অবাক হয়ে ভাবতাম, ব্রের মতোই পাখিদের সঙ্গে ডেয়ারিম্যানের ছেলের বোঝাপড়ার সম্পর্কটা হয়েছিলো কি ভাবে?

শাদা ও লাল-বাদামি টাট্টু ঘোড়াটার বদলে পিছনের পশুচারণ ভূমিতে এরপর এলো একটা লম্বা, আড়ম্বরপূর্ণ ঘোড়া। আমি শুনেছিলাম, সেটা ছিলো পুরনো দিনের বিখ্যাত রেসের ঘোড়া। আমি মনে করি না পশুচারণ ভূমিতে এর আবির্ভাবে ডেয়রিম্যানের কিছু করার ছিলো। কয়েকজন স্থানীয় ভূমি-মালিক–হয়তো এমন কি সেই লোকটাও যে পরোক্ষভাবে ডেয়ারিম্যানের থেকে রেহাই পেতে যাচ্ছিলো – হয়তো এ জন্যে দায়ি হতে পারে। প্রাণীটার নাম আর যশ-খ্যাতি সম্পর্কে আমি জানতাম না। সেটার দিকে তাকালেও বয়স বলতে পারতাম না। তবে ঘোড়াটা ছিলো অত্যন্ত বুড়ো; মাত্র কয়েক মাস বা সপ্তাহ সেটা বাঁচতো; ঘোড়াটা উপত্যকায় এসেছিলো মরতে। আমার চোখে ঘোড়াটাকে তখনও পেশীবহুল ও চকচকে দেখাত; সেটাকে সেই খেলোয়াড়দের মতো লাগতো যাদের বয়স হলেও বহুদিনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শরীরে জাঁকালো কিছু থাকতো।

BanglaBook.org

এবং ঘোড়াটার নাম যশ, বিজয় ও বিশাল রেকর্ড ইত্যাদি সম্পর্কে শোনার পর চারণভূমিতে সেটাকে কল্পনা করে অদ্ভুত সব প্রশ্ন আসে আমার মাথায়। ঘোড়াটা কি জানে সে কি ছিলো ? সে কি জানে কোথায় ছিলো ? সে কি কিছু মনে করে ? সে কি লোকজনের ভীড় মিস করে ?

আমি একদিন ম্যানোর প্রাঙ্গনের খুব কিনারে গেলাম ঘোড়াটাকে দেখতে, লম্বা ঘাস পিছনে ফেলে, ভেজা বিচের পাতা ধীরে ধীরে জৈব সার হচ্ছে পচে, ছত্রাকে ঢাকা আপেল গাছ, আর একপাশে বনে পরিণত হওয়া বাগান। পুরনো রেসের ঘোড়াটা আমাকে দেখে অদ্ভুত ভাবে আমার দিকে মাথা ঘোরালো। আর তখনই আমি দেখলাম, বেদনা আর স্নায়ুদুর্বলতা সহকারে, যে ঘোড়াটার বাম চোখ অন্ধ। আমাকে যে উজ্জ্বল আস্থাশীল ডান চোখটা দিয়ে দেখছে ঘোড়াটা সে চোখটা আমার মোটেও পুরনো মনে হয়নি।

কী উঁচু ঘোড়াটা! আর এখন সেটাকে খুব কাছ থেকে দেখে আমার চোখে পড়ে এর পেশীগুলো এখনো খুব দৃঢ় আর এর লোমগুলো অনেক বেশি চকচকে। এই প্রাণীটা বড় হয়ে উঠেছিলো মানুষের মনোযোগ আর মমতা আকর্ষণের জন্যে। এর অন্ধ চোখের দিকটা দেখা ছিলো খুব কষ্টকর। পুরো চোখটাই সেখানে নেই, আর কোটরটা ঢেকে গেছে চামড়ায়। তবে গর্তটা বোঝা যায়। ফলে ঘোড়াটার মাথার এদিকটা দেখায় ভাস্কর্যের মতো।

আমার কুটিরের বসার ঘর থেকে পশু চারণক্ষেত্রের চমৎকার একটা দৃশ্য দেখা যায় – এবং তার ওপাশের জলাভূমি। জলাভূমি এখন পরিণত হয়েছে গোচারণ ভূমিতে, দিনে দু'বার দুধ দোয়ানোর পর গাভীগুলোকে সেখানে ছেড়ে দেওয়া হয় ঘাস খাওয়ার জন্যে, জলাভূমির মধ্যে সেগুলো যেন গলে পড়ে (আবার কখনো খানাখন্দের ভিতর নেমে যায়) দিনে দু'বার কিংবা চারবার সেক্ষেত্রে, গাভীদের তাড়িয়ে আনা অথবা বাইরে নিয়ে যাওয়ার সময়, ডেয়ারিম্যান বুড়ো ঘোড়াটাকে দেখে।

ঘোড়াটার এই দৃশ্য – সম্ভ্রান্ত, বিখ্যাত, আংশিক অন্ধ, একাকী দণ্ডায়মান – তার উপর প্রভাব ফেলতো। এই একই চারণক্ষেত্রে যে ব্যক্তি একটা সতেজ টাট্টু ঘোড়ার অঙ্গচ্ছেদ করেছিলো অবলীলায়, যে ব্যক্তির ওপর খাঁড়ার ঘা পড়ার উপক্রম হয়েছে ঃ কেননা যে শহর থেকে রেহাই পেতে এখানে সপরিবারে সে এসেছিলো সেই শহরেই তাকে ফিরে যেতে হবে পরিবার নিয়ে, যার নিজের জীবনই যন্ত্রণায় ভরা, সেখানে মৃত্যুর এত কাছে ঘেঁষে দাঁড়ানো পরিত্যক্ত (ওভাবেই দেখেছিলো সে) ঘোড়াটাকে সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়লো।

রবিবার সন্ধ্যায় আমার কুটিরে এলো সে। আগে আর কখনো আসেনি।

BanglaBook.org

কিছু বন্ধু এসেছে তার কুটিরে, সে বললো; এবং তারা ঘোড়াটাকে নিয়ে কথা বলছে আর আলোচনা করছে সেটার শেষ দিনগুলোর ট্র্যাজেডি নিয়ে। কি বিখ্যাত, কি জমকালো, কতো টাকা উপার্জন হয়েছে এর মাধ্যমে; আর এখন নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে একটা ছোট ও বিশ্রী ধরনের চারণক্ষেত্রে, মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষমান, তাকে দেখার জন্যে এখন আর মানুষেরা ভীড় করে আসে না বা কেউ প্রশংসা করে না। এটা ঠিক নয়, ডেয়ারিম্যান বলে। এটা তার জন্যে ভয়ংকর, এই ভাবে প্রতিদিন ঘোড়াটাকে দেখা!

যাদের সঙ্গে সে কথা বলছিলো তার সেই বন্ধুরা কারা? কি ধরনের মানুষ তারা? তারা কি তার বউয়েরও বন্ধু? তারা কি সেই 'শহর' থেকেই এসেছিলো যেখানে জীবন খুব বিশ্রীরকম সংকটপূর্ণ হয়ে পড়েছিলো ডেয়ারিম্যানের পক্ষে? ওই বন্ধুরা কি জানতো যে তাদের বন্ধুই এখান থেকে কর্মচ্যুৎ হতে চলেছে, তারা কি তাকে সমবেদনা জানাতে এসেছিলো? না কি তারা শুধু একটি দিন বেড়াতে এসেছিলো গ্রামে?

প্রায় কান্নার ভঙ্গিতে ডেয়ারিম্যান বললো আমার কাছে আসার হেতু, আমি যেন বুড়ো রেসের ঘোড়াটা সম্পর্কে কিছু বলে তাকে সাহায্য করে, প্রাণীটার প্রতি সুবিচার করতে যেন এভাবে সাহায্য করি।

আমি তাকে কোন রকম উৎসাহ জোগালাম না। তার আবেগময়তা আমাকে সন্ত্রস্ত করে তুললো। এ ধরনের আবগময়তায় ভোগা লোকজন অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটাতে পারে যে কোন কারণেই।

কয়েকদিনের মধ্যে বুড়ো ঘোড়াটা জীবনের সমাপ্তি টানলো চারণক্ষেত্রে। ঘোড়াটা মারা গেল। এখানে আরো অনেক মৃত্যুর মতো, এই ছোট গ্রামে আরো অনেক বড় ঘটনার মতো, এ ঘটনাও মঞ্চের নেপথ্যেই ঘটেছিলো।

শীতকালটা অপ্রত্যাশিত ভাবে মনোরম হয়ে উঠেছিলো। সূর্য বেরিয়ে এসেছিলো, এক ধরনের কুঁড়ি ফুটেছিলো।

আমি হাঁটাতে বেরিয়েছিলাম। গোলাবাড়ি থেকে পাহাড় বেয়ে নেমে আসা ডেয়ারিম্যানের সঙ্গে আমার দেখা হলো। সে হাসি দিলো – ঘোড়ার কথা ভুলে গিয়েছিলো লোকটা। সে ঘুরে দাঁড়ালো আর পাহাড়ের দিকটা দেখাল হাত নেড়ে। সে বললো, 'ফেব্রুয়ারিতেই মে!' সে আসলে মে মাস বোঝাতে এ কথা বলেনি; মে বলতে হথর্ন ফুলের কুঁড়ি ফোটার কথা বোঝাতে চেয়েছিলো। পল্লী জীবনের নানা বিষয়ের মধ্যে তার কাছ থেকে আমার শোনা এটাই ছিলো শেষ উৎফুল্লতা প্রকাশ। এর ভিতরে অভিনয়ের উপাদান ছিলো; সে ছিলো অভিনয় করে বেঁচে থাকা কোনো মানুষের মতো।

এবং সে ভুল করেছিলো। পাহাড়ের ওপরে যা ফুটেছিলো তা হথর্ণ ফুলের কুঁড়ি নয়, বরং ব্ল্যাকথর্ন। পাহাড়ের উপর লম্বা একটা পথের পাশে এই ব্লাকথর্ন গাছের সারি জন্মেছিলো। (এই পথেরই একটা জায়গায় এখানে আসার প্রথম দিককার দিনগুলোর একটি দিনে জ্যাকের শ্বশুরের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিলো এবং তার সঙ্গে প্রথম ও শেষ কথা বিনিময় হয়েছিলো।) সকালের অঢেল রোদ পড়েছিলো গাছগুলোর ওপর, সরকারি রাস্তা থেকে পাহাড়ের উপরে উঠে আসার সময় তুমি এক পাশে সে রোদ দেখতে পাবে এবং আকস্মিক মনোরম আবহাওয়ায় শীতকালের কালো কাদা আর ট্রাক্টরের চাকায় সৃষ্ট ছোট ছোট গর্তের উপর উঁচুতে ওঠা গাছগুলো শাদায় পরিণত হয়েছে ফুলে ফুলে।

ডেয়ারিম্যান ও তার পরিবার চলে গেল গ্রাম ছেড়ে। অলক্ষ্যে, চুপচাপ। এক সপ্তাহ আগেও তারা এখানে ছিলো, চোখে পড়তো, বাড়ি ও বাগানের মালিকানার মধ্যে; আর এখন তারা চলে যাবার পর বাড়িটাকে আবারও আরো বেশি করে একটা বাড়ি বলে মনে হচ্ছে, এবং সেটার মধ্যে আবারও পল্লী-কুটিরের ভাব ফিরে এসেছে।

আর বড় পরিবর্তনও ঘটে গেছে এরই মধ্যে। খামারের ম্যানেজার অবসর নিয়েছে; কুকুটাকে সাথে নিয়ে ল্যান্ড-রোভারে চড়ে তাকে আর রাউন্ডে যেতে দেখা যাবে না। নতুন লোকের কাছে খামারের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আর শীগগিরই শুরু হয়েছিলো নতুন কর্ম তৎপরতা : আরো অনেকগুলো ট্র্যাক্টর আনা হয়েছিলো, আরো অনেক যন্ত্রপাতি, আরো বিশাল ব্যস্ততা

সে বছর খুব তাড়াতাড়ি শীতকালটা পিছু হটেছে বলে মনে হলেও আবারও সে ফিরে এলো। অবশেষে আসে সত্যিকারের বসন্ত। স্পর্শ করে জ্যাকের বাগান। কিন্তু - যদিও চারপাশে চলছিলো কর্ম-তৎপরতা, নিচে ও গাড়ি চলাচলের রাস্তায় আর মাঠের সংকীর্ণ পথে, নতুন ডিজাইন ও উজ্জ্বল রঙের ট্র্যাক্টরের সাহায্যে চলছিলো এসব কর্মকান্ড - জ্যাকের এক টুকরো জমিতে মানুষের কোনো উৎসব আয়োজন দেখা যায়নি, কোনো রেওয়াজও নয়, যেটা দেখবো বলে আমার মনের মধ্যে অনেক দিনের আশা বড় হয়ে উঠেছিলো।

ঝোপঝাড়গুলো যেন জীবন ফিরে পেয়ে লাফিয়ে উঠলো, আর সেই সাথে আপেল গাছ আর গোলাপের ঝাড়; কিন্তু নিয়ন্ত্রণের কেউ ছিলো না আর। কাট-ছাট করা অথবা বাঁধার কেউ ছিলো না; আগাছা সাফ করার কেউ ছিলো না। সবজির ক্ষেতে কোনো কাজ করা হয় না : সবুজ সবজি, কন্দ আর বীজ যেমন খুশি জন্মায়। পুরনো হথর্ন গাছের নিচে মাটি কর্ষণ করে উল্টে দেওয়া হয় না।

BanglaBook.org

বাগানটার যখন এই দশা, সেটা যখন বুনো হয়ে উঠছে, তখন জ্যাকের কুটিরের চিমনি থেকে আকাশে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। কেবল হাঁসগুলো দেখাশোনা করা অব্যাহত ছিলো।

এবং চারপাশে ছিলো শুধু কর্ম-চঞ্চলতা ও পরিবর্তন। গোলাপি কুটিরে আরেক দম্পতি এসে উঠলো, এই নতুন জুটি বয়সে কুড়ি বছরের মতো হবে – অর্থাৎ এখনো তরুণ। পুরুষটি ডেয়ারিতে কাজ করতো না। সে ছিলো সাধারণ খামার কর্মী, আর নতুন ব্যবস্থাপনামন্ডলী যাদের এনেছে সে ছিলো তাদেরই মতো। তারা সবাই তরুণ, এই নতুন খামার-কর্মীরা, একটা পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া জানা, তাদের কারো কারো হয়তো ডিপ্লোমাও আছে। সযত্নে পোশাক পরে তারা; নতুন স্টাইলের পোশাক তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। তারা পুরোপুরি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলো না। নতুন ব্যবস্থাপনামন্ডলীর আধুনিকতা ও গুরুত্বের প্রতিফলন ঘটতো তাদের আচরণ থেকে হয়তো। অথবা তারা যে ঠিক খামারে কাজ করার লোক নয় সেটা বোঝাতে খুব উদগ্রীব ছিলো।

গোলাপি কুটিরে যে লোক এসে উঠেছিলো তার ছিলো একটা নতুন বা নবতর কার। চমৎকার রোদেলা অপরাহ্নে তার বউ ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাগানে সূর্যস্নান করতো, মনে হতো তার স্তন যে দেখা যাচ্ছে সে ব্যাপারে মেয়েটি কেয়ারলেস। সে ছিলো উচ্চতায় খাটো, তার উরু বেশ ভারী। চলতি ফ্যাশনের যে সব পোশাক সে পরতো তাতে তার ফিগার সুন্দরভাবে ফুটে উঠতো না; ওই সব পোশাকে খুব ভারী লাগতো তাকে, কিছুটা হাস্যকরও। কিন্তু একদিন আমি দেখলাম আগেকার যুগের একটা লম্বা পোশাক, উঁচু, সংকীর্ণ কোমর ও সম্পূর্ণ নিতম্বযুক্ত, কি দারুন ভাবেই না খাপ খেয়ে যায় তার শরীরে, ওই ধরনের পোশাক তাকে ইন্দ্রিয়পরায়ন করে তুলতো অবশ্যই। আর আমি অনুভব করি যে এভাবেই নিজেকে সে দেখে, অত্যন্ত মনোহর; আর অবহেলিত বাগানের মধ্যে এই সূর্যস্নান ছিলো এমন ব্যাপার যার কাছে নিজের সৌন্দর্যের জন্যে ঋণী ছিলো বলে সে ভাবতো। নতুন গাড়ি, তার স্বামীর সযত্নপ্রসূত পোশাক – এগুলো ছিলো অন্যান্য উপহার।

নতুন লোকজন, তরুণরা, উপত্যকার তলদেশে জ্যাকের সারিতে অবস্থিত অন্য দুটো কুটির নিয়ে নিলো নিজেদের জন্যে। নতুন ঝাঁটা দেওয়া হলো সেখানে, দুটো কুটিরেই; সে কুটির দুটো ঝেঁটিয়ে সাফ করা হলো। দুই বাগানেই যা ফেলে যাওয়া হয়েছিলো তা খুঁড়ে তুললো তারা, ভূমি সমান করে সেখানে ঘাস লাগিয়ে দিলো।

জ্যাকের বাগানটা হয়েছিলো বুনো।

BanglaBook.org

জ্যাকের বউকে একদিন দেখি কুটিরের বাইরে। সে বললো, নতুন প্রতিবেশীদের সম্পর্কে তবে অঙ্গভঙ্গি করলো না যদি কেউ দেখে ফেলে, 'তুমি দেখেছো? সমস্ত প্রাঙ্গন, মাই ডিয়ার।'

কথা বলার ধরন, ব্যজস্তুতি, ছিলো বিস্ময়কর। জ্যাকের বউয়ের এ রকম করার সামর্থ আছে আমি তা কখনো ভাবিনি; আমি তাকে ভাবতাম – আর তার আচরণ দেখে সব সময় মনে হতো – সে জ্যাকের একটা উপাঙ্গ।

'আর ঘোড়াগুলো,' সে বললো।

মাঝের কুটিরের বাসিন্দার একটা ঘোড়া ছিলো।

আমি বললাম, 'জ্যাক কেমন আছে ?'

'সে ঠিক আছে, তুমি জানো। সে আবার কাজ করছে।'

'বাগানে করার অনেক কাজ তার পড়ে আছে।'

সে বললো 'তুমি তাই মনে করো ?'

যেন আমি কোনো অসত্য কথা বলেছি। যা এত স্পষ্ট তা সে অস্বীকার করতে চায় কেন ? আমরা দাঁড়িয়ে আছি বাগানের বাইরে। আমি কি এমন কিছু উল্লেখ করেছি যা সে মনে করে আমার পক্ষে উল্লেখ করা সমীচীন নয়? আমি কি অসুস্থ মানুষটিকে অভিশাপ দিচ্ছি?

যেহেতু জ্যাক অসুস্থ। যদিও তার বউ বললো সে আবারও কাজ করছে তবুও সে সুস্থ নয়। আর সেই পুরো গ্রীষ্মকাল, দুই বা তিন সপ্তাহ ধরে এক একবার, এমন কি আগের বছরগুলোর রৌদ্রোজ্জ্বল যে দিনগুলোয় সে খালি গায়ে বাগানে কাজ করতো উৎসব করে সেই রকম উজ্জ্বল রোদের দিনগুলোতেও, তার অসুস্থতার প্রতীক হয়ে চিমনিগুলোর একটা থেকে ধোঁয়া উঠতো আকাশে, সেই ঠাণ্ডার চিহ্ন হিসেবে যে ঠাণ্ডা সে অনুভব করতো, অসুস্থ মানুষটা, তার কামরার মধ্যে। আর ওই সময় খামারের নতুন কর্মীরা, তরুণী স্ত্রীদের নিয়ে তরুণ স্বামীরা, নতুন ট্র্যাক্টর চালিয়ে বড় ক্ষেতগুলোয় যাচ্ছে-আসছে, আর কাজের শেষে বেড়াতে বেরোচ্ছে তাদের নতুন বা নবতর গাড়িতে চড়ে।

জ্যাকের বউ মন্তব্য করে নম্রভাবে, ব্যজস্তুতিমূলক, পরিবর্তন সম্পর্কে। কিন্তু বেশি বেশি করে মনে হতে লাগলো যে সে মেনে নিয়েছে জ্যাকের কাজ বন্ধ হয়ে গেছে, তার কুটির ও বাগান চলে যাচ্ছে, আর জ্যাকের বউয়ের সময়ও শেষ হয়ে আসছে।

জ্যাকের গাড়ি থেমে দাঁড়ালো একদিন আমার পাশে। সেই প্রথম তাকে আমি দেখলাম গত শরতের পর। তার মুখটা ছিলো মোমের মতো। এ শব্দটা আমি জানতাম, বই থেকে। কিন্তু এইবার, শাদা ফ্যাকাসে মুখ বিষয়ে কি বর্ণনা

BanglaBoi.org

করা হয়েছে তা দেখে, আমি বাস্তবিক বুঝতে পারি শব্দটার প্রকৃত অর্থ। জ্যাকের মুখের সমস্ত বাদামি চিহ্ন, বাগানে প্রকাশ করতো নিজেকে যে রোদে সেই রোদ, সবই মুছে গিয়েছিলো। তার চামড়া শাদা আর মসৃণ, যেন মোমের মতো ফলের মিথ্যা রঙ। তার দাড়ি নিখুঁত ও সুন্দর করে ছাটা। খুব বেশি কথা হয় না; অভিবাদন, বন্ধুত্ব আর পুনরায় আশ্বাসের কিছু কথা। তার চোখ দুটোও শান্ত দেখায় মোম তার কুটিরের চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরিয়ে আসে শরতে ও শীতে; এবং তারপর থেমে যায়।

যে সরু পথটা পাহাড়ের ওপর উঠে গেছে নতুন গোলাবাড়ি পর্যন্ত, তারপর নেমে এসেছে কুটির ও পুরনো খামার বাড়িগুলোর দিকে, মাঠের গোলাপের ঝোপ ও হথর্ন এবং পাইন ও বিচের উইন্ডব্রেকের পাশের সরু পথটা এবড়োখেবড়ো আর ভাঙাচোরা হয়ে গেছে। তোমার পায়ের কবজি সহজেই এতে পড়ে ভেঙে ফেলতে পারো। খামারের নতুন ব্যবস্থাপনামন্ডলী সরু পথটা মেরামতের কাজ বসন্তে শুরু করার প্রস্তুতি নিয়েছিলো।

লোকজন আর যন্ত্রপাতি এলো এক সপ্তাহে, আর কয়েক দিনের মধ্যে অ্যাসফল্ট ও কাঁকর মিশ্রিত কালো স্তর বসানো হলো। কালো রঙ আর যন্ত্রপাতি নতুন আর অস্বাভাবিক দেখাত রাস্তার ঘাসের পাশে। সরকারি রাস্তার ওপর সড়ক-নির্মাতার হলুদ রঙা বোর্ড বসানো হয়েছিলো, ঠিক সরু রাস্তা সামনে, আর বোর্ডের এক প্রান্ত কেটে দিক-নির্দেশক তীর বানানো হয়েছিলো।

আমি পরিবর্তনটা পছন্দ করতাম না। আমি হুমকি অনুভব করলাম যে কি আমি পেয়েছি আর কিসে আমি ঢুকতে শুরু করেছি। নতুন এই ব্যতিব্যস্ততা আমার পছন্দ নয়, পছন্দ নয় এসব নতুন যন্ত্রপাতি, হথর্ন আর বন গোলাপের ডালপালা মেশিনে কেটে ফেলা যাতে করে ওগুলো ক্ষতিগ্রস্ত মনে হয়। আর খামারের সরু ওই পথে নতুন স্তর বসানোও আমার পছন্দ নয়।

আমি ফাটল খুঁজি এতে আর আশা করি যে ছোট পানির ধারা বড় আকারে ছড়িয়ে পড়বে আর রাস্তায় স্তর বসানোর ব্যাপারটা অসম্ভব করে তুলবে – যুক্তি থেকে নেওয়া ফ্যান্টাসি – যন্ত্রপাতিগুলোয় আবার অ্যাসফল্ট মিশ্রণ তৈরি করতে

BanglaBook.org

হবে। অবশ্যই আমি জানতাম আমার ফ্যান্টাসি আসলে ফ্যান্টাসি ঃ যদিও খামারটা বিভিন্ন জিনিসের ধ্বংসের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে, পুরুষের কাজের অস্থায়িত্বের স্মারক, পুরুষের কাজের আরেকটা দিক আছে। পুরুষেরা ফিরে আসে, এগিয়ে চলে, পুরুষেরা কাজ করে বার বার। আটলান্টিক পাড়ি দেওয়া জলযানগুলো কি ছোটই না ছিলো; ওসব ছোট জলযানে মানুষের সংখ্যা ছিলো খুবই কম; খুবই সীমিত; কিন্তু তারা ফিরে গিয়েছিলো। দুনিয়ার ওই অংশের পরিবর্তন ঘটিয়েছিলো তারা চিরদিনের মতো।

সুতরাং যদিও নতুন অ্যাসফল্টের রাস্তার এখানে-ওখানে ট্র্যাক্টরের চাকায় গর্ত হয়ে গিয়েছিলো; আর যদিও বৃষ্টি, পাহাড় থেকে গড়িয়ে নেমে আসছিলো, প্রতিটা দুর্বল জায়গা আর ফাটল খুবলে নিচ্ছিলো, খুঁড়ে চলছিলো আরো গভীরে, পাথর-নুড়ি উপড়ে ফেলছিলো এবং আমার মনে হচ্ছিলো পথটা আবার আগের মতো এবড়োখেবড়ো ও ভাঙাচোরা হয়ে যাবে।

বড়দিনে প্রবল হিমঝঞ্ঝা হলো, প্রচণ্ড হাড়কাঁপুনে ঠাণ্ডা বাতাস বইলো উত্তর -পশ্চিম দিক থেকে। দুপুরের পরপরই বাইরে বেরিয়ে আবিষ্কার করলাম বাতাসের সঙ্গে তুষারও নেচে বেড়াচ্ছে উইন্ডব্রেকের মধ্যে। তারপর দেখি সরু পথের পাশে তুষারের স্তূপ; আর প্রতিটা গাছের ডালপালায়, প্রতিটা জায়গায় তীক্ষ্ণ ধারালো তুষারের শীর্ষ ইঙ্গিত দিচ্ছে বায়ু প্রবাহের দিক।

এই ভাসমান তুষারের আকার ও বিন্যাস আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় সম্পূর্ণ আলাদা এক আবহাওয়ার কথা ঃ ত্রিনিদাদের এক সমুদ্র সৈকতের কথা যেখানে অগভীর জলপ্রবাহ বেয়ে চলে ট্রপিক্যাল বনভূমি থেকে সমুদ্রে। ওই জলপ্রবাহের মিষ্টি জলের সঙ্গে জোয়ারের নোনা জল মিশে যায়। ওই জলপ্রবাহের সঙ্গে জোয়ারের রয়েছে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক। জল এই মাত্র সমুদ্র থেকে বয়ে চললো বনভূমির নদীর দিকে, আবার পরমুহূর্তেই বয়ে গেল আরেক দিকে – এমন খামখেয়ালি। ভাটার সময় পানির প্রবাহ নেমে যায় বালির ভিতর নানা রকম নালা সৃষ্টি করে, বালির চূড়া তৈরি হয় তাতে, তারপর আবার যখন জোয়ার আসে তখন বালির চূড়া ভেঙে পড়ে, জলপ্রবাহের তোড়ে বিলীন হয়ে যায় ঃ ক্ষুদ্র আকারের সেটা যেন এক ভূগোল পাঠ। যখন ছোট ছিলাম তখন এই জলপ্রবাহ আমার মনে সর্বদা জগৎ আরম্ভের চিন্তা ঢুকিয়ে দিতো; মানুষের জন্মের আগের, বসতি-গড়ে ওঠার আগের সেই জগৎ। (রোমাঞ্চ ও অজ্ঞতা ঃ দ্বীপটিতে যদিও আর কোনো আদি অধিবাসী ছিলো না, তবু তারা আগে ছিলো কয়েক সহস্রাব্দ ব্যাপী।)

সুতরাং তুষারের নকশা, আকার ও বিন্যাস উইন্ডব্রেকে ক্ষুদ্র আকারে সৃষ্টি করেছে বিশাল দেশের ভূগোল। আর এই ভূগোল স্থাপিত ছিলো, আমি যেমন ভাবি, অথবা যেমনটা ভাবতে চাই, আরো বিস্তীর্ণ এক ভূগোলের মধ্যে।

BanglaBook.org

পাহাড়ের ওপাশে বাতাস ছিলো তীব্র; পাহাড় বা উইন্ডব্রেক আর আশ্রয়ের কাজ করতে সক্ষম হচ্ছিলো না। বিশাল সমভূমির ওপর ধূসর আকাশ ঝুলেছিলো, ধূসর কিন্তু উষ্ণ নোংরামি, যেখানটায় ক্ষুদ্র শৈলসমূহ দেখতে গুটির মতো ঃ পাথরের বৃত্ত হারিয়ে গেছে তুষারে, দূরবর্তী প্রান্তের দৃশ্য ঝাপসা, বর্ণবহুল আর্টিলারি টার্গেটের কোনো স্থানই আর দৃষ্টিগোচর হয় না। পাহাড়ের নিচে, খামার বাড়িগুলোর মধ্যে (তুষার পাতে ঢাকা পড়ে সেগুলো স্মৃতিস্তম্ভের মতো হয়ে গেছে) ছিলো জ্যাকের মরা কুটির ঃ তুষার জমে ছিলো আঙিনায় (গাড়ি চলাচলের পথটা স্বাভাবিক ভাবেই কর্দমাক্ত ও কালো), বিশ্বের পুনর্নির্মাণের মতো।

তুষারের মধ্যে হাঁটা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু এই মৃদুভাবাপন্ন উপত্যকার ভিতর এই রকম আবহাওয়া আমার মধ্যে এক ধরণের চরম মনোভাব সৃষ্টি করে, যদিও এই ঠান্ডা আর আর্দ্রতা আর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া টেনে নিয়ে গেছে জ্যাককে। তার ক্ষতিগ্রস্ত ফুসফুস উপত্যকার এই স্যাঁতসেঁতে তলদেশে এমন কি গ্রীষ্মকালেও তাকে উষ্ণতা দিতে পারেনি। (অবশ্য ঠাণ্ডা আর আর্দ্রতা না থাকলেও অন্য কিছুও তাকে নিয়ে যেতে পারতো।)

আমার প্রথম দিককার পরিব্রাজনের সময় আমি একটা ঢালু জায়গায় খরগোশ খুঁজতাম। তারপর, আরেক পাহাড়ে, অন্য এক ঋতুতে আমি লার্ক পাখি খুঁজেছিলাম, তাদের দৃষ্টিপথে রাখার চেষ্টা করেছিলাম যখন তারা আকাশের উঁচুতে ওড়ে, তারপর আরো উঁচুতে, আর লক্ষ্য করতাম তাদের নিচে নেমে আমার দৃশ্য। আমি এখন হরিণ খুঁজি। তিনটে হরিণের একটা পরিবারের আবির্ভাব ঘটে উপত্যকায়, কেউ জানে না কোত্থেকে সেগুলো এসেছিলো, আর বেঁচে ছিলো আমাদের উপত্যকায়, সামরিক বাহিনীর গোলাগুলির বিপদ মাথায় নিয়ে, ব্যস্ত মহাসড়কের বিভিন্ন জায়গা অতিক্রম করে, বেঁচে ছিলো আমাদের মধ্যে কেউ জানে না কেমন করে।

এই হরিণগুলোরও নিজেদের পথ ছিলো। আর তাদের দেখার আশায় – তুষার ও বায়ুপ্রবাহের মধ্যে আমার উত্তেজনার সঙ্গে কিছু যোগ করতে – আমি খামারের বাড়িগুলোর চারপাশে ঘুরতে লাগলাম আর গাড়ি চলাচলের রাস্তায় সেই স্থানে এলাম যেখান থেকে দূরের বন ও ঢালের দৃশ্য দেখা যায়, সেখানে কোনো কোনো সময় হরিণগুলো চড়ে বেড়ায়। আর অবিশ্বাস্যভাবে – আমার বড়দিনের উপহার! – সেগুলো দেখতে পাই ওখানে, তুষারের মধ্যে। সাধারণত বনের পটভূমিতে হরিণদের দেখতে পাওয়া কঠিন ব্যাপার; নিচের দিকে, শাদাটে সবুজ ও বাদামি নগ্ন ঢালের বিপরীতে, সেগুলোকে দেখায় লালচে বাদামি, উষ্ণ।

BanglaBook.org

এখন (আমার এখানে আসার প্রথম সপ্তাহে দেখা খরগোশগুলোর মতো, যেগুলো আমার কুটিরের সামনের প্রাঙ্গনে খাবার খেতে এসেছিলো) হরিণগুলোও নোংরা দেখাচ্ছে, ধূসর, তুষারের পটভূমিতে গাঢ়, যারা ওগুলোকে আঘাত হানতে ইচ্ছুক তাদের জন্যে সহজ লক্ষ্য।

আমি ওই হরিণদের বেঁচে থাকার কামনা করি। আর সেগুলো বেঁচে যায়। শীতকালের শেষের দিকে সেগুলোর একটাকে আবিষ্কার করি আমার কুটিরের পিছন দিককার বন্য জায়গায়, নদীর পাশের জলাভূমিতে। সেটা ছিলো একটা অল্পবয়সি হরিণ আর আমি সেটাকে দেখতে পাই এক সকালে। আর পরবর্তী আরো অনেক সকালে হরিণটাকে আমি ওদিকে দেখি। কালো খাঁড়ির ওপর পচন ধরা সেতুর ওপর দাঁড়িয়ে দেখতে পাই। যতক্ষণ তোমার চোখে পড়বে ততক্ষণ সেটা অনড় হয়ে তাকিয়ে থাকবে, আর যেই তুমি এক মুহূর্তের জন্যে চোখ সরিয়ে নেবে অমনি চকিতে সেটা দৌড়ে পলিয়ে যাবে। প্রথমে সেটাকে দৌড়াতে দেখা যায় উঁচু উঁচু ঘাসের ভিতর, তারপর সেটা লাফিয়ে পার হয়ে যায় বেড়া ও ঝোপ।

বসন্ত আসে। পাহাড়ের ওপর সরু পথের ওপরটা তৈরি সম্পন্ন হয়। খামারের নতুন জীবন চলতে থাকে। দ্বিতীয় বছরের মতো জ্যাকের বাগান ও কুটির প্রাণহীন পড়ে থাকে। তার মৃত্যু, তার শেষকৃত্য – কয়েক বছর আগে তার শ্বশুরের মৃত্যু ও শেষকৃত্যের মতো – মনে হয় যেন গোপনে নিষ্পন্ন হয়েছিলো ঃ পল্লী জীবনের একটা ধারা, অন্ধকার রাস্তা, বিক্ষিপ্ত বাড়িগুলো, বিশাল দৃশ্য। তার সবজির ক্ষেত এখন ছেয়ে গেছে আগাছায়, এখন আর প্রায় চোখেই পড়ে না। তার ফল ও ফুলের বাগান আরো বুনো হয়ে গেছে, ঝোপঝাড় আর গোলাপের ঝাড়ে ছেয়ে গেছে। তার কুটিরের পিছন দিকের (আসলে সামনের দিকের) গ্রীনহাউজ এখন শূন্য।

যা কিছু অমন দেখাত ঐতিহ্যবাহী, স্বাভাবিক, যা পল্লীবাসী লোকেরা করতো – বর্ষজীবী বৃক্ষ রোপন, হাঁস চরানো, ঝোপ বেঁধে রাখা, ফলের গাছ লাগানো – এসব কোনো কিছুই আর ঐতিহ্যবাহী বা সহজাতমূলক বলে মনে হতো না, বরং জ্যাকের জীবন ধারার অংশের মতো মনে হতো। সে যখন এসব জিনিস করার জন্যে এখানে আর নেই, তখন আর এসব করার কেউ নেই। যা আছে তা শুধু ধ্বংসাবশেষ। সে যা করে গেছে তা অন্য কুটিরের নতুন বাসিন্দারা করেনি। কুটিরের জমি নিয়ে তাদের খুব কমই চিন্তা ছিলো। হয়তো তারা এটা ভিন্ন ভাবে দেখতো, অথবা তাদের জীবনযাপনের অন্য রকম ধারণা ছিলো।

জ্যাকের অসুস্থতার প্রথম বছর জ্যাকের বউ ভান ধরেছিলো যেন কিছুই বদলায়নি; যেন জ্যাকের বাগান তখনো একটা বাগানই ছিলো। এখন আর সে

BanglaBook.org

ভান করে না। চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো সে। আর এ জন্যে সে কাজ করছিলো খুব গুরুত্বের সঙ্গে। যেন বা, যাই হোক না কেন, আবির্ভাব সত্ত্বেও তার বাবার প্রাচীন ধারার জীবন পন্থা সত্ত্বেও, জ্যাকের অস্তিত্ব সত্ত্বেও, তার খুব সামান্য বিনিয়োগ ছিলো ওই কুটিরে, ওটার সঙ্গে সম্পর্কিত জীবন, আর বাগানের সেই বছরগুলো।

তার এখন আর কোনো সম্পর্ক নেই খামার অথবা জমির সঙ্গে। স্থানীয় পরিষদ তার জন্যে উপত্যকার হাউজিং এস্টেটে অথবা নিকটবর্তী শহর এম্‌সবারি, স্যালিসবারি, শ্রিউটন, গ্রেট উইশফোর্ড অথবা অন্য কোথাও একটা বাড়ি বা ফ্ল্যাট খুঁজে দেবার চেষ্টা করছে। সে আরো অনেক মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে; দোকানগুলোর কাছাকাছি থাকার সুযোগ পাবে সে। সামনের দিকে সে তাকিয়েছিলো স্থান বদলের জন্যে। 'ঐতিহ্যবাহী' জীবন, উপত্যকার তলদেশে, খামারের চারপাশের কাদা আর স্যাঁতসেঁতে পরিবেশ, লোকজন থেকে দূরে, যেখানে তোমাকে আটকা পড়ে থাকতে হয় যদি তোমার মোটরগাড়ি না থাকে, এই ঐতিহ্যবাহী জীবন তার পক্ষে আর মানিয়ে নেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

এখনো সে ভাবে যে জ্যাক একটা সুন্দর জীবন পেয়েছিলো। সে বললো, 'বড় দিনের ঠিক পূর্বক্ষণে সে উঠে পড়েছিলো আর শুঁড়িখানায় গিয়েছিলো, তুমি জানো। সে জানতো যে মরতে চলেছে আর জানতো এটাই তার শেষ সুযোগ।'

সে খুব সাধারণভাবে কথা বললো, এই খবর আমাকে দিচ্ছিলো, যা এখন এক বছরেরও বেশি পুরনো হয়ে গেছে। সে কেবল কথোপকথন সৃষ্টি করছিলো।

সে বললো, 'শেষ বারের মতো জ্যাক তার বন্ধুদের সঙ্গে থাকতে চেয়েছিলো।'

বন্ধুদের সঙ্গে থাকা; শেষ পান উপভোগ করা; জীবনের শেষ মিষ্টতার স্বাদ গ্রহণ করা। কি এক ছোঁয়া তাতে নেয়া যেতো! ফুসফুসের জন্যে বরফের ব্লক, উষ্ণতা পেতে অসমর্থ, মানসিক ক্লান্তি আর অবসাদ; মাটিতে শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করে ফেলা আর কোনো ফ্যান্টাসির জগতে ভেসে যাওয়া। হ্যাঁ, জ্যাক উঠে দাঁড়িয়ে পোশাক পরার শক্তিটুকু ধারণ করেছিলো আর গাড়ি চালিয়ে শুঁড়িখানায় গিয়েছিলো, তার মৃত্যুর আগে।

সে কি উইণ্ডব্রেকের পাশের সরু রাস্তাটা দিয়ে গাড়ি চালিয়েছিলো ? অথবা সে গাড়ি চালিয়ে গিয়েছিলো প্রশস্ত রাস্তাটা দিয়ে ? ওই রাস্তাটা তার পক্ষে শুঁড়িখানায় যাওয়া ও ফিরে আসার জন্যে উপযুক্ত ছিলো। শুঁড়িখানায় ওই শেষ সফরে তার সামনে পরিবেশিত হয়েছিলো জীবন; তার এই কাজ মনে হয়েছিলো বীরত্বপূর্ণ; কাব্যিক।

BanglaBook.org

আমার কুটির থেকে প্রাঙ্গনের ওপাশে ছিলো একটা ছোট পুরনো শক্ত দালান। আচ্ছাদিত ছিলো আইভি লতায়, আর আইভি লতা এমন পুরু আর সুদৃঢ় ছিলো যে কবুতরগুলো সেখানে আস্তানা গেড়েছিলো। দালানটা চতুষ্কোণ আকৃতির আর ছাদটা পিরামিডের মতো। আমাকে বলা হয়েছিলো যে দালানটা ছিলো একটা শস্য সংরক্ষণাগার বা স্টোরহাউজ আর কয়েক শ' বছরের পুরনো। ওটা এখন ব্যবহার করা হয় না; আমি কখনো ওটার ভিতর কাউকে ঢুকতে দেখিনি। এই দালানটা সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে এর সৌন্দর্য ও অতীত দিনের নিদর্শন হিসেবে।

এই দালানটা থেকে সামান্য কিছু দূরে আরেকটা দালান ছিলো, সেটাকে একটা ফার্মহাউজের মতো লাগতো। পাথর, আর চকমকি দিয়ে সেটার দেয়াল বানানো হয়েছিলো। এই দালানটা প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো, আর এটা ম্যানোরের সহায়ক দালান হিসেবে তৈরি করা হয়েছিলো। হয়তো এটাকে স্কোয়াশ-কোর্ট হিসেবে কিছু সময় ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু এর 'সামনের দরোজা' স্থায়ী ভাবে বন্ধ, করুগেটেড লোহার ছাদ কোনো কোনো জায়গায় ধ্বংসে গেছে, জানলাগুলোর কাচের শার্সি কয়েকটি ভেঙে পড়েছে – এই দালানটার এখন আর কোনো কাজ নেই, কাজ নেই অনেক বছর ধরেই। নদী পাড়ের বোটহাউজের মতো; বাগানে মোচাকৃতি খড়ের ছাউনিওয়ালা শিশুদের গোলাকার দোতলা বাড়ির মতো।

ম্যানোরের জীবন পরিবর্তিত হয়েছিলো; সংগঠন অপসারিত হয়েছিলো। সম্পদ ও সংগঠন কিছুই স্থায়ী হয়নি। ম্যানোরও ধ্বংসে পরিণত হয়েছিলো।

শস্যের সংরক্ষণাগার আর ফার্মহাউজের মাঝামাঝি, ম্যানোরের দেয়ালের ওপাশে ছিলো গির্জা। আমার কাছে শুরুর দিকে একটা গির্জা নির্দিষ্ট ভাবে নির্মিত কোনো একটা বস্তু, যার জানলাগুলো নির্দিষ্ট আকৃতির ও নকশার ; ত্রিনিদাদে দেখা ভিক্টোরিয়ান গথিক গির্জা থেকে আমার ধারণা তৈরি হয়েছিলো। কিন্তু গ্রামের এই গির্জাটা আমার চোখে পড়তো প্রতিদিনই, আর খুব শীগগিরই আমার চোখে ধরা পড়লো যে এই গির্জাটা সংস্কার করা এবং স্থাপত্যকলার দিক থেকে ফার্মহাউজের মতো কৃত্রিম। একবার দেখেছি তো দেখেছি; গির্জার মেজাজটা ছিলো তার ভিক্টোরিয়ান -এডোয়ার্ডিয়ান সংস্কারকারীদের মেজাজেরই প্রকাশ। গির্জাটাকে আমি 'গির্জা' হিসেবে দেখতাম না, দেখতাম ভিক্টোরিয়ান-

BanglaBook.org

এডোয়ার্ডিয়ান যুগের সম্পদ ও নিরাপত্তার অংশ হিসেব। এটা ছিলো ম্যানোরের মতো যেটার সঙ্গে আমার কুটিরটা ছিলো সংলগ্ন; আশপাশের আর সব বড় বাড়িগুলোর মতো।

গির্জাটা দাঁড়িয়ে ছিলো প্রাক-মধ্যযুগীয় একটা স্থানে; ওটাই বলা হতো। কিন্তু গির্জাটা ওই সময়ের নয়। এর কোনো একটা টুকরোও তখনকার নয়। এবং হয়তো বিশ্বাসও অতো পুরাতন ছিলো না।

যেসব লোক এখানে বসবাস করতো আর অপরিমেয় শ্রমে এই সমতল ভুমিকে পরিণত করেছিলো একটা কবরস্থানে আর এর পবিত্রতা সংরক্ষণ করেছিলো শতাব্দীর পর শতাব্দী, তাদের জীবন ও ধর্মীয় আবেগ সম্পর্কে কল্পনা করা যেমন কঠিন , ঠিক তেমনি কল্পনা করা কঠিন এক হাজার বছর আগে এই স্থানের প্রথম খ্রিস্টীয় গির্জায় তারা কিভাবে প্রার্থনার জন্যে সমবেত হতো – সেই গির্জা যেটা আমার এত কাছে, ঠিক প্রাঙ্গনের ওপাশেই খামারবাড়িটার পিছনে।

পাহাড়ের উইন্ডব্রেকের ভিতরে দৃশ্য দেখার জায়গা থেকে যখন তুমি নিচের সমভূমির দিকে তাকাও, তুমি দেখতে পাবে পশ্চিম দিকে স্টোনহেঞ্জ আর এম্‌সবারি শহরের শুরু পূর্ব দিকে। অ্যাভোন নদী বয়ে গেছে এমসবারি শহরের ভিতর দিয়ে। ওই শহরেও প্রার্থনালয় ও অ্যাবি রয়েছে, নদীর পাশে, এইখানে প্রশস্ত ও অগভীর। এম্‌সবারি – এখন একটা সামরিক শহর, সেখানে আছে ছোট ছোট আধুনিক ঘরবাড়ি, দোকানপাট ও গ্যারেজ – জায়গাটা পুরনো। এম্‌সবারির একটা নারী-মঠে আর্থারের রাণী, ল্যান্সলটের প্রেমিকা, গীনেভের অবসর নিয়েছিলো ক্যামেলট থেকে রাউন্ড টেবিল অদৃশ্য হয়ে যাবার সময়, কুড়ি মাইল দূরে উইনচেস্টারে। স্টোনহেঞ্জ থেকে আসা রাস্তায় একটা সাইবোর্ড আছে, সেটা তুমি এম্‌সবারিতে প্রবেশের ঠিক আগেই দেখতে পাবে, তাতে তারিখ আছে ৯৭৯ খৃস্টাব্দের।

ইতিহাসের চেতনায় ওই সাইনবোর্ডটি ওখানে স্থাপন করা হয়েছিলো। সেই চেতনাতেই এমস্‌বারির চ্যাপেল ও অ্যাবি সংস্কারের কাজ নেওয়া হয়েছিলো, এর পাশাপাশি আমার নিজের কুটিরের প্রাঙ্গন থেকে ওপাশের গির্জাটাও মেরামত করা হয় ঃ ইতিহাস , ধর্মের মতো, কিংবা ধর্মের সম্প্রসারিত অংশের মতো, ব্যক্তির নিজস্ব মহিমা ও দায়মোচনের একটা ধারণা।

তথাপি ৯৭৯ সালে এম্‌সবারি শহর পত্তনের আগে সেখানে এক রকম অন্ধকার ছিলো, সাইনবোর্ডে যেমন তা তুলে ধরা হয়েছে। তার পাঁচশ' বছরেরও বেশি আগে রোমান সৈন্যরা চলে গিয়েছিলো বৃটেন ছেড়ে। আর স্টোনহেঞ্জ নির্মাণ ও ধ্বংস হয়েছিলো, আর বিস্তীর্ণ কবরস্থান তার পবিত্রতা হারিয়েছিলো, রোমানরা আসারও অনেক আগে। কাজেই এখানে ইতিহাস মনে হতে পারে আলোর অধিত্যকা, যেখানে ছড়িয়ে আছে এত ধ্বংসাবশেষ ও সংস্কার মেরামতি।

BanglaBook.org

আমরা এখনো বাস করি ঠিক ওই রকমই এক ঐতিহাসিক আলোর অধিত্যকায়। এম্‌সবারি, প্রতিষ্ঠাকাল ৯৭৯ খৃস্টাব্দ। ইতিহাস, গৌরব, ধর্ম – এসব ধারণা সব সময়ই উপত্যকার কিছু মানুষের ছিলো, যদিও ব্যক্তিগত গৌরবের বিষয়ে কিছুটা অবনতি দেখা গিয়েছিলো, আর নতুন বাড়ি ও বাগান গুলো ছিলো গত শতাব্দী ও এই শতাব্দীর সুচনায় বিশাল এস্টেটের ক্ষুদ্র পরিবর্তনের মতো। এই সব লোকেরা – যদিও তারা এসেছিলো, তাদের অনেকেই এসেছিলো, অন্যান্য জায়গা থেকে – এখনো নিজেদের উত্তরসূরি ও বংশধর হিসেবে বিবেচনা করে। ঠিক এই ধারণার কারণেই আমাদের উপত্যকার অনেক নতুন মানুষ সংস্কারসাধিত গির্জায় যায়। ওই ধরনের লোকদের জন্যেই গির্জাটা সংরক্ষণ করা হয়েছিলো; তাদের চাহিদা এতে পূরণ হতো।

এক্ষেত্রে তারা ব্রের থেকে আলাদা, ব্রে তার সারাটা জীবন কাটিয়েছে এই উপত্যকায়। ভাড়া গাড়ির লোক ব্রে কখনো গির্জায় যায়নি, আর যারা গির্জায় যায় তাদের উদ্দেশ্যের প্রতিও ছিলো তার তীব্র ঘৃণা। আর গির্জামুখী লোকেরা আলাদা ছিলো জ্যাকের থেকেও, যে কিনা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটা কাটিয়েছিলো পাহাড়ের ওদিককার কুটিরে, ঋতুগুলোর উৎসব যাপন করতো যে নিজের মতো করে। রবিবার সকালে জ্যাক কাজ করতো নিজের বাগানে, আর শুঁড়িখানায় যেতো দুপুরবেলায়; বিকেল বেলায় আবার সে কাজ করতো তার বাগানে।

গির্জাটা দাঁড়িয়ে ছিলো একটা পুরনো স্থানে। আমি সেটাই বিশ্বাস করতাম। গির্জার সীমানার ওপাশে, আর গির্জার কারণেই কম-বেশি আড়ালে, গির্জা প্রাঙ্গনের পুরনো কঠিন দেয়াল, আর অন্যপাশের গাছগুলো ছিলো ডেয়ারির ছাউনি ও দালান। ওগুলোও কি পুরনো কোনো স্থানে দাঁড়িয়েছিলো ? এ কথা বিশ্বাস করতে আমার সমস্যা নেই। কেননা জগৎ এই রকম সব স্থানে – কখনো পরিপূর্ণ নতুন নয়; কোনো না কোনো সময় এমন সব জায়গায় আগে কিছু ছিলো। গির্জার আগে পবিত্র স্থান, খামারের আগে খামার। বনের ভিতর নদীর যে অংশ হেঁটে পার হওয়া যায় সেখানে লেখা প্রথমে 'ওয়াল্ডেন', তারপর 'শ' তারপর ওয়াণ্ডেনশ'। একটা কুঁড়েঘর নদী-মহাসড়কের পাশে। আরো অনেক আছে এ ধরনের কুঁড়েঘর।

BanglaBook.org

উপত্যকায় নতুন যে জিনিসটা আমি খুঁজে পেয়েছি তাহলো নির্জনতা। আমি সবকিছু দেখি বিশুদ্ধতার বিচারে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করতে শুরু করেছি, এই দেশ ও এর জীবন আমার সম্পর্কে একটা আকার নিতে শুরু করেছে, যখন শুরু হয়েছে পরিবর্তন। আর আমি ফিরে গেছি পুরনো ধ্যান-ধারণায়, সেইসব ধারণা এখনো ক্ষয়ে যায়নি যা আমার হতাশার বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারবে – একটা মৃত্যু, একটা বেড়া, একটা প্রস্থান।

এ কথা বলা যেতো যে যার ভূমিতে আমি বসবাস করছি সেই বাড়ির বিশুদ্ধতা তৈরি হয়েছে চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছর আগে তখনো এডোয়ার্ডিয়ান বাড়িটা ছিলো একেবারেই নতুন, এর পারিবারিক জীবন ছিলো পূর্ণ, যখন সাহায্যকারী দালানের একটা কাজ ছিলো, আর বাগান পরিচর্যা করা হতো।

কিন্তু ওই বিশুদ্ধতার মধ্যে আমার জন্যে কোনো স্থান ছিলো না। বাড়িটার নির্মাতা ও বাগানের নকশাবিদ সম্পর্কে কল্পনা করা যায় না, কল্পনা করা যায় না তাদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি, আমার মতো কেউ একজন পরবর্তী সময়ে এখানে বসবাস করবে তারা কি ভেবেছিলো— আর এ নিয়ে আমি ভাববো, অনুভব করবো, এই কুটির, প্রাঙ্গনের পাশে ছবির মতো বাড়ি, ভূমি, বাগান, আর বসবাস করবো এক সৌন্দর্যের মধ্যে যা পূর্ব-পরিকল্পিত নয়। এর ক্ষয়ে যাওয়া আমার মন খারাপ করে না। আমার ইচ্ছা করে না এসব ঠিক-মতো সাজাতে বা পুনরায় তৈরি করতে। এসব টিকতে পারে না, তা পরিষ্কার। কিন্তু যদি টিকে যায়, তাহলে তা বিশুদ্ধতা।

সম্ভাব্যতা, নিশ্চয়তা দেখা, ধ্বংসের, এমন কি সৃষ্টির মুহূর্তে ঃ আমার মেজাজ। এটা আমার মধ্যে ক্রিয়াশীল ত্রিনিদাদে কাটানো আমার শৈশবকাল থেকেই, পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে যার জন্ম ঃ অর্ধ-ভগ্ন বাড়িগুলোয় আমরা থাকতাম প্রায় সময়েই, সেটা আমাদের সাধারণ অনিশ্চয়তা। সম্ভবত এই রকম অনুভূতি অনেক গভীরতায় প্রবেশ করেছিলো, আর পূর্বপুরুষের কাছ থেকে এসেছিলো, ইতিহাসের সঙ্গে, যা আমাকে তৈরি করেছিলো ঃ কেবল ভারত নয়, যার নানারকম ধারণা ছিলো মানুষের নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত একটা জগৎ সম্পর্কে, ত্রিনিদাদে উপনিবেশিক স্থানান্তর বা এস্টেটও ছিলো এর সঙ্গে, গত শতাব্দীতে আমার ভারতীয় পূর্বপুরুষরা যা আমদানি করেছিলো – এই উইল্টশায়ার এস্টেটের মতো, যেখানে আমি বসবাস করছি এখন।

পঞ্চাশ বছর আগে এই এস্টেটে আমার জন্যে কোনো জায়গা হতো না; এমন কি এখনো আমার উপস্থিতি কিছুটা অনভিপ্রেত। কিন্তু যে কারণে আমি এখানে এসেছি তা দুর্ঘটনারও অধিক। কিংবা বলা ভালো দুর্ঘটনার ধারা আমাকে

BanglaBoi.org

এখানে এই ম্যানোরের কুটিরে টেনে এনেছে, যেখানে রয়েছে সংস্কারকৃত গির্জার দৃশ্য, এর ছিলো পরিষ্কার একটা ঐতিহাসিক রেখা। বৃটিশ সাম্রাজ্যের আমলে ভারত থেকে ত্রিনিদাদে দেশান্তরই ইংরেজিকে আমার নিজের ভাষা করে তুলেছিলো, আর একই সঙ্গে নির্দিষ্ট এক ধরনের শিক্ষা। আংশিক ভাবে এটাই আমার মধ্যে বীজ বুনেছিলো যাতে করে আমি একটা নির্দিষ্ট ধরনের লেখকে পরিণত হই, এবং ইংল্যান্ডে কুড়ি বছর ধরে যে আমি সাহিত্যিক বৃত্তি চালিয়ে যাচ্ছি সেটার মূলও ওখানেই নিহিত

যে ইতিহাস আমি বয়ে চলেছি, আমার শিক্ষা ও উচ্চাকাংখা থেকে আসা সচেতনতা সহ, সেই ইতিহাস আমাকে মৃত গৌরবের এক অনুভূতিময় জগতে ঠেলে দিয়েছে। আর ইংল্যান্ডে তা আমাকে দিয়েছে কঠিন স্নায়ুশক্তি। এই ডুবন্ত এস্টেটের জমিতে বসবাস, পরিব্রাজনে বেরিয়ে পড়া ইত্যাদি বিষয়ে আমার স্নায়ুশক্তি আরো কঠিন হয়, আর জলাভূমির পাশে বাগান ও ফলের গাছপালায় আমি যে বস্তুগত সৌন্দর্য খুঁজে পাই তা নিখুঁতভাবে মিলে যায় আমার মেজাজের সঙ্গে, তাছাড়া ত্রিনিদাদে আমার শৈশবকালের সব ভালো ধারণার জবাবও খুঁজে পাই ইংল্যান্ডের বস্তুগত অবয়বে।

আমাকে বলা হয়েছিলো যে এস্টেটটা বিপুল। সাম্রাজ্যের সম্পদ দিয়ে এর অংশবিশেষ তৈরি করা হয়েছিলো। কিন্তু একটু একটু করে এটা হস্তান্তর করে দেওয়া হয় পরবর্তী সময়ে। এর নানা শাখার পরিবার চলে যায় বিভিন্ন স্থানে। এখানে এই উপত্যকায় এখন শুধু বাস করে আমার বাড়িওয়ালা, বয়স্ক এক লোক, অবিবাহিত, তাকে দেখাশোনা করার লোকজনদের নিয়েই সে থাকে। তার নির্দিষ্ট শারীরিক অক্ষমতার সঙ্গে যোগ হয়েছিলো গত কয়েক বছর ধরে চেপে বসা অস্থিরতা, এ ধরনের অস্থিরতাবোধ সম্পর্কে আমার কোনো ধারণা ছিলো না, তবে এটাকে আমি মধ্যবয়সের ব্যাধি হিসেবে ব্যাখ্যা করতাম – যা তার নিরাপত্তা হরণ করেছিলো। কাজেই ম্যানোরের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় সেটাও আমার কাছে নির্জন লাগতো।

বাড়িওয়ালার প্রতি ভীষণ সহানুভূতি জাগতো আমার মনে। অনুভব করতাম তার অস্থিরতা যেন আমি বুঝতে পারছি। অন্যপক্ষে এটা আমার নিজের বলেই মনে হতো। আমার বাড়িওয়ালার এ বিষয়টাকে কখনো ব্যর্থতা হিসেবে দেখতাম না। ব্যর্থতা বা সাফল্য ইত্যাদি শব্দ এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিলো না। কেবল বিশাল মাপের একজন মানুষ বা নিজের মানবিক মূল্যের বিশাল ধারণাসম্পন্ন একজন মানুষই পারে এমন এস্টেটের উচ্চ অর্থ-মূল্য উপেক্ষা করতে এবং অর্ধ-ভগ্ন অবস্থার ভিতর জীবন যাপন করতে। ম্যানোরে আমার গভীর ধ্যান সাম্রাজ্যিক

BanglaBook.org

প্রত্যাখ্যান ছিলো না। বরং আমি সবিস্ময়ে সেই ঐতিহাসিক শৃঙ্খলের কথা ভাবতাম যা আমাদের একত্রিত করেছে – তার বাড়িতে সে, তার কুটিরে আমি, বুনো বাগানে তার রুচি (যেমন বলা হয়েছে আমাকে) আর তাতে আমারও রুচি।

আমি জানতাম ম্যানোরের আঙিনায় আমার এ জীবন যাপন ক্ষণস্থায়ী এবং এখানে আমি মোটেও টিকবো না। আর ভবিষ্যৎ দেখাও খুব সহজ ঃ একটা হোটেল বা স্কুল বা ফাউন্ডেশন এই বড় বাড়িটা নিয়ে নেবে আর ক্ষয়ে যাওয়া অঙ্গন ঠিকঠাক করবে সম্পূর্ণ নতুন ভাবে, যে অঙ্গনে দারুন আনন্দে আমি হেঁটে বেড়াই, এবং আমার প্রাপ্তবয়স্ক হবার পর প্রথমবারের মতো অনুভব করি – জ্ঞান বৃদ্ধির পাশাপাশি আরো বেশি করে – প্রাকৃতিক পৃথিবীই আমার কাম্য।

গির্জা-প্রাঙ্গনের ওপাশে গরুর গোয়াল ও দুধ দোয়ানোর দালানগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছিলো – মাটির ও লাল ইটের কাঠামো আমার চোখে পড়তো খুব বেশি, ফলে এ দৃশ্যের প্রতি আমার তেমন নজর পড়লো না। এখন, ওই ছাউনিগুলো না থাকায় জায়গাটা খোলা ও সাধারণ দেখাতে লাগলো; আর পেছন দিককার জলা ও নদীপাড়ের গাছগুলো প্রকাশ হয়ে পড়লো। ছাদের মাটির টালিগুলো জড়ো করা হয়েছিলো এক জায়গায়, জড়ো করা হয়েছিলো ছাদের কাঠ (আর সেগুলো কি রকম নতুনই না দেখাচ্ছিলো, যদিও বাড়িটা আমার কাছে অনেক পুরনো মনে হতো)। তবে খুব শীগগিরই আবার খোলা দৃশ্য আড়াল হয়ে গেল নতুন করে তৈরি করা আধুনিক ছাউনির জন্যে। ছাদের ঠিক নিচেই নির্মাণকারীর নামযুক্ত একটা মেটাল প্লেট লাগানো হলো। (এ ধরনের শেড এর আগে আরো দু-একজন মালিক বা ম্যানেজার তৈরি করেছিলো পাহাড়ের দিকে তাদের খামারগুলোয়, সেগুলো জ্যাকের কুটির থেকে খুব বেশি দূরে নয়, আর তা বানানো হয়েছিলো খড় সংরক্ষণ করে রাখার জন্যে, গাড়ি চালানোর রাস্তায় কালো প্লাস্টিক শিটে ঢাকা কুটির-আকৃতির খড়ের গাদা সরিয়ে আনার জন্যে।)

পরিবর্তন! নতুন ধারণা, নতুন কুশলতা। রাস্তার পাশে ডেয়ারি প্রাঙ্গনে প্রবেশের সামনে ছিলো একটা দুধ দোয়ানোর কাঠের মণ্ডপ – দুধের ভ্যান বা ট্রাক এসে নিয়ে যেতে পারবে এমন সুবিধাজনক উচ্চতা বিশিষ্ট ছিলো মন্ডপটা। সেখানে এখন আর দুধ দোয়ানো হয় না। এখন রেফ্রিজারেটেড ট্যাংক এসেছে, আর ট্যাংকার এসে দুধ সংগ্রহ করে নিয়ে যায়।

পাহাড়শীর্ষের ধাতব-দেয়াল বিশিষ্ট গোলাবাড়ির পাশে আরো একটা আধুনিক গো-ছাউনি তৈরি করা হয়েছে। আর তার পাশে একটা আধুনিক দুধ দোয়ানোর ঘর। এর মেঝে কংক্রিটের, কিছুটা ঢালু, কংক্রিটের প্লাটফর্মের মতো

BanglaBook.org

দেখায়। পাইপ, মিটার, গজ ইত্যাদিতে সজ্জিত যান্ত্রিক একটা দালান। যারা এখানে কাজ করে, গরুগুলোকে নিয়ে যায় জলপ্রবাহে অথবা চারণক্ষেত্রে, তাদের মধ্যে কারখানার শ্রমিকদের গাম্ভীর্যের মতো কিছু ছিলো।

উজ্জ্বল রঙে রাঙানো গাড়িতে করে তারা সেখানে আসতো (গাড়ির অমন রঙ খুব সহজেই নজরে পড়তো, সবুজ আর বাদামি বা শীতের শাদা রঙের পটভুমিতে)। এই সব গাড়ির জন্যে পাহাড়শীর্ষের দুধ-দোয়ানোর দালান ও গোলাঘরটিকে ছোট একটা কারখানার মতো লাগতো।

দুধ দোয়ানোর পার্লার থকে যান্ত্রিক শব্দ হতো হিসহিস করে। কিন্তু নতুন গোয়াল থেকে আসতো গোবরের গন্ধ। পার্লারের ভিত্তি গাঁথার সময় খুঁড়ে তোলা মাটির কিছু অংশ গাদা করে রাখা ছিলো পার্লার ও বাঁধানো পথের মধ্যবর্তী স্থানে, এই জায়গায় ঘাস জন্মেছিলো তাজা সবুজ হয়ে, সেই সঙ্গে কিছু আগাছাও।

উজ্জ্বল রঙের গাড়িগুলো, দুধ দোয়ানো মেশিনের হামহিস শব্দ (গাভীগুলো পরিণত হয়েছিলো যন্ত্রনির্ভর বস্তুতে), তরুণ পুরুষগুলো, সচেতন তাদের স্টাইল সম্পর্কে, তাদের জিন্স, শার্ট, মোচ এবং গাড়ি সম্পর্কে – এসব কিছু নতুন জিনিসের অবয়ব, এক সময়ে যা আমাদের ওপর এসে পড়েছিলো।

দুধের ট্যাংকার দিনে দু'বার পাহাড়শীর্ষে যায় দুধ দোয়ানোর নতুন ওই পার্লারের রেফ্রিজারেটেড দুধের ট্যাংক থেকে দুধ নিতে। নতুন কর্মীদের মোটর গাড়ি আর খামারের ট্র্যাকটরগুলো রাস্তায় চলাচল করার সময় আমি যখন হাঁটতে বের হই তখন সময়ে সময়ে ওই রাস্তাটিকে সরকারি রাস্তা মনে হয়। আমি তখন গাড়ি আর ট্র্যাক্টর চলাচল দেখি।

সরকারি রাস্তার ওপর খড়ের ফিজ্যান্ট পাখির প্রতিমূর্তিওয়ালা খড়ের ছাউনিযুক্ত গোলাপি দেয়ালের কুটিরটা তার প্রথম বৈশিষ্ট্যের কিছু হারিয়েছে। প্রথম এটাকে দেখেছিলাম দারুন মনোহর, পোস্টকার্ডের ছবির মতো সুন্দর, এর ছিলো গোলাপের ঝাড় আর ছোট চকচকে পালিশ করা জানলা। ডেয়ারিম্যানও এটাকে ভালোবাসতো, আমি নিশ্চিত। কিন্তু আমার মতো শুরুতে সেও এটাকে মনে করেছিলো নিশ্চয় পল্লী অঞ্চলের গৃহনির্মাণ কৌশলের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের সাধারণ প্রকাশ। আর শহরের যে বাড়ি থেকে সে এসেছিলো সেই বাড়ির মতো এখানেও সে বসবাস করতো বিশেষ কোনো অনুভূতি ছাড়াই যে এমন একটা বাড়িতে পরিবার নিয়ে বসবাস করা আনন্দের ব্যাপার। সারা জীবন সে অন্যের মালিকানাধীন বাড়িতেই কাটিয়ে গেল। বাগানে তারা ফেলে গিয়েছিলো বেসিন, পাত্র, প্যান, কাগজের টুকরো, টিন, খালি বাক্স; আর এ সবের কিছু কিছু সেখানে অনেক দিন পর্যন্ত পড়েছিলো পরিবার নিয়ে ডেয়ারিম্যান ওখান থেকে চলে যাবার পরও।

BanglaBook.org

ঝোপের ও কাঁটাতারের বেড়ার কিছু অংশ এখন বাদ দেওয়া হয়েছে, যাতে নতুন দম্পতির গাড়ি পার্ক করা যায় সরকারি রাস্তায়। নতুন লোকদের কাছে গাড়ি খুব গুরুত্বপর্ণ বস্তু, বাড়ির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তারা তরুণ, বাচ্চাকাচ্চা নেই; তারা বাড়ি ব্যবহার করে নতুন পন্থায়। বাড়ি হচ্ছে তাদের কাছে আশ্রয়ের একটা জায়গা তার বেশি কিছু নয় ঃ সাময়িক কাজের জন্যে একটা সাময়িক আশ্রয়। বউটা যখনই পারে তখনই সূর্যস্নান করে বাগানে; আর হয়তো এ কারণেই সামনের দিককার দরোজা খোলা থাকে প্রায় সব সময়। ওই উন্মুক্ত সামনের দরোজাটা ছিলো অত্যন্ত অনিশ্চিত।

আশ্রয়ের স্থানস্বরূপ বাড়ি, এমন স্থানস্বরূপ নয় যেখানে তুমি বদলি করতে পারো আবেগ অথবা আশা – খড়ের ছাউনির বাড়িটার প্রতি নতুন দম্পতির এই মনোভাব মনে হয় খাপ খেয়ে যায় জমিজমার প্রতি সৃষ্ট নতুন মনোভাবের সঙ্গে। নতুন কর্মীদের কাছে জায়গাজমি কাজ করার তেমন কোনো বস্তু নয়। আর যন্ত্রপাতি নিয়ে এমনভাবে তারা কাজ করে যেন প্রকৃতির অনিয়মকে সোজা করাই তাদের উদ্দেশ্য।

একদিন আমি একটা ট্র্যাক্টর দিয়ে ভারী ও প্রশস্ত রোলার টেনে যেতে দেখলাম কচি ঘাসের মাঠে, ঘাসগুলো বেশ বড় হয়ে উঠেছিলো। রোলারের চাপে ঘাসের মূল পর্যন্ত সমান হয়ে যাচ্ছিলো আর তাতে দুই-টনি একটা দাগ পড়ে যাচ্ছিলো চওড়া ফিতের মতো। এর দরকারটা কি ? যাকে প্রশ্নটা করেছিলাম সেই তরুণকে বিভ্রান্ত মনে হলো। হয়তো সে বুঝতে পারেনি আমি কি বলছি। সে কিছু বিড় বিড় করে বললো যা আমি বুঝতে পারলাম না – কথা বলার এই পর্যায়ে তার সমস্ত স্টাইল ভেঙে পড়লো (আর আমার মনে পড়ে গেল অতীতে ফেলে আসা জ্যাকের শ্বশুরের কণ্ঠনালি থেকে কষ্টে বেরোনো সেই কথাঃ 'কুকুর? কুকুর। উৎকণ্ঠিত ফিজ্যান্ট।') এমন কি তরুণটি যখন আমার কাছে পরিষ্কার করে বললো বিষয়টি তখনও আমার যেন বোধগম্য হলো না। আরো জোরালো ভাবে যাতে ঘাসগুলো গজাতে পারে, সে বললো, সে জন্যেই এগুলো পিষে ফেলা হচ্ছে।

অন্য আরেকদিন আরেক লোক বললো যে 'উইল্টশায়ারের চকমকি' মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেবার জন্যেই রোলার চালানো হয়েছে, ফলে সময় হলে ঘাস কাটা যাবে কাটিং মেশিনের ক্ষতি না করে। 'এক উইল্টশায়ার চকমকি' সে বললো – এবং উইল্টশায়ারের ও আমার প্রতিদিনের পরিব্রাজনের পথের চকমকি খুব গুরুত্ব পেয়েছিলো তাদের কাছে – 'এই মেশিনগুলোর কয়েক হাজার পাউন্ড ক্ষতিসাধন করতে পারে।'

BanglaBook.org

নির্দিষ্টভাবে একটা যন্ত্র আমি লক্ষ্য করলাম। সেটা দিয়ে খড়ের গোলাকার বান্ডিল বানানো হচ্ছিলো, দেখে মনে হচ্ছিলো বিশাল সুইস রোল। এই রোলগুলো এতবড় ছিলো যে একজন মানুষের পক্ষে টেনে ওঠানো সম্ভব ছিলো না। এগুলো ওঠানো-নামানো বা সরানোর জন্যে মনুষ্য-চালিত আরেকটা যন্ত্র রয়েছে, সেটার হাত দানবাকার বৃশ্চিকের লেজের মতো। এই সব রোল রাখার জন্যে একটা স্টোর তৈরি করা হয়েছে, সেটা পুরনো খামার বাড়িগুলো থেকে অনেক দূরে, লার্কের পাহাড় ও ক্ষুদ্র শৈলের নিচের বেড়া না দেওয়া একটা উপত্যকার মধ্যে, এবং যার ওপর থেকে তাকালে হঠাৎ করেই খুব কাছে থেকে দেখা যাবে স্টোনহেঞ্জের দৃশ্য।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে আলাদা আলাদা তিনটে জায়গায় খড়ের স্টোর তৈরি করা হয়েছিলো ঃ এখানে সুইস রোল করে রাখা হয়েছে, পুরনো খামার-প্রাঙ্গনের ধারে গাঁটরি করে রাখার নতুন ছাউনি, আর গাড়ি চলাচলের রাস্তায় খড়ের গাদা। সুইস রোলের যুক্তিটা কোথায়? ঐতিহ্যবাহী গাটরি করে রাখার মধ্যে কি কোনো সুবিধা আছে? কয়েক বছর পর আমার জীবনে এই অধ্যায়টা যখন শেষ হয়ে যায় তখন পর্যন্তও আমি এসব জানতে পারিনি। বেলিং মেশিনের সাহায্যে শক্তভাবে বাঁধা বেলগুলো হাত দিয়ে খুলতে হতো, তারপর ছাড়িয়ে নিয়ে খেতে দেয়া হতো গবাদিপশুকে। বড় রোলগুলো এক মিনিটের মধ্যেই খুলে ফেলা হতো একটা মেশিনের সাহায্যে।

এমন পরিশোধন! কিন্তু হয়তো চাষাবাদে হিসেবটা ছিলো ভুল। হয়তো সময়টা ওটার পক্ষে যথেষ্ট মূল্যবান ছিলো না। হয়তো রুটিনগুলো যখন ওই রকম কঠোর ছিলো তখন তা অতিসহজেই ভাঙাও যেতো। একটা ভাঙা সংযোগ পুরো ব্যবস্থাটিকে অসত্য করে তুলতে পারতো, এবং মানুষের উদ্ভাবন সব সময়ই ভুলের ওপর নির্ভরশীল।

নতুন খামার যা কিছু করেছিলো তার সবই ছিলো বড়। একটা বিশাল সাইলেজ পিট খোড়া হয়েছিলো উইন্ডব্রেকের সারির পাশে সরু পথটা পেরিয়েই পাহাড়ের নিচে, কুটিরগুলো থেকে তা খুব বেশি দূরে নয়। ওখানে পুরনো আমলে একটামাত্র সাইলেজ পিট ছিলো। কালো প্লাস্টিকের কাভারে সেটা ঢাকা ছিলো, আর প্লাস্টিকের কাভার শক্ত করে রাখতে সব সময় যা ব্যবহার করা দেখে আসছি তা হলো টায়ার। এখানেও টায়ার দিয়ে ওই ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। বিপুল পরিমাণে টায়ারগুলো আনা হয়েছিলো। সেগুলো বিশেষ ব্যবহৃত ছিলো। পুরনো টায়ার ছড়িয়ে রাখা হয়েছিলো উপত্যকার নিচে, গাড়ি চলাচলের রাস্তায়, জ্যাকের হাঁস চরানোর জন্যে ব্যবহৃত জায়গাটার ওপাশেই।

BanglaBook.org

ওইসব টায়ার, এবং গভীর করে খোড়া নতুন সাইলেজ পিট, গর্ত করার সময় ওঠানো গাঢ়-বাদামি মাটির স্তূপ ইত্যাদি গাড়ি চলাচলের রাস্তার ওই জায়গাটায় আবর্জনার মতো জমে ছিলো একদা যেখানে বাস করতো জ্যাক, আর হাঁসগুলো চরে বেড়াত।

পুরনো দিনে খামার কর্মীরা আগন্তুকদের সঙ্গে নীরব বন্ধুসুলভ আচরণ করতো। তাদের সামাজিকতা ছিলো সেটা। কিন্তু নতুন কর্মীরা ছিলো গ্রামে অবস্থান করা শহুরে মানুষের মতো, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে শহুরে মানুষ, তাদের মধ্যে ওই ধরনের বন্ধুসুলভ মনোভাব ছিলো না। তারা এ উপত্যকায় থেকে যাবার জন্যে আসেনি। তারা নিজেদের নতুন ধরনের কর্ম ও কুশলতা সম্পন্ন মানুষ বলে মনে করতো। তারা ছিলো দেশান্তরি কৃষি কর্মী, ভ্রমণশীল। তারা আসতো ও চলে যেতো।

জ্যাকের বউ চলে যাবার পর জ্যাকের বাড়িতে এসে ওঠা দম্পতির কোনো একজনেরও হাসি মুখ দেখতে পাইনি। বউটা তার নতুন প্রতিবেশীদের সম্পর্কে বলেছিলো যে ওরা সব 'হীন মর্যাদাসম্পন্ন' লোকজন, যারা কুটিরের পুরনো ঢঙের বাগানের চেয়ে বরং প্রাঙ্গন আর ঘোড়ার প্রতিই বেশি আগ্রহী। কিছু আসা-যাওয়ার পর উল্লিখিত বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাওয়া লোকেরাই জ্যাকের কুটিরে এসে ওঠে।

জ্যাকের গ্রীন হাউজ, যে কেউ দেখে মনে করবে যে ক্যাটালগ থেকে তুলে আনা, আর একদা সবুজ ছিলো নানা জাতীয় উদ্ভিদে, এখন তা শূন্য, কাচগুলোয় দাগ ধরে গেছে ধুলো-বৃষ্টিতে, আবহাওয়ায় অন্যরকম রঙ হয়ে গেছে কাঠের কাঠামো। একদিন এটা ভেঙে ফেলা হলো, শুধু পড়ে থাকলো কংক্রিটের ভিত্তি বা মেঝে। বিস্তৃত বাগানটা চিতিয়ে গেল। যা কিছু পড়ে থাকলো তার দিকে মনোযোগ দেবার দরকার ছিলো না। কোনো চারা দেবার বেড নেই এখন; হথর্ন গাছের নিচে মাটি উপড়ানোর প্রয়োজন ছিলো না আর; গ্রীষ্মকালে ফুটতো না ডেলফিনিয়াম। সবই শেষ হয়ে গিয়েছিলো, শুধু টিকে ছিলো দু-তিনটে গোলাপঝাড় আর জ্যাকের লাগানো দু-তিনটে আপেল গাছ। সমস্ত বাগানটা ঘাসে ছেয়ে গিয়েছিলো। রাস্তার পাশে বাগানের মাঝে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়ানো ঝোপগুলো এখন গাছে পরিণত হবার মতো বড় হয়ে উঠেছে।

এখন কুটিরগুলোর কোনটা যে সামনের দিকে আর কোনটা পিছন দিকে তা আর বোঝার কোনো উপায় নেই। পতিত জায়গায় এতো চেহারা হয়েছে দু'দিকের। যে লোকগুলো এখানে এসেছে তাদের মানসিকতার সঙ্গে এবং এই স্থানের প্রতি তাদের মনোভাবের সঙ্গে এটা খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। এটা মিলে যায় চাষবাসের নতুন পন্থার সঙ্গে যারা বাড়িকে দেখে সাময়িক আশ্রয়ের জায়গা হিসেবে তাদের কাছে এর সপক্ষে যুক্তি আছে।

BanglaBook.org

কিন্তু এ হয়তো শুধু আমারই দেখার ভঙ্গি। আমি জেনেছিলাম যে গাড়ি চলাচলের সোজা রাস্তাটি উন্মুক্ত এবং না -ঘেরা। এটা ঘেরা হয় আমার এখানে আসার প্রথম বছরের মাঝামাঝি সময়ে, আর তখন থেকে ঘেরাই আছে। সেই প্রথম দিককার ছবি আমি বহন করে চলেছি। জ্যাকের বাগানের দিকে তাকালে সেই ঋতুগুলোর অনুভূতি ফিরে আসে আমার মধ্যে, তার সঙ্গে যোগ হয় নদী ও নদীপাড়ে দেখা ঘটনাবলী। কিন্তু দেখার আরো পথ আছে। জ্যাক নিজেও কিছু দেখতো, নিশ্চয়। তাৎপর্যহীন কোনো ঝোপের দিকেও সে গভীর মনোযোগ দিতো।

এবং জ্যাকের কুটিরের নতুন দম্পতির অল্প বয়সী ছেলেমেয়েরাও হয়তো আলাদাভাবে দেখতো সব কিছু। তারা স্যালিসবারির একটা জুনিয়র স্কুলে যেতো পড়াশোনা করতে। স্কুল থেকে তারা ফিরে আসতো বিকেলের বাসে। বাসটা তাদের নামিয়ে দিয়ে যেতো সরকারি রাস্তায়। তাদের মা সেখান থেকে তাদের তুলে আনতো নিজের গাড়িতে করে। যখন আমি বিকেলবেলা হাঁটতে বেরোতাম তখন প্রায়ই আমাকে বাধানো সরু পথের এক পাশে সরে দাঁড়াতে হতো তার গাড়িটাকে যাবার পথ করে দেবার জন্যে। আমার একপাশে সরে দাঁড়ানোর এই ব্যাপারটা সে কখনো আমলেই আনতো না। সে এমন আচরণ করতো যেন বাধানো সরু পথটা একটা সরকারি রাস্তা আর এ রাস্তায় তার গাড়ি চালানোর অধিকার আছে। এবং আমি কখনো ঠিকমতো লক্ষ্য করিনি বউটা দেখতে কেমন। তার ব্যক্তিত্ব আমার কাছে প্রকাশিত হতো শুধু তার গাড়ির রঙ ও আকারে, পাহাড়ের দিকে তার গাড়ি চালিয়ে ওঠা-নামায়, বাচ্চাদের আনতে যাওয়ায়, কিংবা তাদের নিয়ে ফিরে আসায়।

আমার সন্দেহ যে এই সব খামার কুটিরের আর কোনো বাচ্চা ওভাবে স্কুলবাসে যাতায়াত করতো না। উপত্যকার নিচের কি দৃশ্য গাঁথা হয়ে থাকবে অবশেষরূপে তাদের মনে – যেটুকু সময় তারা থাকবে এখানে! যদিও সে সময় খুব দীর্ঘ হবে না। কি অপরিমেয় দৃশ্য, কি শূন্যতার স্মৃতি!

পাহাড়ের পাদদেশে বাধানো সরু পথের প্রান্তে, সাইলেজ পিট থেকে আড়াআড়ি, একটা পায়ে চলার পথরেখা চলে গেছে, সেই পথরেখাটা ছিলো সংকীর্ণ ও কম-ব্যবহৃত, সেটাকে পায়ে চলা পথরেখা হিসেবে প্রায় বোঝাই যায় না, উৎরাইয়ের মধ্যে চলে গেছে একটা পরিত্যক্ত ছোট খামার বাড়ি পর্যন্ত, বাড়িটা আবহাওয়া পীড়িত, খুব সহজেই চোখে পড়ার মতো নয়, যেন গত শতাব্দীর কোনো বস্তু। ওই সরু পথে এক রবিবারের অপরাহ্নে, যখন স্কুল ছিলো না, আমি বাচ্চাদের খেলতে দেখলাম জ্যাকের কুটির থেকে।

BanglaBoi.org

বিশাল নির্জনতার মধ্যে তাদের প্রাগৈতিহাসিক বাচ্চা ছেলেমেয়ে মনে হচ্ছিলো। কিন্তু ওরা খেলছিলো সাইলেজ পিটের ফেলে রাখা টায়ারগুলো মধ্যে (নির্দিষ্ট দু-একটা টায়ারে চড়ে তারা ভেলায় চড়ার ভান করছিলো); তাদের বৈঠার ঘায়ে দু'পাশের আগাছা উপড়ে যাচ্ছিলো, সেই আগাছার সঙ্গে ছিটকে পড়ছিলো বিবর্ণ সবুজ ও উজ্জ্বল হলুদ রঙের ফুল; এবং খামার বাড়ি থেকে সেখানে ফেলে যাওয়া হয়েছিলো কংক্রিট ব্লক।

বন্ধুত্বের রয়েছে বিদঘুটে সব পথ। ম্যানোর যারা দেখাশোনা করতো সেই দম্পতি মিস্টার ও মিসেস ফিলিপ্‌স-এর কথা আমি ভাবতাম। চল্লিশের কোঠায় তাদের বয়স। কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিলো তাদের জীবন। ম্যানোরের কাজেই বাঁধা ছিলো তারা। কোনো এক শহরে পুরনো আনন্দময় অবসর সময় কাটাতো। তারপর তারা স্থানীয় পর্যায়ে বন্ধুত্ব গড়ে তুললো, আর কোনো এক সময় আমি অনুভব করলাম এই বন্ধুত্ব হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে ম্যানোর-প্রাঙ্গনে আমার নিজের জীবনের জন্যেই।

আমার কুটির থেকে আঙিনা পেরিয়ে, স্কোয়াশ-কোর্টের 'ফার্মহাউজ' দেয়ালের বিপরীতে, ফার্মহাউজ নয়, স্কোয়াশ-কোর্ট নয়, লাল-ইট ও পাথরচূর্ণ ও চকমকির মিশ্রণে তৈরি দেয়ালের বিপরীতে, তিনটে পুরনো নাশপাতি গাছ জন্মেছিলো। সেগুলো ছাঁটা হয়েছিলো খুব যত্ন করে; প্রধান শাখাগুলো সৃষ্টি করেছে এমন একটা ভাব যাতে করে গাছগুলোকে দেখায় বড় আকারের ক্যান্ডেলাব্রার মতো। ঋতুগুলো এই শাখাগুলোকে সজ্জিত করেছে বিভিন্নভাবে; আর আমার কুটির থেকে এসব দৃশ্য সব সময় খুব সমৃদ্ধ দেখায়। গাছগুলো ফল দেয়। সব সময়ই তা এক চমক; সব সময়ই মনে হয় হঠাৎ। কিন্তু আমার কাছে এ গুলো খাওয়ার ফল ছিলো না, এর আংশিক কারণ ফলগুলো ছিলো ম্যানোরের এবং আংশিক কারণ ওগুলো ছিলো ছবির অংশ।

ম্যানোরের দিনগুলো যখন জাঁকজমকপূর্ণ ছিলো তখন ষোলো জন মালী ফুল-ফলের বাগান ও দেয়াল দিয়ে ঘেরা সবজি বাগান দেখাশোনা করতো। আমি এই রকমই শুনেছিলাম। ষোলো! আজকালকার দিনে একটা উদ্ভিদ নার্সারি ষোলোজন মালী ছাড়া কেউ চালাতে পারবে না কেন, বা তাদের মজুরি দিতে পারবে না কেন ? ক্ষুদ্রকায় গ্রাম আর বড় গ্রামের পার্থক্য নিশ্চয় তখনও ছিলো, ছোট ছোট ঘরে কতোজন শ্রমজীবী মানুষ! যে কুটিরে আমি বাস করি সেখানে

BanglaBook.org

একসময় বাগানের অফিস ছিলো। এখন আমি সেখানে থাকি, অথচ কিছুই করি না। আর মালী আছে মাত্র একজন। তার একটা পদ্ধতি আছে। প্রাঙ্গনের ঘাস কাটার জন্যে সে একটা হোভারমোয়ার ব্যবহার করতো, ম্যানোরের পিছন দিক ও পাশে আর আমার কুটিরের সামনে, গ্রীষ্মকালে দু-তিনবার, প্রথম বসন্তে খুব ছোট করে কাটার পর। প্রথম বসন্তে সে একটা আগাছা পরিষ্কার করা যন্ত্রও ব্যবহার করতো গাড়ি চলাচলের পথে আর কুটিরের প্রাঙ্গনের দিকে পথটা সহ অন্য সব পথের ওপর যেগুলো ঘাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেনি। বছরে একবার, অগাস্টের শেষ দিকে, পুরনো ফলবাগানের আগাছা ও লম্বা ঘাস কেটে সাফ করতো সে, যে বাগানে গাছগুলোয় ঠিক সময়ে কুঁড়ি আসতো, ফল ধরতো, পাকাফল ঝরে পড়তো যে বাগানের গাছ থেকে, আকর্ষণ করতো মাছি ও অন্যান্য পোকামাকড়কে। শরৎকালে সে বিপুল পরিমাণ ঝরা-পাতা জড়ো করতো। কিন্তু বছরের অধিকাংশ সময় তার প্রধান কাজ ছিলো সবজি ও ফুলের বাগানে, আমার কুটিরের পিছন দিকের একটা পথ থেকে বাগানটা আলাদা করা ছিলো একটা উঁচু দেয়াল দিয়ে। পদ্ধতি কাজ দিতো। বাগানটার বন্য একটা অংশ ছিলো; জলা; কিন্তু সব কিছুতেই ছিলো বাগানের মালীর সযত্ন মনোযোগ, স্বল্প তবে নিয়মিত, আর প্রণালীসিদ্ধ।

মালীর নাম ছিলো পিটন। শুরুতে তাকে আমি মিস্টার পিটন বলে সম্বোধন করতাম, আর শেষ পর্যন্তও ওই ভাবেই ডাকতাম।

'ফার্মহাউজের' দেয়ালের ওপর নাশপাতি গাছ নিয়ে কথা বলার সময় এই পিটনকেই এক বছর 'in' পদান্বয়ী অব্যয়টির নতুন দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যবহার করতে দেখেছিলাম। নাশপাতি পেকে গিয়েছিলো গাছে। পাখিরা এসে তাতে ঠোকর বসাতো। আমি সেটা পিটনের গোচরে আনলাম, ভেবেছিলাম তাকে বিভিন্ন কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়, ফলে এদিকে হয়তো খেয়াল করেনি। কিন্তু সে বললো যে লক্ষ্য করেছে; নাশপাতিগুলো তার মাথায় আছে; এখন যে কোনো দিন সে ওগুলো 'pick in' করবে। এই 'in' টাকে আমার খুব পছন্দ হয়েছিলো। আমি এটা নিয়ে খেলা শুরু করি, এটা পুনরুক্তি করি। আর যদিও আমি আর কখনো শব্দটা ব্যবহার করতে শুনিনি পিটনকে, তবু তার সঙ্গে এটাকে গুলিয়ে ফেলি।

তারপর (পাঠকরা এ ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন এ বইয়ের পরের একটা জায়গায়) পিটনকেও চলে যেতে হয়েছিলো। ম্যানোরে তার রোজগার হচ্ছিলো না। আর যেখানে ষোলোজন মালী আছে সেখানে নিয়মিত কোনো মালী ছিলো না। কেউ ছিলো না যে দেয়াল-ঘেরা বাগানের সবজি দেখবে, ঘাস কাটবে, আগাছা সাফ করবে, কিংবা নাশপাতি পাড়বে আর নাশপাতি গাছের শাখা-প্রশাখা পিন দিয়ে আটকে রাখবে স্কোয়াশ-কোটের দেয়ালে।

BanglaBook.org

দেয়াল থেকে মুক্ত একটা গাছের উপরের শাখাগুলো বাতাসে ছিঁড়েখুঁড়ে গিয়েছিলো। প্রধান কাণ্ড সামনে নুইয়ে পড়েছিলো, দেয়ালের গায়ে ভূতের মতো সবুজ-কালো রঙের ছায়া ফেলেছিলো। গাছটা প্রায় ভেঙে পড়বে বলে মনে হয়েছিলো। কিন্তু ভেঙে পড়েনি। গাছটায় ফুল আসে; আর গ্রীষ্মকালে দেয়ালের পাদদেশে বড় বড় আগাছা জন্মায় যেগুলো ছবির মতো হওয়ায় হয়তো পছন্দ হবে সবুজের শেড, নানা মাত্রিক স্বচ্ছতা, বিভিন্ন আকারের পাতা। এসবের উপর, চমৎকার শাদা নাশপাতি কুঁড়ি পরিণত হয় বড় বড় ফলে, অবশেষে। পাখিরা উৎসাহিত হয়। এখন আর কেউ নাশপাতি পাড়ে না, আনুষ্ঠানিক ভাবে।

কিন্তু তারপর এক রবিবার, আমার শয়নকক্ষের জানলা থেকে দেখি, অদ্ভুত পোশাক পরা এক লোক তাকাচ্ছে নাশপাতি গাছের দিকে। সেগুলো আন্দাজ করছে, আর তারপর, নিচের শাখাগুলো নাশপাতি পাড়তে শুরু করে।

অদ্ভুত লোকেরা প্রায় সময়েই ম্যানোরের প্রাঙ্গনে আসতো। পিটন ওখানে থাকাকালে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ভিতরে ঢুকতে দিতো। ম্যানোরের নতুন দম্পতি ফিলিপস্‌দের নিজস্ব বন্ধুবান্ধব ও দর্শনার্থী ছিলো, তাদের মধ্যে ছিলো নানা ধরনের পেশার লোক। আর মাঝে মাঝে এমন ধরনের লোকও থাকতো যাদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিলো আমার বাড়িওয়ালার। অদ্ভুত পোশাক পরা লোকটাকে এর আগে তাদের মধ্যে দেখিনি কখনো। কিন্তু আমার জানার কোনো উপায় ছিলো না যে লোকটা কোনো লুণ্ঠনকারী, না কি এমনিই নাশপাতি পাড়ছে; অথবা সে এমন কেউ যার অধিকার আছে ওগুলো পাড়ার, ম্যানোরের অথবা ম্যানোর-অনুমোদিত লোকজনের ব্যবহারের জন্যে।

তার পোশাক ছিলো অদ্ভুত। সেনাবাহিনীর ক্যামোফ্লেজ পোশাক, ট্রাউজার, টিউনিক, গোলাকার-বারান্দাওয়ালা হ্যাট। পোশাকটা সেনাবাহিনীর উদ্বৃত্ত পোশাকের মতো লাগছিলো না, অথবা তাকে উদ্বৃত্ত স্টোরের জানলায় কাজ করা কোনো লোকও মনে হচ্ছিলো না একেবারেই। আর অদ্ভুত ভাবে, তার ওই পোশাকে প্রায় ছদ্মবেশের মতো একটা উপাদান ছিলো, সে জন্যে তাকে মনে হচ্ছিলো বিপদজনক, অনধিকার প্রবেশকারী।

গাছগুলোর দিকে তাকানোর সময়, আর নিচের নাশপাতিগুলো হাত দিয়ে ধরে টানার সময়, বার বার সে একপাশে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছিলো (তার মুখটা তখনো লুকানোই ছিলো ক্যামোফ্লেজ কলার ও হ্যাটের আড়ালে) ম্যানোরের আঙিনার দিকে, কেউ লক্ষ্য করছে কিনা ভেবে যেন উৎকণ্ঠিত। কিন্তু তারপর, স্কোয়াশকোর্টের পাশে বাগানের ছাউনিঘর থেকে মই বের করে এনে–ছাউনিঘরটা ছিলো পিটনের – দেয়ালের গায়ে, মাই লাগিয়ে, প্রথামাফিক উপর

BanglaBook.org

থেকে নিচে, পাখিদের জন্যে একটাও না রেখে, ঝুড়ির পর ঝুড়ি ভরে নাশপাতি পেড়ে চললো সেনাবাহিনীর পোশাক পরা লোকটা। আর এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে নাশপাতি 'Pick in' করছিলো সে, পুরনো গাছগুলোর নাশপাতি সংগ্রহ করছিলো, কেননা ম্যানোরে মিস্টার ও মিসেস ফিলিপ্স-এর আশীর্বাদপুষ্ট ছিলো সে।

শুরুতে তার ভাবভঙ্গি ছিলো সিটকানো, অনিশ্চিত, যেন মনে করছিলো কেউ হয়তো তার পিছনে এসে হাজির হবে। অবশ্যই যার আগমন ঘটবে বলে সে ধারণা করছিলো সেই ব্যক্তি হাজির হলো যখন সে মইয়ের ওপর; কারণ তখন, তৃপ্ত মানুষের মতো, সে মনোযোগ স্থির করলো নাশপাতির ওপর।

যে ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটলো সে ছিলো একটা মেয়ে, বরং বলা উচিৎ একজন তরুণী নারী। আর সে আমার অর্ধ পরিচিত। সে প্রাঙ্গনে হেঁটে বেড়াতো, এবং সরাসরি আমার জানলার সামনে। ফিলিপস্রা কখনো আমার জানলার সামনে হাঁটাহাঁটি করতো না; প্রাঙ্গনের উন্মুক্ততায় আমার ব্যক্তিগত গোপনীয়তা বজায় রাখতে দিতো তারা; দূরের পথটায় হাঁটার ব্যাপারেও তারা সতর্ক ছিলো, সেই পথটা স্কোয়াশকোর্ট ও দেয়ালের পাশে। এই মেয়েটি কোথাও যাচ্ছিলো না; সে ম্যানোর থেকে এসেছিলো প্রাঙ্গনে অলসভাবে ইতস্তত ঘুরে বেড়ানোর জন্যে। সে লম্বায় খাটো আর নিতম্ব ভারী; তাকে এমন কারো মতো লাগছিলো যাকে মাটির স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এবং সে সেই মুহুর্তে নতুন পাওয়া স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ শুরু করেছে।

তার পোশাকও অগতানুগতিক। একটা শার্ট পরেছে, ঠিক স্তনের নিচে তার প্রান্ত গেরো দেওয়া, পেট উন্মুক্ত – বছরের ওই সময়ে মোটেও মানানসই নয়।

সে আমার অর্ধ পরিচিত ছিলো। এখন আমি তাকে চিনি। খড়ের ছাউনিওয়ালা কুটিরে বিধ্বস্ত বাগানে যাকে সূর্যস্নান করতে দেখেছি এ হলো সেই নারী। তার কুটির, বাগান, গাড়ি আর সামনের খোলা দরোজার মধ্যেই তাকে এত বেশি কল্পনা করেছি যে এখানেই এই দৃশ্যে তাকে চিনতেই পারিনি ঠিকমতো, মনে হয়েছে যেন এক নতুন ব্যক্তি। আর সেনাবাহিনীর উর্দি পরা লোকটা তার খামার-কর্মী স্বামী।

এখানে, এক রবিবার অপরাহ্নে, তারা ম্যানোরের জায়গায়, মেয়েটি ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রাঙ্গনে, শক্ত জিনসে তার নিতম্ব আঁটো হয়ে আছে; তার স্বামী নাশপাতি তুলছে, পুরনো গাছের পাকা ফল যে গাছগুলোর হয়তো দেয়ালের পাশে লাগিয়েছিলো একদিন দেয়ালের নকশা অংকনকারী ব্যক্তিটিই, একদা যেসব গাছের যত্ন নেয়া হয়েছিলো আর অনেক বছরের অবহেলার পরেও যেগুলো সেই যত্নের চিহ্ন প্রদর্শন করছে।

BanglaBook.org

এই স্বামী-স্ত্রী যুগল কোনো দিক থেকে নিশ্চয় ফিলিপ্‌সদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো। হয়তো বউটি তাদের মনে ধরেছিলো; হয়তো স্বামীটি তাদের মনে ধরেছিলো; হয়তো – ফিলিপ্‌সরা ছিলো দশ থেকে এগার বছর বড় – কোনো ধরনের পারস্পরিক আকর্ষণ গড়ে উঠেছিলো। সম্পর্কের ক্ষেত্রে পেট খোলা তরুণী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকতে পারে; যে কোনো ক্ষেত্রেই, তার সমর্থন বা উৎসাহ ছাড়া চারজনের সম্পর্ক কোনোভাবেই টিকতে পারে না।

প্রধানত বিধ্বস্ত বাগানে শস্তা অ্যালুমিনিয়াম-ফ্রেমের ইজি চেয়ারে তাকে শোয়া অবস্থায় চকিতে দেখতে দেখতে, ইতোমধ্যে, আমি তার সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছিলাম। সে আমার ওপর কামনার কেন্দ্র হবার প্রভাব ফেলেছিলো, যন্ত্রণার কারণ হয়েছিলো। একজন তরুণী যার সৌন্দর্য পুরুষের যন্ত্রণার কারণ হয়; একজন তরুণী যে এ কথা জানে।

দূর থেকে আসা সেই প্রভাব এখন আরো পরিষ্কার ও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে প্রাঙ্গনে তাকে দেখে। সংকীর্ণ তার কোমর, পূর্ণঠোঁট, দৃঢ় ঊরু আর উপরের বাহু, স্তন, পেশীহীন মাংসল দেহ, অর্ধেক উন্মোচিত, অর্ধেক চেটাল তার সূর্যস্নানের মতো ঊর্ধাঙ্গবস্ত্রের জন্যে, এই ইন্দ্রিয়পরায়ণতার সঙ্গে এখন যোগ হয়েছে তার অস্থির চোখে (অগ্নির চেয়েও অধিক) জ্বলন্ত দৃষ্টি, নিচের ঠোঁট মুখের ভিতর নেওয়ায় তাতে প্রকাশ পাচ্ছে লোভীর মনোভাব। তার যৌনতা তার কাছে ছিলো অত্যন্ত মূল্যবান, যে কোনো কিছুর চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান।

আর এখন সে এখানে, ম্যানোরের প্রাঙ্গনে। আর তার আচরণে মনে হয় নিজের পার্কে ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, যেন খড়ের ছাউনির হৈ-হট্টগোল আর সংকীর্ণতা থেকে কয়েক পা দূরে তার পক্ষে উপযুক্ত একটা অবকাশের জায়গা সে খুঁজে পেয়েছে।

সে ধীরে ধীরে আঙিনায় হাঁটাহাঁটি করে সামনে-পিছনে, যেন নতুন এক আনন্দের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছে। আর সেনাবাহিনীর পোশাক পরা লোকটা মইয়ের ওপর দাঁড়িয়ে নাশপাতি পাড়তে থাকে, তরুণীর দিকে পিছন ফিরে, তরুণীকে দেখার জন্যে মাথা ঘোরাচ্ছে না এখন আর, যেন এখন বউ তার সঙ্গে থাকায় সে পরিতৃপ্ত।

হয়তো তারা আর ফিলিপ্‌সরা একত্রে মিলেছিলো 'শহুরে' লোক হিসেবে। পল্লীতে কাজ করছে ঠিকই, কিন্তু পল্লীবাসীদের জীবনপদ্ধতি থেকে পুরোপুরিই আলাদা। শহুরে লোক, কিন্তু কর্মচারী, চারজনই, তাদের রয়েছে বিশেষ স্টাইল আর গৌরব, এখন পরস্পরের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিচ্ছে ম্যানোরের সুযোগ-সুবিধা আর জায়গা, দেওয়া-নেওয়া করছে অতিথিসেবা।

BanglaBook.org

আমি বলতে পারবো না চারজনের মধ্যে কে বেশি লাভবান হচ্ছিলো এই সম্পর্ক থেকে। খামার-কর্মী লেস ঘন্টার পর ঘন্টা কাটায় বউয়ের কাছ থেকে দূরে, তার ট্র্যাক্টরের কেবিনে, ট্র্যাক্টর চালায় জমিতে, সামনে পিছনে, খড়ের ছাউনিওয়ালা কুটিরে অবস্থানকারী বউয়ের চিন্তা করার অবকাশ তার থাকে না তখন।

ম্যানোরের চমৎকারিত্ব, মাঠ, বাগান, নদী – এ সমস্তই সে কেবল উপহার দিতে পারে এখন তার বউকে, পল্লীতে যা দেখা যায় তার অন্য আরেকটা দিক, তার বউয়ের নিঃসঙ্গতায় সামান্য পুরষ্কার ওই উপত্যকায়, অন্যরা যাকে ভাবে সুন্দর, আর ওই খড়ের ছাউনিওয়ালা কুটিরে যা অন্যরা ভাবে চিত্রানুগ, কিন্তু চিত্রানুগ শুধু তাদের কাছেই যাদের জীবন অন্য ধরনের, আলাদা যাদের উৎস আর আরেক রকম ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির কাছে যারা ঋণী।

ব্রেন্ডার ব্যাপারে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমার জন্যে তার তেমন কোনো শ্রদ্ধা ছিলো না। কি সম্মান করতে হবে সে ব্যাপারে তার নিজস্ব ধারণা ছিলো। আর আমি যেভাবে জীবনযাপন করতাম – ছোট একটা কুটিরে মধ্যবয়সী এক লোক – আর যে কাজ আমি করতাম (যদি সে তা অবিষ্কার করে থাকে) তাতে তার ধারণা অনুযায়ী মর্যাদা আমি পেতে পারি না। এক্ষেত্রে সে ফিলিপস্‌দের থেকে আলাদা, ফিলিপস্‌রা আমাকে 'শৈল্পিক' বলে বিবেচনা করে, তাদের নিয়োগকর্তার এক সংস্করণ; আর সব সময়ই রয়েছে নিরাপত্তামূলক। এখানে প্রজন্মসমূহের মধ্যে পার্থক্য ছিলো। কিন্তু এটা ছিলা সেই পার্থক্য (সাধারণ স্বার্থের উপরে) যা ছিলো চারজনের মধ্যে সম্পর্কের একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে ঃ তরুণদের সাহসিকতা ও স্টাইলে বয়স্করা চাকচিক্যময় হয়ে ওঠে।

ফিলিপ্‌সরা কোনো দিন ছুটি নিলে বা একটা দিন অবসর নিতে চাইলে সেদিন ম্যানোরের কাজকর্মের ভার ব্রেন্ডার ওপর চাপাতো। তারা মন মতো কাউকে খুঁজছিলো অনেক দিন থেকে, যাকে বন্ধু হিসেবে নেওয়া যাবে এমন কোনো ব্যক্তিকে এবং যে হুমকি হয়ে দেখা দেবে না। আর ম্যানোরে ব্রেন্ডার এই খন্ডকালীন কাজ, ছোট বুনো এস্টেটটা চালানো, বাগান, ফলের বাগান, নদীপাড়ে পদচারণা ইত্যাদি ওই তরুণদের বন্ধন সৃষ্টি করেছিলো ফিলিপস্‌দের সঙ্গে।

আর সেটার জন্যে কিছু সমঝোতার প্রয়োজন হয়েছিলো, ব্রেন্ডা আর লেস-এর মতো মানুষ যারা ভীষণ আবেগপূর্ণ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে যারা ভীষণ সচেতন, যারা সচেতন নিজস্ব স্টাইল, চামড়া ও চুলের কোয়ালিটি সম্পর্কে, তাদের পক্ষে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতে যাওয়ার আগে অবশ্যই সমঝোতার প্রয়োজন। তারা সবাই ছিলো কর্মচারী, চারজনই। সেই অবস্থার মধ্যে তাদের আবেগ কাজ

BanglaBook.org

করেছে। কিন্তু এটা আমার নিজের সংস্কার হয়ে থাকতে পারে, আমার নিজের কাঁচা ধারণা। আমি এসেছি একটা উপনিবেশ থেকে, একদা সেটা ছিলো কৃষিজীবী সমাজ, যেখানে ক্রীতদাসত্ব ছিলো আরো বেশি হতাশাজনক অবস্থায়।

লেস চাপের মধ্যে ছিলো। খামারে তার কাজে এবং ওই বিশাল কর্মযজ্ঞের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটতে চলেছে তা নিয়ে তার অনিশ্চয়তায়। যদি এটা ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে চলে যেতে হবে এ কাজ ছেড়ে, খুঁজে নিতে হবে অন্য অবস্থান। ব্রেন্ডাকে নিয়ে তার বদ্ধ সংস্কার, যার সৌন্দর্য স্পষ্টই তাকে নিদারুন যন্ত্রণা দেয় ঃ নারীর অধিকারী হওয়াই যথেষ্ট নয়, যা সে হারাচ্ছে প্রতিনিয়ত তা মনটাকে কুরে কুরে খায়। আমি ফিলিপস্‌দের সঙ্গে সম্পর্কের ওপর তার ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতাও তাকে চাপের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

সে চেয়েছিলো ব্রেন্ডা প্রাঙ্গনের স্বাধীনতা উপভোগ করতে থাক অবিরতভাবে। সেটা করতে নিজেকে সে ফিলিপ্‌সদের কাজে জড়িয়েছিলো কোনো পন্থায়।

বিভিন্ন আঙিনায় সে ঘাস কেটে দিতো, বেশ বড় কাজ। শনি ও রবিবারে সে খুবই ব্যস্ত থাকতো হাতুড়ি ও করাত নিয়ে, ব্রিজটা মেরামতের চেষ্টা করতো, নদীপাড়ে যাবার একটা পথ পরিষ্কার রাখতো। সে এমন কি দেয়াল-ঘেরা বাগানের কয়েকটি সবজিক্ষেত নতুন করে করার চেষ্টা করেছিলো।

সবজিক্ষেতে লেস কাজ করতো সন্ধ্যায়, খামারের কাজ শেষ করার পর। শক্তি! কিন্তু সবজিক্ষেতে অবেলার কাজ আমার কাছে যন্ত্রণায় পরিণত হয়েছিলো। সে পানি ছিটানোর জন্যে পাইপ ব্যবহার করতো। আমার কুটিরের ভিতর দিয়ে যাওয়া সেই পুরনো ধাতব পাইপের মধ্যে পানির প্রবাহ বেশ উঁচু কম্পন সৃষ্টি করতো; তাই পাইপের যন্ত্রটি কাজ করার সময় আমার কুটিরের মধ্যে হিসহিস ও গুমগুম আওয়াজ হতো। পিটন ও তার উত্তরসূরীরা বাগানের হোসপাইপ ব্যবহার করতো দিনের বেলায়; কিন্তু তখন সেই শব্দ দিনের অন্যান্য আওয়াজের সঙ্গে জড়িয়ে -পেঁচিয়ে যেতো; সন্ধ্যার অনবচ্ছন্ন নীরবতায় – গ্রামের সেই প্রাচীন নীরবতা (শহরগুলোর বিদ্যুৎবাতির আলোয় ওপরের আকাশ আলোকিত দেখালেও), এমন বিশুদ্ধ ও গভীর এক নীরবতা যে ছয়-সাত মাইল দূরের স্যালিসবারি স্টেশনে ট্রেনের আসা-যাওয়ার শব্দও কোনো কোনো সময় আমি শুনতে পাই আমার কুটিরের দরজার বাইরে থেকে – সন্ধ্যাবেলায় ওই পাইপগুলোর ফোঁসফোঁস আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাওয়া যাবে, আর তা উপেক্ষা করা যাবে না।

BanglaBook.org

আগে যা করিনি কখনো তেমন কিছু একটা আমি করে বসলাম। নালিশ করার জন্যে ম্যানোরে ফোন করলাম মিসেস ফিলিপ্স -এর কাছে। আশা করেছিলাম সে বুঝি যুদ্ধংদেহী মনোভাব দেখাবে, আর নিজের বন্ধুদের পক্ষে দাড়াবে। কিন্তু আমাকে সে অবাক করে দিলো। কোনো রকম হৈ চৈ করলো না। সন্ধ্যাবেলায় হোসপাইপের ফোঁসফোঁস আওয়াজে সৃষ্ট বিদঘুটে আপদ বিষয়ে বলা আমার কথাগুলো সে গ্রহণ করলো, আর বললো যে সে নিজে গিয়ে স্প্রিঙ্কলার মেশিনটা বন্ধ করে দিয়ে আসবে। সেটা সে করেছিলো; আর কুটিরে আকস্মিক নীরবতা – প্রথমে আসে কানের বা মাথার মধ্যে এক রকম রিন রিনে শব্দের মতো, ঝিঁঝির ডাকের মতো – এসেছিলো আশীর্বাদ হয়ে।

আমার জীবন ওই কুটিরে কী দুর্ঘটনাই না ঘটিয়ে দিয়েছিলো আমারই ওপর! কোন দুর্ঘটনা একে রক্ষাও করেছিলো! এই স্থানটির প্রতি সর্বাত্মক অনুভূতি বদলে ফেলতে কতো কম সময়ই না আমার লেগেছিলো, আর এখান থেকে আমার চলে যেতেও! সন্ধ্যায় স্প্রিঙ্কলার মেশিনের আওয়াজের মতো এক বিরক্তি; কিংবা আমার জানলার বাইরে ব্রেন্ডার ঘন ঘন পদচারণা; কিংবা বাইরের প্রাঙ্গনে খুব বেশি আগন্তুকের অবাধ মাখামাখি; কিংবা ম্যানোরের পরিচর্যাকারীদের মহলে ঘন ঘন পার্টি আর অভ্যাগতদের আনাগোনা।

মিসেস ফিলিপস্ ছিলো সহযোগিতামূলক। কিন্তু এরপর আমি প্রত্যাশা করেছিলাম যে এবার নিশ্চয় তাকে নিয়ে জটিলতা সৃষ্টি হবে, এবং ব্রেণ্ডা ও লেসকে নিয়ে আরো বেশি। আমার মেজাজও ছিলো তেমন, পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতায় আমার সমর্থন, বস্তুর ঋতুতে স্থায়িত্ব সম্পর্কে আমার ধারণা, নিজেকে নিজেই প্রশিক্ষণ দেবার চেষ্টায় আমার কথাগুলো ছিলো এই রকম, 'বেশ, অন্তত এটা আমি পেয়েছি এক বছরের জন্যে,' এবং, 'অন্তত দুই বছরের জন্যে আমি এটা পেয়েছি,' আমার মধ্যে এই অনুভব আধাআধি ঢুকে গিয়েছিলো যে এস্টেটে এসে আমার জীবন বদলে গেছে চিরকালের জন্যে।

যাহোক, কোনো জটিলতা দেখা গেল না মিসেস বা মিস্টার ফিলিপ্স -এর মধ্যে। আর লেস-এর মধ্যে জটিলতার লেশমাত্র প্রকাশ পেলো না। বস্তুত লেস আমার প্রতি বন্ধুসুলভ মনোভাব প্রকাশ করতে লাগলো। আর এ মনোভাব সে বজায় রেখেছিলো পরবর্তী দিনেও।

যে সময়ে হয়তো স্প্রিঙ্কলার মেশিন চালু করতে হতো – আর আমার রান্নাঘরের দরোজা থেকে আমি হয়তো দেখতে পেতাম সমান্তরাল ওয়াটার জেটগুলোর পাখা বা আলোকচ্ছটা, সম্মোহিতভাবে দৃশ্যমান ও অদৃশ্য হতো, শেষ দক্ষিণের আকাশে অস্পষ্ট হচ্ছে মিশে যাচ্ছে, সবজি বাগানের উঁচু দেয়ালের উপর,

BanglaBook.org

দেয়ালটা চলে গেছে আমার কুটিরের পিছন দিকের ছোট পথটার পাশ দিয়ে – মেশিন চালু করার সেই সময়ে সে আমার দরোজায় করাঘাত করতো। সেটা ছিলো পিছনের দরোজা; কিন্তু সেটাই ছিলো একমাত্র দরোজ যেটা আমি কুটিরের বাইরে যাওয়া-আসার জন্যে ব্যবহার করতাম।

দরোজার কাচের শার্সি দিয়ে তাকে আমি দেখতে পাই। দরোজা খোলার পর দেখি তার মাথা খোলা। তার ক্যামোফ্লেজ হ্যাট (ক্যামোফ্লেজ পোশাকের একটা স্মৃতিচিহ্ন) এক হাতে, আর একটা পাত্রে রাখা কিছু সবজি দিতে চাইছে। তার দেহভাষা, দিতে চাওয়া, সবই ছিলো মর্যাদাপূর্ণ, ধ্রুপদী; এবং সে মৃদু হাসছিলো। ছবিটা আমার মনে থেকে গিয়েছিলো ঃ পাতলা, বসা-গাল, রোদ-পোড়া মুখ; এক হাতে হ্যাট ধরা, দু'হাত এক সঙ্গে করে ধরা সবজির পাত্র; মৃদু হাসি।

তথাপি আরো যা লক্ষ্যনীয় ছিলো তা হলো তার সৌন্দর্যের অভাব। আর সেটা তখন লক্ষ্যনীয় হয়েছিলো কারণ আমি আশা করেছিলাম একজন সুদর্শন মানুষ, তার দেহকাঠাম, নিজেকে যেভাবে বয়ে আনছিলো সেই ধরন, তার পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদি থেকে সৃষ্টি হয়েছিলো ওই প্রত্যাশা। তার থুৎনি ছিলো বেশ ভারী; তার দাঁতগুলো ছিলো বিশ্রী; তাতে হাসলে কৃত্রিম মনে হতো; তার চামড়ায় দাগ ছিলো। তারপরও নিজের চেহারা নিয়ে সে প্রচণ্ড কাজ করতো। তার চুল স্টাইল করে কাটা, কোমল, সদ্য ধোয়া। এখন আমি বুঝি সে কেন সব সময় অগতানুগতিক হ্যাট পরতো মাথায়। এতে তার কাজ হতো; হ্যাট পরা থাকলে দূর থেকে তাকে বেশ সুন্দর দেখাতো। ব্রেন্ডার ব্যাপারে তার উদ্বীগ্নতারও কিছুটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম; পাশাপাশি ব্রেন্ডার আচরণের কিছুটা, এখনো প্রচুর ঋণী একজন নারীর আচরণ।

ফিলিপ্সরা যখন ছুটি কাটাতে গিয়েছিলো, তখন ম্যানোর দেখাশোনার দায়িত্ব নিলো ব্রেন্ডা। সে ফিলিপস্দের কোয়ার্টারে এসে উঠলো। ছাউনিওয়ালা কুটিরেই থেকে গেল লেস।

এই সময়েই কয়েক দিনের জন্যে আমি বাইরে ছিলাম। ফিরে আসার পর সকালবেলায় ম্যানোরে গিয়েছিলাম আমার চিঠি-পত্র নিয়ে আসতে। আমি বাইরে থাকলে আমার চিঠিপত্র ওখানেই থাকে; ফিলিপ্সদের সঙ্গে এই রকম ব্যবস্থা করা ছিলো।

ম্যানোরের আঙিনায় রান্নাঘরের দরোজায় আমি ঘন্টা বাজাই। ভিতরে বাজনার আওয়াজ শুনতে পাই। ব্রেন্ডা প্রচুর সময় নেয় আসতে।

BanglaBook.org

হয়তো সে ফিলিপ্‌সদের একেবারে ভিতর বাড়িতে ছিলো। সেখানে চমৎকার সব কামরা আছে। পেছনের প্রাঙ্গনের দিকে তাদের একটা বসার ঘর আছে পাথরের বারান্দাওয়ালা যেটা পঞ্চাশ বা তারও বেশি বছর আগের তৈরি, এছাড়াও ওদিকটাতে আছে বড় বড় গাছ, ফুলের বেড, পুরনো গোলাপ ঝাড় আর বাগানের অন্যান্য পুরনো সব অনুষঙ্গ দূরে নিচু জলজ তৃণভূমি, নদী, আর অপর তীরে তৃণভূমি। পাথরের বারান্দার পরে ফিলিপসরা টেবিল পেতেছে পাখিদের জন্যে, সেখানে টিট ও অন্য পাখিরা এসে দানা খায়।

ব্রেন্ডা সেজেছে খুব যত্ন করে। তার পরনে জিন্স ও ব্লাউজ। পূর্ণ ঠোঁট লিপস্টিকে রাঙানো, চোখের পাতায় মাখা আছে কিছু, তার অস্থির নীল চোখের তারায় প্রতিফলিত হচ্ছে। তার চেহারায় ফিলিস্‌দের কোয়ার্টারের অপরিমেয় অলসতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। পরিচারিকা এবং পরিচারিকা নয়। আর এখন আমার প্রতি আদৌ মনোযোগী নয়। সে বললো কোনো চিঠিপত্র দেখেনি।

তার পিছনে ম্যালোরের বড় রান্নাঘর, সেটা (আমাকে তারা যা বলেছিলো সে অনুযায়ী) ফিলিপস্‌রা সাজিয়ে-গুছিয়ে রেখেছিলো। একটা উষ্ণ, আমন্ত্রণমূলক রান্নাঘর, তাতে আছে বড় একটা স্টোভ আর অনেক কাবার্ড; পুরু দেয়াল, ছোট ছোট জানলা, আর বৈদ্যুতিক বাতি; এখানে রয়েছে স্থান আর সুরক্ষার অনুভূতি। বড় কামরার পাশে অবস্থিত বড় কামরা ও করিডোরে যাবার খোলা দরোজা সমেত এই রান্নাঘর।

মিসেস ফিলিপ্‌স ফিরে আমার অল্প পরেই আমাকে টেলিফোনে জানালো ম্যানোরে আমার অনেক চিঠি জমা হয়ে আছে। চিঠিগুলো নিতে আমি যখন তার রান্নাঘরে গেলাম তখন তাকে বললাম যে ব্রেন্ডা আমাকে বলেছিলো কোনো চিঠি নেই। এ কথা শুনে মিসেস ফিলিপ্‌সকে নাখোশ দেখালো না। কোনো ব্যাখ্যাও নয়, মন্তব্যও নয়; শুধুমাত্র মাথা নাড়ার অতি ক্ষীণ আভাস। মনে হচ্ছিলো সে যেন এক খন্ড সংবাদ হজম করছিলো, যা আগেই তার জানা সেটার সঙ্গে যোগ করছিলো এই খন্ডটাও।

এবং আমি অনুভব করলাম যে মিসেস ফিলিপ্‌স ব্রেন্ডা সম্পর্কে নিজের মত পরিবর্তন করেছে। সে একটা কারণ খুঁজে পেয়েছে ব্রেন্ডাকে তার কাজ থেকে অব্যাহতি দেবার। হতে পারে চারজনের মধ্যে সম্পর্কের সূচনায় ব্রেন্ডা ছিলো কেন্দ্রীয় ব্যক্তি। কিন্তু এখন মিসেস ফিলিপ্‌স অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আমি তারপর ততোটা আর বিস্মিত হইনি যখন দেখলাম ম্যানোরে ব্রেন্ডার আনাগোনা বন্ধ হয়েছে। তবে মিসেস ফিলিপ্‌স একদিন যে খবর দিলো সে খবরের জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

'মাইকেল অ্যালানের সঙ্গে ইতালিতে পালিয়ে গেছে ব্রেন্ডা,' সে বললো।

BanglaBook.org

মাইকেল অ্যালান ছিলো সেন্ট্রাল হিটিং কন্ট্রাক্টর। নতুন ধরনের কারবারে এই তরুণ বেশ লাভবান হচ্ছিলো। পুরনো সেন্ট্রাল হিটিং ও প্লাম্বিং -এর কাজ করতো সে বড় বড় বাড়িতে। তবে তার খরচ বেশি হয়ে যায় প্রচুর সংখ্যক কর্মচারী পোষার কারণে।

ম্যানোরে একটা বয়লার বিস্ফোরিত হলে সেটা মেরামতের জন্যে সে এলে তার সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছিলাম। তাকে আমার কুটিরের ফোঁসফোঁস আওয়াজ করা পাইপগুলো সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলাম। সে বলেছিলো, এর থেকে মুক্তি পেতে হলে পুরো প্লাম্বিং সিস্টেম ভেঙে ফেলতে হবে, ওই ধাতব পাইপগুলো সব। তার আত্মবিশ্বাস, তার হাঁটার ভঙ্গি, আমার কুটিরে তার আগমনের ধরন তার সত্যিই কিছু আত্মগরিমা ছিলো। সে পল্লী অঞ্চলের লোক আর বড় ধরনের দাম্ভিক। আমরা যে সামান্য সময় কথা বলেছিলাম তার মধ্যেই সে নানা বিষয়ে দম্ভ প্রকাশ করলো; আমার সম্পর্কে আমাকে সে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। ছয়জনকে সে কাজে নিয়েছিলো, সে বললো; চল্লিশ বছর বয়সে অবসর নেওয়ার উদ্দেশ্য ছিলো তার।

বড় আয়তনের শহরে, লন্ডনে, ধরা যাক, মাইকেল অ্যালানের মতো লোকদের কোনো মর্যাদা ছিলো না। তাদের ব্যক্তিত্ব খুব কমই প্রভাব ফেলতো আর তাতে কিছু আসতো-যেতো না। তারা অথবা তাদের কর্মচারীরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়তো, তাদের কাজ করতো, এবং রাস্তায় ফিরে যেতো। তারা অদৃশ্য হয়ে যায়; তাদের নাম শোনা যেতো খুব কম; তাদের টেলিফোন নাম্বার আর বিলেই পরিচয় মিলতো। উপত্যকার মতো একটা জায়গায় তোমার বাড়িতে যে-কোনো ধরনের ব্যক্তির প্রবেশ কোনো সামাজিক ঘটনার চেয়েও বেশি। সে আরো পাঠযোগ্য বিষয় আর কন্ট্যাক্ট করার আরো পয়েন্ট নিয়ে এলো ঃ তার গ্রাম বা ছোট শহর, তার প্রতিবেশীরা কখনো কখনো, তার শিক্ষা, তার ব্যাকগ্রাউন্ড, ঘরবাড়ি আর যে লোকদের কাজ করেছে তারা, আর এখন তার নেবার পালায় তোমার সঙ্গে সব কিছু সে ভাগাভাগি করে নেয়।

মাইকেল অ্যালান দম্ভ করেছিলো। নিজেকে সে দেখতো শক্তি ও উচ্চাকাংখার মানুষ হিসেবে। আর এ কারণে অন্য লোকদের নালিশ তাকে স্পর্শ করতে পারতো না। সে নিজেকে দেখতো অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় হিসেবে। তার দৃষ্টি ছিলো চঞ্চল; তার ছিলো একটা গোঁফ চলতি ফ্যাশনের। কিন্তু সেই সাক্ষাতের পর আমার বেশি বেশি করে মনে পড়তে থাকে তার হাস্যকর গৌরব ও দাম্ভিকতার কথা, এবং তার ভঙ্গি, দু'হাত প্রায়ই পকেটে পুরে এক ধরনের ভঙ্গিতে সে কুটিরে আসতো, যেন এটা করে সে আমাকে উপকার করছে।

স্যালিসবারিতে কোনো কোনো সময় তার ভ্যান আমি দেখেছি। একবার কি দু'বার সেফওয়ে সুপারমার্কেটের বাইরে আমি তাকে ও তার গাড়িটাকে দেখেছি।

BanglaBook.org

মাইকেল ওটা পছন্দ করতো না : তার ভ্যানটা কার হিসেবে ব্যবহার করা। আমি তার ভ্যানটাকে দেখেছি ব্রেন্ডা ও লেসলির কুটিরের বাইরে, এবং ম্যানোরের আঙিনায়। কিন্তু সেটায় বিস্ময়ের কিছু ছিলো না। আমি তার ভ্যানটাকে উপত্যকার উপরে - নিচে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম; নির্দিষ্ট কিছু ব্যবসায়ী কখনো অলস ছিলো না।

কিন্তু ইতালি! প্রেমের পুরনো-কেতার কোন আইডিয়া ব্রেন্ডা ও মাইকেলকে পাঠালো সেখানে ? কি রকম ফিল্ম আর টেলিভিশন শো এটা? নাকি, আরো সাধারণভাবে, মাইকেল ওখানে গিয়েছিলো প্যাকেজ হলিডেতে আর যা সে জানতো তাতে নিরাপদ বোধ করতো? কিন্তু বাইরের দেশে চলে যাওয়ার ব্যাপারটার মধ্যেই কি প্রণয়াবেগের সংক্ষিপ্ততা নিহিত ছিলো না? মাইকেল কিভাবে ছেড়ে চলে যাবে তার ছয় কর্মচারীকে, তার স্থানীয় খ্যাতি আর দুই পাশে ও পিছন দিকে তার নাম লেখা ভ্যানটাকে? কতটা সময় পর সে ফিরে আসবে, শুধু খ্যাতি আর জীবিকার কাছেই নয়, সেই সঙ্গে তার পুরনো জীবনের কাছেও?

এবং সেটাই ঘটলো।

ব্রেন্ডা ফিরে এলো। ম্যানোরে নয়। ওই অধ্যায় শেষ হয়েছিলো আগেই। এমন কি ব্রেন্ডা চলে যাবার আগে থেকেই ম্যানোরে যাওয়া বন্ধ করেছিলো লেস। তাছাড়া সবজি ক্ষেত পরিচর্যা, সপ্তাহান্তের কাজ ইত্যাদিও বন্ধ করে দিয়েছিলো সে। সবকিছু ঠিকঠাক রাখার হাত ও হৃদয়ের সব চেষ্টা আবর্জনায় নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো। ম্যানোর সবকিছু গিলে ফেলেছিলো। আবর্জনা; কিন্তু ম্যানোর বিনিময়ে কিছু দিয়েছিলোও, আনন্দ দিয়েছিলো, আর লেসকে অনেক সপ্তাহ দিয়েছিলো বন্য এলাকার স্বাধীনতা। ঠিক যেমন ব্রেন্ডা ও লেস খড়ের ছাউনিওয়ালা কুটিরে আসার আগে শহর থেকে আসা ডেয়ারিম্যানকে এই পল্লীর জীবন দিয়েছিলো সেসব দিনের সৌন্দর্যের কিছু খাঁটি আইডিয়া।

ম্যানোর এখন অতীতের ব্যাপার; এবং লেস পিছু হটে গেছে তার খড়ের ছাউনিওয়ালা কুটিরে - যেটা তার কাছে কখনো রোমান্টিক ছিলো না, আর এখনতো তার জন্যে সবচেয়ে বাজে জায়গা; আবার তাকে ফিরে যেতে হচ্ছে তার ট্র্যাক্টরের শব্দ ও নির্জনতার কাছে, আবার তাকে যেতে হবে অপরিমেয় ঢালু জায়গাগুলোর ওপরে-নিচে, পরীক্ষা করতে হবে মাটি আর ধুলো, এই কালো, এই বাদামি, এই শাদা, এবং তার ক্ষেতের পতিত চেহারা। আমি তাকে দেখেছিলাম তার সবচেয়ে সুন্দর এক মুহুর্তেঃ সবজি নিয়ে আমার দরোজায় উপস্থিত, সেই সবজি সে আমাকে দিচ্ছে ধ্রুপদী অঙ্গভঙ্গি সহকারে, আর সেই সঙ্গে বিশুদ্ধ শুভকামনার হাসি; একজন মানুষের হাসি, সেই মুহুর্তে যে সামান্য ভালোবাসা পাচ্ছে তার প্রিয় ব্যক্তির কাছে থেকে, আর তার কিছু অংশ ছড়িয়ে দিচ্ছে তার চারপাশের মানুষদের মধ্যে।

BanglaBook.org

ব্রেন্ডার জন্যে সেই প্রত্যাবর্তন, ইতালি থেকে ওই কুটিরে ফিরে আসা অবশ্যই ভয়ানক যন্ত্রণাদায়ক হয়েছিলো। বিশেষ করে পুরো এক পক্ষকাল ফিলিপস্‌দের কোয়ার্টারে রাজত্ব করার পর, যেখানে বসার ঘর থেকে দেখা যেতো প্রাঙ্গন, ভাস্কর্য, পুরনো গাছগাছালি আর নদীর বিপুল দৃশ্য।

মিসেস ফিলিপস্ ব্রেন্ডার ফিরে আসা সম্পর্কে মন্তব্য করলো, 'মাইকেল ওকে লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে।' আর বেশি কিছু সে বলেনি।

মাইকেল! নামের প্রথম অংশ ব্যবহারে মিসেস ফিলিপস্ -এর কোনো নতুন আসঞ্জন প্রকাশ পেয়েছিলো, নতুন কিছু – অথবা পুরনো – সহানুভূতি; শুঁড়িখানা, ক্লাব অথবা হোটেল বার ইত্যাদি 'শহুরে' জীবন থেকে উদ্ভূত কিছু – যা এক সময়ে হয়তো জড়িত ছিলো মিস্টার ও মিসেস ফিলিপ্‌স, ব্রেন্ডা ও লেস এবং মাইকেল অ্যালানের সঙ্গে।

শরৎ কালটা আগেভাগে এসে পড়ায় ভালো হয়েছিলো। এখন আর ব্রেন্ডাকে বাইরে বেরিয়ে লোকজনকে চেহারা দেখাতে হবে না, আর প্রমাণ করতে হবে না যে সে (লজ্জার হেতু সত্ত্বেও) অলজ্জিত এবং জীবন ঠিক মতোই চলছে। সে এখন তার সামনের দরোজা বন্ধ করে দিয়ে ঘরের ভিতরেই থাকতে পারবে; ঠিক যেমন লেস তার ট্রাক্টর নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে আর চালকের কেবিনে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে।

যে ফার্মিং অর্গানাইজেশন এই শহুরে লোকদের নিয়ে এসেছিলো এই উপত্যকায় (আর নিজস্ব পন্থায় উপত্যকার কিছু অংশ পুনরায় তৈরি করেছিলো) সেটা যেন বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিলো, কি কারণে তা আমার জানা ছিলো না। এ ধরনের ব্যাপার ছিলো ভূমিতে বা আকাশে সামরিক মহড়ার মতো ঃ বিপুল সব কাজ কারবার দেখা যায়, কিন্তু বোঝা যায় সামান্যই।

লেস আরেকটা কাজ খুঁজছিলো বলে শোনা গিয়েছিলো। ব্রেন্ডা ও লেসকে রাস্তায় তাদের গাঢ় লালরঙের মোটর-কারে আমি তিন -চারদিন দেখেছি। বাগানে গাড়িটা রাখার জায়গা করার জন্যে ঝোপ আর বেড়ার কিছু অংশ তারা সরিয়ে ফেলেছিলো। আর খড়ের ছাউনিওয়ালা কুটিরটা সাময়িক আশ্রয়ের চেয়ে তো বেশি কিছু ছিলো না। আবেগপ্রবণ হয়ে এর মধ্যে আরো বিনিয়োগ করা হলে সেটা একেবারে জলাঞ্জলি দেয়া হবে, লেসের সন্ধ্যাবেলার কাজ আর ম্যানোরের প্রাঙ্গনে উইকএন্ডের কাজের চেয়েও অনেক বেশি অপচয় হবে সেটা।

ম্যানোরে আসা বন্ধ করার পর তাদের প্রথমবার দেখি গাড়ির মধ্যে। লেস আমাকে অর্ধেক চেনার মতো ভাব দেখালো। ব্রেন্ডার ভাবে মনে হলো সে আমাকে চেনেই না। হয়তো আমার চিঠিগুলো নিয়ে তার সঙ্গে মিসেস ফিলিপ্‌স-এর ঝগড়াঝাটি হয়েছিলো আর তাই সে আমার ওপর ক্ষিপ্ত ছিলো। পরবর্তী সময়ে আবার যখন তাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিলো তখন চেনাজানার ভাব আদৌ অবশিষ্ট ছিলো না। আমাদের সংক্ষিপ্ত সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছিলো।

BanglaBook.org

ভ্যানটাও আমি দেখতাম, মাইকেল অ্যালানের ভ্যান, সেন্ট্রাল হিটিং -এর কারবারে যাতায়াত করছে জরুরি ভঙ্গিতে। গ্রাম—শহরের সাফল্য! ওই রকম জিনিসের একটা দিক মাইকেল দেখিয়েছে এখানে। কিন্তু ইতালি! যার একটা রোমান্টিক সম্পর্ক রয়েছে তিনদিকে নাম লেখা ওই ভ্যানটার সঙ্গে। যখনই আমি ভ্যানটা দেখতাম তখনই মনে পড়তো মিসেস ফিলিপস্ -এর কথা ঃ 'মাইকেল ওকে লাথি মেরে দূর করে দিয়েছে।' এমন কথা শোনার পরেও এখানে বসবাস করা লেস আর ব্রেন্ডার জন্যে কতো কঠিনই না হয়েছিলো, যে কথা নিশ্চয় অন্যরাও শুনেছিলো!

দিনগুলোর পরিধি ছোট হয়ে গিয়েছিলো। সরকারি রাস্তা থেকে ম্যানোর হয়ে আমার কুটির পর্যন্ত পথটা বিকেল চারটের মধ্যেই ভীষণ অন্ধকার হয়ে যেতো। ফলে স্যালিসবারি থেকে মধ্যদুপুরের বাসে চেপে কেনাকাটা করতে গেলে বাসস্টপ থেকে ঘরে ফেরার হাঁটা পথটুকু আমাকে ফ্লাশলাইট ব্যবহার করতে হতো।

গ্রামের অন্ধকার! বড় ঘটনাগুলো ঘটতো প্রায় গোপনেই। আর সেই রকম একটা ঘটনা ঘটে গেল খড়ের ছাউনিওয়ালা কুটিরে।

মিসেস ফিলিপ্সই খবরটা আমাকে দিলো।

সে বললো, ঘটনার দু'দিন পর, 'ব্রেন্ডা মারা গেছে।' সে যোগ করলো, মনে হলো শান্তভাবেই, 'লেস ওকে খুন করেছে।'

'খুন', আনুষ্ঠানিক শব্দ, 'হত্যা' শব্দটির সঙ্গে তুলনায়। আমরা আনুষ্ঠানিক শব্দ ব্যবহার করি, এমন কি শূন্য শব্দও, যখন বড় ঘটনা ঘটে।

লেস আর ব্রেন্ডাকে যেদিন নাশপাতি পাড়তে দেখেছিলাম সেদিনের সেই ছবি ভেসে উঠলো আমার চোখের সামনে—যেন তারা ছিলো দুটো পাখি। তৃপ্ত প্রেমিকের সেই মুখটা আমার মনে পড়ে যে আমাকে সবজি দিচ্ছিলো রান্নাঘরের দোরগোড়ায়, সুখী একজন মানুষের সেই নিবেদন। তারপর আমার চিন্তায় আসে ইতালি এবং চোখের পর্দায় দেখতে পাই মাইকেল অ্যালানের ভ্যান চলেছে টাকা কামানোর কারবারে, চারপাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে তার নাম – অন্য দিকে লেস তার লাল গাড়িটা নিয়ে দৌড়াচ্ছে নতুন কাজের সন্ধানে।

মাত্র কয়েকগজ দূর থেকেও কঠিন বিবেচনা করা, দৈহিক ক্রিয়া সেটা স্থাপন, চূড়ান্ত অবস্থা, শেষে শুধু দেহ। আমি যা জিজ্ঞেস করতে পারি সেই পর্যন্তই ভাবলাম। 'কোথায় ওকে হত্যা করেছে সে?'

'ঠিক ওই কুটিরেই। শনিবার রাতে।'

শনিবার রাতে! সেটা কি মদ পান আর মেজাজের রাত ছিলো? এতে আমি তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম না।

BanglaBook.org

মিসেস ফিলিপ্‌স বললো, 'ব্রেন্ডা তাকে উপহাস করেছিলো।'

এবং 'উপহাস' শব্দটি আমি টেকনিক্যাল শব্দ বলে অনুভব করি, 'খুন' শব্দটার মতোই টেকনিক্যাল। এর যৌন গূঢ়ার্থ ছিলো। ব্রেন্ডা, যে কি না পালিয়ে গিয়েছিলো ইতালিতে, সে যৌন উপহাস করেছিলো। সে ফিরে এসেছিলো কিন্তু মোটেও অপ্রতিভ হয়নি। সে উপহাস করেছিলো, খোঁচা মেরেছিলো। ইতালিতে পালিয়ে যাওয়ার পর সেটার ব্যর্থতার কারণে শাস্তি দিতে সে কতোবার লেসকে 'উপহাস' করেছিলো আর কোন ব্যাপারে সে প্ররোচনা দিচ্ছিলো তাতে তার কোনো ধারণা যে ছিলো না সেটা অনুভব করা ছিলো কঠিন। আর কিভাবে – ধ্বংসের কাজ শুরু করায় – লেস একটা ছুরি ব্যবহার করেছিলো – সে কাজ শুরু করার পর, যেখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর কোনো সুযোগ ছিলো না।

শ্রমিক মৌমাছি আমৃত্যু কাজ করে। সেগুলো মরে গেলে চাক পরিষ্কার করে অন্য মৌমাছি, মৃত শ্রমিকদের লাশের থেকে রেহাই দেয় আর সবাইকে। কেননা মৌমাছি কাজ করে আর পরিষ্কার খুব। আর তাই, কোনো বিরক্তি ছাড়াই, বেশি লোক জানাজানি হবার আগেই এমন কি বাসের লোকেরা জানার আগে, কুটিরটা পরিষ্কার করা হলো।

ব্রেন্ডা 'উপহাস' করেছিলো লেসকে – এটা ছিলো কারণ। আর সমস্ত হৃদয় ছিলো জীবন, বেঁচে থাকা, ও মানুষ নিয়ে; যেমন সেগুলো থেকে থাকবে নারীদের মধ্যেও। পুলিশ ছিলো খুবই সতর্ক, ঘটনাটার মতোই অনেকটা গোপনীয় ভাব দেখাচ্ছিলো তারা। ধারে-কাছের প্রতিবেশীদের তুলনায় বেশি তথ্য পাওয়া যাচ্ছিলো স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা থেকে। প্রতিবেশীরা খুব সামান্যই দেখেছে, তারা নিজেদের একজন অংশীদারের বদনামও দিতে চায়নি ঃ এই মুহূর্তে সবাইকে মনে হয়েছে ব্রেন্ডা ও লেসের আপনজন, আর এই ঘটনাকে তারা দেখছে একটা পারিবারিক ট্র্যাজেডি হিসেবে।

স্থানীয় একটি 'আনুষ্ঠানিকতা' তখনো বাকি রয়ে গেছে। ব্রেন্ডার 'জিনিসপত্র' সংগ্রহ করা। আর কয়েক সপ্তাহ পর, শীতকাল বসন্তে রূপান্তরিত হবার আগে, কুটির থেকে ব্রেন্ডার জিনিসপত্র সংগ্রহ করার জন্যে ব্রেন্ডার বোন এলো। কুটির তখনও খালি পড়ে ছিলো। আর গাঢ় লাল রঙের মোটরকারটা সেখানে আর ছিলো না।

মৃত মানুষের জিনিসপত্র সংগ্রহ করা – বিষয়টা অনেকটা পুরনো দুনিয়ার মতো কিছু, পবিত্রতার ধারণার একটা মুখাবয়ব, যথাবিহিত দাফনের একটা মুখাবয়ব, মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন; আর এটাকেই বলা হয় কিছু প্রথা। কিন্তু সে সব কিছুই ছিলো না। মৃত মহিলার জিনিসপত্রের জন্যে আগমন একটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় ছিলো। আমি যদি ম্যানোরের রান্নাঘরে না থাকতাম তাহলে এ

BanglaBook.org

বিষয়ে কিছুই জানতে পারতাম না, ওখানে গিয়েছিলাম মিসেস ফিলিপ্‌স -এর সঙ্গে কয়েকটা ছোট বিল মেটাতে, সেই সময় ব্রেন্ডার বোন সেখানে আসে।

ব্রেন্ডার বোনকে চিনতো মিসেস ফিলিপ্‌স। ফিলিপ্‌সদের 'শহুরে' জীবনের এটা ছিলো আরেকটা চিহ্ন, গ্রাম ও ম্যানোরের বাইরে সেই জীবন। কেন এসেছে সে কথা ব্রেন্ডার বোন জানানোর পর মিসেস ফিলিপ্‌সকে অত্যধিক গম্ভীর দেখাল। আমি ভিতরে ভিতরে আলোড়িত হলাম। পরিচয় পর্ব শেষ হলে আমরা সবাই মিসেস ফিলিপ্‌স -এর বসার ঘরে আসি যেখান থেকে নদীর দৃশ্য দেখা যয় বাইরে, তারপর জলজ চারণভূমি, আর এদিকে বাগান, পুরনো পাথুরে বারান্দা, মাটির কুঁজ, ছত্রাক, পাখিদের জন্যে দানার পাত্র ইত্যাদি – বড়বাড়ির বাগান আর পেছন দিককার গৃহসংলগ্ন দৃশ্যাবলীর মিশ্রণ যা আমি দেখেছিলাম (বৃষ্টি আর কুয়াশার ভিতর দিয়ে) এখানে আমার আগমনের প্রথম দিনে যখন আমি জানতাম না কোথায় আছি অথবা বুঝতাম না কি দেখছি আর সাক্ষাৎ করতে এসেছিলাম মিসেস ফিলিপ্‌স-এর সঙ্গে। এরপর ওই দৃশ্য আমি দেখি কেবল বড়দিনের সময় (সেইসব বছরে যখন আমি বিদেশে ছিলাম না) মিসেস ফিলিপ্‌সকে আমার উপহার দিতে গেলে।

ব্রেন্ডার বোনকে প্রথম দর্শনে ব্রেন্ডার মতো লাগে না মোটেও। তার বয়স বেশি, আর সে স্থূলাঙ্গিনী। স্থূলতার একটা পরিমান আছে, যাতে বোঝা যায় অসুস্থতা। ব্রেন্ডার ওজন, নিতম্বে ও উরুতে, ছিলো আলাদা রকম; এতে বোঝা যায় তার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু ঠিক তখনই আমার চোখে পড়ে তার অবয়বে ব্রেন্ডার পূর্ণ ঠোঁট ও বন্য চোখ। চোখে পড়ে তার চামড়ার মসৃণতা আর গায়ের রঙের বিশুদ্ধতা যা একটি মেয়েকে, যখন সে মেয়ে ছিলো, তার নিজের সম্পর্কে দিয়েছিলো উঁচু ধারণা, কিন্তু এখন যা বাতিলে পরিণত হয়েছে। এই বোনদের জন্যে সবকিছু ঠিকঠাক চলেনি বলেই মনে হচ্ছে। আলাদা আলাদা পথে তাদের সৌন্দর্য ক্ষতির কারণ হয়েছে।

ব্রেন্ডার বোন বসবাস করতো একটা ছোট, নতুন শহরে। শহরটা দক্ষিণে, স্যালিসবারি ও বোর্নমাউথের মাঝামাঝি, না শহর, না গ্রাম, এমন কোনো জায়গাও নয় যেখানে এই মহিলা বাকি জীবন কাটিয়ে দেবার কথা ভাবতে পারে।

ফিলিপ্‌সদের বসার ঘরে কিছুক্ষণের জন্যে মনে হলো ব্রেন্ডার বোনের আগমন যেন খাঁটি সামাজিক ব্যাপার। কিন্তু তারপর হঠাৎই তার মনে পড়ে কোন ঘটনা তাকে এখানে টেনে এনেছে। সে বললো, 'তুমি সবকিছু রক্ষা করতে চাও। আবার তারপর তুমি সবকিছু ছুড়ে ফেলে দিতে চাও।' তার কণ্ঠস্বর ভেঙে যায়; তার চোখে পানি ছলছল করে। 'ও এত কম জিনিস রেখে গেছে। ওর কাপড়চোপড়।' সে হাসার চেষ্টা করে। 'পোশাকের ব্যাপারে ওর বাছাবাছি ছিলো। কিন্তু ওর পোশাক নিয়ে আমি কি করতে পারি?'

BanglaBook.org

কোনো অশুভ কামনা নয়, কোনো ক্রোধ নয়, কোনো প্রতিশোধের ইচ্ছা নয়।

সে বললো, 'লেসের জন্যে ও খুব বেশি ভারী হয়ে গিয়েছিলো। লেসের পক্ষে ওকে চালানো সম্ভব হতো।

মিসেস ফিলিপ্স তাকে সুযোগ দিলো কথা বলার।

ব্রেন্ডার বোন বললো, 'ও এমন কি লেসকে অদ্ভুত বলে মনে করতো। তুমি কি তা জানতে? ও আমাকে বলেছিলো, লেস প্রত্যেক সকালে চুল ধোয়। কাজের শেষে সন্ধ্যায় নয়, কারণ ভেজা চুল নিয়ে সে ঘুমাতে চাইতো না। কিন্তু সকালবেলায়। লেস আমার ছেলে রেমন্ডের মতো। আমার মনে হয় কেউ তাকে অদ্ভুত মনে করে না কারণ সে ওটা করে। রেমন্ড ওটা করে ওর স্কুলের মেয়েদের জন্যে।'

আমার সব সময়ই ধারণা ছিলো যে ব্রেন্ডাই লেসকে ঠিকঠাক পোশাক পরতে উদ্বুদ্ধ করতো, আর লেসের জিনিসপত্র পছন্দ করে দিতো। চুল পরিষ্কার বিষয়ক এই খবর একজন নিঃসঙ্গ ও মরীয়া মানুষের কথাই তুলে ধরে।

ব্রেন্ডার বোন বললো, 'নিজের জীবনের কাছ থেকে ব্রেন্ডা অনেক কিছু চাইতো। আমার মা যুদ্ধের আগে কি পরিমাণ কষ্টভোগ করেছে তা আমাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিলো একেবারে মগজ ছ্যাদা করে, তারা তখন বাস করতো ছোট্ট একটা সামরিক বাড়িতে, আশা করতো আমার বাবার বড় একটা কিছু হবে। কিন্তু কিছুই হয়নি। ছোট্ট একটা সামরিক বাড়িতে আমরা বাস করতাম।'

যে গল্পটা আমাদের সে বলেছিলো সেটা তার বাবার, যিনি সাধারণ একজন চাকরিজীবী ছিলেন, কারখানার কাজের কিছু অভিজ্ঞতা ছিলো যার, যুদ্ধের সময় তাদের মনে কিছু আশার সঞ্চার ঘটেছিলো। একটা এরোপ্লেনের লেজে গোলার আঘাত হেনেছিলেন তিনি। আর সাধারণ একজন চাকরিজীবী থেকে কয়েক মাসের জন্যে তাকে কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করে নেয়। সে একাই নয়, যদিও; তার মতো আরো অনেক লোকই ছিলো, বুদ্ধি-ওয়ালা সব মানুষ।

'সব সময় সে তার পথে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যেতো। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সব সময় ওই কথাগুলো আমি শুনতাম। আজকের কাগজে যখন আমি বিজ্ঞাপন দেখি আর দেখি একই শব্দগুলো, তখন সেইসব কথা আমার মনে পড়ে।'

আমি মনে করি না সে গল্প বানিয়ে বলছিলো। নির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া তার 'প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়' শব্দগুলোর ব্যবহার ছিলো প্রভাবদায়ক; এতে বোঝা যাচ্ছিলো উচ্চারণ করার মতো শব্দগুলোর অর্থও সে জানতো।

BanglaBook.org

কিন্তু তার বাবার কিছুই ঘটেনি। কামান পরিবর্তন করা হয়েছিলো; বিমান রূপান্তর বা স্থানান্তর করা হয়েছিলো, আর চাকরিজীবী আবারও পরিণত হয়েছিলো সাধারণ মানুষে। কিন্তু মায়ের ভিতর দিয়ে তার মেয়েরা একটা সাধারণ আশাবাদসহ গৌরবের স্বপ্ন দেখার উত্তরাধিকার পেয়েছিলো।

আশার জন্যে একটা আকাঙ্ক্ষা এবং আশাবাদিতার ব্যাপারে উৎকণ্ঠা। সেটা তৈরি হয়েছিলো মেজাজ, হতাশা, আত্মধ্বংসীপ্রবণতার জন্যে। যেন গঠনে আমরা সবাই বহন করে চলেছি আমাদের পূর্বপুরুষদের ওপর পতিত দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া, যেন নানাদিক থেকে আমরা জন্মানোর আগেই পূর্বনির্ধারিত হয়ে গেছে আমাদের জীবনের ঘটনা পরম্পরা, আমাদের জীবনের অর্ধেক রূপরেখা তৈরি হয়ে গেছে আগেই আমাদের জন্যে।

ব্রেন্ডার বোন বললো, 'আমি কথা বলতে পারি না। আমি তেমন ভালো ভাবে নিজে বলতে পারিনি।'

সে বিয়ে করেছিলো একজন নির্মাতাকে, যাকে একজন বিপুল বিত্তবান ও ফ্যাশনদার মনে হয়েছিলো তার। কিন্তু পরে বিপরীতটাই দেখা যায়। কঠিন দুর্দিনের মধ্যে পড়তে হয় তাদের, তখন ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টায় জার্মানিতে লোকটা ব্যবসা শুরু করে। সেটা সব কিছু আরো বিশ্রী করে তোলে। তারপর সেখানে এক তরুণীর সাথে মাখামাখি হয় লোকটার, ব্রেন্ডার বোন একদা যেমন চাকচিক্যময় ছিলো তেমনি তার দৃষ্টিভঙ্গিতে এই তরুণীও খুব গ্ল্যামারপূর্ণ ছিলো। লোকটা শেষ পর্যন্ত বাড়ি ছেড়ে গেল, ছেড়ে গেল তার স্ত্রী ও সন্তানদের।

একটা পুরনো গল্প -- ব্রেন্ডার বোন যা বললো; আর ওভাবেই সে বলেছিলো, নাটকটা অভিনয়ে রূপ দিচ্ছিলো। 'সাধারণ ভাবে, মাগিন্‌সদের জানানো হতো সব শেষে।' এখন তার সবটুকু যত্ন তার ছেলের জন্যে; ছেলেটাই এখন তার সবকিছুর কেন্দ্র; এক্ষেত্রে নিজেকে সে সংকীর্ণই করে ফেলেছিলো।

সুতরাং, যদিও ব্রেন্ডার বোন পয়েন্টটা তৈরি করেনি, তবুও তার জীবনের একটা প্যাটার্ন ছিলো। তার পিতার স্থানে এসেছিলো তার স্বামী, এবং তার স্বামীর জায়গায় তার পুত্র। ব্রেন্ডার জীবন পুনরাবৃত্ত হয়েছিলো। সে একই রকম অথবা একই সংস্করণের জীবন যাপন করছিলো। অথবা, এর প্রতি অন্য এক দিক থেকে তাকালে দেখা যাবে, প্রায় এটা আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই, তার কামনা ও পছন্দের জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিলো – যেমন শেষ হয়ে গিয়েছিলো তার বাবার, মায়ের, এবং সম্ভবত তার পূর্বপুরুষদের প্রজন্মগুলোর।

নিজের সম্পর্কে ব্রেন্ডার বোনের কথাগুলো বেরিয়ে এসেছিলো তাড়াহুড়া না করে; আর তার হিস্টিরিয়া লক্ষ্যনীয় হয়ে উঠেছিলো। সুতরাং এটা সম্ভব, তার

BanglaBook.org

সকল শান্ততার পর, এমন কি আনুষ্ঠানিকতার পর, মিসেস ফিলিপ্‌স -এর বসার ঘরে, সেই বিপুল দৃশ্যসম্ভারসহ, অশুভ ব্যক্তি হিসেবে ব্রেন্ডার বোনকে দেখতে পাওয়া, কেউ একজন ব্রেন্ডাকে তার অতীত পরিবারের চেয়েও বেশি লক্ষ্য করেছিলো, সেই অতীত যেখানে সত্যিই বিশাল এক ঘটনার অনুপস্থিতি ছিলো। আর একই সময়ে দেখার সম্ভাবনা ছিলো যে তার চেহারা ব্রেন্ডার কথা মনে এনে দেয়, কিন্তু সেই সঙ্গে আরো কিছু – আরেকটা দিকের মতো—ব্রেন্ডার প্রণয়াবেগের কিছু। সেই রকম প্রণয়াবেগ, তাতে কতো শেকড়, কতো কম জানাবোঝা, এবং সেইসব লোক যারা ওই প্রণয়াবেগের শিকার হয়েছিলো।

তারপর এখনো মসৃণ চামড়াওয়ালা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মহিলাটি স্মরণ করলো তার সামাজিক মর্যাদার কথা। সাক্ষাৎ শেষ হলে গিয়েছিলো যে কারণে সে এসেছিলো সেটা সে করলো ঃ তার বোনের জিনিসপত্র সংগ্রহ করা, যে বোন মাত্র গত হয়েছে।

আমরা বসার ঘর ছেড়ে আসি। একটা করিডোর; পুরু দেয়াল, জানলায় পাথর বসানো; বড় রান্নাঘরে যাবার একটা দরোজা। আর পোর্টিকোয় মিসেস ফিলিপ্‌স বললো বিদায়।

আমরা ম্যানোরের আঙিনায় বেরিয়ে আসি আর কর্কশ, পাথুরে গাড়ি চালানোর পথে হাঁটি, ব্রেন্ডার বোন বলে, এবং বসার ঘরে তার স্পষ্ট আস্থাশীলতার পর একেবারে হঠাৎ, 'আমার মনে হয় না আমি কখনো মিসেস ফিলিপ্‌সকে ক্ষমা করবো।'

সে বিরক্ত হয়েছিলো। আমি তার সঙ্গে রাস্তা পর্যন্ত হাঁটতে শুরু করি। আমরা সামনের দিকে পায়ে হেঁটে এগোতে থাকলে সে আমাকে বললো ব্রেন্ডার ইতালিতে পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে।

মাইকেল অ্যালান গিয়েছিলো বিমানে। ব্রেন্ডা গিয়েছিলো ট্রেনে। ওই ভ্রমণের সময় – খুব সামান্য ইংরেজি শুনে, লোকজনের সঙ্গে কম কথা বলে – যা সে করছিলো তা নিয়ে সে প্রচুর ভেবে ছিলো, এবং সে ভীত হয়ে পড়েছিলো। রোমে যখন সে পৌঁছায় তখন সে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে মাইকেলের সঙ্গে যাবে না। সে ভেবেছিলো একটা হোটেল গিয়ে উঠতে পারবে আর লেসলিকে একটা বার্তা পাঠাবে, এমন কি তাকে ডেকে পাঠাবে। তার কাছে টাকা-পয়সা ছিলো খুব কম, মাত্র কয়েক দিন চলার মতো। রেল স্টেশনের কাছে একটা হোটেলে রুম বুক করেছিলো সে। বাড়িতে ফোন ছিলো না, মানে খড়ের ছাউনিতে। সুতরাং সে ফোন করলো ম্যানোরে আর লেসলিকে একটা বার্তা পৌঁছে দিতে বলো।

কিছুই ঘটলো না; লেসলির কাছ থেকে উত্তরে একটা শব্দও এলো না। তারপর, তার গৌরব হজম করে (যেহেতু তাদের ভিতর কিছু ঝগড়া হয়েছিলো), ব্রেন্ডা টেলিফোন করেছিলো জ্যাকের পুরনো কুটিরের মহিলাটির কাছে—সেই

মহিলা যে প্রত্যেক দিন অপরাহ্নে বড় রাস্তা থেকে নিজের মোটর গাড়িতে করে স্কুল বাস থেকে নেমে আসা তার বাচ্চাদের নিয়ে আসতে যেতো এবং কখনোই যে আমাকে দেখেও মৃদু হাসেনি। সেই নারী যে সমান করে দিয়েছিলো জ্যাকের বাগান। কিন্তু তখনো কোনো বার্তা এলো না লেসলির কাছ থেকে। এই সময়ে ব্রেন্ডার টাকা ফুরিয়ে গিয়েছিলো। সে তখন যা না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সেই কাজই করলো। সে মাইকেল অ্যালানের কাছে গেল এবং তার সঙ্গেই থাকলো মাইকেল তাকে, যেমনটা আমরা সবাই শুনেছিলাম, লাথি মেরে তাড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত।

সে ফিরে এসেছিলো ক্ষিপ্ত মনে, যে মানুষটাকে শ্রদ্ধা করেছে, অথবা অদ্ভুত হিসেবে শ্রদ্ধা করার ভান ধরেছে তাকে বিদ্রুপ করার মেজাজ নিয়ে, সে তো সম্পূর্ণ মানুষ নয়। সে এমন শিহরণ অনুভব করলো যে রোমে রেল স্টেশনের কাছেই একটা হোটেলে বেশ ক'দিন সে থাকলো ঃ অভাবে পড়া মেয়ে, বিপদে পড়া মেয়ে, অন্য দিকে প্রেমিক তার নিরুদ্বীগ্ন। লেসলির সবকিছু করা উচিৎ ছিলো, সব কিছু বিক্রি করে দেয়া উচিৎ ছিলো, দরকার ছিলো তার কাছে যাওয়া। কিন্তু লেসলির কাছ থেকে কোনো একটা শব্দও আসেনি।

ব্রেন্ডার বোন বললো, 'মিসেস ফিলিপ্‌স কখনোই ব্রেন্ডার পাঠানো বার্তাগুলো লেসলির কাছে পৌঁছে দেয়নি। দিয়েছে, তবে চার-পাঁচদিন পর, ব্রেন্ডা যখন হোটেল ছেড়ে মাইকেলের কাছে চলে গেছে তখন। সে না কি ভুলে গিয়েছিলো। সে না কি ভেবেছিলো এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কিন্তু আসলে এটা সে করেছিলো উদ্দেশ্য–প্রণোদিত হয়েই।'

জ্যাকের পুরনো বাড়িতে বসবাস করতো যে মহিলা তার কাছ থেকে কিছুই আশা করে না বলে জানালো ব্রেন্ডার বোন। কিন্তু এই গল্পটা ওই মহিলাকে নতুন একটা চরিত্র দিলো – এবং তার গাড়ির আকার ও রঙ – অপরাহ্নে স্কুল বাস তার ছেলেদের সরকারি রাস্তায় নামিয়ে দিয়ে যেতো আর সেখান থেকে তাদের নিয়ে আসার জন্যে গাড়ি চালিয়ে যেতো সে।

একদিন, গ্রীষ্মের শেষ দিকে, পুরনো খামার বাড়ি আর যা ছিলো জ্যাকের কুটির ও বাগান সে সব হেঁটে অতিক্রম করে যাচ্ছি – ওইসব ধ্বংসাবশেষকে অবশ্য জ্যাকের কুটির ও বাগান বলা যাবে না, ওগুলোর মধ্যে জ্যাকের পৃথিবীর কোনো আকার খুঁজে পাওয়া যাবে না আর – এক দিন, হেঁটে অতিক্রম করে যাচ্ছি খামার ও বিস্তীর্ণ এলাকা আর খড়ের সুইস রোল, যেখানে গাদা করে রাখা হয়েছিলো সেই জায়গা এবং কালো ও উজ্জ্বল সবুজ রঙের নতুন ঘাসে পরিপূর্ণ সেই এলাকাটি, হঠাৎ আমি শুনতে পাই অল্পবয়সী গাছপালার পিছনে প্রচন্ড অগ্নিকান্ডের আওয়াজ – আর ওই গাছপালাগুলোও তখন অল্পবয়সী ছিলো না, সেগুলো বড় হয়ে গিয়েছিলো।

BanglaBook.org

গাছগুলোর পিছন থেকে শব্দটা এলো; আমি ধোঁয়া দেখতে পাই, গালপালার কালো কালো গুঁড়ির মধ্যে, পিছনের মাঠগুলোয় অগ্নিশিখা দেখা যায়, তাপের প্রবাহ এসে আমার গায়ে আঁচ লাগায়। আমি তাপ অনুভব করি। তারপর দ্রুত সবকিছু ঢাকা পড়ে যায় চিৎকারে। অন্য এক আওয়াজের কথা আমার মনে পড়ে যায়। সেই শব্দ আমি শুনেছিলাম আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় দক্ষিণ আমেরিকার পাহাড়ি এলাকায় ঃ বিশাল এক জলপ্রপাতের শব্দ। পানি, আগুন – দুর্যোগের সময়ে এগুলো আওয়াজ করে একই রকম। হৈ চৈ আওয়াজের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হয় সব ব্যাপারই আসলে এক।

আমার ফিরতি পথে – ইতোমধ্যে আগুন নিভে গিয়েছিলো দ্রুত, বনের পিছনে মাঠের মধ্যে ছাই পড়ে ছিলো – পরিব্রাজন থেকে আমার ফিরতি পথে, তখন এবং তারও পর, খড়ের ছাউনিওয়ালা শূন্য বাড়ির জানলার নিচে একটু জায়গায় সৃষ্টি হয়েছে ছত্রাক, জ্বলজ্বল করছে তার সবুজ রঙ, অপ্রাকৃতিক কোনো কিছুর মতো, ওই সবুজ সবজির চেয়েও অধিক বলে মনে হয়।

এখন খড়ের ছাউনিওয়ালা বাড়িটা নীরব। গ্রীষ্মের গোলাপ আর ঝোপের বেড়াওয়ালা ছোট বাগানটা এখন ধ্বংস বিশেষ।

আর তেমনি নীরব অন্যদিকের পাহাড়ের ওপাশে, উপত্যকার তলদেশে সেই পুরনো, ঘাসে -ঢাকা মেঠোপথের শেষে সেই পরিত্যক্ত ছোট খামার বাড়িটা, একেবারে কালো হয়ে গেছে আবহাওয়ায়, তেমনি নীরব লাগলো যখন আমার চোখে পড়ে এক শনিবার বা রবিবার বিকেলে, নিচের দিকে জনশূন্যতার নীরবতার মধ্যে ঃ জ্যাকের কুটিরের ছেলেমেয়েরা সাইলেজ পিটের টায়ারগুলো নিয়ে খেলছিলো তখন।

এবং সেখানে, হয়তো, পুরোপুরি একটা স্থান হিসেবে উপত্যকার প্রতি জ্যাকের দৃষ্টিভঙ্গি অব্যাহত থাকবে; যা আমার দৃষ্টিতে ক্ষয়িষ্ণু সেটা ছাড়া এক দৃষ্টিভঙ্গি; শৈশবের এক দৃষ্টিভঙ্গি যা সম্প্রসারিত হয় প্রাপ্তবয়স্কের মনেও।

অন্য লোকেরাও আছে যারা উপত্যকা আর গাড়ি চলাচলের রাস্তাকে এমন ভাবে দেখে যেন তার কোনো ক্ষয় নেই। একদিন হেঁটে যাচ্ছি, পুরনো খামার বাড়ি অতিক্রম করে, বার্চ গাছগুলোর নিচে টাটকা তৃণশয্যা অতিক্রম করে, চক পিটের আগুন পার হয়ে, নতুন বনভূমির দিকে মোড় নিচ্ছি, অনেক দূরে সেই সময় আমি একটা মূর্তি দেখতে পাই।

পরিব্রাজনের সময় নির্জনতায় আমি অভ্যস্ত। অনেক দূরে একজন মানুষের এই রকম দৃশ্য, অন্তত দশ বা পনেরো মিনিটের দূরত্ব, আমার নিজস্ব আবিষ্কার-

BanglaBook.org

উদ্ভাবনের এই পরিব্রাজন একেবারে নষ্ট করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে পরিব্রাজন বাদ দিয়ে আমি ঘুরে দাঁড়াতে পারি।

কিন্তু এইবার আমি তা করলাম না। মানুষটা একজন মাঝ—বয়সী মহিলা। একেবারে ছোট-খাটো। অনেক দূরে, আর বিশেষ করে যখন দেখা যাচ্ছে আকাশের পটভূমিতে, তাকে শারীরিকভাবে কর্তৃত্বপরায়ন মনে হয়েছিলো; বাইরের শূন্যতার পটভূমিতে দাঁড়ানো মানুষ। আমরা পরস্পরকে অতিক্রম করার ঠিক আগে তার অভিবাদন ছিলো সহজ, খোলামেলা; আমরা থেমে দাঁড়াই আর কথা বলি। সে শ্রিউটনে কাজ করে। এম্‌সবারিতে বাস করার সময়, সে বলে, সে নিয়মিত পায়ে হাঁটতে বেরোতো। এখন সে বেরিয়েছে হরিণ দেখার জন্যে। আমরা দু'জনেই তাহলে এক উদ্দেশ্যের পথিক। সে বললো যে হরিণের সার্কিট নিয়ে তাকে কাজ করতে হয়েছে। সে জানে সরকারি রাস্তার কোন জায়গা ওগুলো অতিক্রম করে। আর এটা অনন্যসাধারণ, তিন দিকে ব্যস্ত মহাসড়ক আর এক দিকে আর্মি ফায়ারিং রেঞ্জের মাঝখানে ছোট্ট এক টুকরো জায়গায় একটা হরিণ পরিবারের টিকে থাকা।

এই মহিলার চোখে এটা ক্ষয়িষ্ণু এলাকা নয়। নিচে সমতল ভূমি, পায়ে হাঁটা, হরিণঃ সব সময় যেমন সুলভ তেমনি প্রাকৃতিক বিশ্বের বিস্ময়।

এবং পুরনো খামারের ব্যবস্থাপকের চোখেও ক্ষয়িষ্ণু নয়। আমি তাকে দেখি একদিন একটা ঘোড়ার পিঠে। এক পাশে বন আর একপাশে বৃক্ষহীন মাঠ বা চারণভূমির মধ্যে অবস্থিত পথে। পুরনো দিনে এসব জায়গায় প্রায়ই সে পরিদর্শনে আসতো তার ল্যান্ড—রোভারে চড়ে। কিন্তু এখন সে অবসর গ্রহণ করেছে। একটা ঘোড়ার পিঠে চড়া দেখি তাকে, অবসরের আনন্দময় সময় কাটানোর আরেকটা চিহ্ন।

ঘোড়াটা বিরাট, সুন্দর রঙের, লালচে-বাদামির ওপর শাদা বা ধূসর দাগ। ঘোড়াটা ছিলো বেকায়দা, সে বললো। এটা তার মেয়ের দেওয়া উপহার। যার বিয়ে হয়ে গেছে আর বসবাস করতে চলে গেছে গ্লুকেস্টারশায়ারে; আর ওই ছিলো তার কথা বলার বিষয়ঃ তার মেয়ে (ঘোড়ার ব্যাপারে খুব দক্ষ) এবং মেয়ের উপহার দেওয়া ঘোড়া (মেয়ের জন্যে কোনো সমস্যা নয়, ওই প্রাণীটা)।

খামারের ব্যবস্থাপকের বাড়িটা ছিলো রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে, এলাকাটার উপকণ্ঠে; তার বাগানটা নিখুঁত; তার মেয়ে এখানেই বড় হয়ে বিয়ের পর চলে গেছে; আর এখন তার দিনগুলো ফাঁকা। কতো তাড়াতাড়ি তার সময় চলে গেছে! কতো তাড়াতাড়ি একজন মানুষের সময় ফুরিয়ে যায়! এত তাড়তাড়ি যে দুই-তিনটে জীবন-চক্রেও তাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

BanglaBook.org

তার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আমি এসব নিয়ে ভাবিনি। তাকে যখন ঘোড়ার পিঠে বসা অবস্থায় দেখি তখন খুব বেকায়দা মনে হচ্ছিলো – সে ঘোড়ার পিঠ থেকে নামে, কিছুটা স্বস্তি নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলার জন্যে – প্রথমে আমি ভেবেছিলাম যে কিছু লোক যা বলে তা সত্যিঃ দৈহিকভাবে উদ্যমশীল লোকেরা কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিলে দ্রুত বুড়িয়ে যায়। সেও বুড়িয়ে গেছে। নুইয়ে পড়েছে সামনের দিকে। তার হাঁটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেছে (প্রথম যেদিন তাকে হাঁটতে দেখেছিলাম সেদিন তার হাঁটার ভঙ্গি মনে হয়েছিলো 'চাষীর হাঁটা')।

আরেকটা ভাবনা, একজন মানুষের সক্রিয় জীবনচক্রের সংক্ষিপ্ততা সম্পর্কে, আমার মনে এসেছিলো পরে, যখন আমি ম্যানোর ও আমার কুটির পরিত্যাগ করেছিলাম, যখন আমার জীবনের ওই অধ্যায় সমাপ্ত হয়ে গেছে চিরতরে, আর আমি অনুভব করতে শুরু করেছিলাম, মনে মনে, যে শক্তি আর ক্রিয়া কোনোটাই আর পুরোপুরি আমার কম্যান্ডে নেই, আর এসব ব্যবহৃত হয়ে গেছে তো ব্যবহৃত হয়ে গেছে। বেকায়দা ঘোড়ার পিঠে ব্যবস্থাপককে দেখার অল্প কয়েক বছর পর এইসব চিন্তা-ভাবনা আমার মাথায় এসেছিলো, তখনই লক্ষ্য করেছিলাম বয়স, শক্তি ও প্রত্যাশার মধ্যে তার ও আমার পার্থক্য। কিন্তু মধ্য বয়স কোনো কোনো মানুষের মধ্যে এসে পড়ে তাড়াহুড়ো করে; আর মধ্য বয়স আমার ওপর তেমনি দ্রুতই এসে পড়েছিলো যেভাবে বার্ধক্য এসে পড়েছিলো ব্যবস্থাপকের ওপর।

আমি শুনতে চেয়েছিলাম খামারের নতুন লোকজনদের সম্পর্কে ব্যবস্থাপক কিছু বলুক। আমি তাহলে বলতে পারতাম তার কাজ আমার কতো ভালো লাগতো। কিন্তু সে উৎসাহী ছিলো না। সুতরাং সংহতি বজায় ছিলো অনুচ্চারিতভাবেই। আর সেটাই ঠিক ছিলো। কেননা ঘটনাচক্রে, রহস্যজনক ভাবে (অন্তত আমার কাছে), নতুন উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো, দুটো রুক্ষ-শুষ্ক গ্রীষ্ম মৌসুমের পর, এমন রুক্ষ গ্রীষ্ম যে আমার কুটিরের বাইরে ফোটা কমলার কুঁড়িগুলো মরে গিয়েছিলো।

ওই খরা চলার সময় আমি বলাবলি করতে শুনেছিলাম – বাসে, আর ভাড়া-গাড়ির লোক ব্রের কাছ থেকে – যে গবাদি পশুর জন্যে পানির কোনো ব্যবস্থা নেই, সুতরাং পানি যেখানে আছে সেখানে ওগুলো স্থানান্তর করা হবে, হয়তো পাঠিয়ে দেওয়া হবে ওয়েলস্-এ। নতুন উদ্যোগের ফলাফল ছিলো এই। আমি জানি না ঠিক এ রকম কোনো কিছু–করা হয়েছিলো কি না। তাতে কিছু আসতো–যেতো না। কারণ উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিলো। আর এই ব্যর্থতা ঘটেছিলো নীরবেই – যার প্রতিক্রিয়া পড়েছিলো অনেক মানুষের ওপর, অনেক একর জমির ওপর।

ব্যর্থতার কথা আমি জানতে পারি কিছু পরে। যন্ত্রপাতিগুলো ওখানে ছিলো; গরু ছিলো; গাড়িতে চড়ে লোকেরা আসা-যাওয়া করছিলো; ধাতব দেয়ালের

BanglaBook.org

গোলাঘর থেকে শস্য নিতে আসছিলো বিশালকায় ট্রাকগুলো। কিন্তু তারপরেই ক্রমে ক্রমে ব্যর্থতা প্রকাশ হতে থাকে।

গোলার পাশে অবস্থিত প্রি-ফেব্রিকেটেড গো-ছাউনি খোলা ছিলো, সামনে ও পিছনে, আর গোবর ও খড় পরিষ্কার করা হয়েছিলো। আর তারপর থেকেই সেটা খোলা ও শূন্য পড়েছিলো। দুধ দোয়ানো নতুন দালান বা পার্লার নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো খুলে। পাহাড়ের পাশে সেটার কংক্রিটের প্ল্যাটফর্ম এখনো নতুন রয়ে গেছে। জ্যাকের গ্রীনহাউজের মতো; সেটারও শুধু কংক্রিটের মেঝেটা পরিত্যক্ত রয়ে গেছে।

আবারও যেন সবকিছু একটা ধ্বংসাবশেষ রেখে যাচ্ছে। একটা শূন্য গো-ছাউনি যা একদিন সরিয়ে নিয়ে হয়তো বিক্রি করে দেয়া হবে কোথাও। একটা দুধ দোয়ানোর মেশিন যা ইতিমধ্যেই বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই, শুধু রয়ে গেছে কংক্রিটের একটা মেঝে। নিরাভরণ হয়ে পড়ায় ওই মেঝেটা এখন খুব ছোট্ট দেখায়, যেখানে দুধ দোয়ানোর যন্ত্রটা ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করতো আর এটা-সেটা পরীক্ষা করে দেখতো ডায়াল। অন্যদিকে লোহার রেলিংঘেরা জায়গায় শান্তভাবে দাঁড়িয়ে দুধ দেবার সময় অদ্ভুত স্থিরতা নিয়ে অপেক্ষা করতো গাভীগুলো।

গবাদি পশুগুলো উধাও হয়ে গিয়েছিলো। কিছু হয়তো বিক্রি হয়ে গিয়েছিলো; কিন্তু বিক্রি হোক বা না হোক, ওগুলোর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছিলো সব সময়ই যা ঘটে থাকে যখন সময় আসেঃ দলে দলে সেগুলোকে আচ্ছাদিত ভ্যান গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো কসাইখানায়।

আমি ওই গাভীগুলোকে দেখেছিলাম আকাশের পটভূমিতে পাহাড়ের পাশে, মাথা নামানো, তৃণ খাচ্ছে, অথবা ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে আছে পাশ দিয়ে চলে যাওয়া লোকের দিকে। আর ওই গাভীগুলোকে মনে হতো ত্রিনিদাদে আমার ছোট বেলায় দেখা কনডেন্সড্‌-মিল্কের লেবেলে আঁকা গাভীর মতো ঃ দারুন রোমান্সের মতো কিছু একটা, সৌন্দর্য নিয়ে একটা শিশুর ফ্যান্টাসি, এমন কিছু মনে হতো যা আমি সব সময় চিনি। আমি বড় বড় চোখ দেখেছিলাম, গাভীগুলো হেঁটে যাওয়া লোকটাকে অনুসরণ করতো, ভাবতো যে লোকটা তাদের স্বাদু কিছু খাদ্য এনে দেবে অথবা যে জন্যে তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিলো তার উপযুক্ত কোথাও নিয়ে যাবে। আমি দেখেছিলাম বড়, ভেজা, কালো নাক, কানের সঙ্গে বাঁধা ধাতব ঘুন্টি। একজন যা দেখে তা দেখে। কল্পনা করা কঠিন, অবাস্তব, যা একজন দেখে না।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করতে আমার কিছু সময় লেগে যায় যে বাছুর জন্মদান করার ফলেই গাভী দুধ দিলেও কোনো বাছুর দেখা যেতো না। যেগুলো ছিলো

BanglaBook.org

খুব অসুস্থ সেগুলো দেখা যেতোঃ ছোট, শাদা—কালো অথবা বাদামি-শাদা তরল পদার্থের বস্তা মনে হতো। আর কোনো বাছুরের সঙ্গে গাভী থাকতো না।

এক সময়ে বিশেষ সৌন্দর্যের ছবি মিলে যেতো কনডেন্স্‌ড মিল্কের লেবেলে আঁকা ছবির সঙ্গে। বিশেষভাবে সৌন্দর্য, কারণ আমাদের দ্বীপে ওইরকম পশুপালন ছিলো না। আমাদের ওখানে ওইরকম আবহাওয়া আর চারণভূমি নেই; দ্বীপটা উপযুক্ত ছিলো আখ চাষের জন্যে। কিন্তু গবাদি পশু ছিলো। আমার পরিবারের কিছু সদস্য, অন্যান্য গ্রামীন লোকজনের মতো, গাভী পালন করতো, একটা বা দুটো, দুধের জন্যে, স্নেহবশত, ধর্মীয় কারণে।

আর্যদের গাভী-পুজার একেবারে শেষ অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা, সেই গাভীর পুজা যে দুধ দেয়, যা ছাড়া মানুষের জীবন আরো কঠিন হয়ে উঠতো আর কিছু আবহাওয়ায় কিছু দেশে অসম্ভব হয়ে পড়তো জীবন যাপন। এই গাভী পুজা আমাদের পিতামহরা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো ভারত থেকে। আমি যখন শিশু ছিলাম তখনও এটাকে সম্মান করা হতো, স্মরণাতীত কালের সঙ্গে এর সংযোগের কারণে। আমাদের মধ্যে সদ্য বাছুর বিয়োনো একটা গাভীর নতুন দুধ ছিলো অত্যন্ত পবিত্র। এই অতিশয় সমৃদ্ধ দুধ দিয়ে একটা বিশেষ মিষ্টান্ন তৈরি করে গাভীর মালিক তার বন্ধবান্ধব ও আত্মীয়দের মধ্যে বিতরণ করতো, খুব স্বল্প পরিমাণে, ধর্মীয় আচারনিষ্ঠার অঞ্জলির মতো।

আমাদের সামান্য কয়েকটা গাভী নিম্নাঞ্চলের স্বাস্থ্যল, বৃহৎ গরুগুলোর তুলনায় খুবই বেচারা ধরনের ছিলো। কিন্তু এখানকার এই গরুগুলো সুন্দর হলেও এদের দেখা হতো না সেই পবিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে, আর মানুষের সস্নেহ মনোযোগও ছিলো না এদের প্রতি, গাভীরা যা সনির্বন্ধ প্রার্থনা করে বলে আমি ছেলেবেলায় ভাবতাম। এই গাভীগুলোকে আচ্ছাদিত ভ্যান গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হতো কসাইখানায়, সেখানেই শেষ হতো তাদের জীবন। জন্ম অথবা মৃত্যু—উভয়ক্ষেত্রেই ধর্মীয় আচারনিষ্ঠার কোনো বালাই ছিলো না।

এবং এখন, গবাদিপশু অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায়, পুরনো ও নতুন গলি পথ আর খামারগুলোর চারদিকের রাস্তাগুলো একেবারে নির্জন ও পরিত্যক্ত হয়ে গেছে, যেন শূন্যে ভাসছে। এসব পথে এক সময়ে অবিরাম চলাচল ছিলো, এখন ধ্বংসাবশেষের মতো।

যে জমিতে আমি বাস করতাম সেই ম্যানোরের অনেক কক্ষ তালা দেওয়া; ম্যানোরের বাগান; জংলি হয়ে যাওয়া ফলের বাগান; ছুঁচালো আকৃতির ছাউনিওয়ালা বাচ্চাদের ঘরগুলো, খড় পচে যাচ্ছে; স্কোয়াশ কোর্ট যেটা আসলে স্কোয়াশ কোর্ট অথবা খামার বাড়ি ছিলো না; একজোড়া পিরামিড আকারের ছাদওয়ালা পুরনো গোলাঘর।

BanglaBook.org

সংস্কারকৃত গির্জার পিছনে, পুরনো খামাবাড়ি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিলো আর সেখানে বসানো হয়েছিলো প্রি-ফেব্রিকেটেড ছাউনি, এখন সেটা খালি পড়ে আছে; গাভী রাখার আঙিনায় প্রবেশের মুখে একটা গোলাকার আয়না বসানো ছিলো, সেটা এখনো রয়ে গেছে অতীতের স্মৃতি হয়ে। সবুজ দাগওয়ালা খড়ের ছাউনিযুক্ত গোলাপী বাড়ি, সেটার চালের ওপর খড়ের ফিজ্যান্ট পাখি; এর বাগানটা এখন এক টুকরো বাতিল জমি। নতুন গোলাবাড়ি, আর পাহাড়ের ওপরে নতুন গো-ছাউনির চারপাশে বাতাস ঠেকানোর জন্যে পাইন আর বিচ গাছের সারি, প্রথম যখন দেখেছিলাম গাছগুলো তার চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেছে। ওই পাহাড়ের নিচে, পুরু কাঠের দেয়ালযুক্ত সাইলেজ পিট, দাগ ধরে গেছে কাঠে। চারপাশে ছড়ানো টায়ার, এসব জিনিসের যারা কারবার করতো তাদের কাছ থেকে বিপুল পরিমানে কেনা; আর ঘাস ও আগাছায় ঢাকা শাদা মাটি।

এইসব ছড়িয়ে আছে পুরনো ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। পুরনো ছোট খামার বাড়ি, হয়তো ওগুলো গত শতাব্দীর, পাহাড়ের পাদদেশে পাথুর চলা পথের ডানদিকে অনেক দূরের একেবারে শেষ প্রান্তে। এবং খামার বাড়ি সবগুলোই, সে পুরনো বা খুব বেশি পুরনো যাই হোক, জ্যাকের কুটিরের পিছন দিকে। গাড়ি চলাচলের রাস্তা বরাবরঃ মৌমাছির চাক; বাড়ি-আকৃতির পুরনো স্তুপ; পুরনো পাথুরে বাড়ি, ভেঙে-পড়া দেয়াল, বৃক্ষ পরিবেষ্টিত, প্রথম দেখার সময় গাছগুলো বেশ উঁচু দেখেছিলাম আর সেগুলো ঝুলেছিলো ধ্বংসাবশেষের ওপর। এখন এগুলো আরো দশ বছরের পুরনো হয়েছেঃ উদ্ভিদের বয়স বাড়ে, পাথর অনড়।

এবং অন্যদিক দিয়ে হাঁটার সময়, পুরনো ব্যবস্থাপকের ল্যান্ড-রোভার চলার পথ থেকে দূরেঃ লার্ক পাখির পাহাড়ও বনভূমির মধ্যবর্তী স্থানে এখনো গাদা করে রাখা আছে খড়ের বিশাল সুইস রোল। ওই রোলগুলো এখন পুরনো গাটরিগুলোর মতো কালো ও মাটির মতো হয়ে গেছে, যে গাটরিগুলো, গাড়ি চলাচলের রাস্তার শেষ মাথায়, ছেঁড়া-ফাটা প্লাস্টিকের নিচে, এতদিনে মাটিতে পরিণত হয়েছে। ঘাস থেকে খড়, খড় থেকে মাটি।

এখানে আমার নিজের দিনগুলো শেষ হয়ে আসছিলো। ম্যানোরের কুটিরে আর নির্দিষ্টভাবে বললে উপত্যকার ওই অংশে, দেখা ও শেখার আমার দ্বিতীয় শৈশব, আমার দ্বিতীয় জীবন, আমার প্রথম জীবন থেকে অনেক দূরবর্তী।

এই সমাপ্তির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেছি আমি প্রায় শুরু থেকেই। নদীপাড়ের প্রথম বসন্তের মহিমা ও বিস্ময়ের পর—নতুন কল্লোল, স্ফটিকস্বচ্ছ জল ('পরিষ্কার হচ্ছে', যেমনটা বলতে শিখেছিলাম), কিন্তু এই পানি

BanglaBook.org

জলপাই-নীল আভাসের মধ্যে সবুজ ও অন্ধকার এবং নদীপাড়ের গাছের নিচে আরো গভীর—সেই প্রথম বসন্তের পর আমি বলতাম ঃ 'অন্তত এখানে একটা বসন্ত ও গ্রীষ্ম পেয়েছি আমি।' এবং 'অন্তত এখানে একটা বছর পেয়েছি আমি।' আর এভাবে চলতেই থেকেছে, বছরগুলো পেরিয়ে যাবার সাথে সাথে। যতক্ষণ না সময় টেলিস্কোপ করতে শুরু করে, এবং স্বয়ং অভিজ্ঞতা বদলাতে শুরু না করেঃ নতুন ঋতু আদতে নতুন নয় আর, নতুন অভিজ্ঞতা কমই নিয়ে আসে আর বিগত স্মৃতিই মনে পড়ে বেশি।

শরৎকালের এক বিকেলে আমি জ্যাকের কুটির ও পুরনো খামার-প্রাঙ্গনের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সময় হালকা শ্বাসকষ্ট অনুভব করলাম। যখন কোণের দিকে পৌঁছে গেছি, খামার—প্রাঙ্গন ছাড়িয়ে এসেছি, আর পেছনে ফেলে এসেছি পুরনো ধাতব তার ও বিচ গাছের নিচে রাখা কাঠ, তখন শ্বাস-কষ্ট চলে গেল। অগ্নিস্থলের নিকটবর্তী বার্চগাছ নয়; ওগুলো ছিলো পথের অন্যদিকে। এই বিচ গাছগুলো ছিলো খামার প্রাঙ্গনের প্রান্তে, বড় বড় গাছ, এগুলোর নিচু শাখাগুলো বেশ নিচুতে, গ্রীষ্মে চমৎকার ঘন ছায়া দেয় যা আমাকে মনে পড়িয়ে দেয় জর্জ বরো ও তার The Romany Rye ও Lavengro-এর কথা। বিচগাছ আর খামার পেরিয়ে, তৃণময় পথের পরিচিত নির্জনতায়, আমি আবার সহজভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস শুরু করি। কিছু যন্ত্রণা, খামার-প্রাঙ্গনের বাতাসে কিছু, কিছু অ্যালার্জি, আমি ভাবি, আর এ ব্যাপারে কিছুই করি না ফিরতি পথে। ওই সন্ধ্যায় শ্বাসকষ্টের আক্রমণটা আবার ফিরে এলো। যেন জ্যাকের কুটিরের কাছে এলে এমন হবেই; কিন্তু এবার এটা আমার সঙ্গে থেকে গেল, এবং দুই অথবা তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমি মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লাম।

এই অসুস্থতাই আমার মধ্যে তারুণ্যের যেটুকু অবশেষ ছিলো তাও নিঃশেষ করে দিলো (আর অনেকখানি তারুণ্যই ছিলো আমার মধ্যে), শেষ করে দিলো আমার শক্তি, আর আমাকে দুর্বল করে তুললো, মাসের পর মাস, আমাকে ঠেলে দিলো মধ্যবয়সে।

এটাই ছিলো, আমার জন্যে, ম্যানোরের কুটিরে শেষ সময়। নিম্নঅঞ্চল, উচ্চভূমি, নদী আর নদীতীর—এখানকার ভূগোলবিদ্যা খুব সাধারণ। জল গড়িয়ে নিম্নভূমি দিয়ে নদীতে পড়েছে। বৃষ্টির পর, বাতাস ঠেকানোর বৃক্ষসারির পাশে বাধানো সরু পথে, ছোট নালার জল দূরন্ত গতিতে ছুটে যেতে দেখেছি রাস্তার ওপর দিয়ে অথবা কালভার্টের ভিতর দিয়ে নদীর দিকে। ওই রকম ছোট জলধারা, এই টাটকা, এই পুরনো, আমার রান্নাঘরের সামনে দিয়ে ছুটে গেছে বৃষ্টির পর। সারাপথ রেখে গেছে আবর্জনা। আমার কুটির ছিলো ঠাণ্ডা। নিরেট

BanglaBook.org

পাথর আর চকমকি পাথরের দেয়াল যা আমার ভালো লাগতো—পাথরের উষ্ণ রঙের জন্যে বিশেষভাবে —এই ঠাণ্ডা ধরে রাখতো। তাছাড়া বিচগাছগুলোও রোদ সরিয়ে রাখতো। এমন কি গ্রীষ্মকালেও কখনো গরম লাগতো না। এমন কি কমলা ফুল শুকিয়ে মারতো যে গ্রীষ্মের খরা সেই সময়েও রাতের বেলা উত্তাপ দরকার হতো আমার।

স্থানটির সৌন্দর্য, সেটা অনুভব করার জন্যে আমার বুকের মধ্যে সৃষ্ট বিশাল ভালোবাসা, আমার জানা অন্য যে-কোনো স্থানের চেয়েও অনেক বিশাল, ওখানে আমাকে ধরে রেখেছিলো অতি দীর্ঘ সময়। আমার স্বাস্থ্য নিয়ে এ জন্যে ভুগতে হয়েছে। তথাপি তখন আমি বলতে পারতাম না, আর এখনো বলতে পারি না, যে আমি ওতে কিছু মনে করেছি। সব সময়ই কোনো না কোনো ধরনের বিনিময় আছে। আমার জন্যে, লেখকের উপহার ও স্বাধীনতার জন্যে, লেখালেখি জীবনের শ্রম ও নৈরাশ্য, আর বাড়ি থেকে দূরে থাকা; ওই ক্ষতির জন্যে, নিজের কোনো জায়গা না-থাকার জন্যে, উইল্টশায়ারে দ্বিতীয় জীবনের এই উপহার, দ্বিতীয় সুখীতর শৈশব যেমন ছিলো সেটা, স্বাভাবিক বস্তুর জ্ঞানে দ্বিতীয় আগমন (তবে প্রাপ্ত বয়স্ক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে), বনভূমিতে শৈশবের স্বপ্নের নিরাপদ বাড়ির পূর্ণতাসহ। কিন্তু সেখানে ছিলো কুটিরের ঠাণ্ডা, আর গৌরবময় নদী-তীরের আর্দ্রতা ও কুয়াশা; আর দুর্বল ফুসফুসের মানুষদের অসুস্থতা।

সেটা ছিলো আমি আবারও হাঁটতে যাবার আগে কোনো সময়। আমি বড় একটা বই নিয়ে কাজ করছিলাম। ওই ধরনের শ্রমের একটা নির্দিষ্ট স্তরে, শক্তি পরিণত হয় একে ঃ মানসিক শক্তি, দৈহিক শক্তি, একটির ব্যবহার নিঃশেষ করে দেয় অন্যটিকে। আর যখন আমি যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠি, কখন আমার শক্তির বেশির ভাগটাই চলে যায় বইটিতে।

আমিও, দুঃখিত মনে, এখান থেকে চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। মাত্র কয়েক মাইল দূরে, শুকনো একটা নিম্নভূমিতে, দুটো কৃষি কুটিরকে আমি বসবাসের বাড়িতে পরিবর্তিত করছিলাম। এই কুটির দুটো তৈরি করা হয়েছিলো আশি বছরে বা ওই রকম সময় আগে, খুব পুরনো নামওয়ালা একটা পুরনো ছোট আবাদি গ্রামের আগে। পুরনো ছোট গ্রামটা অদৃশ্য হয়েছে; সমান কিছু এলাকা ছাড়া এখন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, ছোট ছোট সবুজ চাতাল অথবা বারান্দা, একটা অন্যটার খুব কাছাকাছি। আমার নিজের নির্মাণ কাজের সময় গত শতাব্দীতে পুরনো ইটের দেয়াল ও ইটের ভিত্তি খুঁড়ে তোলা হয়েছিলো, যেখানে আমি শুধু চক আশা করেছিলাম।

শ্রমিকদের বাড়ির ভিত্তি আর দেয়ালগুলো ঃ কৃষি শ্রমিকরা প্রজন্ম ধরে কর্মস্থলেই বসবাস করতো। আর আমি পরিবর্তিত করছিলাম যে কুটির দুটো,

BanglaBook.org

যেগুলো তৈরি করা হয়েছিলো শতাব্দীর প্রথম দিকে পুরনো ছোট গ্রামের বাতিল মাল আর ভিত্তির ওপর, শ্রমিকদের বহু প্রজন্ম, কিংবা নানারকম মানুষ, সেখানে বাস করতো। এখন আমি, একজন বহিরাগত, যৎকিঞ্চিৎ জায়গাটার পরিবর্তন সাধন করছি, সেটাই করছি অন্যরা যা করছে বলে সচেতন ছিলাম, একটা গুরুত্বপূর্ণ ধ্বংসাবশেষ সৃষ্টি করছি।

(এবং পরে, আমি চলে আসার পর, যখন বৃদ্ধ লোকেরা কুটির দেখতে আসতো যেখানে তারা থাকতো বা বেড়াতে আসতো, আমি লজ্জা অনুভব করেছিলাম। এবং একদা যখন একজন অত্যন্ত বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা, যিনি মৃত্যু থেকে খুব একটা দূরে ছিলেন না, তার নাতির সঙ্গে কুটির দেখতে এসেছিলেন যেখানে বালিকা বয়সে মেষপালক দাদার সঙ্গে এক গ্রীষ্মকাল তিনি বসবাস করেছিলেন। আর কুটিরের পরিবর্তনের এতটাই বিভ্রান্ত হয়েছিলেন যে তার মনে হয়েছিলো যে ভুল জায়গায় এসেছেন—একবার আমি ভান করেছিলাম যে আমি ওখানে বাস করি না।)

আমি খুব পরিষ্কার একটা ভাংচুর করতে পারতাম, কোথাও চলে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার প্রথম জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করায়, এবং আবার সংযুক্ত হওয়ায়, অপ্রত্যাশিতভাবে, আর সেই প্রথম দিককার নিক্ষিপ্ত হওয়ার কুড়ি বছর পরে, একটা দ্বিতীয় জীবন খুঁজে পাওয়া যখন সৌভাগ্য, খুব বেশি দূরে যেতে তখন আমি অনিচ্ছুক ছিলাম। আমি যা খুঁজে পেয়েছি তা নিয়েই থাকতে চেয়েছি। আমি পুনরায় সৃষ্টি করতে চেয়েছি, যতদূর সম্ভব ছিলো, ম্যানোরের কুটিরে যা আমি খুঁজে পেয়েছিলাম সেই জিনিস।

একদিন, আমার অসুখে পড়ার হয়তো নয় অথবা দশ মাস পর, আমার পুরনো দিনের মতো হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। পুরনো সঙ্গে যোগ দিতে এখন নতুন সংস্থা। এবং, যেন আমার মেজাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে, আমি দেখি, উইণ্ডব্রেকের পাশে পাহাড়ের নিচের দিকে আমি যেতে থাকি হাঁটতে শুরু করার প্রায় সাথে সাথেই। উপত্যকার তলদেশে যে বিপুল পরিবর্তন ঘটে গেছে অন্যক্ষেত্রে তা আমার জানা ছিলো না।

এক সারির তিনটে খামার কুটির, যার একটি ছিলো জ্যাকের, সেগুলো ভেঙে একটা বড় বাড়িতে পরিণত করা হয়েছিলো। মূল কাজ শেষ হয়েছিলো। বাইরে দেখা কুটির তিনটে বড় শোবার ঘর বানানো হয়েছিলো, মাঝখানের এই বড় কক্ষের সঙ্গে যোগ করা হয়েছিলো নতুন জায়গা ও অন্যান্য কামরা। বাড়িটার নতুন ছাদ লাগানো হয়েছিলো। বাড়িটার নকশা তেমন অভিজাত ছিলো না। কিন্তু অনেকগুলো কামরা ছিলো, আর ছিলো আরামদায়ক। প্রতিটা জানালা থেকেই দেখা যেতো অবারিত সবুজ দৃশ্য, গাড়ি চলাচলের রাস্তা, নিম্নভূমির ঢালু এলাকা, বার্চ ও বিচ গাছের বন, অথবা ব্ল্যাকথর্ন ও হথর্ন-এর সারি—মাঠের পাশ বরাবর।

BanglaBook.org

পুরনো খামার বাড়িগুলোর অধিকাংশই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে পিছন দিকে এখনো কয়েকটা রয়ে গেছে, সেগুলোর মধ্যে একটা হলো উঁচু জানালাওয়ালা পুরনো গোলাবাড়ি—যেখানে একটা পুলি ও কেবল দিয়ে একদা ওয়াগন থেকে বস্তা বা গাটরি উঠিয়ে ভিতরে রাখা হতো।

নির্মাণকারীরা তখনো ছাদে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলো। গাড়ি চলাচলের রাস্তার পর নির্মাতার নামযুক্ত ভ্যান গাড়িটা রাখা ছিলো। ওখানে একসময় জ্যাকের হাঁসগুলো বিচরণ করতো। অসম্পূর্ণ দালানটার কোথাও সজোরে রেডিও বাজছে। শহুরে এই নির্মাতাদের অনেক বেশি স্বাগত জানানো হয়েছিলো এর আগের শহুরে খামার কর্মীদের চেয়ে।

নির্মাণকারীদের সাইটে পরিণত হলে একটা বাড়িকে যে কেমন দেখায় যখন একটা কক্ষ, একদা ঘনিষ্ঠ, পরিণত হয় কেবলমাত্র স্থানে! জ্যাকের কুটির (যেটার ভিতরটার আমি কখনো দেখিনি) ভেঙে নির্মাতার জায়গা বানানো হয়েছিলো, আর দালানের এই স্তরে জায়গাটা দেখাচ্ছিলো বড় সাইকামোর গাছে ঘেরা পাথুরে দেয়ালের সেই বাড়িটার ধ্বংসাবশেষের মতো। ওই জায়গাটার কোথাও জ্যাক সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো, শেষ বড়দিনের মৌসুমে বন্ধু পরিবেষ্টিত হয়ে অন্তিম শয্যা গ্রহণ করার সেই সিদ্ধান্ত, ওই রকম সাধারণ একটা সরকারি বাড়িতে—গাড়ি চলাচলের রাস্তার শেষ মাথা থেকে যেটা দূরে নয়। আর ওটা হলো সেই জায়গা যেখানে সে মৃত্যুর জন্যে ফিরে এসেছিলো।

আমি দেখি গ্রীষ্মে এই নতুন দালানটা উঠছে, শাদা চক-ধুলোর মধ্যে। কিন্তু শীতকালে, আমি যেমন জানি, আমি যেমন জানি, জায়গাটা ভরে যাবে কাদা-পানিতে। স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠবে চারপাশ। ওই কারণেই জ্যাকের ব্রঙ্কাইটিস এবং নিউমোনিয়া হয়েছিলো। কিন্তু এখন সে সম্ভাবনা নেই আর। জ্যাকের বাগান ও হাঁসের আঙিনা, এবং অন্যান্য কুটিরের ঘাসে ঢাকা জমিন ও বাগান পুরোটাই কংক্রিটে বাধানো হয়েছে, বড় বাড়িটার সামনের দিকে একটা কোর্ট সৃষ্টির জন্যে।

পিছন দিকে, জ্যাকের গ্রীনহাউজের বাঁধানো মেঝেটা দেখা যেতো না; এলাকাটা বড় বাড়ির নতুন বসবাস করবার জায়গার সঙ্গে লাগোয়া।

তো শেষ পর্যন্ত, ঠিক যেভাবে বাড়িটা অপসৃত হয়ে গিয়েছিলো জ্যাকের জীবন ও মৃত্যু থেকে, তেমনি তার জমিনটাও চূড়ান্তভাবে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু তার বাগানের কংক্রিটের নিচে নিশ্চয় বেঁচে থাকবে কিছু বীজ, কিছু শিকড়; আর একদিন হয়তো, যখন এই কংক্রিট উঠিয়ে ফেলা হবে (নিশ্চয়

BanglaBook.org

উঠিয়ে ফেলা হবে নতুন আবাসন তৈরির জন্যে, কোনোদিন) একদিন হয়তো জ্যাকের কিছু স্মৃতি, শেকড়-বাকড় বা ফুল বা আঙ্গুরলতায় সংরক্ষিত, আবার জীবন ফিরে পাবে।

নতুন বড় ওই বাড়িটার জায়গায় একদা, হয়তো বা শতাব্দী জুড়ে, দাঁড়িয়ে ছিলো কুটিরগুলো অথবা খামার ও পল্লী মজুরদের আবাসন, একটা জীবনচক্র ওখানে সম্পূর্ণ হয়েছিলো।

একদা ওখানে ছিলো অসংখ্য ছোট ছোট গ্রাম, মেষপালক আর খামার কর্মীদের বসতি, নদী বরাবর অগভীর অংশের কাছাকাছি। ওই ছোট ছোট গ্রামগুলো ক্রমে অবলুপ্ত হয়েছিলো। যন্ত্রপাতি আসার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আরো দ্রুত অবলুপ্ত হয়ে যায়। মজুর প্রয়োজন হয় তখন স্বল্পসংখ্যক। তারপর, ভেড়া পালন যখন বন্ধ হয়ে গেল, তখন মেষ পালকদের প্রয়োজনও ফুরিয়ে গেল।

ম্যানোরের বাগান, বনে পরিণত হওয়া ফল বাগান, আংশিকভাবে এসে পড়েছিলো একটা ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছোট গ্রামের ওপর। গ্রাম বা ছোট গ্রামটার সমরূপ নাম, ওয়াল্ডেন্‌শ'—দুটো উপজাতীয় ভাষার একই শব্দ (যার অর্থ বনভূমি বা জঙ্গল), বহুদিন ধরে অন্যান্য ভাষায় যা আত্মীকৃত হয়ে গেছে—এই নামটা শোনা যেতো সমুদ্রের ওপার থেকে আসার হানাদারদের কথায় আর এখানকার প্রাচীন যুদ্ধগুলোয়।

এই ইতিহাস পুনরাবৃত্ত হয়েছিলো বাইরের দিকে। ভিক্টোরিয়ান-এডোর্ডিয়ান ম্যানোরের বেশির ভাগ সম্পদ, এর বাগান ও ভবন, এসেছিলো সাম্রাজ্যের বাইরে থেকে। একদা বিকেল বেলার পরিব্রাজনে ম্যানোর এস্টেটের অনেক একর জায়গায় আমি ঘুরতাম। কিন্তু এর মহিমা টিকে ছিলো এক প্রজন্ম। পরিবারটি চলে গিয়েছিলো কোথাও। ম্যানোর আর জায়গাজমি ছাড়া এস্টেটে আর কিছু ছিলো না। গ্রামে অথবা একদা শ্রমজীবী মানুষের পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র গ্রামগুলোর জায়গায় বড় বড় নতুন বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছিলো। আর এখন গাড়ি চলাচলের রাস্তা বরাবর সর্বশেষ খামার কুটিরও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। যে জায়গাটা এক সময় কৃষি কুটিরের জন্যে উপযুক্ত বলে বিবেচনা করা হয়েছিলো একটা খামারের পাশে, রাস্তা থেকে বেশ দূরে—সেটা খুব কাঙ্ক্ষিত হয়ে উঠেছিলো। খামারটাও শেষ হয়ে গিয়েছিলো; সরকারি রাস্তা থেকে অনেক দূরে সেটা ছিলো আর্শীবাদের মতো। এবং এভাবেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিলো অতীত।

আমি, উপত্যকায় আসার পরপরই, পরিবর্তনের ধারণা গেঁথে রেখেছিলাম মনের মধ্যে। নিজেকে আমি বারবার প্রতিশ্রুতি দিতাম, প্রত্যেক বসন্তে, প্রত্যেক শরতে, যে একটা ক্যামেরা সংগ্রহ করবো (কিংবা নিদেনপক্ষে যেটা ছিলো সেটা

BanglaBook.org

পুনরায় ব্যবহার করা শিখবো) এই গাড়ি চলাচলের রাস্তা, সাইকামোর গাছের নিচে বিধ্বস্ত বাড়ি, জিপসি ক্যারাভান, খামারবাড়ি, জ্যাকের কুটির, বাগান, হাঁস চরানোর প্রাঙ্গন ইত্যাদি ধারণ করে রাখার জন্যে। কিন্তু হাঁটতে যাবার সময় আমি কোনোদিনই ক্যামেরা নিয়ে বের হইনি; আর যেহেতু এসব বস্তুকে ছবিতে ধারণ করে রাখতে পারিনি, কাজেই তা আমার মনে অস্তিত্ববান হয়ে থাকে।

আমি ভেবেছিলাম যে আমার অনিশ্চিত অতীতের কারণে—কৃষিজীবী ভারত, উপনিবেশিক ত্রিনিদাদ, আমার পারিবারিক পরিস্থিতি, উপনিবেশিক ক্ষুদ্রতা যার সঙ্গে আমার উচ্চাকাংখার অমিল, লেখকের বৃত্তি থেকে নিজেকে আমার উন্মূল করে ফেলা, অতি নগণ্য অবস্থায় আমার ইংল্যান্ডে আসা—আমি ভেবেছিলাম যে এসবের কারণে অনভ্যস্ত একটা দুনিয়ার কাঁচা অথবা বিশেষভাবে কোমল অনুভূতি আমাকে নাড়া দিয়েছিলো।

আমি জ্যাককে দেখেছিলাম খাঁটি হিসেবে, তার মাটিতে শিকড় গাড়া। কিন্তু তাকে আমি আরো দেখতাম অতীতের কিছু একটা হিসেবে, একটা স্মারক, এমন কিছু যার ছবি আমার ক্যামেরায় ধারণ করার আগেই সরে গেছে। জ্যাক সম্পর্কে আমার ধারণা ভুল ছিলো। সে ঠিক স্মারক জাতীয় কিছু ছিলো না। সে নিজেই সৃষ্টি করেছিলো নিজের জীবন, নিজের জগৎ, প্রায় একটা মহাদেশ। কিন্তু তার জগৎ, যে জগৎ সে খুবই উপভোগ ও ব্যবহার করতো, এত বেশি মূল্যবান ছিলো যে অন্যরা তা ব্যবহার করতে পারতো না। আর কেবল সে চলে যাবার পরই, শহুরে লোকদের কারণে, আমি দেখতে পাই এখানে বসবাস বা কাজ করা লোকগুলোর অধিষ্ঠান কতোটা ক্ষীণ ছিলো।

এই মাটিতে অধিষ্ঠানের ক্ষীণতা একেবারেই অগ্রাহ্য করেছিলো জ্যাক স্বয়ং, বিধ্বস্ত একটা খামার প্রাঙ্গনের ধারে সে একটা বাগান তৈরি করেছিলো ঃ ঋতুগুলোর সে মহিমাদান করেছিলো। তার চারপাশে ছিলো ধ্বংসাবশেষ; আর চারপাশে, গভীরতর এক ধারায়, ছিলো পরিবর্তন, এবং সৃষ্টি চক্রের এক স্মারক। কিন্তু সে সচেতনভাবে অনুভব করতো যে জীবন ও মানুষ হলো আসল রহস্য। তার জীবনের সবচেয়ে সাহসী ও ধর্মীয় ব্যাপারটা ছিলো তার মৃত্যুর ধরন।

উপত্যকায় আমার দিন শেষ হয়ে গিয়েছিলো, সেই নির্দিষ্ট, ছন্দময় সময় ম্যানোর কুটিরের, জমিনের, আর সেখানকার ঋতুগুলোর বিশেষ চিহ্ন, এবং নিম্নভূমি ও নদীপাড়ে হেঁটে বেড়ানো। আর আমি সেটা অনুভব করতাম—যে আমার দ্বিতীয় জীবন শেষ হয়েছে যদিও আমি খুব বেশি দূরে যাইনি। যে

BanglaBook.org

কুটিরগুলো আমি নতুন করে তৈরি করছিলাম সেগুলো একই বাস রুটে অবস্থিত ছিলো, একটা বাস সামান্য কয়েকটা ট্রিপ দিতো ওই পথে, স্বল্প যাত্রী নিয়ে, বেশি বেশি টাকা করার উদ্দেশে।

একদিন এক মধ্যবয়সী মহিলা আমার সঙ্গে কথা বললো। বাসের কোনো কোনো লোক আমার সঙ্গে কথা বলে; কেউ কেউ, এমন কি বারো বছর পরেও, কখনো কথা বলেনি। যে মহিলা আমার সঙ্গে কথা বললো তাকে আমি চিনতে পারিনি। সে বললো, 'জ্যাক। জ্যাকের বউ।'

এবং তখন তার মুখটা আমার মনে পড়ে এবং তার বাবার চতুর চোখের মুখটা।

সে জ্যাকের কথা বলে, সর্বদা, এই রকম দূরবর্তী ধরনে যেন বা অন্য কারো কথা বলছে, এমন কেউ যাকে সে চেনে কিন্তু একসঙ্গে জীবন যাপন করেনি।

সে বললো, 'চুলের জন্যে তুমি আমাকে চিনতে পারোনি।'

সে আঙুল দিয়ে চুল দেখাল। সেগুলো খাটো।

সে বললো, 'জ্যাক আমার লম্বা চুল পছন্দ করতো। খোঁপা পছন্দ করতো সে।'

জ্যাক সম্পর্কে এটা ছিলো নতুন কিছু। একটা দূর থেকে তার নিজের দাড়িতে তাকে দেখাতো রোমান্টিক, প্রথম দিক্‌কার সমাজতন্ত্রীদের মতো (আমার কল্পনায়); আর হয়তো সে তার দাড়ি অনুকরণ করে রেখেছিলো কোনো বৃদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকে। হয়তো, সর্বোপরি, আত্মসচেতনভাবে সে একটা নির্দিষ্ট রকমের জীবন নিয়ে বেঁচে ছিলো। হয়তো তার নিজের পথে সে ছিলো একজন স্বৈরাচারী, বউকে বাধ্য করতো লম্বা চুল রাখতে আর খোঁপা করতে, যে রীতি আর জীবন পন্থা অপছন্দ ছিলো তার বউয়ের।

বউটা এখন বাস করে আরেক উপত্যকার ছোট একটা শহরে, কাউন্সিল বাড়িগুলোর ছোট একটা বসতিতে। সে পছন্দ করতো ওই এলাকা, তার বাড়িটা, তার প্রতিবেশীদের। সে আশ্চর্য হলো যে—তার চেয়ে বেশি নয়—অতোগুলো বছর যেখানে সে বাস করে এলো সেখানে একটা বড় বাড়ি ওঠানো হয়েছে। সে বললো, 'ওরা যা করছে তা খুব মজার না?'

জ্যাকের বউয়ের পক্ষে কুটির থেকে চলে আসাটা খুব ভালো হয়েছিলো। নিজের জীবনটা সে দেখতো একটা ছোট সফল গল্প হিসেবে। বাবা একজন ফরেস্টার; খামারকর্মী জ্যাক, মালী; আর এখন সে অর্ধেক শহুরে নারী।

একটা চক্র আমার জন্যে, কুটিরে, ম্যানোরের জমিনে; আরেক চক্র খামারে, কামার বাড়িগুলোর মধ্যে; আরো এক চক্র জ্যাকের বউয়ের জীবনে।

BanglaBook.org

THE JOURNEY

ভ্রমণ

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

জ্যাক, জ্যাকের কুটির ও বাগান সম্পর্কে লিখতে হলে, আমার জন্যে প্রয়োজন ছিলো এই উপত্যকায় একটা দ্বিতীয় জীবন কাটানো এবং দ্বিতীয়বার সেখানকার প্রাকৃতিক জগতের মধ্যে জেগে ওঠা। কিন্তু ওই গল্পের একটা সংস্করণ—একটা সংস্করণ—আমার মনে এসেছিলো উপত্যকায় আসার কয়েক দিনের মধ্যে, ম্যানোর প্রাঙ্গনের কুটিরে।

কুটিরটিতে আগে যারা বসবাস করতো তাদের কিছু আসবাবপত্র ও অনেকগুলো বই তখনও ছিলো। বইগুলোর মধ্যে একটি ছিলো খুব ছোট, একটা পেপারব্যাক বুকলেট, গড়পড়তা ক্ষুদ্রাকৃতির বইয়ের চেয়েও ছোট আর পৃষ্ঠা সংখ্যাও খুব কম। 'The Little Library of Art' নামক একটা সিরিজের অন্তর্ভুক্ত ওই বুকলেটটি ছিলো গিওর্গিও দে চিরিকোর আঁকা প্রথম দিক্‌কার তৈলচিত্র সম্পর্কিত। তাতে ছিলো তার আঁকা প্রায় বারোটি সুররিয়ালিস্ট ধারার তৈলচিত্রের ছবি। কৌশলগত বিবেচনায়, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্করণে, তৈলচিত্রগুলো খুব আগ্রহোদ্দীপক মনে হয় না।

কিন্তু এগুলোর মধ্যেই একটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো, হয়তো সেটার শিরোনামের কারণেঃ 'The Enigma of Arrival'. আমি অনুভব করি যে একটা পরোক্ষ, কাব্যিক পন্থায় এই শিরোনাম আমার নিজেরই অভিজ্ঞতার কিছু তুলে ধরছে। আর পরে আমি জানতে পারি যে চিরিকোর এই সুররিয়ালিস্ট তৈলচিত্রগুলোর শিরোনাম শিল্পী নিজে দেননি, এগুলোর শিরোনাম দিয়েছিলেন কবি আপোলিনেয়ার, ১৯১৮ সালে তরুণ বয়সে যিনি মারা যান, যুদ্ধে সৃষ্ট ক্ষত থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জায় আক্রান্ত হয়ে, যার মৃত্যুতে গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন পিকাসো ও অন্যান্যরা।

'The Enigma of Arrival' তৈলচিত্রটি সম্পর্কে কৌতূকহলকর ছিলো—হয়তো শিরোনামের কারণে—আমার স্মৃতিতে সেটা পরিবর্তিত হয়েছিলো। মূল শিল্পকর্মটা (কিংবা 'Little Library of Art' বুকলেটে মুদ্রিত অনুলিপি) সর্বদা ছিলো বিস্ময়কর। একটি ধ্রুপদি দৃশ্য, ভূমধ্যসাগরীয়, প্রাচীন রোমান কিংবা আমার চোখে ওইরকমই লাগতো। মাল বোঝাই বা খালাসের

জন্যে জাহাজ ভেড়ানোর কাষ্ঠনির্মিত একটা ঘাট; পটভূমিতে, দেয়াল ও ফটকপথের ওপাশে (কাট-আউটের মতো), দেখা যাচ্ছে একটা অ্যান্টিক জলযানের মাস্তুলের শীর্ষ; পুরোভাগে নির্জন রাস্তায় দুটো মানবমূর্তি, উভয়েই পরিচ্ছদ জড়ানো, একজন সম্ভবত আগন্তুক, অন্যজন হয়তো বন্দরের স্থানীয় অধিবাসী। দৃশ্যটা নিঃসঙ্গতা ও রহস্যের ঃ যা আগমনের রহস্যের কথা বলে। আমাকে ছবিটা ওই কথা বলে, যেমনটা বলেছিলো আপোলিনেয়ারের কাছে।

এবং উইল্টশায়ারের ম্যানোর প্রাঙ্গনে ধূসর শীতকালে, কুয়াশা ও বৃষ্টির সেই প্রথম চারটি দিনে, যখন সবকিছু আমার কাছে খুব কমই স্বচ্ছ ছিলো, একটা আইডিয়া—হালকাভাবে ভাসছিলো সেই বইটার ওপর যেটা নিয়ে কাজ করছিলাম—আমার মাথায় এসেছিলো চিরিকো অংকিত দৃশ্যটি সম্পর্কে, কোনো একদিন একটা গল্প লেখার ধারণা এসেছিলো আমার মাথায়।

আমার গল্পটা হবে ধ্রুপদী সময়কালে, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। আমার বর্ণনাকারী সরলভাবে লিখবে, তার লেখায় তার যুগের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা অথবা যুগের স্টাইল থাকবে না। সে ওই ধ্রুপদী বন্দরে এসে পৌঁছাবে। জেটির পাশে ওই পরিচ্ছদ জড়ানো মূর্তির পাশ দিয়ে সে হেঁটে যাবে। ওই নীরবতা ও নিঃসঙ্গতা থেকে, ওই শূন্যতা থেকে, সে সরে আসবে একটা ফটকপথ অথবা দরোজার দিকে। ওই পথে সে ঢুকে পড়বে জীবনের কোলাহলময় অনেক মানুষের ভীড়ে ঠাশা এক নগরীতে (ভারতীয় বাজারের মতো কোনো দৃশ্য আমি কল্পনা করি)। যে অভিযানে সে এসেছে—পারিবারিক কারবার, পড়াশোনা, ধর্মীয় কোনো বিষয়—তা তাকে বাধাবিঘ্ন আর অ্যাডভেঞ্চারের স্বাদ দেবে। সে প্রবেশ করবে বাড়ি ও মন্দিরের ভিতরে। ক্রমান্বয়ে তার মধ্যে কোথাও না পৌঁছানোর অনুভূতি সঞ্চারিত হবে; সে তার অভিযানের বোধ হারিয়ে ফেলবে; সে কেবলই জানতে শুরু করবে যে সে হারিয়ে গেছে। তার অ্যাডভেঞ্চারের অনুভূতি আতংকে পরিণত হবে। সে পালাতে চাইবে, ফিরে যেতে চাইবে জেটিতে ও তার জাহাজে। কিন্তু সে জানবে না কেমন করে। আমি কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান কল্পনা করি যাতে সে অংশ নেবে আর উদ্দেশ্যমূলক শিকারে পরিণত হবে। সংকটের মুহূর্তে একটা দরোজার ওপর এসে পড়বে সে, সেটা খুলবে, আর নিজেকে আবার খুঁজে পাবে আগমনের জেটিতে। সে রক্ষা পেয়েছে; যে জগৎ সে মনে করতে পারে সেই জগতেই ফিরে এসেছে। কেবলমাত্র একটা জিনিসই হারিয়ে গেছে এখন। কাটআউট সদৃশ দেয়াল আর ভবনের ওপর কোনো মাস্তুল দেখা যাচ্ছে না, পাল দেখা যাচ্ছে না। অ্যান্টিক জাহাজটি চলে গেছে। ভ্রমণকারী পড়ে আছে এখানে তার জীবন নিয়ে।

BanglaBook.org

আমি এটাকে ঐতিহাসিক গল্প বলে ভাবিনি, বরং স্বাধীন কল্পনার চলাচল মনে করেছি। এ নিয়ে গবেষণার কিছু ছিলো না। আমি পয়েন্টার নেবো ভার্জিল থেকে, হয়তো সমুদ্র ও ভ্রমণ ও ঋতুর জন্যে, মিউনিসিপ্যালের অনুভব অথবা রোমান সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক সংগঠনের জন্যে গসপেল বা অ্যাক্ট অব অ্যাপোস্‌ল থেকে; অ্যাপুলিয়াস থেকে নেবো প্রাচীন ধর্মের ধারণা ও মেজাজ; হোরেস, মার্শাল ও পেট্রোনিয়াস থেকে পাবো সামাজিক বিন্যাসের আভাস।

সেই ধ্রুপদী রোমান বিশ্বে আমার কল্পনার মধ্যে বসবাস করার আইডিয়া আমার কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিলো। একটা সৌন্দর্যময়, স্বচ্ছ, বিপজ্জনক বিশ্ব, সেই বিন্যাস থেকে বহুদূরে যেখানে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম আমি; গল্পটা, গল্পের চেয়েও বেশি একটা ভাব, খুব আলাদা ছিলো যে বইটা নিয়ে কাজ করছিলাম সেটার থেকে। ওই বইটা নিয়ে আমি আট-নয় মাস ধরে কাজ করে যাচ্ছিলাম, কিন্তু এখনো একটা খসড়াও দাঁড় করাতে পারিনি।

বইটার কেন্দ্রে একটা গল্প ছিলো, আফ্রিকান একটা দেশের পটভূমিতে, সেই দেশটা একদা উপনিবেশ ছিলো, শ্বেতাঙ্গ ও এশীয়রা সেখানে বসতি স্থাপন করেছিলো, আর এখন দেশটি স্বাধীন। গল্পটা ছিলো উপজাতীয় যুদ্ধের সময় দু'জন শ্বেতাঙ্গ মানুষের মোটরকারে একদিনের একটা ভ্রমণ। যুদ্ধটা হঠাৎ করে শুরু হয়েছিলো, হঠাৎ করে ভেঙে দিয়েছিলো উপনিবেশিক শৃঙ্খলা। আফ্রিকা ওই দু'জন শ্বেতাঙ্গকে একটা সুযোগ দিয়েছিলো, তাদের অনেক বড় করে তুলেছিলো, বের করে এনেছিলো তাদের ক্ষমতা; এখন, যখন তারা আর তরুণ নেই, তাদের ব্যবহার করছে সে। বইটা ছিলো ভয়ানক—ঘটনাগুলোর জন্যে নয়, বরং আবেগের কারণে ভয়ানক ছিলো।

বইটা ছিলো ভয় সম্পর্কিত। সমস্ত হাস্যকৌতুক থেমে গিয়েছিলো এই ভয়ের কারণে। আর পাহাড়ের ওপর ঝুলে থাকতো কুয়াশা, যেখানে আমি লিখতাম; অন্ধকার নামতো তাড়াতাড়ি; আমি কোথায় সেই জ্ঞানের অনুপস্থিতি—উপত্যকার এই সমস্ত অনিশ্চয়তা আমি চালান করেছিলাম আমার আফ্রিকায়। আর আমার এটা মনে হয়নি যে, 'The Enigma of Arrival' গল্পটি সূর্যালোকিত সমুদ্র ভ্রমণ যা শেষ হয়েছে একটা বিপদজনক ধ্রুপদী নগরীতে যেটা আমার কাছে এসেছিলো সৃষ্টিশীল কাঠিন্য এবং আমার নিজের আফ্রিকান গল্পের অন্ধকার থেকে এক ধরনের অব্যাহতি হিসেবে, আমার মনে হয়নি যে ওই ভূ-মধ্যসাগরীয় গল্পটা আমি যেটা লিখছিলাম সেটার একটা সংস্করণ ছাড়া বাস্তবিকই অন্য আর কিছু নয়।

BanglaBook.org

আমার এও মনে হয়নি যে এটা গল্প খোঁজারও একটা উদ্যোগ, একটা স্বপ্ন অথবা দুঃস্বপ্ন যা এক বছর বা ওইরকম সময় ধরে আমাকে অস্থির করে রেখেছে। এই স্বপ্নে সর্বদা মনে হয়েছে, স্বপ্ন বর্ণনার এক সংকটজনক মুহূর্তে, সেই কথা যা আমি আমার মাথায় একটা বিস্ফোরণ হিসেবেই শুধু বর্ণনা করতে পারি। ব্যাপারটা সেই রকম ছিলো প্রত্যেক স্বপ্ন যেভাবে শেষ হয়, ওই বিস্ফোরণ আমাকে চিৎ করে ফেলে দেয়, লোকজনের উপস্থিতিতেই, একটা রাস্তায়, একটা ভিড়ে-ঠাশা কামরা, কিংবা কোনো জায়গা, আমাকে ফেলে দেয় অবদমিত ভঙ্গিতে এই দণ্ডায়মান লোকজনের মাঝখানে, আমাকে ফেলে দেয় ঘুমের মধ্যে—জেগে উঠে যেখানে খুঁজে পাই নিজেকে। আমার মাথার মধ্যে বিস্ফোরণের আওয়াজ ছিলো এত প্রচণ্ড, এত কল্পনাময় ও ধীর যে আমি অনুভব করি, আমার মস্তিষ্কের সেই অংশ দিয়ে যে অংশ অলৌকিকভাবে কখনো ভাবতে ও উপসংহার করতে পারতো, যে আমি সম্ভবত রক্ষা পাবো না, যে বস্তুত আমি মারা যাচ্ছি, যে এবারের বিস্ফোরণ, এই স্বপ্নের ভিতর, হত্যা করবে, যে আমি সচেতনভাবে বসবাস করছিলাম, বা প্রত্যক্ষ করছিলাম, আমার নিজের মৃত্যু। আর যখন আমি জেগে উঠি তখন আমার মাথায় ঝাঁকুনি অনুভব করি।

এই স্বপ্ন অথবা দুঃস্বপ্ন অথবা অভ্যন্তরীণ নাটকীয়তা—আমার মস্তিষ্কে মুহূর্তে সৃষ্ট দৃশ্যপট রাস্তা, কাফে, পার্টি, বাস, যে-স্থানে লোকজনের উপস্থিতিতে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম—আমার সঙ্গে ছিলো এক বছর বা তার বেশি সময়। বুদ্ধিবৃত্তিক একঘেঁয়েমি আর দুঃখের মতো কোনো কিছু টেনে এনেছিলো এই স্বপ্ন।

আমি প্রচুর লিখেছি, অনেক অসুবিধার কাজ করেছি; আমার বিদ্যালয়ের দিনগুলোর সময় থেকেই কম-বেশি চাপের মধ্যে কাজ করেছি। লেখার আগে, পড়তে শিখেছিলাম। লেখা শিখেছিলাম খুব ধীর গতিতে। তার আগে, পড়তে হয়েছিলো অক্সফোর্ড। এবং তারও আগে, ত্রিনিদাদের স্কুলে যেখানে আমাকে কাজ করতে হয়েছিলো অক্সফোর্ড বৃত্তির জন্যে। লেখালেখির ক্যারিয়ারের জন্যে দীর্ঘ একটা প্রস্তুতি চলেছিলো! আর তারপর আমি আবিষ্কার করি যে লেখক হওয়া এমন পর্যায় নয় (যেমন আমি কল্পনা করেছিলাম)—খ্যাতির বা অর্জনের বা বিষয়ের—যেখানে কেউ আগমন করতে বা অবস্থান করতে পারে। বিশেষ একটা যন্ত্রণা এই ক্যারিয়ারের সঙ্গে যুক্ত ছিলো ঃ যে কোনো এক টুকরো লেখার শ্রম যাই হোক না কেন, এর সৃষ্টিশীল চ্যালেঞ্জ ও তৃপ্তি যাই হোক না কেন, সময় সর্বদা আমাকে এর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছিলো। এবং সময় অতিক্রম হয়ে যাবার সাথেই, আমি এর মধ্যেই যা করেছি তা ভেংচি কাটছে বলে অনুভব

BanglaBook.org

করতাম। শূন্যতা, অস্থিরতা আবারও তৈরি হয়েছিলো; আর আরও একবার প্রয়োজন হয়েছিলো, আমার অভ্যন্তরীণ শক্তির বাইরে, আরেকটা বই শুরু করতে, নিজের কাছে প্রতিশ্রুতি দিতে সেই ব্যবহারের প্রক্রিয়া আবার।

শেষ পর্যন্ত আমি ধ্বংস হয়েছিলাম। আমার উদ্যম ভেঙে গিয়েছিলো; আর প্রাণের ওই ভেঙে পড়ার ঘটনা উপত্যকায় আসার পরপরই ঘটেছিলো। দুই বছর ধরে আমি ঐতিহাসিক একটা বই নিয়ে কাজ করেছিলাম, যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছিলাম সেই অঞ্চল সম্পর্কে। বইটা বেড়েছিলো। এবং যেহেতু (একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ওপাশে) একটা বড় বই লেখা বেশ কঠিন, একটা ছোট বইয়ের তুলনায়, আমি বইটার বাড় প্রতিরোধ করেছিলাম। কিন্তু তারপর বইটার একটা গল্প পড়ে আমি উত্তেজিত হই। মানব ঘটনাবলীর নৈর্ব্যক্তিক নীতিমালার ঐতিহাসিক সন্ধান। আমার মনোভাব ছিলো অন্যটা; দুই বছর ধরে আমি ডকুমেন্ট নিয়ে কাজ করেছি মানব গল্পটাকে পুনর্নির্মাণ করার জন্যে।

এটা ছিলো একটা শ্রম। দশ কিংবা বারোটা ডকুমেন্ট—স্মৃতি থেকে স্মরণ করা, প্রায় ব্যক্তিগত স্মৃতির মতো—বর্ণনার সাদামাটা প্যারাগ্রাফ ও চমৎকার খাটো বিষয়ের বিস্তারিত তুলে ধরতে পারবে। কিন্তু আমার গল্পটা আমাকে সমর্থন দিয়েছিলো। থিমটা ছিলো অত্যন্ত স্পর্শকাতর ঃ আবিষ্কার, নতুন বিশ্ব, আবিষ্কৃত দ্বীপের বাসিন্দাদের নিকেশ করা। দাসত্ব, চাষাবাদের উপনিবেশের সৃষ্টি; বিপ্লবের ধারণার আগমন; সমাজে বিপ্লবের পর বিশৃঙ্খল অবস্থা।

ওই দুই বছরে প্রচুর পড়াশোনা করেছিলাম। আর যা লিখছিলাম তাতে আমার বিশ্বাস ছিলো, আমি ভেবেছিলাম এটা পাঠকরা এমনভাবে লুফে নেবে যে বারো বছর আমার বই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। আর এ কথা আমি বিশ্বাস করেছিলাম বোঝার মতো। ওই সাড়ার জন্যে অপেক্ষা না করে, ইংল্যান্ডে নিজের জন্যে সৃষ্ট আমার ছোট জীবনের রাশ ঢিলে করে দিই আর আমি চলে যাবার জন্যে প্রস্তুত হই, মুক্ত মানুষ হওয়ার জন্যে।

অনেক বছর ধরে, বহুদূরের সেই দ্বীপে—যেখানকার মানব ইতিহাস আমি আবিষ্কার করছিলাম আর সে বিষয়ে লিখছিলাম, আমি ইংল্যান্ডে আসার স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু ইংল্যান্ডে আমার জীবন মানসম্পন্ন হলো না। আমার উপনিবেশিক বোধের দগদগে অংশের সবটাই আমি ইংল্যান্ডে নিয়ে এসেছিলাম। সেই বোধ কম-বেশি থেকেই গিয়েছিলো। যে বোধ শুরুতে অনভিজ্ঞতার ও যৌবনের দৈহিক ও যৌন অপ্রতুলতার, এবং উন্নতিশীল প্রতিভারও অংশ ছিলো। আর বাড়িতে থাকলেই আমি স্বপ্ন দেখতাম যেন ইংল্যান্ডে আছি, আবার বহুবছর ইংল্যান্ডে থাকার পর ইংল্যান্ড ছাড়ার স্বপ্ন দেখতাম। এখন, আমার প্রথম

আগমনের আঠারো বছর পর, মনে হয়েছিলো যে সেই সময়টা এসে গেছে। একটু একটু করে যে জীবন আমি প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম সেই জীবন ভেঙে ফেলেছিলাম, আর যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলাম। যে বাড়িটা কিনে নতুন করে তৈরি করছিলাম সেটা বিক্রি করে দিই; আর অয়্যারহাউজে পাঠিয়ে দিই আমার আসবাবপত্র, বই ও কাগজপত্র।

ক্ষয়ক্ষতি দেখা দেয় চার মাস পর। যে বইটাতে আমি গভীর বিশ্বাস রেখেছিলাম, যে বইটা আমাকে প্রচণ্ড হয়রানি করেছে, সেটা প্রকাশককে সন্তুষ্ট করতে পারলো না। আমরা একজন অন্যজনকে ভুল বুঝলাম। সে শুধুমাত্র আমার নামটা জানতো; আমার কাজের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই জানতো না। আর আমার প্রতি তার আগ্রহ সম্পর্কে আমি ভুল বুঝলাম। সে আমাকে সিরিয়াস লেখক হিসেবেই মানতো, কিন্তু সে শুধু চেয়েছিলো টুরিস্টদের জন্যে লেখা একটা বই, আমি যেটা লিখেছি তার চেয়েও সহজ কিছু; একাধারে বেশি রোমান্টিক কম রোমান্টিক ধরনের কিছু; একই সঙ্গে বেশি মানবিক কম মানবিক। সুতরাং নিজেকে শূন্যে খুঁজে পেলাম। আর আমাকে ফিরতে হলো ইংল্যান্ডে।

সেই ফিরতি যাত্রা—আমার নতুন দৃষ্টিতে দেখতে যাওয়া দ্বীপ ও মহাদেশ থেকে, যে সম্পর্কে লিখেছিলাম সেই নতুন বিশ্বের কোণ, সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা, এবং তারপর ইংল্যান্ডে—ইংল্যান্ডে সেই ফিরতি যাত্রা একেবারে হাস্যকর করে তুলেছিলো উনিশ বছর আগের যাত্রাকে, তরুণের, বলা যায় প্রায় বালকের সে যাত্রা, যে তরুণ ইংল্যান্ডে এসেছিলো লেখক হবার জন্যে, এমন এক দেশে যেখানে আসার ডাকে কিছু অর্থ আছে, আমি যার নিষ্ঠুর কাঠিন্য সম্পর্কে সতর্ক না হয়ে পারি না।

আমি যে আমার আফ্রিকান গল্প লিখতে শুরু করেছিলাম সেটা ওই খাজনার বাইরে, যে যাতনা এমন গভীর ছিলো যে তাতে কান্না অথবা ক্রোধ আসতো। আফ্রিকায় গল্পগুলোর আইডিয়া মাছির মতো আমার মাথায় এসেছিলো তিন-চার বছর আগে।

লেখক হিসেবে আফ্রিকান ভীতির সঙ্গে দিনের পর দিন আমি বসবাস করছিলাম; অজানা উইল্টশায়ার; ইংল্যান্ডে এই ফিরে আসার নিষ্ঠুরতা, দ্বিতীয় ব্যর্থতার ভয়াবহতা; মানসিক অবসাদ। এই সবকিছু, পরিণত হয়েছিলো একটা পাঁকে, একজন মানুষের উদ্যমের ওপর পড়ে থাকে যে মানুষটা জ্যাকের কুটিরের দিকে হেঁটে গিয়েছিলো আর সেটা অতিক্রম করে আরো এগিয়ে গিয়েছিলো সামনে। শুধু পর্যবেক্ষণ নয়, নানা বিষয়ের ওপর যে কাজও করেছিলো।

BanglaBook.org

এবং আবেগের সেই বোঝা থেকে লেখকের পরিত্রাণ এনে দিয়েছিলো 'The Enigma of Arrival'-এর অ্যান্টিক-জেটির গল্প, জাহাজের গল্প। আইডিয়াটা এসেছিলো একেবারে নির্দোষভাবে, লেখক সন্দেহও করতে পারেনি ওই প্রত্যন্ত গল্পটা তার জীবনের কতোটা বহন করছিলো। লেখকের সঙ্গে কোন গল্পের ঘটনা জড়িয়ে যাওয়ার এটাই কারণ।

প্রতিদিন বিকেলে আমি হাঁটতে বেরোই। আমার বইটা শেষ করেছি। কম্পোজিশনের আতংক সংশোধনে পুনরাবৃত্ত হয়নি। আমি আরোগ্য লাভ করছিলাম। আর আরোগ্যের চেয়েও বেশি। আমার ক্ষেত্রে, এই উপত্যকায় এবং যেখানে আমার কুটির ছিলো সেই ম্যানোরের প্রাঙ্গনে একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিলো। ওই বসতিতে, ইংল্যান্ডের প্রাচীন প্রাণকেন্দ্রে, ওই জায়গায় সত্যিকার অর্থেই আমি ছিলাম একজন বহিরাগত, সেখানে আমি আবিষ্কার করি যে আমাকে দেওয়া হয়েছে একটা দ্বিতীয় সুযোগ, একটা নতুন জীবন, আগের যে কোনো স্থানের চেয়ে অনেক অনেক বেশি সমৃদ্ধ ও পূর্ণ। এবং জায়গায়, শুরুতে যেখানে আমি শুধু লুকানোর ও প্রত্যন্তে থাকার জায়গা খুঁজতাম, ওখানেই আমার সেরা কিছু কাজ আমি করেছিলাম। আমি ভ্রমণ করেছি; আমি লিখেছি। আমি ঝুঁকি নিয়েছি, অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছি আমার কুটিরে; এবং লিখেছি। বছরগুলো চলে গেছে। আমি আরোগ্য লাভ করেছি। আমার চারপাশের জীবন বদলে গেছে। আমি বদলে গেছি।

তারপর এক বিকেল বেলায় সেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছিলো যখন আমি জ্যাকের পুরনো কুটির অতিক্রম করে হেঁটে যাচ্ছিলাম—জ্যাকও বহুদিন আগে মারা গিয়েছিলো। মাত্র কয়েক ঘণ্টা পর শুরু হয়েছিলো চরম অসুস্থতা। আর কয়েকমাস পর সুস্থ হয়ে উঠলে দেখি আমি একজন মধ্যবয়সী মানুষ হয়ে গেছি। কাজ করা আমার জন্যে কঠিন হয়ে উঠেছিলো। নতুন শ্রম দেওয়ার অনিচ্ছা আবিষ্কার করি আমি নিজের মধ্যে। আমার ইচ্ছা করে শ্রম থেকে মুক্তি পেতে।

এবং যেহেতু আমি যখন উপত্যকায় এসেছিলাম তখন আমার স্বপ্ন প্ররোচিত ছিলো অবসাদ ও সুখহীনতার দ্বারা—বিস্ফোরণময় মাথার স্বপ্ন, মৃত্যুর নিশ্চিতি—এখন আমার ঘুমের মধ্যে স্বয়ং মৃত্যুর চিন্তা ঢুকে পড়ে। গল্প হিসেবে নয়, প্রথম দিক্‌কার স্বপ্নে যেমন আসতো। কিন্তু মৃত্যুর ভাবনা ঢুকে পড়ে অন্ধকার হয়ে, যে অন্ধকার আচ্ছন্ন করে ফেলে একজন মানুষকে, বের করে নেয় তার হৃৎপিন্ড, যখন সে দুর্বল মুহূর্তে, ঘুমের মধ্যে থাকে। এই মৃত্যু চিন্তা, যে চিন্তায় সকালের পর সকাল ঘুম থেকে জেগে উঠেছি আমি, যেটার আচ্ছন্নতা

BanglaBook.org

থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে কখনো কখনো আমার সারাদিন লেগে গেছে, দিনের আলোর সবটা সময়, পৃথিবীকে বাস্তব হিসেবে দেখতে হয়েছে আবার, আবারও নিজেকে জীবন্ত মানুষ হিসেবে নিশ্চিত হতে হয়েছে।

নিঃশেষিত অবস্থার স্বপ্ন একদা; এখন দুর্বলতা এসে গেছে চূড়ান্ত শূন্যতার অনিচ্ছুক ভাবনার ওপর। এটাও ছিলো এমন কিছু যা ওই মানুষটার ওপর ঘটেছিলো যে মানুষটা হাঁটতে বের হতো, সাক্ষী হয়ে থাকতো, উপত্যকার লোকজন ও ঘটনার।

এটা ছিলো যেন সেই আহ্বান যা সাময়িক পূর্ণতা ছাড়া আর কিছু দেয়নি আমাকে। কাজেই আবার, চিরিকোর ছবিটা দেখা ও গল্পটার আইডিয়া আমার মধ্যে আসার অনেক বছর পর, আবার, আমার নিজের জীবনেই, সৃষ্টি হয়েছিলো 'The Enigma of Arrival'-এর গল্পটার আরেক সংস্করণ।

এবং অবশ্যই অনেকদিন আগে এক ভ্রমণ হয়েছিলো—যে ভ্রমণ বীজ বপন করেছিলো অন্য ভ্রমণগুলোর, আর পরোক্ষে বিবর্ণ করে তুলেছিলো ধ্রুপদী জগতের সেই ফ্যান্টাসিকে। একটা ভ্রমণ হয়েছিলো; এবং একটা জাহাজ।

আমার আঠারতম জন্মদিনের কয়েক দিন আগে এই যাত্রা আরম্ভ হয়েছিলো। আমার এক বছর ধরে আশংকা ছিলো যে এই যাত্রা করার অনুমতি আমি হয়তো পাবো না। সুতরাং যাত্রা শুরু করার অনেক আগে থেকেই এ নিয়ে আমার উৎকণ্ঠা ছিলো। এই যাত্রার কারণেই ভেনিজুয়েলার উত্তরাঞ্চলীয় উপকূল থেকে আমার দূরবর্তী দ্বীপ ত্রিনিদাদ থেকে আমি ইংল্যান্ডে আসতে পেরেছিলাম।

ত্রিনিদাদে, প্রথমে একটা বিমানে চড়তে হয়, সে কালের ছোট বিমান, সংকীর্ণ আর নিচুতে ওড়া। সেটাই ছিলো প্রথম আকাশ থেকে দেখা আমার শৈশবের ভূ-দৃশ্য, আর খুব উঁচু থেকে নয়। মাটিতে দেখা যায় কুঁড়েঘর, খানাখন্দ, বাড়ির সামনের খোলা আঙিনা, ঝোপঝাড় ইত্যাদি ঃ রাস্তার পাশের সব দৃশ্য। আকাশ থেকে দেখায় অন্যরকম, আরো বিশাল এক ভূদৃশ্য। কার্পেটের মতো লাগে আখের ক্ষেত, বিস্তীর্ণ, জলাভূমির অজানা অঞ্চল; দুর্বল সবুজ পানির ওপর ম্যানগ্রোভ গাছের কালো ছায়া; পর্বত শ্রেণীর মধ্যে উপত্যকা; গাঢ় সবুজ আর গাঢ় বাদামি রঙের একটা নকশা, ক্যামোফ্লেজের মতো, বইয়ের আঁকা দৃশ্যের মতো, আসল একটা দেশের ভূ-ভাগ দৃশ্যের মতো। কাজেই বিমান আকাশে ওড়ার মুহূর্তে, ডিপারচারের মুহূর্তে, আমার শৈশবের ভূ-দৃশ্য এমন কিছু ছিলো যা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম, এমন কিছু যা আমি কখনোই দেখিনি।

BanglaBook.org

কয়েক মিনিট পর, সমুদ্র। চিকচিক করছিলো, টেনিসের কবিতায় বর্ণিত দৃশ্যের মতো। রোদে চকচক করছিলো; নীলের চেয়ে বেশি ধূসর ও রূপালি দেখাচ্ছিলো। এবং আবারো টেনিসনের কবিতার মতো, সমুদ্রের ঢেউ হামাগুড়ি দিচ্ছিলো। আবার অনেক দূরে জীবন কাটানো আমার সেই জগৎ মনে হয় আমি কখনো দেখিনি। এবং তারপর ছোট্ট বিমানটা ঠিক মেঘের ওপর উঠেছিলো আর ওইভাবে উড়ছিলো, ঠিক মেঘের ওপর দিয়ে, পুয়ের্তো রিকোয় আমরা না পৌঁছানো পর্যন্ত। জামাইকায় ভ্রমণকারী কোনো একজনের কাছ থেকে আমি উপর থেকে দেখা মেঘের সৌন্দর্যের কথা শুনেছিলাম, হয়তো আরো ছোট একটা বিমান থেকে, পাঁচ বছর আগে। তো এই সৌন্দর্য ও অভিজ্ঞতার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম। সবসময়, মেঘের ওপরে, সূর্য! মেঘ অমন খাঁটি, বিশুদ্ধ। আমি শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম; ওই সৌন্দর্য ধারণ করা, ওই অভিজ্ঞতার সমাপ্তিতে পৌঁছানোর অনুভূতি, ছিলো অসম্ভব। স্বল্প ক'জন মানুষ যা দেখেছে তা দেখা! মেঘের উপরের জগৎ, সেখানে (কখনো কখনো সূর্যাস্তের সময় নিচে যেমন) কোনো ব্যক্তির মন ভ্রমণ করতে পারে পেছনে—এবং সামনে।

আমাদের বিমান পুয়ের্তো রিকোয় অবতরণ করে। তখন শেষ বিকেল। আরেক দেশে চলে এসেছি এরই মধ্যে, মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে। ভ্রমণ! এখানে আরেক ভাষা; জনতা বিশ্র বর্ণের, মুলাত্তো, কিন্তু আমার নিজের দেশের মিশ্রবর্ণের মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

হ্যাঙ্গারে ছিলো একজন কৃষ্ণাঙ্গ। (ওই জায়গাটা হ্যাঙ্গারের বলেই আমার মনে হয়েছিলো; বলার মতো কোনো বিমানবন্দর টার্মিনাল ছিলো না ওখানে; বিলাসি হলেও বিমান ভ্রমণ সেইসব দিনে রাফ-অ্যান্ড-রেডি সাইড হয়েই ছিলো।) কৃষ্ণাঙ্গটা এসেছিলো ছোট বিমান থেকে। সে ত্রিনিদাদ থেকে এসেছে কিনা আমি জিজ্ঞেস করি। অবশ্যই সে ত্রিনিদাদ থেকে এসেছিলো। আমি সেটা জানতাম। বিমানে তাকে দেখেছিলাম। তবু জিজ্ঞেস করি। কেন? বন্ধুত্ব? তার দরকার ছিলো না। আমার ব্যবহারের সত্যহীনতা লক্ষ্য করি। হ্যাঙ্গারে বা শেডের ভিতর অন্য এক বিমানের আরেকটা লোক ছিলো, কিংবা সে অপেক্ষা করছিলো আরেকটা বিমানের জন্যে, আর সেদিনের *New York Times* পড়ছিলো। এই বিশাল জগৎ সব সময়ই বিরাজিত ছিলো আমার ছোট্ট দ্বীপের বাইরে—মেঘের ওপরের সূর্যের মতো, সবসময় সূর্যটা আছে। আর এই বিশাল জগৎ এখন একেবারে নাগালের মধ্যে!

আট ঘণ্টা ধরে—নাকি তের? —অন্ধকার আকাশপথে আমরা উড়ে চললাম নিউইয়র্কে। আমার দ্বীপের জীবন থেকে কয়েক ঘণ্টা দূরে, যেখানে কিছুই

BanglaBook.org

নিরাপদ নয়, এমন কি লাইটেরও প্রাণঘাতী গুণ আছে (যেমন আমার মনে হয়েছিলো), আমি বাস করছিলাম—প্রথমবার রাজধানীতে আসা কোনো চাষীর মতো—বিস্ময়ের এক জগতে। আমি সবসময়ই জানতাম যে, এই জগৎটা বিরাজমান। রাতের ভিতর দিয়ে ছোট বিমানটা যতোই নিচে নামতে লাগলো ততই নিউইয়র্কের ধারণা আতংকে পরিণত হলো। নগর নয়, আগমনের মুহূর্তে ততো বেশি নয় ঃ ওই মুহূর্তটা আমি দর্শনগ্রাহ্য করতে পারি না। সেবারই প্রথম আমি ভ্রমণকারীদের আতংকের অভিজ্ঞতা অর্জন করি।

আমার পাশের যাত্রীটা ছিলো এক ইংরেজ নারী। তার সাথে একটা বাচ্চা ছিলো। আমি তাদের কেবল এইভাবে দেখেছিলাম ঃ এক ইংরেজ নারী ও এক শিশু। তাদের জায়গা করে দেবার কোনো উপায় ছিলো না আমার।

আমি ডাইরি লিখি। সে জন্যে আমি শস্তা দরের লাইন টানা ছোট একটা প্যাড কিনেছিলাম যেটার সামনের কভারে খাম রাখার একটা পকেট ছিলো। আমার একটা বিশেষ পেন্সিলও ছিলো, সেই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ লোকজন—বিশেষ করে ত্রিনিদাদের কর্মকর্তারা— যা ব্যবহার করতো। তুমি পেন্সিলটা লিক করবে আর সেটার রং উজ্জ্বল হয়ে উঠবে; শুকনো রাখবে, রংটা তখন ম্যাড়মেড়ে দেখাবে। প্যাড আর পেন্সিলটা কিনেছিলাম যেহেতু আমি ভ্রমণ করেছিলাম লেখক হবার জন্যে, আর আমি শুরু করেছিলাম।

পেন্সিলটা কেটে দেবার জন্যে বলি স্টুয়ার্ডেসকে। বিমান ভ্রমণের পরীক্ষা করার জন্যেই আমি এ রকম করি। বিমানটা ছোট, কিন্তু তাতে প্রচুর ছোট ছোট সেবার ব্যবস্থা ছিলো, কিংবা এয়ারলাইন বিজ্ঞাপনে ওই রকমই বলা হয়েছিলো। স্টুয়ার্ডেসকে এই অনুরোধ ছিলো একটা চ্যালেঞ্জের প্রকৃতিতে; আর আমাকে অবাক করে দিয়ে স্টুয়ার্ডেস, শ্বেতাঙ্গিনী আমেরিকান এবং আমার কাছে চোখ-ধাঁধানো, সুন্দর ও প্রাপ্তবয়স্কা, আমার অনুরোধ গ্রহণ করলো অতিশয় গুরুত্বের সঙ্গে, পেন্সিলটা সুন্দর করে কেটে নিয়ে এলো, আর আমাকে, আঠার বছর বয়সে পৌঁছাতে এখনো দু'সপ্তাহ বাকি, সম্বোধন করলো স্যার বলে।

সুতরাং আমি ডাইরি লিখি। কিন্তু তাতে অনেক কিছু লেখা হয়েছিলো যা পরে তেমন প্রয়োজনীয় মনে হয়নি, আবার অনেক কিছু লেখা হয়েছিলো যা কয়েক বছর পর অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। বিমানে আমি লিখেছিলাম ত্রিনিদাদ বিমানবন্দরে পরিবারের লোকেরা আমাকে কিভাবে বিদায় জানিয়েছিলো সেই বর্ণনা, অ্যাসফল্ট রানওয়ের ধারে বিমানবন্দর ভবনটা দেখাচ্ছিলো ছোট বাগানওয়ালা একটা কাঠের বাড়ির মতো।

সেই পারিবারিক বিদায় ছিলো বড় হিন্দু বা এশিয়াটিক ঘটনার শেষ যাতে আমিও অংশ নিয়েছি—সেইসব বিদায় (আরেক যুগ থেকে, আরেক মহাদেশ

BanglaBook.org

থেকে, আরেক ধরনের ভ্রমণ থেকে, যখন একজন ভ্রমণকারী অবশ্যই কখনো আর ফিরে আসে না, যেমন আমাদের অনেকেই, কিংবা আমাদের পিতামহরা, কখনোই আর ফিরে যায়নি ভারতে) যার জন্যে লোকজন তাদের কাজ ছেড়ে যায়, একদিনের রোজগার নষ্ট করে, আর অনেকদূর পর্যন্ত ভ্রমণ করে শুধু বিদায় জানানোর জন্যে। আর সত্যিই বিদায় বলার জন্যে নয়, নিজেদের প্রদর্শন করারও বেশি, গোত্রের বড় ঘটনায় নিজেকে দেখানোর জন্যে। এই বাস্তবতা সত্ত্বেও যে সম্প্রসারিত পারিবারগুলোর বিভিন্ন শাখার মধ্যে এখন এ ধরনের পার্থক্য আছে, এবং আলাপচারিতা ইতোমধ্যে স্পর্শ করেছিলো একপক্ষের বা অন্যপক্ষের সামাজিক উদ্বীগ্নতা।

ওই ঘটনা আমার লেখকের ডাইরিতে আমি টুকে রাখিনি সেই বিশেষ পেন্সিল দিয়ে যেটা কেটে দিয়েছিলো প্যান অ্যামেরিকান ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ-এর আড়ম্বরপূর্ণ স্টুয়ার্ডেস। এবং একটা কারণ ছিলো এই যে, জাদু ও বিস্ময়ের যে অবস্থান থেকে আমি লিখেছি তার থেকে ঘটনাটা ছিলো অনেক দূরে। আরেকটা কারণ ছিলো যে, লেখকের ডাইরি অথবা যার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম সেই লেখকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘটনাটির খাপ না খাওয়া।

বিমানবন্দরে আমার কাজিনের দেওয়া উপদেশ সম্পর্কেও আমি কিছু লিখিনি—কিছু একটা সম্পর্কে আমাকে নিশ্চিত লিখতেই হয়েছে, খুব বেশি বছর পরে নয়, সে সময় আমি আমার অভিজ্ঞতার প্রকৃতি নিয়ে কিছু বোঝাপড়ার কাজ শুরু করেছিলাম।

এই কাজিন ছিলো অর্ধবোধশক্তিসম্পন্ন কিংবা নিশ্চিত করেই বলা যায় আবছা-বোধশক্তিসম্পন্ন মানুষ, পনেরো বছর বয়সেই যার পেট খানিকটা মোটা হয়ে গিয়েছিলো, সেই পেট-মোটা অবস্থাটা বরাবর সে ধরেই রেখেছিলো। আর খুব উদ্ভট ঢঙে—ইংরেজি বা অন্য কোনো ভাষা না জেনেই কিংবা ব্যাকরণের কোনো জ্ঞান ছাড়াই—সে সাংবাদিক হয়েছিলো। হয়তো এমন কি কু-ইচ্ছাই ছিলো।

কিন্তু ঘটনায় সেও আলোড়িত হয়েছিলো। কিংবা অনুভব করেছিলো এতে তার সাড়া দেওয়া উচিৎ। এবং বিমানবন্দরে সেই জনাকীর্ণ বিদায় পর্বে কিছু লোক (তাদের কয়েকজনকে আমি চিনতামও না) এমন কি কান্নাও জোগাড় করলো, এই কাজিন আমার কাছে এলো, এবং যেন বা তাকে দেওয়া গোপন কিছু পাচার করছে, সে, একজন সাংবাদিক, সর্বোচ্চ কোয়ার্টার থেকে, বিমানবন্দর ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে, প্যান অ্যামেরিকান ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজের পরিচালকদের কাছ থেকে, অথবা স্বয়ং ঈশ্বরের কাছ থেকেই, ফিসফিস করে

BanglaBook.org

বললো ঃ 'বিমানের পিছনে গিয়ে বসবে। ওখানে নিরাপদ।' (ভ্রমণ এখনো একটা অ্যাডভেঞ্চার, সে সমুদ্রে হোক অথবা আকাশ পথে। এবং বিমানের পিছনে বসা সম্পর্কে আমার কাজিন যা বললো তা হয়তো সঠিকও হতে পারে। হয়তো, যদিও—এবং খুবই সদৃশ্যপূর্ণ— তার উপদেশের ভিত্তি ছিলো বাচ্চাদের কমিক বইয়ের প্লেন ক্র্যাশ পর্ব, বিমান নাক নিচের দিকে করে গোত্তা খেয়ে পড়ে, লেজ উপরে।)

আমার বিমান ডাইরিতে এই কাজিন বা তার পরামর্শ সম্পর্কে আমি কিছুই লিখিনি, কারণ— আমার জীবনে কৃষিজীবী এশিয়ার স্মৃতির মতো আশ্চর্যজনক ওই পরামর্শ আমার কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি, যেটা ছিলো বিশ্বের এক মহাকাব্যিক দৃশ্য সম্পর্কে এং মহাকাব্যিক ধরনের ব্যক্তিগত অ্যাডভেঞ্চার সম্পর্কে। হয়তো বিদায় প্রসঙ্গটি নিয়ে অথবা কাজিনের দেওয়া পরামর্শ সম্পর্কে আমার কখনোই লেখা হতো না; থিম বাতিলেরও কোনো প্রশ্ন ওঠে না

কিন্তু যদিও আমার থিম ছিলো ব্যক্তিগত অ্যাডভেঞ্চার, আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখার অবস্থায় আমি ছিলাম না, আমার ব্যক্তিত্বে পরিবর্তন সেই নিঃসঙ্গতা বয়ে আনতে শুরু করেছিলো। এই বিকল্পের ঘনিষ্ঠতা ছিলো খুবই সামান্য। পাঁচ বছরে আমি খুব পরিষ্কারভাবেই দেখেছিলাম যে পারিবারিক বিদায় পর্ব আর আমার কাজিনের উপদেশ ছিলো 'বস্তুনিষ্ঠ'।

কৃষ্ণাঙ্গ লোকটা ছিলো পুয়ের্তো রিকোর বিমানবন্দর শেডে বা হ্যাঙ্গারে, যেখানে, অনেক ঘণ্টা পর, এবং শেষ বিকেলে, আমাদের ছোট বিমানটি নেমেছিলো প্রথম যাত্রা বিরতিতে। এরই মধ্যে আলো পরিবর্তিত হয়েছিলো; জগৎ পরিবর্তিত হয়েছিলো। জগৎ উপনিবেশ হয়ে উঠবে, আমার পক্ষে। লোকজন ইতোমধ্যে নিজেদের মূল্যের বিকল্প করে ফেলেছে, এমন কি এই কৃষ্ণাঙ্গও। সে হারলেমে যাচ্ছে। বাড়িতে, তার লোকজনের মধ্যে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে, সে ছিলো ঈর্ষা জাগানো পুরুষ, তার ভ্রমণ ছিলো অবর্ণনীয় গ্ল্যামারাস; এখন সে একজন কৃষ্ণাঙ্গ, একটা খড়-রঙের জ্যাকেট অতিরিক্ত টাইট হয়ে চেপে বসেছে (ভারোত্তলন ছিলো আমাদের এক উন্মাদ বাতিক)। এখন, ওই জ্যাকেটে (বাড়িতে, উত্তর দিকে ভ্রমণকারীর ব্যাজ), সে বিষয়টা মিথ্যা করে তুলছে, নিজের সম্মান চাইছে জোর করে, আমেরিকান কৃষ্ণাঙ্গ না হওয়ার জন্যে, বিমান আর শাদা মানুষ দেখে চমকিত না হওয়ার জন্যে।)

সে শিক্ষিত ব্যক্তি নয়, এমন কেউ নয় যাকে আমি বাড়িতে খুঁজে নেবো। তবুও এরই মধ্যে আমি তাকে খুঁজে নিয়েছি এবং এমন কি তার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কও দাবী করছি। কেন? আমি অনুভব করি বন্ধুত্বের দেহভাষা

BanglaBook.org

মিথ্যাও হতে পারে এমন কি আমার তৈরি হলেও। তার টাইট, সম্মানীয় জ্যাকেটে, সে আমার সঙ্গে ঠাণ্ডা আচরণ করলো। আর আমি অর্ধ-আনন্দিত, সে, বন্ধুত্বের কারণে, কথা বলছে। কিন্তু আমি দেহভাষা ব্যবহার করেছিলাম। যদি আমাকে জিজ্ঞেস করা হতো যে আমি নির্জনতা অনুভব করছি কি না, আমি তাহলে বলতাম যে বিপরীতটাই সত্য, বলতাম যে আমি বিপুল উত্তেজনার মধ্যে আছি, আমি সব কিছু ভালোবাসছি; সেই মহান দিনের দ্বিতীয়ার্ধে যা কিছু আমি দেখেছিলাম তা ছিলো নতুন ও বিস্ময়কর।

ত্রিনিদাদের লোকটা ঠাণ্ডা, তার দৃষ্টি শান্ত, তার রঙ উজ্জ্বল নয়, বরং ম্যাট বা মরা ধরনের, যাতে উদ্বেগ ফুটে ওঠে। আমি তাকে তার মতো থাকতে দিই। আমি নিজের মতো থাকি। বাতি হলুদ হয়, অন্ধকার। তারপর আমরা আবার আকাশে উড়ি।

ছোট বিমানটি একঘেঁয়ে ও ক্লান্তিকর একটানা গুঞ্জনধ্বনি করে চললো। এই ধরনের ভ্রমণের পুনরাবৃত্তি ছিলো এক অপ্রত্যাশিত প্রত্যাদেশ। সুতরাং যদিও প্রসঙ্গটা ছিলো আমার জীবনের সবচেয়ে দ্রুততর, এবং যদিও আমি জানি যে জাহাজে ভ্রমণের সাথে তুলনা করলে এটা ছিলো অসাধারণ সংক্ষিপ্ত, তবু 'ক্লান্তি' অনুভব করার মতো কিছু ছিলো না।

আমার পাশের আসনে মহিলাটি বসা তার বাচ্চাটাকে নিয়ে। মহিলা ইংরেজ, আগেই যেমন বলেছি। তার বয়সী কোনো ইংরেজ মহিলার সঙ্গে এর আগে আর কখনো আমার সাক্ষাৎ হয়নি—প্রকৃত অর্থে মাত্র একজন ইংরেজ মহিলার সঙ্গেই আমার পরিচয় হয়েছিল—এবং তার চারিত্র্য, বুদ্ধিমত্তা বা শিক্ষা সম্পর্কে জানারও উপায় ছিলো না; শিশুসহ নারীদের প্রতিও আগ্রহ ছিলো না। তবু এই মহিলার প্রতি আমার মধ্যে বন্ধুত্বের ভাব অনুভব করলাম—আরো বেশি করে বাচ্চাটার প্রতি।

আমি কিছু কলা নিয়ে যাচ্ছিলাম নিউইয়র্কে। কলাগুলো রাখা ছিলো কাগজের ব্যাগে, সম্ভবত মেঝের ওপর। পুরনো আমলের গেরস্তরা এভাবে ভ্রমণ করতো, কোথাও যাবার সময় খাদ্য রাখতো সঙ্গে; বিমানে বা হোটেলে পরিবেশিত খাবারের প্রতি আস্থা রাখতো না কিছু খাঁটি হিন্দু। কলাগুলো এখন গন্ধ ছেড়েছে; বিমানের উষ্ণ আবহাওয়ার মধ্যে ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই এগুলো পেকে গেছে। আমি মহিলাটিকে একটা কলা সাধি। বাচ্চাটির জন্যে কি সে কলাটা নিয়েছিলো? আমি মনে করতে পারি না। আসল ঘটনা আমি ওটা তাকে সেধেছিলাম। যদিও, সত্যিই, আমি এই মহিলার বন্ধুত্বও চাইনি বা আলাপ করতেও চাইনি, আর বাচ্চাটার প্রতিও আমার আগ্রহ ছিলো না।

BanglaBook.org

এই দিনটির জন্যে আমার ব্যাকুল আকাঙ্খা আর আমার নির্ভেজাল উত্তেজনা সত্ত্বেও কি ভ্রমণে কিছু ভয় ছিলো? মানুষের নাগালের বাইরে এই চলে যাওয়া কি নির্জনতার প্রতি সাড়া দেওয়া ছিলো—যেহেতু জীবনে প্রথমবারের মতো নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলাম আমি? ভয়টা ছিলো কি নিউইয়র্ককে নিয়ে? নিশ্চয়ই। ওই মহানগরী, পৌঁছানোর মুহূর্তে সেখানে আমার আচরণ, সেখানে পৌঁছানোর বস্তুগত সবকিছুর দৃশ্য কল্পনা করতে আমার অসামর্থ, রাতটা আমি কোথায় কিভাবে কাটাবো—এই সব চিন্তা আমাকে ক্রমাগত উদ্বীগ্ন করে তুললো।

আমার ব্যক্তিত্বের এই পরিবর্তন আমি প্রত্যক্ষ করলাম; কিন্তু থিম হিসেবে এ নিয়ে সচেতন না থাকায় আমার ডাইরিতে কিছুই লিখিনি। কাজেই ডাইরি লেখা লোকটা আর ভ্রমণকারী লোকটার মধ্যে একটা ফাঁক তখনই সৃষ্টি হয়েছিলো, একটা ফাঁক তখনই সৃষ্টি হয়েছিলো মানুষ— আমি ও লেখক-আমির মধ্যে।

মানুষ ও লেখক ছিলো একই ব্যক্তি। কিন্তু এটা একজন লেখকের বিশাল আবিষ্কার। এই সিনথিসিস-এ পৌঁছাতে সময় লাগে—আর কতো লেখা!

সেই দিনে, প্রথম অ্যাডভেঞ্চার প্রথম স্বাধীনতা প্রথম ভ্রমণ প্রথম আবিষ্কার, অভিজ্ঞতার জন্যে মানুষটা ও লেখকটা একীভূত হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সে দিনের অভিজ্ঞতার প্রকৃতি আমার ব্যক্তিত্বে দুই উপাদানের বিচ্ছেদে উৎসাহ জুগিয়েছিলো। লেখক, অর্থাৎ সেই বালকটা যে লেখক হতে চলেছে, ছিলো শিক্ষিত। সে ফর্মাল স্কুলে লেখাপড়া করেছিলো। নিজেকে যে আহ্বানে উৎসর্গ করতে যাচ্ছিলো সে ব্যাপারে তার ছিলো উঁচু ধারণা। কিন্তু মানুষটা, লেখক যার কেবলমাত্র একটা অংশ ছিলো, সামাজিক প্রাণী হিসেবে সে রকম ছিলো না।

সে ছিলো তার এশীয়-ভারতীয় সম্প্রদায়ের গ্রাম্য ধারার খুব কাছাকাছি। তার ছিলো এই সম্প্রদায়ের রীতিনীতির প্রতি সমঝোতা ও সহানুভূতি, সকাল বেলা বিমানবন্দরে বিদায় পর্বের মতো। সে ওই সম্প্রদায়ের ভাবধারার সঙ্গে নিকট-সম্পর্কে বাধা ছিলো, সে সম্প্রদায়টি দুই বা তিন প্রজন্ম ধরে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসতি গেড়েছে নতুন দুনিয়ার একটা কৃষিজীবী কলোনিতে। মানুষটার আরো একটা দিক ছিলো ঃ সে বাস্তবিকই ওই সম্প্রদায়ের কোনো আচার-অনুষ্ঠানে অংশ নেয়নি। শুধু এই কারণে নয় যে সে ফর্মাল স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলো; সে সন্দিহানও ছিলো। তাদের প্রশস্ত পরিবারে সে অসুখী ছিলো বলে আরো বড় সাম্প্রদায়িক দলাদলিতেও তার আস্থা ছিলো না।

কিন্তু সেই অর্ধ-ভারতীয় জগতে, ভারত থেকে যে জগত বিচ্ছিন্ন হয়ে সরে এসেছিলো আরেক সময় ও স্থানে, এবং লোকটার কাছে রহস্যজনক, এর ভাষা

BanglaBook.org

অর্ধেকটাও বোঝা যেতো না, এর ধর্ম ও ধর্মীয় রীতি আঁকড়ে ধরা হয়নি, ওই অর্ধ-ভারতীয় জগৎটা ছিলো মানুষটার জানা সামাজিক জগৎ। সে বাইরের স্কুলে পড়তো, আর কল্পনার জীবন বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিলো বই ও সিনেমার কাছে। সে গ্রাম জগৎ তাকে দিয়েছিলো কুসংস্কার আর অনুরাগ; সে স্বাধীনতার আগে ও পরের ভারতীয় রাজনীতির ব্যাপারে কৌতূহলী ছিলো। যদিও ত্রিনিদাদে তার সম্প্রদায়ের খবর সে কমই জানতো; সে ভাবতো এর খবর এমনিতেই সে বুঝবে যেহেতু এদেরই অন্তর্ভুক্ত সে নিজেও। সে ভাবতো সম্প্রদায়ের জীবন তার পরিবারের জীবনেরই একটা প্রসারিত রূপ। আর অন্য কোনো সম্প্রদায় সম্পর্কে সে কিছুই জানতো না। সে তার সময়ের কুসংস্কার ছিলো, সেই উপনিবেশিক, মিশ্রবর্ণের বসতিতে। সে বিশেষভাবে ছিলো অজ্ঞ। সে কখনো রেস্তোরাঁয় যায়নি, বিদেশী হাতের খাদ্য খাওয়ার চিন্তাটাও সে ঘৃণা করতো। আবার একই সঙ্গে সে স্বপ্ন দেখতো বিদেশেই নিজের জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির।

সে অ্যাডভেঞ্চার সন্ধান করতো। এই প্রথম দিনেই তা সে খুঁজে পেলো। কিন্তু নিজের অজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছিলো তাকে। এই অজ্ঞতা লেখককে ভেংচি কাটতো, কিংবা লেখকের উচ্চাকাংখাকে ভেংচি কাটতো, যে ব্যক্তির ধারণ করার ইচ্ছা পোষণ করতো লেখক সেটাকে মূঢ় করে তুলতো। (সমারসেট মমের মতো। অথবা—সত্যিকার তুলনা করলে—পুয়ের্তো রিকোর হ্যাঙ্গার বা শেডে দেখা সেই ত্রিনিদাদের কৃষ্ণাঙ্গের মতো, সেই লোকটা হার্লেমে যাচ্ছিলো এবং গ্ল্যামারের আরেক আইডিয়া তাতে ঝিলিক দেয় আমার মধ্যে।)

সুতরাং নিউইয়র্ক শেষরাতে আমার পৌঁছানোর স্মৃতি অস্পষ্ট। পেছনের কথা মনে করা এখন আমার পক্ষে কঠিন, তারপরেও কয়েকটা দৃশ্য দেখা পরিষ্কার মনে পড়ে ঃ উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত একটা ভবন, ছোট একটা জায়গায় স্বল্পসংখ্যক মানুষের ভিড়, একজন মহিলা কর্মকর্তা তীক্ষ্ণ 'আমেরিকান' উচ্চারণে নির্দিষ্ট যাত্রীদের নাম ধরে ডাকছে।

আমার জন্যে একটা চিঠি ছিলো। বৃটিশ কনস্যুলেটের এক লোকের থাকার কথা ছিলো আমার জন্যে। কিন্তু বিমান প্রচুর বিলম্ব করায় সে চলে গেছে, রেখে গেছে এই চিঠিটা, আমার জন্যে যে হোটেল সে বুক করেছে সেই হোটেলের ঠিকানাটা আছে তাতে। আমাকে রক্ষা করা উচিৎ ছিলো তার। সে আমাকে ট্যাক্সি-ড্রাইভারের অনুকম্পার ওপর ছেড়ে দিয়ে গেছে, যে-লোক আমাকে নিয়ে যাবে নগরীর ভিতর। ড্রাইভার আমার সঙ্গে প্রতারণা করে, বেশি টাকা ভাড়া রাখে; আর তখন, কতো সহজেই আমাকে খসানো যায় দেখতে পেয়ে, টিপের নাম করে আমার কাছে অবশিষ্ট সামান্য কটা ডলারও সে খসিয়ে নেয় (তবে

BanglaBook.org

স্যুটকেসে অতি নগণ্য আর কটা ডলার আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম—সেগুলোই আমার ভরসা হয়ে থেকে যায়)। এই নির্যাতন এমন তীব্রভাবে অনুভব করেছিলাম যে শীগগিরই আমার স্মৃতিতে, এটা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিলো; এবং তারপর বহু বছরের মতো মুছে গিয়েছিলো।

ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে আমার মনে হয়েছিলো বাচাল, যেহেতু ট্যাক্সি-ড্রাইভারদের ধরনটাই ওই রকম। তার সব কথা স্মরণ করতে আমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছিলো। ('আমরা জাপানিদের কাছে আমাদের সব স্ক্র্যাপ ধাতু বিক্রি করি আর সেগুলো ঠিক তারা আমাদের কাছেই ছুড়ে দেয়।') আর আমি সেই কৃষ্ণাঙ্গটির কথা স্মরণ করি (সে নিশ্চয় হোটেলটিতে ছিলো) যে কথা বলেছিলো বই অথবা চলচ্চিত্রের কোনো কৃষ্ণাঙ্গের মতো ('এই নগরী কখনো ঘুমায় না' কিংবা 'এই নগরীর ঘুমানো উচিৎ নয়, ম্যান') যাকে আমি পয়সা ছিলো না বলে টিপ দিতে পারিনি।

বাচাল ট্যাক্সি-ড্রাইভার, অদ্ভুত-ভাষী কৃষ্ণাঙ্গ। আমার মনে হয়েছে আমি তাদের চিনি। কারণ আমি অনুভব করেছিলাম, আমার পঠিত বিষয়গুলো নিশ্চিত হচ্ছিলো এই সব মানুষদের দেখা পাওয়ায়। আগে-ভাগে যে সমস্ত তথ্য আমি সংগ্রহ করেছিলাম বাস্তবে যেন তারই দেখা পাচ্ছিলাম। তাদের অস্তিত্ব থেকে আরো নিশ্চিত হচ্ছিলাম যে আমি অবশ্যই ভ্রমণ করছি, আর এরই মধ্যে নিউ ইয়র্কে পৌঁছে গেছি। এবং তাদের পরিচিত মুখায়বে বোঝা যায় তারা অতিশয় বৈষয়িক, লেখকের জন্যে খুবই উপযোগী। কিন্তু প্রত্যেকের সঙ্গে সংযুক্ত অবমাননা (ড্রাইভারের ডাকাতি, কৃষ্ণাঙ্গকে টিপ দিতে আমার অসামর্থ, যে আমার একটা ভূমিকা আর টিপ আশা করেছিলো) চলতি পথে এসেছিলো। আর সেগুলো আমার স্মৃতিতে সম্পাদিত হয়ে ছিলো কুড়ি বছর ধরেই। সেগুলো অবশ্যই আমার ডাইরিতে সম্পাদিত হয়েছিলো সেই সন্ধ্যায় হোটেলে।

সকালে পারিবারিক বিদায়পর্ব, হাজার হাজার মাইল দূরে ঃ আমার অতীতের, উপনিবেশিক অতীত ও কৃষিজীবী এশীয় অতীতের বিদায়পর্ব। তারপর অবিলম্বে দৃশ্যান্তর ঃ আমার না দেখা মাঠ-প্রান্তর আর পার্বত্য অঞ্চলের দৃশ্য; সমুদ্রের চিকচিকে স্রোতময় বুক; তারপর ওপরের দিক থেকে প্রবাহিত মেঘমালা; এবং জগত আরম্ভের চিন্তা, আরম্ভ বা সমাপ্তি ছাড়া সময়ের ভাবনা; সৌন্দর্যের অভিজ্ঞতা। তারপর নিউ ইয়র্কে হোটেল ওয়েলিংটনের ছোট অন্ধকারাচ্ছন্ন একটি কামরায় ডাইরি লেখা। আর এরই মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার অনুভূতিতে, সম্পূর্ণ রূপে মুখোমুখি না-হওয়া সত্যের অনুভূতিতে আচ্ছন্ন, আর এক জগতের চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া যে জগতের বিশাল আয়তন রাতের বেলা আবার ছোট হয়ে যায় আমার কাছে।

BanglaBook.org

আমি কিছু কলা সাথে নিয়ে নিউ ইয়র্কে এসেছিলাম। কিছু কলা আমি বিমানে থাকতেই খেয়েছিলাম, আর বাকিগুলো ফেলে রেখে এসেছিলাম, দোষীর মতো কিন্তু সঠিক ভাবেই (কর্তৃপক্ষ এ জন্যে নিশ্চয় আমাকে তুলে নিতে পারতো)। আমাকে একটা বা অর্ধেক রোস্ট করা মুরগীও দেওয়া হয়েছিলো ঃ আমার পরিবারের কৃষিজীবী, ভারতীয়, হিন্দু ভীতি আমার খাদ্য সম্পর্কে, দূষণ সম্পর্কে, আর এটা ছিলো এক দিনের জন্যে হলেও পরিবারের সঙ্গে থাকা। কিন্তু আমার সঙ্গে ছুরি ছিলো না, কাঁটা ছিলো না, প্লেট ছিলো না, আর আমি জানতাম না যে এগুলো হোটেল থেকে জোগাড় করা যেতো। জানতাম না কিভাবে জিজ্ঞেস করা যেতো, বিশেষ করে ওই শেষ রাতে। ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটের ওপর আমি খেলাম, সাবধান ছিলাম যাতে গন্ধ, তেল ইত্যাদি না ছড়ায়। আমার ডাইরিতে বড় বড় ব্যাপার নিয়ে আমি লিখে রেখেছি, সেই সব কথা লিখেছি যা একজন লেখকের জন্যে মানানসই হয়। কিন্তু ডাইরির লেখক তার দিন শেষ করছে একজন চাষীর মতো, অন্ধকার কামরার মধ্যে গোপনীয়ভাবে খাচ্ছে, এবং তারপর ভাবছে তার খাদ্যের চড়া-গন্ধ কিভাবে গোপন করবে। আমি সব কিছু ওয়েস্ট-পেপার বাস্কেটে ফেলে দিই। এরপর আমার দরকার হয় একটা বাথ, অথবা শাওয়ার।

শাওয়ারটা আমার নিজের কামরাতেই ছিলো ঃ একটা লাক্সারি। একটা ট্যাপের ওপর লেখা 'হট'। এমন চমৎকার জিনিস আগে আর কখনো দেখিনি আমি। ত্রিনিদাদে, আমাদের আবহাওয়ার প্রচণ্ড উত্তাপের মধ্যে, আমরা সব সময় স্বাভাবিক তাপমাত্রার পানিতে স্নান করি, ট্যাপের পানিতে। একটা গরম শাওয়ার! নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ দিনে স্নানের গরম জল (বালতিতে) আমার জন্যে প্রস্তুত করতো যেমন আমার মা (সুগন্ধী ও ওষুধী নিম পাতার মিশ্রণে) ঠিক তেমন কিছু আমি আশা করছিলাম। কিন্তু হোটেল ওয়েলিংটনের গরম জল সে রকম কিছু ছিলো না। গরম তো গরমই। আমি শাওয়ার থেকে বেরিয়ে আসি হাঁসের মতো।

সুতরাং মহান দিনটি শেষ হলো। আর তারপর সেটা ছিলো আমার বিশেষ উপহার, আর কুড়ি বছর ধরে তাই ছিলো, নানা সংকটে উপকার করেছে আমার। আমি বিছানায় শুয়ে পড়ার সাথে সাথেই ঘুমিয়ে পড়লাম এবং পুরোপুরি না হওয়া পর্যন্ত ঘুম থেকে জাগলাম না। দিনের বেলায় হোটেল কক্ষে আমার স্মৃতির কিছুই ছিলো না, যে কক্ষে জেগে উঠি তার কিছুই না। হয়তো, তখন, স্মৃতিকে কিছু ঘনিষ্ঠ বিষয় আঁকড়ে ছিলো। আমার নিজের জায়গার বাইরে চব্বিশ-ঘণ্টারও কম সময়ে, অবমাননা জমা হতে শুরু করেছিলো ঃ আমার

BanglaBook.org

আত্ম-জ্ঞানের সঙ্গে যোগ হচ্ছিলো আরেক আত্ম-জ্ঞান, স্নায়ুর এক কাঠিন্য যার বিপক্ষে অনেক বছর আমার সমস্ত ভাব সজ্জিত হয়ে ছিলো। সকালেও সেই ভাব, সেটা আমার সঙ্গে লেপ্টেই ছিলো, সেই ভাব শুরু করেছিলো রোমান্স।

নিচের তলায় নিউজ-স্ট্যান্ড, ওয়েলিংটনের লবিতে, এই রোমান্সের অংশ ছিলো ঃ একটা ছোট দোকান, সেই ভবনে যেখানে কেউ বসবাস করতো ঃ সেটা আমার কাছে ছিলো অতিশয় নতুন, অতিশয় মন্ত্রাবিষ্ট যে লোকটা সিগারেট বিক্রি করছিলো আমি তার কাছ থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনি, লোকটা লম্বা, ধূসর চুল, সুবেশধারী কেতাদুরস্ত, শিক্ষিত, এমন যে আমার মনে হয়, সে একজন শিক্ষক। (আমাদের দেশের গ্রামগুলোর ভারতীয় দোকানদারদের মতো নয়, তারা সচরাচর অপরিচ্ছন্ন আর ছোঁড়াখোড়া পোশাক পরে থাকে, অপরিচ্ছন্ন থাকাটাই তাদের জন্যে ভালো, তাতে করে অন্যদের ঈর্ষা ও অশুভ দৃষ্টি এড়ানো সহজ হয়। 'পার্লার' দিয়ে বসা চীনাদের মতোও নয়, যারা পরিধান করে হাতাবিহীন ফতুয়া, খাকি শর্টস, কাঠের খড়ম, সব সময় ঘরের ভিতর থাকে, এবং তাদের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, আফিম আখড়ার ভাবভঙ্গি সত্ত্বেও তারা সন্তানের পর সন্তান জন্ম দেয় সুখী রক্ষিতা বা ভাবলেশহীন অবয়ব ও সমতল বুকবিশিষ্ট স্ত্রীদের নিয়ে।)

লম্বা ধুসর চুলওয়ালা লোকটার কাছ থেকে আমি এক প্যাকেট গোল্ড সিগারেট কিনি। তামাকের কোনো প্যালেট আমার ছিলো না, বলতেও পারতাম না ব্র্যান্ডের পার্থক্যগুলো কি, আর বেশির ভাগ জিনিসের মতো নামের ওপর দিয়েই চলতম। ত্রিনিদাদে স্থানীয় পর্যায়ে তৈরি বা ইংলিশ সিগারেট বিক্রি হয় দোকাগুলোয়; আমেরিকান সিগারেট সুলভ ছিলো আমেরিকান ঘাঁটিগুলোর কারণে, কিন্তু সেগুলো দোকানে বিক্রি হতো না; আর এক প্যাকেট আমেরিকান সিগারেট কেনার এই সামর্থ ছিলো বিস্ময়পূর্ণ। ওইসব কোমল আমেরিকান সিগারেটের প্যাকেটের স্পর্শ—অনুভূতি! সেলোফেন, ব্র্যান্ডের নাম, সিগারেটের আকার নির্ণয়কারী প্যাকেটের কাগজ ঃ প্যাকেটের ওপরের পাতলা লাল কাগজের ফিতে যেটা সেলোফেন খুলতে সাহায্য করে ঃ সুস্বাদু গন্ধ। সিগারেট আমার কাছে সব সময় ছিলো নান্দনিক অভিজ্ঞতা। জ্বলন্ত তামাকের ফ্লেভার আমি কখনো কেয়ার করতাম না; কাজেই ধূমপানে আসক্তি হয়েছিলো নিদারুন দুঃসহ। আর যদি আমি বাড়িতে ধুমপান থামাতাম, তাহলে সেটার কারণ হতো অতীতের উৎকণ্ঠাময় বছরগুলোয় নানা কিছু অস্বীকার করা, এক পর্যায়ে এমন কি (গোপনীয় ভাবে) নিজের খাদ্য গ্রহণ অস্বীকার করা, নিজের বৃত্তি না হারানোর এক ইচ্ছায়, সেই বৃত্তি যা আমাকে ইংল্যান্ড ও অক্সফোর্ডে নিয়ে এসেছিলো, যে

BanglaBook.org

ইচ্ছাটা ছিলো যতোটা না অক্সফোর্ডে যাওয়া তার চেয়ে অনেক বেশি ত্রিনিদাদ থেকে বের হয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আর বিশাল বিশ্ব দেখা ও নিজেকে লেখক করে তোলা। ওই রকম কামনা, ওই রকম আকাংখা ঢুকে গিয়েছিলো এই ভ্রমণের ভিতর, সেটা এক দিনেরও কম বয়সী!

নিউজ-স্ট্যান্ডের শিক্ষকসুলভ ধূসর-চুলওয়ালা লোকটার কাছ থেকে আমি এক কপি *New York Times* পত্রিকা কিনি। আগের দিন পুয়ের্তো রিকোয় যেটা দেখেছিলাম এটা সেই আগের দিনের ইস্যু। খবরের কাগজের প্রতি আমি অত্যন্ত আগ্রহী, আর জানি এই কাগজটা বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রগণ্য কাগজগুলোর একটা। কিন্তু প্রথম বারের মতো একটা কাগজ পড়া হলো একটা সিনেমার মতো যা এক ঘণ্টা দেখানো হয়ে গেছে। সংবাদপত্র হচ্ছে ধারাবাহিকের মতো। এগুলো বুঝতে হলে এগুলো সম্পর্কে আপনাকে জ্ঞান নিতে হবে। কাগজটা আমার মধ্যে এই অনুভূতি জাগালো যে আমি বিদেশী আগন্তক। কিন্তু প্রথম পৃষ্ঠায়, নিচের দিকে, একটা সংবাদ ছাপা হয়েছে— সেটার প্রতি আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হলো, কারণ আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে ওই সংবাদের মিল ছিলো। সংবাদটা আবহাওয়া বিষয়ক। এবার জুলাইয়ের শেষেও আবহাওয়া ঠাণ্ডা ও ধূসর, শীতের মৌসুম আসার অনেক আগেই এই ঠাণ্ডা আবহাওয়া এতটাই প্রকট মনে হচ্ছে যে সেটা খবর হয়েছে।

খবরের কাগজটা না হলে আমি জানতে পারতাম না যে আবহাওয়াটা ঋতু সম্মত নয়। কিন্তু আলোর উদ্দীপনা দেখার জন্যে আমার কাগজের দরকার ছিলো না। হোটেলের ভিতরকার আলো ছিলো বাইরের আলোর মতো। বাইরের আলো ছিলো ঐন্দ্রজালিক। আমি ভেবেছিলাম উঁচু দালানটা ওই আলো সৃষ্টি করেছে, আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দালানটা দেখতে লজ্জা পেয়েছিলাম, ফলে সেটার আয়তন দেখা হয়নি। ভিতরের আলো প্রবাহিত হয়ে মিশে গেছে বাইরের আলোর সঙ্গে ঃ এখানে দুই আলো মিশে এক হয়ে গিয়েছিলো। ত্রিনিদাদে সকাল সাতটা-আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত গরম থাকে; ঘরের বাইরে গেলেই তাপে ও অস্বস্তিতে অতিষ্ঠ হতে হয়। এই ধূসর আকাশ ও ধূসর আলো, হলকা বিহীন আলো, একটা সুরক্ষিত জগৎকে তুলে ধরে ঃ বাইরে গিয়ে কারো তাপে দগ্ধ হবার প্রয়োজন নেই। আর উঁচু ভবন ও সুরক্ষার অনুভূতি জানানো রাস্তার এই নগরীর রঙ ছিলো কৌতূহলোদ্দীপক মৃদু। আমি ওটা আশা করিনি, ছবিতেও দেখিনি আগে বা বইয়েও পড়িনি এ বিষয়ে। নিউ ইয়র্কের রাস্তাগুলোর রঙ, ত্রিনিদাদে থাকতে, আমার কাছে মনে হতে পারতো 'মৃত,' মরা বস্তুর রঙ, শুকনো ঘাস, মাটি, বালু, একটা মরা জগৎ— রঙই নয় যেন।

BanglaBook.org

আমি হাঁটতে গিয়েছিলাম। আমার স্মৃতিতে একটামাত্র পরিব্রাজনের স্মৃতি আছে। কিন্তু এখন আমি বিশ্বাস করি যে দুটো পরিব্রাজনের স্মৃতি থাকতে পারতো, এর মাঝখানে একটা ট্যাক্সি ভ্রমণ (জাহাজের সমুদ্র যাত্রারসময় অনুসন্ধান করতে, যে জাহাজে আমি ওই বিকেলে যাত্রা করবো)। স্যুটকেসের টাকাগুলো না থাকলে আমি কপর্দকশূন্য হয়ে পড়তাম; কাজেই অন্ততপক্ষে ওই পূর্ব সতর্কতা আমাকে এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিয়েছে।

আমি রাইমুর নামযুক্ত Marius নামের একটা সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখলাম। সচল অক্ষরে বিজ্ঞাপনটা তৈরি করা হয়েছিলো। আমার জীবনে কখনো ফরাসি চলচ্চিত্র দেখিনি। কিন্তু ফরাসি চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমি প্রচুর জানতাম। আমি এ সম্পর্কে পড়েছিলাম, আর এমন কি এক রকম 'অধ্যয়ন'ও করেছিলাম। আমার শিক্ষা দীক্ষার বেশিরভাগটাই ছিলো ওই রকম, বিমূর্ত, স্মৃতির পরীক্ষা ঃ এমন মানুষের মতো যে কিনা বিখ্যাত নগরীগুলো পরিদর্শনের সুযোগ না নিয়ে সেগুলোর রাস্তার মানচিত্র মুখস্থ করছে। আমার শিক্ষার বেশির ভাগটাই ছিলো ওই রকম মঠ সন্ন্যাসির মতো মধ্যযুগীয়, প্রাত্যহিক জীবন থেকে আলাদা।

মারিয়াস, রাইমু। একটা নাম অন্য নামটির অ্যানাগ্রামের মতো, 'স' অক্ষরে বাধাপ্রাপ্ত (স্মৃতিতে ধারণ, অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের আমার সন্ন্যাসিসুলভ পন্থা।) এবং এটা যদি বিকেল হতো এবং যদি আমার একটা জাহাজ ধরার ব্যাপার না থাকতো, তাহলে আমি চলে যেতে পারতাম ওই সিনেমা হলে। বাস্তবিকই আমার চরিত্রে বিশাল এক সরলতা ছিলো— সাহিত্যিক উচ্চাকাঙ্খার উপরে। যেখানে আমি জন্মেছি সেই নতুন বিশ্বের কৃষিভিত্তিক পরিবেশ বিষয়ে আমি খুব কমই জানতাম। আর খুব কম জানতাম আমার এশীয়-হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কে, একটা প্রতিস্থাপিত চাষী সম্প্রদায়, আমি শুধু আমাদের বড় পরিবারটি সম্পর্কে কিছু জানতাম। আমার সমস্ত জীবন, আমার আত্ম-সতর্ক হবার মুহূর্ত থেকে, উৎসর্গিত ছিলো অধ্যয়নে, বিমূর্ত ধরনের অধ্যয়নে যে বিষয়ে কিছু আইডিয়া ছিলো আমার নিজেরই। এবং বিমূর্ত অধ্যয়নের এই আইডিয়া অন্য আরেক দেশে সাহিত্যিক জীবনের আইডিয়ায় রূপান্তরিত হয়েছিলো। সেটা আমাকে আরো দুর্দান্ত অধ্যয়নের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো; আমাকে আরো প্রত্যাহারেও বাধ্য করেছিলো। আমার বাস্তব জীবন, আমার সাহিত্যিক জীবন, থাকতো সবখানেই। এরই মধ্যে, বাড়িতে, আমি কাল্পনিকভাবে সিনেমায় থাকতাম, বাইরের জীবনের এক আগাম পরীক্ষা। শনিবারের বিকেলগুলোয়, একটা তিরিশে শুরু হওয়া ছুটির দিনের বিশেষ শো শেষ হবার পর (আমরা

সাদা-মাটা ভাষায় যে সময়টাকে 'একটা-তিরিশ' বলতাম, অন্য লোকেরা সেটাকে বলতো ম্যাটিনি), এটা ছিলো কষ্টকর, তিন ঘণ্টা অন্ধকার সিনেমা হলের মধ্যে কাটানোর পর বাস্তব জগতের অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোর মধ্যে বেরিয়ে আসা।

কিন্তু আমার কোনো ফরাসি সিনেমা দেখা ছিলো না। ত্রিনিদাদে কখনো ফরাসি সিনেমা দেখানো হতো না। এবং হয়তো, বৃটিশ চলচ্চিত্রের মতো, সেগুলো যদি দেখানো হলেতা দর্শক জুটতো না, একটা সুনির্দিষ্ট দেশ হওয়ায়, স্থানীয়, হলিউডের ছবির মতো বিশ্বজনীন নয়, যা অতি দ্রুত প্রান্তিক মানুষের কল্পনা তুলে ধরতে পারতো। ফরাসি চলচ্চিত্র সম্পর্কে আমি যা জানি তা বই থেকে, বিশেষ করে রজার ম্যানভেল-এর Film নামক বইটা থেকে। ওই বইটার সমস্ত স্থির আলোকচিত্র আমার জানা। তার বইটা আমাকে ফ্রান্স সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছিলো তাতে আমি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করি, সভ্যতার দেশ হিসেবে ফ্রান্স আমার কাছে আসন পায়।

এবং এখন, আমার বিশাল অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে এক দিনেরও কম সময়ে, সিনেমা বোর্ডে মারিয়াস নামটা ও তার খুব কাছাকাছি অ্যানাগ্রাম রাইমু দেখে, মনে হয় অধিকার বলে আমার কিছু একটার কাছাকাছি হয়েছি আমি (শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, ত্যাগের দ্বারা)— New York Times –এর মতো।

এবং অধিকারবলে যা আমার তার দ্বারা অবদমিত হবার অনুরূপ এক অনুভূতি চেপেছিলো যখন আমি খুঁজে পেয়ে একটা বইয়ের দোকনে ঢুকেছিলাম। মহান নগরীতে বইয়ের দোকান থাকে— ঠিক যেমন তাদের রয়েছে সিনেমা যা ফরাসি চলচ্চিত্র দেখায়। আমার নিজের শহরের মতো অন্যান্য উপনিবেশিক শহর ও বসতিতে বইয়ের দোকান নেই। পোর্ট-অব-স্পেইন -এর প্রাচীন উপনিবেশিক প্রধান স্কোয়ারে—অ্যান্টিক চাল ও ঢেউতোলা লোহার চাঁদোয়া, একদা লাল রঙে রাঙানো ছিলো কিংবা সাদা ও লালের বিকল্প চওড়া রেখায়; পুরনো ছুতার কর্ম, অলংকৃত ভিক্টোরিয়ান লোহার কাজ; সেই স্থাপত্য যা আমাকে মনে করিয়ে দেয় যে বন্দর থেকে ওই কাঠ ও অলংকৃত লোহার কাজ ও ঢেউতোলা লোহা জাহাজযোগে পাঠানো হয় সেই বন্দরের সঙ্গে আমাদের প্রান্তিক দূরবর্তীতা—পুরনো উপনিবেশিক স্কোয়ারে একটা এম্পোরিয়া ছিলো যেখানে স্কুলের বই বিক্রি করা হতো এবং হয়তো বাচ্চাদের বই ও রঙিন বই, আর এক তাক বা দুই তাক পেঙ্গুইনের বই, আর কলিন্স ক্লাসিক্স-এর কয়েটা কপি (বাইবেলের মতো) ঃ এই এম্পোরিয়া ছিলো ওই সময়ের এম্পোরিয়ার মতোই মন্দা, উপনিবেশিক জনসংখ্যার অয়্যারহাউজের কথা তুলে ধরতো, যেখানে অপরিহার্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী (যেমন মশারি ও কলিন্স ক্লাসিক্স) আমদানি করে রাখা হতো যতোদূর সম্ভব অনাকর্ষণীয় ও বাস্তব সম্মতভাবে।

এবং এখানে, নিউ ইয়র্ক মহানগরীতে, একটা বইয়ের দোকান। এমন এক জায়গা যেখানে আমি প্রবেশ করতে পারি, যেন এখানে প্রবেশ করার জন্যেই আমি দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে এসেছি। আমি বই ভালোবাসতাম, আমি ছিলাম একজন পাঠক—বাড়িতে ওটাই ছিলো আমার যশ। কিন্তু আমার পরিচিত বইয়ের সংখ্যা ছিলো কম। আমার বাবার বুককেসে বই ছিলো ঃ এভরিম্যান সিরিজের ধ্রুপদী বই, ধর্মীয় বই, ভারত ও হিন্দুত্ব বিষয়ক বই। এই শেষ বইটা কেনা হয়েছিলো পোর্ট অব স্পেইন-এর একজন বিক্রেতার কাছ থেকে, একটা মাঝারি বাণিজ্যিক রাস্তায় ভারতীয় পণ্য বিক্রি করতো সেই লোকটা, আর অধিকাংশ বই কেনা হয়েছিলো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের চিহ্ন হিসেবে। বইগুলোর কয়েকটি আমার বাবা পড়েছিলো, আর আমি একটাও না। সেখানে আমার স্কুলে পড়া বইও ছিলো; কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে দেখা বই ছিলো। বস্তুত আমি শুধু ধ্রুপদী বা প্রতিষ্ঠিত নামগুলোই শুধু জানতাম, ফরাসি, স্প্যানিশ ও ইংরেজি বই যা আমি স্কুলে পড়েছিলাম, আর বাবা যার সঙ্গে পরিচয় করিয়েছিলো সেই বিখ্যাত নামগুলো।

নিউ ইয়র্কের এই বইয়ের দোকানে প্রবেশ ছিলো অপরিচিত নামসমূহের মধ্যে আমার নিজেকে খুঁজে পাওয়া। লেখক হবার জন্যে আমি ভ্রমণ করছিলাম, কিন্তু লেখালেখি ও প্রকাশনার এই আধুনিক জগতে আমি প্রবেশ করেছিলাম এমন ভাবে নয় যে এর সঙ্গে আমি সংস্পর্শিত ছিলাম। আর এই সব অপরিচিত নামের মধ্যে, আমি সন্ধান করেছিলাম পরিচিত নাম, ধ্রুপদী, ইউনিফর্ম সিরিজ, সেই জিনিসগুলো যা আমি খুঁজতাম পোর্ট অব স্পেইন -এর অন্ধকার উপনিবেশিক এম্পোরিয়ায়, কাগজের রিম আর এক্সারসাইজ বুকের গাদার মধ্যে, বিভিন্ন ধরনের আমদানি পণ্যের পাইকারি দোকানের ঠিক পাশেই (কাপড় চোপড় ও কয়লার পাত্র), মশলা, আর্দ্র কাঁচা চিনি, সাউথ কী-এর মুদি দোকানের পাইকার থেকে আনা রান্নার তেলের একটা উষ্ণ গন্ধের মধ্যে, যেখানে মোটর ট্রাকগুলোর মধ্যে দেখা যেতো গাধা ও ঘোড়া টানা শকট ও ঠেলাগাড়ি।

দোকানটা ছিলো আমেরিকান, মোটেও ইংলিশদের মতো নয়, যে ইংলিশ দোকানগুলোর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো। তারপর আমি মডার্ন লাইব্রেরি সিরিজের বই বাছি এবং South Wind বইটা কিনি। একজন ইংরেজ শিক্ষক এই বইটা সুপারিশ করেছিলেন যিনি আমার লেখালেখির উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। ত্রিনিদাদের এম্পোরিয়ায় এই বইটা খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম। নিউ ইয়র্কের বিশাল সম্পদের অংশ বইটা এখানে ছিলো, একেবারেই সুলভ। আমি বইটার দাম একশ' আটাশ শোধ করলাম, এবং সহকারী, যে কিনা আমার চেয়ে আট বা দশ বছরের বড় হবে অবশ্যই, আমাকে স্যার সম্বোধন করলো।

BanglaBook.org

South Wind! কিন্তু বইটা অপঠিতই থেকে যায়। বইটা পড়ার আমার প্রথম চেষ্টা ছিলো পরবর্তী সব কটা চেষ্টার মতো ঃ এটা আমাকে দেখায় যে— অ্যালডাস হাক্সলি এবং ডি. এইচ. লরেন্স ও অন্যান্য নির্দিষ্ট সাময়িক লেখকের বইয়ের মতো যাদের নাম আমার কাছে এসেছিলো বাবার মাধ্যমে কিংবা স্কুলের শিক্ষকদের মাধ্যমে— এই বই, ডেনিস নামের এক যুবক ও একজন বিশপ আছে যে বইটিতে, আর নেপেনথি নামের একটা দ্বীপ, বিচ্ছিন্ন, আমার অভিজ্ঞতার কোন কিছু থেকে অনেক দূরের। কিন্তু একটা বইয়ের বিচ্ছিন্নতা, যদিও এর ফলে হয়তো আমি বইটা পড়া থেকে বিরক্ত থাকবো (South Wind -এর প্রথম চ্যাপ্টারের পর বাকি অংশ আর আমি পড়িনি), এর প্রতি আমাদের অনুরাগ তাতে বন্ধ হয়নি। ওই বিচ্ছিন্নতা ছিলো রোমান্সের এক প্রতিশ্রুতি— একটা পুরস্কার, ভবিষ্যতের দিকে কোনো পন্থায়, নিজেকে লেখক হিসেবে তৈরি করার জন্যেই।

আমার পড়াশোনার বেশিরভাগটাই ছিলো বিমূর্ত যে আমি এ রকম জীবন যাপন করতে পারতাম এবং ভাবতে ও অনুভব করতে পারতাম এভাবে। আমি ফ্রান্সের ধ্রুপদী নাটক অধ্যয়ন করেছিলাম দেশটির বা নাটক প্রযোজনার কোর্টের সম্পর্কে কোনো ধারণা না রেখেই; ফ্রান্সের ঐতিহাসিক বাস্তবতা না জেনেই, আর বস্তুত রূপকথার গল্প বিবেচনা করে বাতিল করে দেওয়া। এই সব ব্যাপার আমার অভিজ্ঞতা থেকে অনেক আগে সরে গেছে এবং আমি সেগুলো ধরে রাখতেও পারিনি; আমি শুধু চিনতাম আমার সম্প্রদায় ও দ্বীপটিকে আর আমাদের উপনিবেশের জীবন ধারা। সোভিয়েত ও ফরাসি সিনেমার ওপর আমি একটা রচনা প্রস্তুত করেছিলাম বই ও আর্টিক্‌ল পড়ে। একই পন্থায় শিল্প ও স্থাপত্যের মহান নামগুলোও আমি শিখেছিলাম।

সুতরাং, নিউ ইয়র্কে যদিও এখন আমি একজন মুক্ত মানুষ, আর বিশাল কোনো নগরীতে প্রথম একটা বই আমি কিনছি, এবং ঘটনাটা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ, আমার জন্যে ঐতিহাসিক, রোমান্টিক, আমি বিষয়টাকে আমার স্কুল শিক্ষার বিমূর্ত মনোভাবের মতো গ্রহণ করি ঃ উজ্জ্বল বালক, বৃত্তি পাওয়া বালক, এখন তার শিক্ষকদের বা পরিবারের জন্যে কাজ করছে না, এখন কাজ করছে শুধু মাত্র নিজের জন্যে।

তবুও, আমার প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা ভ্রমণের যাতনা নিয়ে, বিশাল বিশ্বে আমার প্রথম চব্বিশ ঘণ্টা, এই বিশ্বে আমার নিঃসঙ্গতার ক্রমবর্ধমান চেতনা নিয়ে, আমি কোনো আনন্দ অনুভব করছিলাম না। দোকানের লোকটা আমাকে স্যার বলে সম্বোধন করেছিলো এবং সেটা ছিলো অপ্রত্যাশিত ও সুন্দর। কিন্তু আমি জালিয়াতি অনুভব করি; আমি অনুভব করি নিজের কিছু অংশ ধাক্কা দিয়ে এমন কোথাও ঠেলে দেওয়া যেখানে কখনোই যাইনি।

BanglaBook.org

চব্বিশ ঘণ্টার কম সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে ভূভাগ দৃশ্য, আখের ক্ষেত, জঙ্গলময় পাহাড় ও উপত্যকার ঐন্দ্রজালিক দৃশ্যাবলী ছাড়িয়ে আসার পর; এবং চলমান সমুদ্র; এবং সূর্যের নিচের মেঘ। কিন্তু এরই মধ্যে আমি অনুভব করতে পারছি যে আমার নিজের দুটো দিক একটার থেকে অন্যটা আলাদা হয়ে যাচ্ছে, মানুষটার থেকে লেখকটা। ইতোমধ্যে আমার নিজের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সন্দেহ দেখা দিয়েছেঃ হয়তো লেখক এমন একজন যার রয়েছে বিমূর্ত শিক্ষা, একাগ্রচিত্ততার এক সামর্থ, আর হৃদয় দিয়ে সব কিছু শেখার সামর্থ। এবং আমি অতো কঠিন কাজ করেছিলাম এই দিন ও এই অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে! আমার নিঃসঙ্গতার নতুন নির্জনতা নিয়ে, এই নিঃসঙ্গতা ছিলো এমন কিছু যার সঙ্গে আমার বিশাল অ্যাডভেঞ্চারেও কখনো পরিচয় হয়নি, আমি লক্ষ্য করি আমার দুটো দিক কিভাবে পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে গেল সেই প্রথম দিনেই।

এবং নিউ ইয়র্কে সেই প্রথম বিকেল, একটা জেটি থেকে যেটার সংখ্যা অনেক বছর ধরে মনে মনে বয়ে বেড়িয়েছি, কিন্তু এখন ভুলে গেছি, যে সংখ্যা রোমান্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয়, সংশ্লিষ্ট অবমাননা ও অনিশ্চয়তার সঙ্গে, সেখান থেকে কোনো এক দিন শুরু হয় এক সমুদ্রযাত্রা। পোর্ট অব স্পেইন থেকে পুয়ের্তো রিকো, পুয়ের্তো রিকো থেকে নিউ ইয়র্ক, বিমানে। নিউ ইয়র্ক থেকে সাউদ্যাম্পটন, জাহাজে।

সেই জাহাজ ভ্রমণ ছিলো দীর্ঘ সময়ের—অনেক সপ্তাহ, অনেক মাস ঃ আঠারো বছর বয়সের বালকের পক্ষে দীর্ঘ সময়—আমার লেখকের উপাদানের সবচেয়ে মূল্যবান খণ্ড। অথবা আমি ওভাবেই দেখেছিলাম। এবং দীর্ঘ সময়ের জন্যে, লন্ডনের আর্লস কোর্টে এক বোর্ডিং হাউজে, অক্সফোর্ডে আমার কলেজ রুমের বিষণ্নতায়, এবং ছুটির দিনগুলোয় একটা শোয়া-বসার কামরায় আরো বিশাল বিষণ্নতায়, আমার পেন্সিল বা ওয়াটারম্যান কলম অথবা লন্ডনে দশ পাউন্ডে কেনা অতি পুরনো টাইপরাইটার ব্যবহার করে, আমাকে দেওয়া এক সপ্তাহের বেশি সময়ে (টাইপরাইটারের দামটা বেশি হয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু যুদ্ধ বেশিদিন আগে শেষ হয়নি, ফলে ওই সময়ে নতুন টাইপরাইটার সহজলভ্য ছিলো না), আমি একটা অংশ লিখে ফেলি 'উৎসব রাত্রি' নামে।

Banglabook.org

মেট্রোপলিটান উপাদানের ওপর ভিত্তি করে এটাই আমার প্রথম লেখা। এটা ছিলো জ্ঞানগর্ভ; বর্ণনা করা হয়েছিলো অভিজ্ঞতা আর ভ্রমণকারী সম্পর্কে। 'উৎসব রাত্রি' – এটা লিখতে পারতো এমন কোনো লোক যে কিনা অনেক উৎসব রাত্রি দেখেছে। কি করা হচ্ছে তা জেনে, নামের মূল্য জেনে, এতে বিশাল এক একটি নাম সহজ ভাবেই এসে পড়েছিলো – নিউ ইয়র্ক, আটলান্টিক, এস.এস. কলাম্বিয়া, ইউনাইটেড স্টেট্স লাইন্স। সাউদ্যাম্পটন (বিশেষভাবে সুন্দর, একটা নাম হিসেবে, এই তালিকা)।

আমার বর্ণনামূলক লেখায় যে উৎসব রাত্রির কথা বলা হয়েছে – সেটা কোনো গল্প নয় – সেই উৎসব রাত্রি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো জাহাজের ওপর, আটলান্টিকে আমাদের শেষ পূর্ণ দিনে। সকালে আমরা আয়ারল্যাণ্ডের কভ-এ পৌঁছাই; তারপর বিকেলবেলায় সাউদ্যাম্পটনে ভেড়ে আমাদের জাহাজ। বেশির ভাগ যাত্রী নেমে গেল সাউদ্যাম্পটনে; অন্যরা পরদিন সকালে নেমে যাবে লে হাভ্র-এ। উৎসব রাত্রিতে ট্যুরিস্ট ক্লাসের একটা লাউঞ্জে নৈশভোজের পর নাচ অনুষ্ঠিত হয়। আর তা দেখা আমার জন্যে খুব বিরক্তিকর ছিলো – দূর থেকে, যেন আমি এক ধরনের পশুজীবন পর্যবেক্ষণ করছিলাম জাহাজে কোনো রোমান্স যেহেতু আমার ঘটেনি – সুরা পানের মতো কিভাবে যৌন স্পন্দন নারী- ও পুরুষদের আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমার ক্ষেত্রে, আমি একজন নারী প্রেমিক হলেও ওই সময় পর্যন্ত কুমার বটে, মেয়েদের ব্যাপারে আমার চিত্ত স্থির ছিলো না।

একটা মেয়ে ছিলো যে আমাকে কবিতার কথা শোনাতো। এখন আশ্চর্য হয়ে দেখতে হয় সে একটা লোকের সঙ্গ নিচ্ছে যে লোকটা নির্দিষ্ট কোনো পড়াশোনা জানে না বা যার তেমন কোনো গুণ নেই। এবং মেয়েটির চোখ আর্দ্র, ভেজা ভেজা, যেন তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে জোর করে হয়েছে। তার চোখে আমাকে এখন চিনতে পারার কেনো চিহ্ন নেই। সানফ্রানসিস্কোর এক লোক ছিলো, একজন আর্মেনিয়ান; যুদ্ধের সময় সে ইউরোপে লড়াই করেছিলো, এবং তার সঙ্গে আমি যুদ্ধ ও তার জীবন নিয়ে কথা বলেছিলাম। আমাকে সে বলেছিলো, যুদ্ধ নিয়ে নির্মিত তার দেখা একমাত্র প্রকৃত চলচ্চিত্রটার নাম A Walk in the Sun. তার চিন্তা এখন যে কোনোখানেই।

ঝামেলার অংশ ছিলো এই যে উৎসব রাত্রিতে পানের ব্যাপারটাও জড়িত; আর ওই সময় পর্যন্তও আমি মদ্যপান ধরিনি একটুও। বৃত্তিটা পাওয়ার জন্যে লেখাপড়ার মধ্যে কঠোর ভাবে আত্মমগ্ন ছিলাম; এবং যেহেতু চেয়েছিলাম সব কিছু যেন আমার পক্ষে ঠিকঠাক মতো চলে, তাই এছাড়া অন্য কিছু ভাবতেও পারিনি।

আমি যা লিখছিলাম তাতে আসলে রেকর্ড হয়ে ছিলো আমার অজ্ঞতা ও নির্দোষিতা, আমার হতাশা। কিন্তু 'উৎসব রাত্রি', আঠার-বছর বয়সী বালকের উদ্দেশ্যের মধ্যে, জানার বিষয় ছিলো এবং অকল্পিত। কাজেই লেখায় একটা ফাটল দেখা গিয়েছিলো।

আমার লেখার শেষের দিকে আমি জাহাজের নৈশপ্রহরীর দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করি। লাউঞ্জের বাইরে সে দাঁড়িয়েছিলো যেখানে নৃত্য চলছিলো, আর বাইরে দাঁড়ানো দুর্ভাগা লোকদের প্রতি সে দৃষ্টিপাত শুরু করেছিলো, জাহাজে কোনো রোমাঞ্চ ছিলো না তার জন্যে। আমার মতোই সেও বিভক্ত ছিলো, আর সম্ভবত অন্য লোকেরাও যারা তার বক্তৃতা শুনছিলো। তাদের নীরবতায় এক রকম অম্লত্ব ছিলো। সে, নৈশপ্রহরি, ছিলো প্রাণবন্ত; সে কথা বলছিলো এমন ভঙ্গিতে যার এইসব আনন্দ-উৎসব বহুদিন আগে থেকেই দেখা আছে। তার বয়স চল্লিশের কোঠায়, শক্ত-সমর্থ দেহ। রেইলে ঠেশ দিয়ে হাত দুই পাশে ছড়িয়ে রেইল মুঠি করে ধরে সে বক্তৃতা দিচ্ছিলো। বাক্যগুলোর মাঝখানে সে বিরতি দিচ্ছিলো, যে চাতুর্যের বিবরণ দিচ্ছিলো তা আত্মস্থ হতে দেবার জন্যে। নির্দিষ্টভাবে কারো দিকে না তাকিয়ে সে কথা বলছিলো, ঠোঁট দুটো চেপে কথা বলা থামাচ্ছিলো; তারপর, নিজের সাথেই কথা বলার ভঙ্গিতে, আবার শুরু করছিলো।

একটা জাহাজে থাকার তিন দিন পর লোকজন বদলে যায়, সে বলে। বিশ্বাসী বউ ও প্রেমিকারা পরিণত হয় অবিশ্বাসীতে। সব সময়ই, তিন দিন পর। পুরুষেরা সহিংস হয়ে ওঠে, মেয়েমানুষ নিয়ে লড়াই করতে তৈরি থাকে, এমন কি তরুণী ও প্রিয় স্ত্রীওয়ালা লোকেরাও। সে বলে (অথবা 'উৎসব রাত্রি'র নানা সংস্করণে তাকে আমি বলাই)ঃ 'একজন ক্যাপ্টেনকে আমি এই জায়গায় এক লোককে খুন করতে দেখেছি।'

'এই জায়গায়,' 'এক লোককে', 'খুন করতে' –এসব কথা নৈশপ্রহরি এমন ভঙ্গিতে বলে যেন সে সিনেমার কেউ। আর ওই কারণেই সে আমার কাছে অমূল্য হয়ে উঠেছিলো। ওই কারণেই পেন্সিল বার বার তাকে অনুসরণ করছিলো, ওই নিষ্প্রভ অক্ষরগুলোয় (যা আর্দ্র হলে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে), তার বলা কথাগুলো।

'উৎসব রাত্রি'তে আমি খুঁজেছিলাম মেট্রোপলিটান উপাদান, আমার কাছে যাদের ওই কোয়ালিটির মনে হয়েছিলো তাদের সঙ্গে আমি লেগে ছিলাম আঠার মতো। একটা লোক ছিলো, সে মূলত মধ্যপ্রাচ্যের কিন্তু এখন তার মুসলিম নাম সত্ত্বেও পুরোপুরি আমেরিকান, সে বলেছিলো সে একজন এন্টারটেইনার। বিখ্যাত তারকাদের নিয়ে সে কথা বলছিলো পরিচিতের মতো, সেই সব তারকার ছবি

BanglaBoi.org

আমি দেখেছিলাম; আর আমার এটা কখনোই মনে হয়নি এই এন্টারটেইনার কেন পর্যটনে বেরিয়েছে। সে আমাকে তার কিছু উপাদান পড়ে শোনায়, সাধারণ তিন দিনের পর। 'উপাদান' – এই শব্দটাই সে প্রয়োগ করেছিলো, আর সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ ঠাট্টা-মশকরা। আমার কাছে সেটা ছিলো প্রভাবক, অদ্ভুত ও 'আমেরিকান' ঃ ওই 'উপাদান' টাইপ করা উচিৎ। তার কথা বলার ওই ধরন সেই সময়কার অ্যানিমেটেড কার্টুনের মতো প্রভাবক ছিলো। ওই সময়ে অনেক অ্যানিমেটেড কার্টুন তৈরি করা হচ্ছিলো, সে বলে। 'আমরা সেগুলো বানাই আর আমরা পারি।' 'পারি' – শব্দটা আমার মনে হলো দারুন পেশাদার। ঠিক তার 'উপাদান' যেমন আমার অংশ, কাজেই তার ভাষা আমার উপাদানের অংশে পরিণত হয়েছিলো।

স্যালভেশন আর্মির দুটো মেয়েও আমার উপাদানের অংশে পরিণত হয়েছিলো। ইউরোপের কোনোখানে একটা সম্মেলনে অংশ নিতে যাচ্ছিলো তারা; কিন্তু ছেনালি করতে প্রস্তুত ছিলো তারা। ধর্মীয় মেয়েদের ছেনালিপনা একটা অদ্ভুত ব্যাপার হিসেবে আমাকে হতবাক করে দেয়। এবং দক্ষিণের একজন তরুণ ছিলো। এন্টারটেইনারের কেবিনে সে থাকতো। তার দেহ প্রকান্ড এবং সে চশমা পরতো। 'উৎসব রাত্রি'তে সে আবির্ভূত হয়েছিলো ভেস্ট ও আন্ডারপ্যান্ট্স পরে, উপরের বাংকে বসে ছিলো সে, উপরের নিষ্প্রভ আলোয়, খোশা ছাড়িয়ে একটা কমলালেবু খাচ্ছিলো, এবং কথা বলছিলো মেয়েদের নিয়ে, হয়তো স্যালভেশন আর্মির মেয়ে দুটোকে নিয়ে।

সে কমলালেবুর দিকে চোখ নামিয়ে বলে, 'আমি একজন কষ্টসহিষ্ণু কাজের মানুষ। আমি কি চাই তা জানি আর তা পাই – বুঝেছো?'

ওটা আমার জন্যে ম্যাটেরিয়াল ছিলো ঃ আমি দুনিয়াকে দেখাতে পারতাম – ওই রকম দেখা, ওই রকম জিনিস পর্যবেক্ষণ করা – যে আমি দুনিয়াকে জানি। প্রতিক্রিয়ায় আমি বলতে পারতামঃ 'আমিও এসব দেখেছি। এবং আমিও এ বিষয়ে লিখতে পারি।'

কিন্তু আরেকটা স্মৃতি ছিলো, প্রথমটির সঙ্গে সংযোগহীন। 'উৎসব রাত্রি'র কয়েকটি সংস্করণে এটা আমি ব্যবহার করি।

তরুণ দক্ষিণী তরুণ 'কালো মানুষ' সম্পর্কে কথা বলছিলো। সে বলে, 'আজকালকার দিনে তারা তোমার বিছানায় তোমার সঙ্গে শুতে চায়।'

ওই কথায় আমি বিস্মিত হইঃ বর্ণবাদী অনুভূতিতে পূর্ণ, সে, ওই ভাবে কথা বলতে পারে আমার সঙ্গে, যেন সে আমাকে বর্ণবাদী দৃষ্টিতে দেখতে পায় না। কিন্তু বর্ণের সেই বিষয় 'উৎসব রাত্রি'তে কোনো আকার নিতে পারে না। আমার বিরক্তির খুব কাছে ছিলো তা। ওই রকম ব্যক্তিত্ব লেখক কামনা করে না; ওই রকম উপাদান নিয়েও সে কাজ করে না।

BanglaBook.org

কাজেই, যদিও লেখার জন্যেই ভ্রমণ, আমার অভিজ্ঞতার ওপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে, ওটা থেকে নিজেকে আমি দূরে সরিয়ে রাখছিলাম, আমার স্মৃতি থেকে সম্পাদনা করে দিচ্ছিলাম। সম্পাদনা করছিলাম বিমানবন্দরের ট্যাক্সি ড্রাইভারকে, যে আমার কাছ থেকে বেশি ভাড়া নিয়েছিলো – অবমাননা ছিলো বিরাট; সম্পাদনা করে ঝেড়ে ফেলছিলাম হোটেলের কৃষ্ণাঙ্গ মানুষটাকে।

একজন লেখক হিসেবে নিউ ইয়র্কে আমার দিনগুলোর উদ্বেগ আমি গোপন করে যেতে পারি না। একটা জলযানে আটলান্টিক পাড়ি দেওয়া নিশ্চয় খাঁটি রোমাঞ্চকর হতে পারতো। সেই বিকেলে নিউ ইয়র্কে জাহাজে আরোহণ করতে যাওয়া নিশ্চয় খাঁটি রোমাঞ্চকর হতে পারতো। কিন্তু রোমাঞ্চ ছিলো আমার মনের একটা মাত্র আংশ। আমার মনের অপর অংশে অন্য কিছু ছিলো। কেবিনে অন্য কারো সঙ্গে ভাগাভাগি করে থাকার ব্যাপারে আমি নার্ভাস ছিলাম। আটলান্টিকে আমার এভাবে ভ্রমণ নিয়ে অনেক মাস ধরেই আমি উৎকণ্ঠিত ছিলাম। আগ্রাসী মনোভাবের কিংবা অগ্রহণযোগ্য কিংবা যৌন-ভারসাম্যহীন লোকজনের সঙ্গে একত্রে থাকার ব্যাপারে আমার মধ্যে ভীতি কাজ করতো। আমি ছিলাম ছোটখাটো আর আমার শারীরিক দুর্বলতা অনুভব করতাম। আক্রান্ত হবার ভয় করতাম আমি। কারো পরশ্রীকাতরতার শংকা জাগতো আমার মনে।

সেটা ছিলো আমার জন্যে বিশাল এক উদ্বেগ। কিন্তু আমি যখন জাহাজে চড়তে গেলাম তখন এ সমস্যা সমাধান হয়ে গেল অলৌকিক ভাবে। তথাপি এ সম্পর্কে আমি লিখতে পারিনি।

নিউ ইয়র্কে বৃটিশ ভাইস-কনসাল কারো জন্যে একটা প্যাসেজ বুক করেছিলো, সেই মানুষটাকে দেখে ইংরেজ মনে হচ্ছিলো না। এ কথা কেবল এখন আমি স্মরণ করতে পারি – স্মৃতিকে ছেটে ফেলতে এতটা সফল হয়েছিলো 'উৎসব রাত্রি'। শুধুমাত্র এখন, 'উৎসব রাত্রিকে' একপাশে সরিয়ে রেখে, আমার মনে পড়ে আমাকে তারা কোথায় জায়গা দেবে সে সিদ্ধান্ত চলাকালে কয়েক ঘন্টা ধরে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমি কোথায় জায়গা পেতে পারতাম না, আমি ওই ভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতাম, আমার সামান্য কিছু লাগেজ নিয়ে উৎকণ্ঠিত, এমন কি জাহাজ জেটি ছাড়ার সময়েও। ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকায় নিউ ইয়র্ক বন্দর ও বিখ্যাত স্কাইলাইনের দৃশ্য বিকৃত হতে পারতো। এবং তখন কেউ একজন একটা সিদ্ধান্ত নিলো, আর বিষয়টা চমৎকার ভাবে সমাধান হয়ে গেল।

হায়ার ক্লাসে আমার একার জন্যে একটা কেবিন দেওয়া হলো। আর ট্যুরিস্ট ক্লাসের সঙ্গে আলাদা করা দরোজার একটা চাবি দেওয়া হলো আমাকে। এ এক চরম সৌভাগ্য। অবিলম্বে আমার উদ্বেগ বেশির ভাগটাই দূর হয়ে গেল। আমি

BanglaBook.org

ভাবলাম ভবিষ্যতের জন্যে এ এক শুভ চিহ্ন। আমি ভাবলাম (তখনও কেবিন, কম্পার্টমেন্ট ও হোটেলের বাথরুম ভাগাভাগি করার ভীতি নিয়ে) যে, 'ভ্রমণকারীর সৌভাগ্য' হিসেবে যা তখন ভেবেছিলাম সেই আশীর্বাদই বর্ষিত হয়েছে আমার ওপর।

কিন্তু সেই রাতে, আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, একটা শব্দে আমি জেগে উঠলাম। কেবিনের উপরের বাতিটা জ্বালানো ছিলো। কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। আমি তখন জানতে পারি, আমি জানি, কি ঘটতে যাচ্ছিলো। আমার সঙ্গে কাউকে রাখা হবে এখন। 'ট্যুরিস্ট'দের ভিতর থেকে কাউকে দরোজার চাবি দেওয়া হবে – সেই সন্ধ্যার কয়েক ঘন্টা আমি যা মনে করেছিলাম একান্তই ব্যক্তিগত সম্পত্তি, প্রায় একটা গোপন স্থান – যে দরোজাটা দুই ক্লাসের মধ্যে পার্থক্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এবং উপরের বাতি, ওই রকম ভাবেই জ্বালানো, আর উঁচু কণ্ঠস্বর, সবই ছিলো অবিবেচনাপ্রসূত। আমি চোখ বন্ধ করি। একটা শিশুর মতো। জাদু চর্চা করছে এমন কারো মতো। আমি যদি ঘুমিয়ে থাকার ভান করি, আমি যদি কিছুই না জানার ভান করি, তাহলে হয়তো কিছুই ঘটবে না। আর যেসব লোক এসেছে তারা হয়তো ফিরে যাবে।

কিন্তু সমস্যা গেল না। যে লোকটাকে আনা হয়েছিলো সে সমস্যা সৃষ্টি করতে লাগলো। কেবিনটা সে বাতিল করে দিলো। তার গলার আওয়াজ ক্রমেই চড়ে যাচ্ছিলো। সে বললো, 'আমি কালো বলেই তোমরা আমাকে ওর সঙ্গে এখানে রাখছো।'

কালো! তাহলে সে কৃষ্ণাঙ্গ। সংখ্যালঘুদের নির্দিষ্ট সংকীর্ণ এই জায়গাটির সুবিধা আমাকে দেওয়া হয়েছে! কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ হোক আর যেই হোক আমার সাথে আমি কাউকে রাখতে চাই না। বিশেষ করে কৃষ্ণাঙ্গটা আমার সঙ্গে থাক তা আমি চাই না, নির্দিষ্ট কারণেই।

এবং আমার সঙ্গে তাকে রাখা হলো না। উপরের বাতি নিভে গেল। কেবিনের দরোজা বন্ধ হলো। যারা এসেছিলো তারা ফিরে গেল। আর কৃষ্ণাঙ্গটা কোনো সন্দেহ নেই ব্যারিয়ার দরোজা অতিক্রম করে ট্যুরিস্ট ক্লাসে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ লোকদের সঙ্গে তিন বা চার বার্থের কেবিনে জায়গা করে নিলো। তার মতো কালো মানুষের জন্যে ওতেই তৃপ্তি। কিন্তু আটলান্টিকের ওপর দিয়ে দিনের পর দিন ভ্রমণের কি মূল্য আর কি খরচ দিয়ে। তবু আমি লজ্জা পাচ্ছিলাম যে কৃষ্ণাঙ্গটাকে তারা আমার কেবিনে এনেছিলো। আমি লজ্জিত হয়েছিলাম যে, এইসব কিছু ওই লোকেরা দেখতে পেয়েছিলো আমার মধ্যে – নিজেকে নিয়ে যে রকম ভাবছিলাম তার থেকে অনেক দূরে, নিজের জন্যে যা চেয়েছিলাম তার থেকে অনেক দূরে। আর যখন তারা কেবিনের মধ্যে ছিলো তখন আমার চোখ বন্ধ করে রাখাও ছিলো লজ্জার ব্যাপার।

BanglaBook.org

সে, ওই কালো লোকটা, পরদিন সকালে ট্যুরিস্ট ক্লাসের লাউঞ্জে আমাকে খুঁজে নিলো, দুঃখ প্রকাশের জন্যে। লোকটা বেশ লম্বা, হালকা-পাতলা, সুবেশধারী, তার চমৎকার হালকা গ্রীষ্মকালীন স্যুটিং -এর নিচে তীক্ষ্নতার আভাস। লোকটা কথা বলে চমৎকার, কেবিনে যেভাবে কথা বলছিলো চড়া সুরে, আমার সঙ্গে কথা বললো অনেক শান্ত মেজাজে। ভেবেছিলো পার্সার'স অফিসের লোকেরা নির্দোষচিত্তেই তাকে কম ভিড়ের অপেক্ষাকৃত ভালো একটা কেবিনে থাকার ব্যবস্থা করে দেবে – এ কথা সে ভেবেছিলো তাকে ট্যুরিস্ট ক্লাসের মাঝখানের দরোজা দিয়ে নিয়ে আসার সময়। কিন্তু আমাকে দেখতে পেয়ে সে মন পরিবর্তন করলো। সে জানতো যে সংকীর্ণ একটা জায়গার নিউক্লিয়াসে পরিণত হয়েছিলাম আমি। সে আমেরিকানদের চেনে, সে বললো। আমাকে সে কি বলেছিলো? তার বর্ণবাদী যাতনা ছাড়া আর কি ছিলো? সে কি অমনই সংরক্ষিত ছিলো? আমি আর কিছুই স্মরণ করতে পারি না। তার সঙ্গে আর কোনো সাক্ষাতের কথা আমি স্মরণ করতে পারি না।

একজন নারী – তরুণী, তবে আমার আঠারো বছর বয়সের চেয়ে বড় – একদিন ডেকের ওপর ওই লোকটা সম্পর্কে আরো অনেক কিছু আমাকে বললো ঃ কয়েকজন যাত্রীর ওপর ওই লোক বেশ প্রভাব সৃষ্টি করেছিলো। আমেরিকান কুসংস্কারের ওপর তার অবসাদ ধরে গিয়েছিলো, তরুণীটি বললো; এবং লোকটার সম্পর্কে সে কথা বললো এক ধরনের অনুরাগ ও লোকটাকে বুঝতে পারার সুরে। লোকটা জার্মানিতে বসবাস করতে যাচ্ছিলো, তরুণীটি জানালো। লোকটার বউ জার্মান; জার্মানিতে যখন সে সেনাবাহিনীর সঙ্গে কাজ করছিলো তখন তাদের দুজনের দেখা হয়েছিলো। জার্মানদের মতোই বড় হয়ে উঠেছিলো লোকটা। অদ্ভুত তীর্থযাত্রী।

পুয়ের্তো রিকোয় টাইট জ্যাকেট পরিহিত ত্রিনিদাদী কৃষ্ণাঙ্গটাকে দেখেছিলাম, যে হার্লেমে যাচ্ছিলো। আর এখানে একজন কৃষ্ণাঙ্গকে দেখছি যে কিনা হার্লেম বা কৃষ্ণ আমেরিকা থেকে চলেছে জার্মানিতে। উভয় ক্ষেত্রেই আমার নিজেরই অবয়ব। কিন্তু, আমার এশীয় পটভূমি নিয়ে, এই তুলনা আমি প্রতিরোধ করি; কেননা আমি চলেছি লেখক হবার জন্যে। এবং অন্য কিছু গ্রহণে আমি শংকিত, অন্য কিছুর মুখোমুখি হতে আমি শংকিত। নিজেকে লেখক হিসেবে কল্পনা করে, নিজের কাছ থেকেই আমার অভিজ্ঞতাগুলো আমি লুকিয়ে রাখছিলাম। নিজেকে লুকিয়ে রাখছিলাম আমার অভিজ্ঞতা থেকে। এমন কি যখন আমি লেখকে পরিণত হয়েছি তখনও ওই সংকটের মোকাবেলা করতে ইচ্ছা করিনি।

BanglaBook.org

আমার অনপনেয় পেন্সিলে আমি লিখি। আমি সংলাপ টুকে রাখি। আমার 'আমি' একটা মানুষ মাত্র যে সব কিছু টুকে রাখে।

রাত-দিন একটা লোক জাহাজের বো-তে দাঁড়িয়ে থাকে, সামনের ধূসর সমুদ্র খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। এবং শেষ পর্যন্ত যখন আমি সাউদ্যাম্পটনে অবতরণ করি তখন পায়ের নিচে মাটির এক আনন্দময় অনুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে।

আমি ইংল্যান্ডে পৌঁছালাম। এই যাত্রাটা আমি সম্পন্ন করেছিলো জাহাজে যাত্রী টার্মিনালটা ছিলো নতুন। প্রীতিকর নামের সাউদ্যাম্পটনে যুদ্ধকালে প্রচুর বোমাবর্ষণ করা হয়েছিলো। নতুন টার্মিনালটা ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে ছিলো; কিন্তু যাত্রীবাহী জাহাজগুলো শীগগিরই পরিণত হয়েছিলো অতীতের বস্তুতে।

ধূসর আটলান্টিক শেষ হবার পর, দেখা দিলো রঙ। লন্ডনগামী ট্রেন থেকে দেখা গেল উজ্বল রঙ। সন্ধ্যার লালিমা। বিলম্বিত গোধূলিঃ নতুন, যে কারো জন্যে উৎফুল্লতাপূর্ণ। লালিমা, গোধূলি, এমন এক সময়ে যখন আমার বাড়িতে হয়তো বা রাত।

কিন্তু ওয়াটারলু স্টেশনে আমরা যখন পৌঁছাই তখন রাত্রি ছিলো। স্টেশনটার আকৃতি, অসংখ্য প্ল্যাটফর্ম, বিশাল উঁচু ছাদ সবই আমার ভালো লেগেছিলো। বাতিগুলো ভালো লেগেছিলো। আলোর বন্যায় ভেসে যাওয়া রাতের বেলা রেলওয়ে স্টেশনের উত্তেজনা আমার ভালো লেগেছিলো। আমি দেখেছিলাম স্টেশনের লোকজন, বৈদ্যুতিক আলোয় তারা কাজ করছিলো, আর ভ্রমণকারীদের, নাটকীয় চরিত্র হিসেবে। স্টেশন আলোয় জায়গাটা আচ্ছাদিত একটা জগৎ বলে মনে হচ্ছিলো (নিউ ইয়র্কও অনেক আগেই অমন মনে হয়েছিলো), যেন বিস্তীর্ণ একটা বাড়ির অভ্যন্তর ভাগ। যাত্রীবাহী জলযানে পাঁচ দিন অতিক্রান্ত হবার পর আমি নেমে যেতে চেয়েছিলাম। আমি বিশেষ করে সিনেমায় যেতে চেয়েছিলাম। আমি শুনেছিলাম যে লন্ডনে সব সময় সিনেমা প্রদর্শন চলতেই থাকে। দেশে নির্ধারিত সময়ে সিনেমা দেখতে পেতাম। অবিরাম প্রদর্শনীর আইডিয়া – মেট্রোপলিটন জীবন ধারায় সেটাই স্বাভাবিক – আমার কাছে খুবই আকর্ষণীয় মনে হয়েছিলো। কিন্তু আমার দেরি হয়ে গিয়েছিলো সিনেমা হলে শো-এর আগে পৌঁছাতে। ফলে আমি সরাসরি আর্লস কোর্টে আমার বোর্ডিং হাউজে চলে যাই, অক্সফোর্ডে চলে যাবার আগে সেখানে আমার দুই মাস থাকার জন্যে একটা কামরা রিজার্ভ করা হয়েছিলো।

BanglaBook.org

কামরাটা ছোট, লম্বা ও সংকীর্ণ, কালো আসবাবে আরো কালো হয়ে আছে। অন্যদিকে দেয়ালেও কিছু ছিলো না। যেন কলাম্বিয়া জাহাজে আমার কেবিনটার মতো নিরাভরণ। নিউ ইয়র্কে হোটেল ওয়েলিংটনের কামরার চেয়েও নিরাভরণ। আমার হৃদয় চুক্তি করে ফেলে। কিন্তু আমার মনের একটা অংশ জানলা থেকে বাইরের দৃশ্য দেখে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, কয়েক তলা ওপরে রাস্তার কমলা আলো এবং গাছের ওপর সেই আলোর বন্যা।

জাহাজের রবারসুলভ উষ্ণ গন্ধের পর, বন্ধ কামরা ও করিডোরের এয়ারকন্ডিশনিং-এর গন্ধের পর, এখানে পাওয়া গেল সকালবেলার নতুন গন্ধ। দুধের আশ্চর্য এক গন্ধ – টাটকা দুধ আমার কাছে একটা দুর্লভ বস্তু ঃ আমরা ক্লিম গুঁড়ো দুধ ও কন্ডেন্স্‌ড দুধ ব্যবহার করতাম। ভুসার গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকতো দুধের সেই পুরু, মিষ্টি গন্ধ। আর সেই গন্ধও ঝুলে থাকতো বাতাসবিহীন পুরনো ময়লার তেলাপোকার মতো গন্ধের ওপর। ওই রকমই ছিলো সেই সকালগুলোর গন্ধ।

বাড়ির পিছন দিককার একটা বাগান বা আঙিনা বা প্লট একেবারে শেষের দিকে উঁচু একটা দেয়াল পর্যন্ত চলে গেছে। সেই উঁচু দেয়ালের ওপাশেই ছিলো পাতাল রেলস্টেশন। রোমাঞ্চ! সব সময় সেখানে ট্রেনের শব্দ, আর খুব সকালবেলা! নিউ ইয়র্কের হোটেলে কৃষ্ণাঙ্গ লোকটা আমাকে যা বলেছিলো সরাসরি এখন সেই কথা আমাকেও বলতে হবেঃ এই নগরী কখনো ঘুমায় না।

প্রত্যেক ফ্লোরে ল্যান্ডিং -এর শেষ প্রান্তে ছিলো বাথরুম ও ল্যাভেটরি। অথবা হয়তো অন্য প্রত্যেক ফ্লোরে – কারণ, যেহেতু আমি নিচে যাচ্ছিলাম, এশিয়ার এক তরুণ উঠে আসছিলো, ছোট খাটো, বিবর্ণ-হলুদ গায়ের রং, চোখে চশমা, আর হাতার কাছে অতিরিক্ত লম্বা গাউন পরা সে আমাকে দেখে সুর করে বলল 'সুউউপ্রভাআত!' আর দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে গেল। সে কি থাই, বার্মিজ, চীনা? তাকে পরিত্যক্ত দেখায়, বাড়ি থেকে বহুদূরে – ঠিক যেমন এই নগরীতে আমার আগমন, নিজের সম্পর্কেও অনুরূপ বিচার করতে পারি না আমি।

বেসমেন্টে, ডাইনিং রুমে যাচ্ছিলাম আমরা। বোর্ডিং হাউজ থেকে বিছানা ও ব্রেকফাস্ট দেওয়া হয়েছিলো, আর আমি নিচে যাচ্ছিলাম ব্রেকফাস্টের জন্যে। বাড়ির সামনের দিকে ডাইনিং রুম, পাতাল রেলের আওয়াজ থেকে সেটা বেশ দূরে, তবে কম্পন এসে পৌঁছায় সেখানে পাতাল রেলের। সেখানে দুই-তিনজন মানুষ ছিলো। সোজা পিঠের বাদামি রঙে অনেক চেয়ার আছে সেখানে। আর দেয়ালগুলো ছিলো আমার কামরার দেয়ালের মতোই নিরাভরণ। দুধ-ভূসির গন্ধ এখানে আরো প্রবল। তখন সকাল ছিলো, বাইরে আলো, কিন্তু দুর্বল একটা বাল্ব

BanglaBook.org

জ্বলছে; দেয়ালটা হলুদাভ, উজ্জ্বল। দেয়াল, আলো, গন্ধ – এগুলো সবই ছিলো লন্ডনের চমৎকার সকালের অংশ। আমার দৃষ্টি চলে যায় সংকীর্ণ সিঁড়ি পেরিয়ে রাস্তা বরাবর, তারপর রেইল, তারপর পেভমেন্ট। কোনো বেসমেন্টে এর আগে আর আমি প্রবেশ করিনি। আমাদের দেশে এভাবে বাড়ি তৈরি করা হয় না। কিন্তু বেসমেন্ট সম্পর্কে আমি বইতে পড়েছি। আর এই রকম উজ্জ্বল রোদের দিনে এই কামরার মধ্যে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানোর ব্যাপারটা আমার কাছে ভীষণ রোমান্টিক মনে হয়। নিজেকে এমন মানুষ মনে হয় যে কি না প্রবেশ করছে একটা উপন্যাসে, একটা বইয়ে; প্রবেশ করছে বাস্তব জগতে।

পরে আমি উপর তলায় গিয়ে জায়গাটা দেখতে লাগলাম কিংবা সেই অংশটকু অতিথিদের জন্যে যা উন্মুক্ত। সামনের কামরা চেয়ার দিয়ে ভর্তি, সমান পিঠওয়ালা চেয়ার মোটা নিচু চেয়ার, আর অন্য সমস্ত দেয়ালের মতো এখানকার দেয়ালও নিরাভরণ। এটাই লাউঞ্জ (এ কথা নিচের তলায় আমাকে বলা হয়েছিলো); কিন্তু বাতাস খুব স্থির, আর কার্পেট ও লম্বা পুরনো পর্দা থেকে আসা ভুসির মতো পুরনো গন্ধে আমার মনে হলো কামরাটা ব্যবহার করা হয় না। আমি অনুভব করি নির্মাতা অথবা প্রথম মালিক যেমন উদ্দেশ্য করেছিলো তেমন ভাবে বাড়িটা আর ব্যবহার করা হতো না। আমি অনুভব করি যে এক সময়ে, সম্ভবত যুদ্ধের আগে, এটা ব্যক্তিগত একটা বাড়ি ছিলো। এবং (যদিও লন্ডনের বাড়িগুলো সম্পর্কে কিছুই জানা ছিলো না) আমি অনুভব করি এটা পৃথিবীতে নিজের আসন করে নিয়েছিলো। লন্ডনের প্রতি ওইরকমই ছিলো আমার ভালোবাসা, কিংবা আমার লন্ডনের চিন্তা। এবং আমি অনুভব করি, যতোই বোর্ডিং-এর অন্যান্য বাসিন্দাদের দেখি – এরা ছিলো ইউরোপের নানা দেশের এবং উত্তর আফ্রিকার, এশীয়, বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা কিছু ইংরেজ, সাধারণ সব মানুষ – অনুভব করি যে বিশাল এক বাড়িতে সবাই যেন আমরা শিবির গেড়েছি।

আর রাতের পর রাত – লন্ডনে আমার পর্যটনের অভিযান শেষ করে – এই নিরাভরণ বাড়িতে আমি যখন ফিরে আসতাম, তখন বাড়িটার মেজাজ আমার মধ্যেও সংক্রমিত হতো। যা দেখতাম তার প্রতিই এই মেজাজে নিতাম আমি। স্থাপত্যের কোনো চোখ ছিলো না আমার; আমার চোখকে প্রশিক্ষণ দেবারও কিছু ছিলো না বাড়িতে লন্ডনে আমি দেখি পেভমেন্ট, দোকান, দোকানের সাইন, পার্থক্যবিহীন দালান। পর্যটনে বের হয়ে আমি আকৃতি দেখে বেড়াতাম। অনেক জিনিসের মধ্যে এ জিনিসটাও আমি খুঁজতাম। আমি খুঁজে পেতাম আকৃতি, ক্ষমতা, ট্রাফালগার স্কোয়ার, এমব্যাংকমেন্ট, হলবর্ন ভায়ডাক্ট এলাকায়। আর এই

BanglaBook.org

মহনীয়তার পর আবার ছিলো আর্ল্‌স কোর্টের বোর্ডিং হাউজ। কাজেই আমার মনে এই অনুভূতি বাড়ছিলো যে ও মহনীয়তা অতীতের; যে আমি ইংল্যান্ডে এসেছি ভুল সময়ে; যে আমি খুব দেরি করে এসেছি ইংল্যান্ডকে খুঁজে পেতে, সাম্রাজ্যের হৃৎপিন্ড, যা (প্রাদেশিকের মতো, সাম্রাজ্যের বহুদূরের এক কোণ থেকে) সৃষ্টি করেছি আমি আমার ফ্যান্টাসি থেকে।

সদ্য যে নগরীতে আমার আগমন ঘটেছে সেই নগরী সম্পর্কে এ ধরনের বিশাল মূল্যায়ন! কিন্তু এ রকম চিন্তা নিজের মধ্যে আমি বয়ে বেড়াচ্ছিলাম। ত্রিনিদাদে বসবাসকারী আমাদের এশীয়-ভারতীয় বয়স্ক লোকেরা – বিশেষ করে সেই বেচারার দল যারা কোনো দিনই ইংরেজদের ম্যানেজ করতে পারেনি কিংবা ব্যবহার করতে পারেনি অদ্ভুত জাতটাকে – সেই লোকেরা সেই ভারতের দিকে পিছু ফিরে তাকায় যে ভারত বেশি বেশি সোনালি হয়ে উঠেছে তাদের টাকায়। তারা বসবাস করছিলো ত্রিনিদাদে আর মরবেও সেখানে; কিন্তু তাদের জন্যে এটা ভুল জায়গা। ওই অনুভূতির কিছুটা আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিলো। আমি ভারতের দিকে তাকাতাম না, সেটা করতে পারতাম না। আমার উচ্চাকাংখার কারণে আমি সামনের দিকে ও বাইরের দিকে তাকাতাম, ইংল্যান্ডের দিকে। কিন্তু সেটা একই রকম ভুলের অনুভূতির দিকে নিয়ে যায়। ত্রিনিদাদে, অনেক দূরে নিজেকে অনুভব করে, আমি নিজেকে পিছনে ধরে রাখি, যেমনটা আগে ছিলো, সব কিছুর মাঝখানের জীবনের জন্যে। এবং আমার শৈশবের শারীরিক গঠনের মূর্তি ছিলো সেখানে যা ইতিবাচকভাবে সেই অপেক্ষার ও প্রত্যাহারের মেজাজ উৎসাহিত করতো।

ত্রিনিদাদে আমরা বাস করতাম এমন সব জিনিসের বিজ্ঞাপনের মাঝে যেগুলো আর তৈরি করা হতো না, কিংবা যুদ্ধের কারণে আর পরিবহন সমস্যার কারণে, সহজলভ্য ছিলো না। (আমেরিকান সাময়িক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, ক্র্যাফ্‌ট ও স্ট্যাটলার হোটেলস্‌ এবং অনুরূপ অন্যান্য বস্তুর, অন্য আরেক অসম্ভব রকম প্রত্যন্ত বিশ্বের অধীনে ছিলো।) ত্রিনিদাদের অনেক বিজ্ঞাপন ছিলো পুরনো কেতার ওষুধ ও 'টনিকের'। সে সব টিনের ওপর ছিলো, সেই বিজ্ঞাপনগুলো, আর এনামেল কৃত। ওগুলো ব্যবহৃত হতো দোকানের ডেকোরেশান হিসেবে, এবং হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রির পণ্যের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না থাকায়, সেগুলো দোকানদারের ব্যবসার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো। পরে, যুদ্ধ চলার সময়, যখন পোর্ট অব স্পেইনের পূর্ব দিকে ছোট ছোট কুঁড়েঘরের বসতি বাড়তে শুরু করে, এই প্রতীক খচিত টিনের বিজ্ঞাপনগুলো কোনো কোনো সময় ব্যবহৃত হতো ভবন তৈরির উপাদান হিসেবে।

BanglaBoi.org

সুতরাং আমি এমন এক জগতে বসবাস করতে অভ্যস্ত হয়ে ছিলাম, যেখানে বিজ্ঞাপনের কোনো অর্থ ছিলো না, কিংবা ওগুলোর নির্মাণকারীদের উদ্দেশ্যের কোনো অর্থ ছাড়াই। এটা ছিলো আমার শিক্ষার বিমূর্ত প্রকৃতির একটা অংশ, সিনেমা না দেখেই ফরাসি বা রুশ সিনেমা 'স্টাডি' করার আমার সামর্থের মতো, এক সামর্থ যা ছিলো, যেমন আমি বলেছি, এক মানুষের যে চেষ্টা করছে স্ট্রিট ম্যাপ থেকে নগরীটাকে জানার।

ত্রিনিদাদের ক্ষেত্রে যা সত্যি অন্য স্থানের ক্ষেত্রেও তা সত্যি বলে মনে হয়। পোর্ট অব স্পেইন-এর কয়েকটি উপনিবেশিক এম্পোরিয়ার বই সেকশনে একটা বা দুটো শেল্ফ ছিলো যুদ্ধকালীন পেঙ্গুইন পেপারব্যাক বইয়ের। (মার্জিন রাখা হতো খুব সংকীর্ণ, যাচ্ছেতাই করে স্ট্যাপলার মারা হতো, আমাদের স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় স্ট্যাপলারে জং ধরে যেতো দ্রুত, কিন্তু বইগুলোর রঙ ছিলো বিস্ময়কর, বাঁধাই ও কাগজের গন্ধ অদ্ভুত লাগতো)। যুদ্ধকালীন পেঙ্গুইন পেপারব্যাকের পিছনে কোনো কোনো সময় যে নির্দিষ্ট কিছু বৃটিশ জিনিসপত্রের বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো সেটা আমার খারাপ লাগতো না – চকোলেট, জুতো, শেভিং ক্রিম – ওগুলো ত্রিনিদাদে সহজলভ্য ছিলো না এবং এখন আর তৈরি করা হয় না (যুদ্ধের কারণে, বিজ্ঞাপনে যেমন বলা হয়েছে)। সাবেক প্রস্তুতকারকরা ওসব জিনিসের বিজ্ঞাপন দিতো যুদ্ধের সময়ও তাদের ব্রান্ড নামগুলো জীবন্ত রাখার জন্যে, আর আশা করতো যুদ্ধ ভালোয় ভালোয় শেষ হবে। এসব বিজ্ঞাপন কখনোই আমার বিদঘুটে লাগতো না। এগুলো আমার কাছে আসতো এক দুনিয়ার রোমাঞ্চের অবয়ব হিসেবে যে দুনিয়ার জন্যে আমি কাজ করছিলাম, প্রতিশ্রুতির মধ্যে এক প্রতিশ্রুতি, এবং রোমান্টিক।

কাজেই আমি কল্পনা করতে প্রস্তুত ছিলাম যে, লন্ডনে নিজেকে খুঁজে পেয়েছি যে বিশ্বে সে বিশ্ব আমার কাঙ্খিত বিশ্বের চেয়ে কিছু কম। ত্রিনিদাদে যখন শিশু ছিলাম তখন এই জগৎকে আমি অনেক দূরে রেখেছিলাম, হয়তো লন্ডনেই। আর লন্ডনে এখন সেই বিশুদ্ধ জগৎটাকে আমি অন্য সময়ে, আরো আগের এক সময়ে রাখতে সমর্থ ছিলাম। মানসিক বা আবেগী প্রক্রিয়া ছিলো একই।

পাতাল রেলের স্টেশনগুলোয় তখনো পুরনো কেতার ভারী ভেন্ডিং মেশিনগুলো ছিলো। ওগুলো থেকে কোনো মিষ্টি বা চকোলেট আসতো না আর। কিন্তু দশ বছর ধরে ওগুলো পড়ে থাকলেও কেউ সরিয়ে নেবার প্রয়োজন মনে করেনি। আর্লস কোর্টে আমার বোর্ডিং হাউজের দুই দরোজা পর ছিলো বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত একটা জায়গা, রাস্তার মাঝখানে একটা গ্যাপ, ওখানে নিশ্চয় বেসমেন্টটা ছিলো অন্যসব বাড়ির মতো। এই রকম বোমায় বিধ্বস্ত জায়গা

BanglaBook.org

ছিলো সারা নগরী জুড়েই। শুরুতে আমি ওগুলো দেখতাম; তারপর দেখা বন্ধ করেছিলাম। সেন্ট পল'স ক্যাথেড্রালের পাশে প্যাটারনোস্টার রো-এর অস্তিত্ব প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিলো; কিন্তু অনেক প্রকাশকের লন্ডনের ঠিকানা হিসেবে বইয়ের টাইটেল -পেজে নামটি রয়ে গিয়েছিলো।

লন্ডনে আমার ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানো ছিলো অজ্ঞ ও আনন্দহীন। আমি আশা করেছিলাম বিশাল নগরী আমাকে জায়গা দেবে; এর জন্যে আমি অনেক অপেক্ষা করেছিলাম। এবং শীগগিরই, এক সপ্তাহ বা তারও কম সময়ের মধ্যেই, আমি অত্যন্ত একাকীত্বের মধ্যে পড়ে যাই। যদি আমি কম একাকীত্ব বোধ করতাম, যদি জাহাজে থাকতে আমার একই রকম অনুভূতি হতো, তাহলে হয়তো লন্ডন ও বোর্ডিং হাউজ সম্পর্কে আমি আলাদাভাবে ভাবতাম। কিন্তু সে সুযোগ আমি পাইনি।

বৃটিশ কাউন্সিল ছিলো। আমার মতো বিদেশী ছাত্রদের জন্যে তাদের ওখানে একটা সাক্ষাতের জায়গা ছিলো। কিন্তু এক সন্ধ্যায়, আমি সেখানে প্রথম যেদিন যাই, সেখানে এক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তার সঙ্গে আমি শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে আলাপ করি, আর যুদ্ধের বিষয় নিয়ে আলাপ করাটা ভীতিপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমি কথা বলতে শুরু করি নির্যাতন নিয়ে, আর জানতাম যে এসব কথা বলা ঠিক নয়। তারপর আমি আর কখনো বৃটিশ কাউন্সিলে যাইনি, লজ্জায়।

এরপর বোর্ডিং হাউজে আমি দিন কাটাতে থাকি ইংরেজ ইউরোপীয় ও কিছু এশীয় বংশোদ্ভুত ছাত্রের অদ্ভুত, মিশ্র, নীরব অবস্থার মধ্যে। ওই এশীয় বংশোদ্ভুত ছাত্রদের কাছে ইংরেজি ছিলো অসুবিধাজনক। এবং হয়তো ওই বোর্ডিং হাউজের জীবন আমার কাছে আরো অর্থপূর্ণ হতে পারতো যদি আমি সমকালীন ইংরেজি বই পড়তে পারতাম, যদি, উদাহরণ স্বরূপ, আমি Hangover Square বইটা পড়তে পারতাম, যেটা ঠিক এই এলাকা নিয়েই লেখা হয়েছে এগার বছর আগে। ওই রকম একটা বই নিশ্চয়ই আমাকে অধিক তীব্র কোনো অনুভূতি জাগাতে সাহায্য করতে পারতো।

কিন্তু আমার শিক্ষা সত্ত্বেও আমার এসব বই কম পড়া ছিলো। লন্ডন সম্পর্কে কি আমি জানতাম? চার্ল্‌স ল্যাম্বের একটা রচনা ছিলো – স্কুলের একটা বইতে – থিয়েটার দেখতে যাওয়া বিষয়ে। স্কুলের আরেকটা বইতে দুই বা তিনটে চমৎকার বাক্য ছিলো এমব্যাংকমেন্ট সম্পর্কে, 'লর্ড আর্থার স্যাভাইল'স ক্রাইম' নামক সেই লেখাটিতে। কিন্তু শার্লক হোম্‌স -এর বেকার স্ট্রিট শুধু নামেই ছিলো; আর লন্ডন সম্পর্কে সমারসেট মম এবং ওয়া ও অন্যান্যদের লেখা মনে কোনো চিত্র ফুটিয়ে তুলতো না; যেহেতু পাঠকদের তারা খুব বেশী জ্ঞানী মনে

BanglaBook.org

করতেন। যে লন্ডনকে আমি জানতাম সে লন্ডন সম্পর্কে ধারণা অর্জন করেছিলাম ডিকেন্স-এর লেখা থেকে। ডিকেন্সই ওই নগরী সম্পর্কে জানার ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিলেন আমার মনে। আমার অবস্থা হয়েছিলো সেই রাশিয়ানদের মতো যারা ডিকেন্স-বর্ণিত লন্ডনের বাস্তবতায় বিশ্বাস করতো।

অনেক বছর পর, আমার নিজের কঠিন লেখালেখির সময়ে ডিকেন্সের দিকে তাকিয়ে, আমি অনুভব করি লন্ডনের বর্ণনাকারী হিসেবে ডিকেন্সের অনন্য ক্ষমতা, এবং লন্ডন বিষয়ক অন্যান্য লেখকদের থেকে তার পার্থক্য। আমি অনুভব করি সেই শৈশবকালে অনেক দূরে অবস্থান করে আমি ডিকেন্সের লেখা পড়তাম আর তার সঙ্গে অন্ধকার লন্ডন নগরীতে প্রবেশ করতে পারতাম কল্পনায়, সেটা সম্ভব হতো আমার সরলতা তার ওপর স্থাপন করার কারণে, আমার নিজের ফ্যান্টাসি তার ওপর স্থাপন করার কারণে। একশ' তিরিশ বছর আগের নগরী নিশ্চয় ডিকেন্সের কাছে সেই রকম অদ্ভুত ছিলো এখন আমার কাছে যেমনটা লাগে। আর এর বর্ণনা দেওয়ায় তার প্রতিভার প্রকাশ ঘটেছিলো আশ্চর্যজনক ভাবে, তার প্রতিভা এমন ছিলো যে তিনি শিশুকালেও ওইভাবেই লিখতে পারতেন যেভাবে লিখেছিলেন প্রাপ্তবয়সে। স্থাপত্যকলার জ্ঞান বা রুচি প্রদর্শন করেননি; কৌশলী শব্দ ব্যবহার করেননি; পুরো রাস্তার বিবরণ দিতে শুধু 'পুরনো কেতা' ধরনের সাদামাটা শব্দ ব্যবহার করেছেন; অদক্ষ বা বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞাত পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় এমন শব্দ ব্যবহার করেননি। এমন কোনো শব্দ ব্যবহার করেননি যা বহুদূরের কোনো শিশুকে বিভ্রান্ত করে তুলতে পারে যেখানকার বাড়িগুলোর চাল ঢেউতোলা টিনের আর জানালাগুলো এমনভাবে তৈরি করা হতো যে বৃষ্টির ছাট ঘরের মধ্যে ঢুকতে না পারলেও আলো বাতাস ঢুকতে পারতো। ডিকেন্স সাধারণ শব্দ সাধারণ ধারণা ব্যবহার করে সৃষ্টি করতেন সাধারণ ভলিউম, স্তর, আলো ও ছায়া ঃ সৃষ্টি করতেন একটা নগরী বা ফ্যান্টাসি, যেটাকে প্রত্যেক পাঠক নিজের মালমশলা যোগ করে পুনর্নির্মাণ করতে পারতো।

ডিকেন্সের ক্ষেত্রে এই ফ্যান্টাসির সাহায্যে কোনো মানুষের চারপাশের বস্তু সমৃদ্ধ করে তোলার ব্যাপারটা ছিলো উপন্যাস সম্পর্কিত একটা ভালো জিনিস।

এবং ডিকেন্সের এই শিশুর মতো দর্শন আমাকে দিয়েছিলো বিমূর্ত শিক্ষা ও প্রথার বাইরের পড়াশোনা, একটা নগরীর সম্পূর্ণ কল্পনা যেখানে আমার ওই শিক্ষা প্রস্ফুটিত হবে আমি আশা করতাম।

আমি লন্ডনে এসেছিলাম এমন ভাব নিয়ে যেন নগরীটি আমার সুপরিচিত। আমি খুঁজে পেয়েছিলাম অদ্ভুত ও অচেনা এক নগরী— এর বাড়িগুলোর স্টাইলে, এমন কি এর বিভিন্ন এলাকার নামের মধ্যেও। ঠিক আমার বোর্ডিং হাউজের

BanglaBook.org

মতো অদ্ভুত, সেটাও ছিলো একেবারে অপ্রত্যাশিত। একটা নগরী যেটা South Wind -এর ইংরেজিপনার মতো অপঠিত ও অদ্ভুত। ওই বইটা আমি নিউ ইয়র্কে থাকতে কিনেছিলাম। আমার ভিতরের অসুবিধাগুলো ছিলো বিশাল, এই অদ্ভুত অবস্থার মোকাবেলা করতে হচ্ছিলো যাকে, নিউ ইয়র্কে প্রবেশের পর যে রকম অসুবিধা আমি অনুভব করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি।

এবং ওই প্রথম দিনগুলোতে কিছু একটা ঘটেছিলো, আগমনের প্রথম দিকগুলোতেই। আমি একটা ফ্যাকাল্টি হারিয়েছিলাম যেটা অনেক বছর ধরে আমার একটা অংশ ছিলো আর তেমনি মূল্যবানও ছিলো। আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম ফ্যান্টাসির উপহার, ভবিষ্যতের স্বপ্ন, দূরের সেই জায়গা যেখানে আমি যাচ্ছিলাম। দেশে আমি অনেক সময় সিনেমায় কাটাতাম, যেখানে শো-এর নির্ধারিত সময়ের আগে, সিনেমার কাজের ছেলেরা, রাস্তার বৈদ্যুতিক আলো বা দিনের আলো আটকানোর জন্যে, ডবল দরোজাগুলো সব বন্ধ করে দিতো এবং উঁচু কাঠের জানালা খুলে রাখার লম্বা সুতোর গিট্টু খুলে দিতো জানালা বন্ধ করার জন্যে। ওই সব অন্ধকার হলে আমি অন্য কোনো জায়গার জীবনের স্বপ্ন দেখতাম। এখন, সেই সব বছরের স্বপ্নের 'অন্য কোনো জায়গা'য় এসে, আর কোনো স্বপ্ন দেখা অসম্ভব। এবং লন্ডনে আমার একেবারে প্রথম রাতেই আমি সিনেমা হলে যেতে চেয়েছিলাম, আর এখন সিনেমায় যাওয়ার আইডিয়া, একটা অন্ধকার হলে চলচ্চিত্র দেখতে যাওয়ার আইডিয়া আমার কাছে পীড়নে পরিণত হয়েছিলো।

আমার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের একটা অভিরুচি হিসেবে আমি সিনেমা দেখার আনন্দ নিয়ে ভেবেছিলাম। এখন আমি অনুভব করি যে এটা ফ্যান্টাসি। আমি Hangover Square পড়িনি, এটা যে একটা বই তাও আমার জানা ছিলো না। তবে সিনেমাটা আমি দেখেছি। এর হলিউড লন্ডন আমার মনে ভেসে উঠেছিলো (হয়তো টাইটেলের যোগাযোগের কারণে) The Lodger -এর লন্ডনের ভিতর। এখন আমি জানি যে লন্ডনও ফ্যান্টাসি হতে পারে, আমার কাছে মূল্যহীন। এবং সিনেমার আনন্দ, সেটা আমার মনের গভীর পর্যন্ত ঢুকে পড়েছিলো এবং বিমূর্ত অধ্যয়নের বন্ধ্যা বছরগুলোয় আমাকে সমর্থন দিয়েছিলো, সেই সিনেমার আনন্দ এখন কেটে ফেলা হয়েছিলো যেন ছুরি চালিয়ে। এবং যখন, দশ কিংবা বারো বছর পর, আমি সিনেমায় ফিরে গিয়েছিলাম, আমার জানা হলিউড মারা গিয়েছিলো, অনন্যসাধারণ কোনো পরিস্থিতিও আর ছিলো না। ফরাসি বা ইংরেজি চলচ্চিত্রের মতো আমেরিকান চলচ্চিত্রও পরিণত হয়েছিলো স্থানীয় চলচ্চিত্র রূপে। আর একটা বই বা শৈলচিত্রের সঙ্গে আমার

BanglaBook.org

দূরত্বের মতো চলচ্চিত্রের সঙ্গেও আমার দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিলো। ফ্যান্টাসি আর সম্ভব ছিলো না। আমি সিনেমায় যেতাম একজন স্বপ্নচারী কিংবা ফ্যান্টাস্ট হিসেবে নয়, যেতাম সমালোচক হয়ে।

রেকর্ড করার সামান্য কিছু ছিলো আমার। লন্ডনে ভবঘুরের মতো ঘোরাঘুর থেকে অ্যাডভেঞ্চার তৈরি হয়নি, দালানকোঠা বা লোকজনের জন্যে আমার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়নি। আমার জীবন সংরক্ষিত ছিলো আর্লস্ কোর্ট বোর্ডিং হাউজে। সেখানে বিশেষ ধরনের একটা জীবন ছিলো। কিন্তু সে জীবন দেখতে আমি ব্যর্থ হয়েছিলাম। কারণ, যদিও নিজেকে গুকিয়ে নেওয়ার অনুভূতি এর মধ্যেই আমার মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলো, আমি ক্রমাগত ভাবে নিজেকে একজন লেখক হিসেবেই ভেবে চলেছিলাম, এবং, একজন লেখক হিসেবে, আমি তখনো জুতসই মেট্রোপলিটান উপাদান অনুসন্ধান করছিলাম।

মেট্রোপলিটান—এ শব্দটির দ্বারা আমি কি বোঝাতে চেয়েছি? আমার কেবল অস্পষ্ট একটা ধারণা ছিলো। অর্থাৎ এমন কোনো উপাদান যা দিয়ে আমি অন্য নির্দিষ্ট লেখকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবো বা তাদের সমকক্ষ হতে পারবো। তাছাড়াও নির্দিষ্ট ধরনের লেখক ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করতে পারবো ঃ Hindoo Holiday-এর জে. আর. অ্যাকারলি, হয়তো, ভারতে একটা ডিনার টেবিলের নিচে নোট লিখে রাখছেন; সমারসেট মম, আছেন সবখানে, অবিচল; অ্যালডাস হাক্সলি, সবরকম জ্ঞান আর যৌন পরিজ্ঞানে পরিপূর্ণ; ইভলিন ওয়া, যেমন সুচারু তেমনি প্রকৃতিদত্ত। ওই ধরনের লেখক হবার ইচ্ছা নিয়ে, বিশাল আর্লস কোর্ট হাউজে শিবির স্থাপনকারীদের আমি আর দেখতে পাইনি।

এক রবিবার, লন্ডনে আমার আসার খুব বেশিদিন পরের কথা নয়, হার্ডিংরা আমাকে দাওয়াত করলো। মি. হার্ডিং হলেন এই বোর্ডিং হাউজের ম্যানেজার। কিন্তু আমি তার অথবা তার বউয়ের টিকিটাও খুব একটা দেখতে পাইনি। আমার সঙ্গে বেশি দেখা হতো অ্যানজেলার, তার নামের দ্বিতীয়াংশ আমি খুব কমই ব্যবহার করতাম এবং তাই শেষ দিকে সেটা একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। অ্যানজেলা ছিলো ইতালীয়, দেশটার দক্ষিণ থেকে এসেছিলো। তার বয়স কুড়ির কাছাকাছি, তবে সঠিক বয়সটা আমার জানা ছিলো না ঃ সে আমার চেয়ে বয়সে বড় ছিলো, দশ বছর কমপক্ষে, আর তাকে খুব পরিপক্ক হিসেবে দেখতাম আমি। যুদ্ধের পুরোটা সময় সে ইতালিতে ছিলো, আর তার আরো অনেক বন্ধুর মতো লন্ডনে চলে এসেছিলো।

অ্যানজেলা একটা রুম পেয়েছিলো বোর্ডিং হাউজে এবং এক ধরনের পদমর্যাদা, কিন্তু আমি নিশ্চিত করে জানতাম না পদমর্যাদাটা কি ছিলো। তাকে কোনো কোনো সময় দেখা যেতো বেসমেন্টের ডাইনিং রুমে, সকালের নাশতা

BanglaBook.org

পরিবেশন করতো; কখনো কখনো তাকে দেখা যেতো সন্ধ্যা বেলায়। সে কোনো কোনো সন্ধ্যায় ওয়েট্রেস হিসেবেও কাজ করতো ইতালীয় রেস্তোঁরায়, ভেনিজিয়া বা ওই রকম নাম ছিলো সেটার, আর্লস কোর্ট স্টেশন থেকে খুব বেশি দূরে নয়; দুই-ছয় বা তিন-ছয় ডিনার পরিবেশন করতো সে। কয়েকবার ওখানে আমি ডিনার করেছি। পরিচিত ওয়েট্রেসের ওই রেস্তোরাঁয় ডিনার করা আমার জন্যে ছিলো অবর্ণনীয় আনন্দের, যদিও মেনু আমি বুঝতাম না আর খাবারগুলোও আমার ভালো লাগতো না।

আমার পরিবারের বাইরে অ্যানজেলা ছিলো প্রথম নারী যার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিলো। শুরু থেকেই তার মধ্যে একটা সহজতা ছিলো। তাকে খুবই আকর্ষণীয়া লাগতো আমার এবং আমি অর্ধেক তার প্রেমে পড়ে যাই—আমি তখনো কুমার ছিলাম। অ্যানজেলার সঙ্গে আমার এই পরিচয় আমাকে খানিকটা মহানাগরিক উত্তেজনা দিয়েছিলো, আমাকে বলেছিলো আমি দেশ থেকে বহু দূরে ইউরোপের মহান এক নগরীতে আছি। বোর্ডিং হাউজ; বাড়িটার পিছন দিকে পাতাল রেলস্টেশন, আর কোণের দিকে অসংখ্য প্ল্যাটফর্মওয়ালা স্টেশনের প্রবেশ পথ; ইতলীয় রেস্তোরাঁ, পরিচিত ওয়েট্রেস। এসব কিছু দু-এক মিনিটের জন্যে মেট্রোপলিটন মানুষের অনুভূতি জাগায় আমার মনের ভিতর।

অ্যানজেলা আমাকে যথেষ্ট উৎসাহ জুগিয়েছিলো। সে বলেছিলো আমাকে সে পছন্দ করতো; সে আমাকে বলেছিলো আমার গায়ের রঙ তার দেশের কিছু লোকের মত। কিন্তু তার জীবনে এক পুরুষ এসেছিলো, একজন ইংরেজ, যুদ্ধকালে ইতালিতে তাদের দেখা হয়েছিলো। লোকটা ছিলো কর্কশ, সাধারণ। আমি কখনোই তাকে দেখিনি; অ্যানজেলা নিজেই তার প্রেমিকের বিবরণ দিয়েছিলো ওই ভাবে— অর্ধেক নিন্দা আর অর্ধেক সহানুভূতি লোকটাকে দিতে বলবে যেন সে তার পক্ষ থেকে, সম্পর্কটা নিয়ে কথা বলবে এমন ভাবে যেন সেটা এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব একটা ব্যাপার।

সে বলে যে এক রাতে, ঝগড়ার সময়, লোকটা এমন ভীষণ হিংস্র হয়ে উঠেছিলো যে ভয় পেয়ে সে একটা কোট মুঠো করে ধরে উলঙ্গ অবস্থায় ফ্ল্যাট বা রুম থেকে বেরিয়ে দৌড় দিয়েছিলো। ওই ঘটনার পর সে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো নিজের মতো নিজে থাকার। তারপর সে আর্লস্ কোর্ট হাউজে চলে আসে। তার প্রেমিকটি অনুপস্থিত ছিলো; অন্তত আমি তাকে কখনো দেখিনি। সে কি অন্য কোনো দেশে চলে গিয়েছিলো? আমি বিভিন্ন লোকজনকে যা বলতে শুনেছিলাম তাতে মনে হয় লোকটা সম্ভবত জেলখানায় আটকা আছে। কিন্তু প্রশ্নটা আমি কখনো অ্যানজেলাকে শুধাইনি, আর সেও কিছু বলেনি। আমি তাকে জিজ্ঞেস

BanglaBook.org

করতে পারতাম, কিন্তু তার প্রতি আমার অনুভূতির কারণেই আমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইনি। ওই লোকটার প্রতি সে অনুগত ছিলো। আর আমাকে যে উৎসাহ সে জুগিয়েছিলো তা ছিলো বিদঘুটে রকম মার্জিত। আমার জন্যে তার রুম খোলা ছিলো সব সময়; কিন্তু তার ওখানে অন্য মানুষ থাকলে সে আমাকে হাস্যোজ্জ্বল হবার প্রেরণা দিতো— যেন তাতে সব কিছু ঠিকঠাক দেখাবে। কিন্তু অন্য কেউ না থাকলে সে সতর্ক হয়ে উঠতো আর দূরের হয়ে যেতো।

অ্যানজেলার কারণেই— বস্তুত, অ্যানজেলার বন্ধু হিসেবে—আমি রবিবার ম্যানেজার মি. হার্ডিং ও তার বউয়ের দেওয়া দাওয়াতে গিয়েছিলাম। মি. হার্ডিং-এর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি বললেই চলে। এবং এই লাঞ্চের পরে— যেটা আমার মেট্রোপলিটান উপাদানের অংশে পরিণত হয়েছিলো, যা আমি অনেকদিন ধরে লিখেছিলাম, গ্রীষ্মকালে লন্ডনেই নয় শুধু, শরৎকালে অক্সফোর্ডে, আমার মতো কারো লেখার জন্যে উপযুক্ত—এমন কি ওই সমস্ত কিছু লেখার পরেও আমার মনে নেই ম্যানেজার ও তার বউ দেখতে কেমন ছিলো।

বাড়ির পিছন দিকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে বড় একটা কামরায় লাঞ্চের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। বাদামি আসবাবপত্রে ভর্তি সামনের কামরাটা ছিলো 'লাউঞ্জ'। পেছনের কামরাটা আসবাবপত্রে ভর্তি ছিলো না; কিন্তু দেয়ালগুলো বাড়িটার অন্য কামরাগুলোর মতোই নিরাভরণ ছিলো, যেন যুদ্ধ স্বয়ং বাড়িটায় রেখে গিয়েছিলো কিছু বিপর্যয়, কিছু লুণ্ঠন। আমি জানতাম যে পেছন দিকের এই কামরাটা বোর্ডিং হাউজের ম্যানেজার হিসেবে হার্ডিং-এর পাওয়া কোয়ার্টার বা কামরাগুলোর অংশ।

লম্বা জানালাগুলো ছিলো বাগানের দিকে—কিংবা, আরো যথাযথ ভাবে বললে, পরিচর্যা করা জমির দিকে— যা চলে গেছে পাতাল রেল স্টেশনের উঁচু ইটের দেয়াল পর্যন্ত। সেখানে একটা গাছ ছিলো; পার্শ্ববর্তী প্লটগুলোর গাছগাছালির দৃশ্যও দেখা যেতো। পাতাল রেল স্টেশনের ইটের দেয়ালের ছায়ায় জমিটা নগ্ন দেখাত। আমার কাছে নিরানন্দদায়ক ছিলো না সেটা; আমি ওখানকার রঙ ভালোবাসতাম; আমি ছায়াচ্ছন্ন ও ঘনিষ্ঠ কিন্তু ঠান্ডা স্থানের অনুভূতি পছন্দ করতাম।

হার্ডিংদের অন্য আরো বন্ধুবান্ধবও ছিলো। মি. হার্ডিং ছিলেন লাঞ্চের তারকা। আমার বিশ্বাস তিনি মাতাল ছিলেন। তার আর সামর্থ ছিলো না; কিন্তু তিনি পান করেই যাচ্ছিলেন। মিসেস হার্ডিং—আবারো বলতে হয়, তার কোনো ছবি আমার মনে নেই— এবং অ্যানজেলা লাঞ্চ পরিবেশন দেখাশোনা করেছিলো। মি. হার্ডিং কথা বলছিলেন। তিনি তারকাই ছিলেন না, কৌতুকও করছিলেন। তার টনটনে ধারণা ছিলো তিনি কে, এবং তিনি এমন একজন

BanglaBook.org

মানুষের আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলছিলেন যিনি সেই সব লোকজনের মধ্যে আছেন যারা তার পরিচিত, যারা তার কৌতুকে হেসে উঠবে এবং তার আচরণে মুগ্ধ হবে।

তিনি কি বাড়িতে পান করছিলেন, কোনো এক কক্ষে, বা শুঁড়িখানায় গিয়েছিলেন ? লন্ডনে পান বিষয়ক কোনো সামাজিক জ্ঞান আমার ছিলো না। আমি কিছুই জানতাম না শুঁড়িখানা সম্পর্কে। শুঁড়িখানার ধারণা আমি পছন্দ করতাম না; আমি এমন জায়গার ধারণা পছন্দ করতাম না লোকেরা যেখানে শুধু মদ পান করতে যায়। এর সঙ্গে আমি দেশের রামশপ মাতলামির মিল খুঁজে পেতাম, আর চমকিত হতাশা যে লন্ডনের রাস্তায় সাধারণ লোকজনের মধ্যে একজন মাতাল ঘৃণার নয়, মজার বস্তু। ঠিক এখন যেমন চমকিত হয়েছিলাম যে লাঞ্চ টেবিলে মাতাল মি. হার্ডিংকে নিয়ে তার অতিথিরা মোটেও বিরক্ত নয়, বরং তার প্রতি যথেষ্ট সম্মান দেখাচ্ছিলো তারা আর সহনশীলতা। তিনিও শুনছিলেন। তার উচ্চারণ কোন অঞ্চলের তা আমি বলতে পারি না। তবে শুনতে আমার ভালো লাগছিলো, যেন চলচ্চিত্র থেকে শোনা যাচ্ছিলো।

লাঞ্চের সবচেয়ে স্মরণযোগ্য মুহূর্তটি এলো যখন মি. হার্ডিং একটা গল্প বলা শুরু করলেন। অ্যানজেলা খিক খিক করে হাসছিলো মি. হার্ডিং কথা বলার সময়; এই স্মৃতিটা আমার মনে আছে। আর মিসেস হার্ডিং-এর সরাসরি ধরনের কাজকর্মের স্মৃতি।

মি. হার্ডিং-এর গল্পটা কি নিয়ে ছিলো আমার মনে নেই। কিন্তু একটা মুহূর্ত এলো যখন তিনি বললেন, ধীরে ধীরে, তার মাতাল উচ্চারণে ঘরটা পরিপূর্ণ করে, 'আমার বউদের একজন—অড্রে, হ্যাঁ অড্রে।' এবং তারপর তিনি সরাসরি মিসেস হার্ডিংকে বললেন, 'অড্রের কথা মনে আছে তোমার?' এবং মিসেস হার্ডিং, না হেসে, না হাসিমাখা মুখে, না সরাসরি মি. হার্ডিং-এর দিকে তাকিয়ে, তার সরাসরি ভঙ্গিতে বললেন, 'অড্রেকে আমি ভালোবাসতাম। সে খুব মিষ্টি বাচ্চা মেয়ে ছিলো।'

এ ধরনের সংলাপ আমাকে একেবারে ধাঁধিয়ে দিলো। আমার মনে হলো এ যেন একটা বইয়ের কিংবা নাটকের কিংবা চলচ্চিত্রের দৃশ্য—ঠিক সেই ধরনের জিনিস যার সন্ধানে আমি লন্ডনে এসেছিলাম, ঠিক সেই ধরনের উপাদান যা আমাকে লেখক হয়ে উঠতে সাহায্য করবে। এবং আমার অনেক লেখায়, লন্ডনের বোর্ডিং হাউজে, পরে অক্সফোর্ডে, তারপর ছুটির দিনগুলোয়, ওই সংলাপ আমি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম। যদিও এটা স্থাপনের সামাজিক জ্ঞান ছিলো না আমার, যদিও— এটা সাদামাটা ভাবে তুলে ধরতে— আমার কোনো ধারণা ছিলো না, সে সকালে মি. হার্ডিং কি করেছিলেন, কোত্থেকে তিনি এসেছিলেন,

BanglaBook.org

আর কোথায় তিনি যাচ্ছিলেন ওই অপরাহ্নে; যদিও তাকে আমি খুব কমই দেখেছি বা তার কথা মূল্যায়ন করেছি; যদিও আমি কখনোই তাকে জিজ্ঞেস করিনি যে তিনি যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন কি না অথবা আর্লস্ কোর্টে মদ পান করে সময় কাটিয়েছিলেন।

মি. হার্ডিং আর ওই সংলাপের অংশ নিয়ে লেখার ক্ষেত্রে আমি একটা ছক করি। লন্ডনের বিশাল এক বাড়িতে রবিবারের লাঞ্চ। কিছু লেখায় আমি প্রত্যেকের অবস্থা উন্নত করে দেখাই। আমার নিজের অবস্থাও, কেননা ওই সংলাপ শোনা ও ধারণ করার ক্ষেত্রে আমি মনে করেছিলাম লোকজনের মধ্যে নিজের সশরীর অবস্থানের প্রয়োজন লেখকের। কাজেই লেখক হিসেবে তা আমাকে ততোটুকু আনন্দ দিয়েছিলো যতোটুকু দিয়েছিলো মি. হার্ডিং ও মিসেস হার্ডিংকে।

কিন্তু মি. হার্ডিং-এর কি? তাকে সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে ফুটিয়ে তুলতে আমার আর কি সূত্র আছে? তিনি কি আসলেই মিলিয়ে গেছেন আমার স্মৃতি থেকে? মধ্য-বয়স, ন্যাড়া-শাদাটে, এবং অলস বাচনভঙ্গির একটা মূর্তির চেয়ে বেশি কিছু কি আমি স্মরণ করতে পারি না? তিনি কি জানতেন লাঞ্চে তার অতিথিদের মধ্যে আঠারো বছর বয়সী মানুষটি একজন লেখক, যে তার ওই কথাগুলো সযত্নে লালন করবে আর উপরে নিজের রুমে গিয়ে কথাগুলো লিখে রাখবে? তিনি তা জানতে পারতেন না। নাটকটা, তখন, ছিলো টেবিলের লোকদের জন্যে। এ ব্যাপারটা মি. হার্ডিং নষ্ট করতে পারতেন। আর সেটা তাকে আরো বেশি আগ্রহোদ্দীপক করে তুলেছিলো, তার সম্পর্কে সেই সময়ে যা লিখেছিলাম তার চেয়েও বেশি। মেট্রোপলিটন অভিজ্ঞতা ও উপাদান সংগ্রহ করার ব্যাপারে আমার আকাঙ্খা, লেখক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে, উপাদান খুঁজে পেতে এই অতি-প্রস্তুতি যা অন্য লেখকদের কাছ থেকে ইতোমধ্যেই আমি আধা-আধি জেনেছিলাম, আমার উৎসর্গ, সত্য নোট করে রাখার পথে, আমার কাছে সামানস্যই পরিষ্কার হতে পারতো যদি আমার শিক্ষা আরেকটু কম হতো।

হার্ডিংদের মধ্যে ওই সংলাপ লিখে রাখার পাশাপাশি আমি প্রায়ই প্রত্যেকের পরিস্থিতি উন্নত করে দেখাই, যেমনটা আগেই বলেছি। কিন্তু এখন, ম্যানোর হাউজে মি. ও মিসেস ফিলিপস্-এর অভিজ্ঞতা নিয়ে, এবং ব্রের অভিজ্ঞতা, সেই ভাড়া গাড়ির লোক, আর্লস কোর্ট বোর্ডিং হাউজের সেই লাঞ্চটাকে আমি দেখি ওই সময়ে যতটুকু মনে হয়েছিলো তার চেয়ে সামান্য কম হিসেবে। অংশ গ্রহণকারীদের আমি দেখি চাকর হিসেবে, অবমানিত বিন্যাসে, চাকররা যাদের সেবা করতো সেই ভদ্র মানুষেরা চলে গিয়েছিলো যুদ্ধে, আর ফেলে গিয়েছিলো

BanglaBook.org

একটা লুণ্ঠিত বাড়ি, বিদেশীতে পরিপূর্ণ এখন। কাজেই সম্ভবত মি. হার্ডিং-এর বক্তৃতার বিশেষ বিবেচনা মদ পানের পর অভ্যস্ত মদ্যপায়ীর একমাত্র বিশেষ বিবেচনা ছিলো না। কিন্তু ওই লাঞ্চে মি. হার্ডিং নিরাপদ ছিলেন। তার ইংরেজ বন্ধুদের কাছে তার হাস্যরস পরিচিত ও প্রিয় বিষয় হয়ে থাকতে পারে; এবং তার ইংরেজপনায় কাজ হয়েছিলো— চমৎকার ভাবে— উপস্থিত বিদেশীদের ক্ষেত্রে, অ্যানজেলা ও আমার ওপর।

ওই সময়ে আমার লেখায় যেভাবে তুলে ধরেছিলাম তার চেয়ে যদি কিছু কম হতেন মি. হার্ডিং, তাহলেও তিনি তার চেয়ে বেশি ছিলেন। আমার লেখায় তাকে বিশাল করে তুলতে, তার হাস্যরসের সমান, আমি বোর্ডিং হাউজের পটভূমি চেপে যাই। কিন্তু সত্যের অবয়ব চেপে যেতে আমি বেশি করেছিলাম ঃ আমি স্মৃতি চেপে যেতে পেরেছিলাম। এবং কেবল এই অধ্যায়ের জন্যে যখন আমি সেই রবিবারর লাঞ্চের ওপর মনোযোগ ঘনীভূত করতে শুরু করেছি তখনই আমার মনে পড়ে যে সেটা ছিলো একটা স্পেশাল লাঞ্চ। এই কারণে— যেটা আমি কখনোই আমার লেখায় উল্লেখ করিনি। সেটা ছিলো ওই বাড়িতে হার্ডিংদের শেষ লাঞ্চ ঃ তাদের কাজ থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিলো। তাদের জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো অ্যানজেলাকে। কাজেই পান সম্পর্কে এবং হাস্যরস এবং 'আমার বউদের একজন' বিষয়ক পার্শ্বনাটক, এবং মিসেস হার্ডিং-এর 'আমি অড্রেকে ভালোবাসতাম', সবকিছুর মধ্যে ছিলো সানুরাগ বাহাদুরির উপাদান। কিন্তু ওই উপাদান আমি খুঁজছিলাম না; ওই উপাদান আমি নোট করে রাখিনি।

অ্যানজেলা বিষয়ে, আমি একাগ্রচিত্ত, আমার লেখায়, তার সহিংস প্রেমিকের ভয়ে রুম বা ফ্ল্যাট থেকে রাতের বেলা দৌড়ে পালানোর ওপর, তার নগ্নতার ওপর শুধু একটা ফার কোট পরিহিতা। আমি ফার কোটটা চিনতাম। এর মান আমি বুঝতে পারতাম না (এবং এখনো পারি না); কিন্তু সেটা আমার কাছে যৌন আবেদনময় হয়ে উঠেছিলো (যেমনটা অ্যানজেলার নিজেরও হয়েছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তার প্রায়-উলঙ্গ নৈশকালীন পলায়নের গল্পটা বলার সময়)। যৌনতা বিষয়ে বিস্তারিত বোঝায় যৌনতা সম্পর্কে জানা। এটা লেখকের নির্দোষিতা লুকিয়ে রাখে। কিন্তু উপাদান নিয়ে আমি সামান্য কিছু করতে পারতাম। লেখক হিসেবে বয়ন করতে অনিচ্ছুক, উদ্ভাবন করতে যেখানে আমার জ্ঞানের সূচনা বিন্দু ছিলো না, এটাকে এক ধরনের অনুপ্রবেশ হিসেবে ভেবে, আমি খুব দ্রুত আমার অ্যানজেলা উপাদানের সমাপ্তিতে এসে পৌঁছাই।

মি. হার্ডিং-এর মতো অ্যানজেলাও যে কোত্থেকে এসেছিলো আমি জানতাম না। তার অতীত লন্ডনের, তার জীবন আর্লস্ কোর্ট বোর্ডিং হাউজ থেকেও দূরে

ছিলো, আমার কাছে ছিলো রহস্যময়। লন্ডনে নতুন, আমি তার প্রেমিকের ফ্ল্যাট বা রুম ফার্নিশ করার কল্পনা শুরু করতে পারিনি, লোকটার পরিবারিক পটভূমি, তার ভৌগোলিক পটভূমি, তার কথোপকথনের অনেক কম। এবং ইতালিতে অ্যানজেলার সময়ের মতো রহস্যজনক। একটা গল্প ছিলো সেখানে— যদি আমার সেটা জানা হতো। তবে গল্পটা খুঁজে বের করার একটা উপায় ছিলো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম। কিন্তু তাকে কখনোই জিজ্ঞেস করার কথা ভাবিনি। ওই পর্যায়ে আমি পৌঁছাইনি তখনো।

কিভাবে সে প্রেমিকের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলো? যুদ্ধকালে ইতালিতে জীবন কেমন ছিলো? তার পরিবারের অন্য লোকদের কি ঘটেছিলো? এবং বিভিন্ন ইতালিয়ান, মাল্টিজ, স্পেনিয়ার্ড আর ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত মরোক্কানদের যারা তার কামরায় আসতো এবং তার বন্ধু ছিলো – তাদের ঘটনাগুলো কি ছিলো? এইসব লোকেরা কিভাবে নিজেদের খুঁজে পেয়েছিলো ইংল্যান্ডে আর ওই আর্ল্‌স কোর্ট এলাকায়? ভয়াবহ যুদ্ধ শেষ হবার অব্যবহিত পরেই ইউরোপের এই ভাসমান মানুষেরা, সবাই জড়ো হয়েছিলো লন্ডনের এই বড় বাড়িটায় – ওটাই ছিলো বোর্ডিং হাউজের সত্যিকার উপাদান। কিন্তু আমি তা দেখতে পাইনি। হয়তো আমি অনুভব করতাম যে লেখক হিসেবে আমার কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা উচিৎ নয়; হয়তো আমি অনুভব করতাম যে লেখক হিসেবে, সংবেদনশীল ও জ্ঞাত ব্যক্তি হিসেবে, সব কিছু পর্যবেক্ষণ করাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিলো বা হতে পারতো। কিন্তু একটা বিষয় ছিলো সেখানে যেটা সম্পূর্ণই আমার হতে পারতো; এমন কিছু যা সৎ উদ্দেশ্যে অনুশীলিত হতে পারতো আমার অনপনেয় পেন্সিল দিয়ে।

কারণ ১৯৫০ -এ লন্ডনে আমি জনগণের সেই বিশাল আন্দোলনের শুরু থেকেই ছিলাম যেটা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে – যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা জড়ো করার চেয়েও বিশাল এক সাংস্কৃতিক মিশ্রণের আন্দোলন, নতুন দুনিয়ার দিকে যেটা অপরিহার্যভাবে ছিলো ইউরোপীয়দের এক আন্দোলন। সবগুলো মহাদেশের মধ্যে ছিলো এই আন্দোলন। দশ বছরের মধ্যেই আর্লস কোর্ট যুদ্ধ-পূর্ব বা প্রারম্ভিক যুদ্ধের সময়কার Hangover Square-এর সঙ্গে তার সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিলো। লন্ডনের মতো নগরগুলো বদলে যাচ্ছিলো। সেগুলো আর জাতীয় নগরী ছিলো না। সেগুলো পরিণত হয়েছিলো বিশ্ব-নগরে, আধুনিক রোম, মহানগর যেমন হওয়া উচিৎ তার নকশা প্রতিষ্ঠা করছিলো, আমার মতো দ্বীপবাসী এবং আরো প্রত্যন্ত ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের চোখে। ওই নগরীগুলো ছিলো পৃথিবীর সব বর্বর লোকেদের জন্যে, বন-জঙ্গল ও মরুভূমির লোকজনের জন্যে, আরব, আফ্রিকান ও মালয়ীদের জন্যে আদব-কায়দা, স্বাধীনতা ও পড়াশোনা শেখার জায়গা।

BanglaBook.org

বাড়ি থেকে আসার দু'সপ্তাহ পর, যখন আমি ভেবেছিলাম লেখক হিসেবে আমার ধারণ করার বেশি কিছু নেই, এবং আমার বয়স মাত্র আঠারো, আমি খুঁজে পেয়েছিলাম, যদি আমার দেখার চোখ থাকতো, একটা বিশাল সাবজেক্ট। ছোট নাটকেরই বিশাল সাবজেক্টগুলো অত্যুজ্জ্বল হয়ে ওঠে; এবং আর্লস কোর্ট বোর্ডিং হাউজে, অতিথি হিসেবে অথবা অ্যানজেলার বন্ধু হিসেবে, অন্তত দশ-বারোজন ভাসমান মানুষ এসেছিলো ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ থেকে, যারা আমার তদন্তের আওতায় এসেছিলো, নারী ও পুরুষ, যাদের কেউ কেউ যুদ্ধের সময় ভয়ংকর সব ঘটনা দেখেছিলো এবং এখন থিতু ও শান্ত হয়ে বসেছে লন্ডনে, নির্জন, বিদেশী, কোনো কোনো সময় অলস, কখনো কখনো অর্ধ বদমায়েশ। এই লোকদের প্রধান সম্পদ ছিলো এদের গল্প, আর তাদের গল্প বেরিয়ে আসতো সহজেই। কিন্তু আমি কিছুই নোট করে রাখিনি। আমি কোনো প্রশ্ন করিনি। আমি তাদের দিকে তাকাইনি। এবং তাদের মুখ, পোশাক, নাম, কথা বলার ভঙ্গি সবকিছু হারিয়ে গিয়েছিলো এবং এখন সে সব আমি আর মনে করতে পারি না।

যদি আমার দেখার আরো সরাসরি চোখ থাকতো; যা কিছু দেখেছিলাম তা যদি কেবলমাত্র সাদামাটা ভাবে লিখেও রাখতাম; যদি ওইসব দিনে সেই নিরাপত্তা আমার থাকতো যা পরে পেয়েছিলাম (লেখার চর্চা থেকে), এবং যার বাইরে সর্বদা আমার সামনে থাকা নারী-পুরুষদের প্রতি আগ্রহ দেখাতে যদি সমর্থ হতাম, তাহলে কী উপাদানই না না-থাকতো আমার! শীগগিরই যখন পেশাগত অর্থে আমার আগমনের সময়কার লন্ডনকে নিয়ে একটা বই লেখার প্রয়োজন হলো, তখন ওইসব উপাদান আমি আর খুঁজে পেলাম না।

প্রথম দিকে যেটুকু লিখে রেখেছিলাম তাই শুধু স্মৃতিতে থেকে গিয়েছিলো, আর সেসবেরও বেশির ভাগটাই অ্যানজেলার যৌনতা বিষয়ক ঃ তার স্তনের অনুভূতি, তার রুমে আমার পাশে যখন সে বিছানায় বসে থাকতো বা আধ-শোয়া, আমাদের পিঠ থাকতো দেয়ালে, আর রুম ভর্তি থাকতো তার অদ্ভুত বন্ধুদের উপস্থিতিতে, সে আমার হাত নিয়ে তার বুকে চেপে ধরতো; তার মুখের আকার; যুদ্ধকালীন উজ্জ্বল লাল রঙের ঠোঁট তার; এবং তার ফার কোটের অনুভূতি; এবং রেস্তোরাঁয় তার অ্যাপ্রনের দর্শন, শিহরণ জাগানো ও অপ্রত্যাশিত।

অ্যানজেলার অতীত ও ইতালিতে থাকার সময় বিষয়ে আমি কিছুই নোট করে রাখিনি, জিজ্ঞেস করার কথাও ভাবিনি। আমি শুধু লিখে রেখেছিলাম দক্ষিণের ইতালীয় ধর্মযাজকের বিরুদ্ধে তার রেলিং, যুদ্ধকালে যে মোটা হয়ে গিয়েছিলো, সে বলে, অথচ প্রত্যেকেই তখন ক্ষুধায় জর্জরিত। আমি এটা নোট

BanglaBook.org

করে রেখেছিলাম, এখন মনে পড়ে, কারণ এটা ছিলো 'anti-clerical'. 'যাজকতন্ত্র-বিরোধী' – ইউরোপীয় ইতিহাসের বিমূর্ত ইস্যুগুলোর মধ্যে এটা ছিলো একটা, যে বিষয়ে আমি জেনেছিলাম শিক্ষকদের নোট থেকে আর সুপারিশকৃত টেক্সট বই থেকে, ত্রিনিদাদের কুইন'স্ রয়াল কলেজে। ফরাসি বা রুশ চলচ্চিত্রের মতো ইতিহাসও আমার কাছে অধ্যয়নের ক্ষেত্রে বিমূর্ত হয়ে উঠেছিলো, সে বিষয়ে আমি রচনা লিখতে পারতাম, ঠিক যেমনটা না বুঝেই আমি রচনা লিখতে পারতাম ফরাসি ইতিহাস বিষয়ে।

আর কেমন করে আমার বিশ্ব-জ্ঞান বিমূর্ত হবে না, যখন আঠারো বছর বয়সে আমার জগৎ বলতে ছিলো ওরিনোকোর মুখে আমার ছোট্ট দ্বীপের ছোট্ট উপনিবেশিক জগৎটি, আর ওই দ্বীপের মধ্যে আমার পরিবারের জগৎ, আমাদের ক্ষুদ্র এশীয়-ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ঃ ক্ষুদে জগতের মধ্যে ক্ষুদে জগৎ। নিজেদের সম্প্রদায় সম্পর্কে আমি সামান্য জানতাম; অন্য সম্প্রদায় সম্পর্কে জানতাম আরো কম। ইতিহাসের কোনো ধারণা ছিলো না আমার – ইতিহাসের মতো বিশাল কোনো কিছু আমাদের দ্বীপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা খুব কঠিন ছিলো। সরকারের কোনো ধারণা ছিলো না আমার। আমি জানতাম কেবল একজন উপনিবেশিক গবর্ণর সম্পর্কে এবং একটা বিধান পরিষদ, একটা নির্বাহী পরিষদ ও একটা পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে। সুতরাং ইতিহাস ও অন্যান্য সমাজ সম্পর্কে আমার পড়া সমস্ত কিছুর একটা বিমূর্ত মান ছিলো। যা আমি জানতাম কেবল তার সাথেই এর সম্পর্ক করতে পারতাম ঃ সব ধরনের পড়া আমার কাছে ছিলো ফ্যান্টাসি।

১৯৫০ সালে নতুন বিশ্বের দিকে আমি ছিলাম প্রথম দিককার স্প্যানিশ ভ্রমণকারীদের মতো, প্রচণ্ড বিশ্বাসী মধ্যযুগীয় মানুষদের মতোঃ তারা অভিযান করতো ঈশ্বরের বিশ্ব দেখার জন্যে, বিস্ময় দেখার জন্যে। কিন্তু খুব শীগগিরই তারা সেই দিকে মনোযোগ স্থির করে যে জিনিস স্পেইন ছেড়ে আসার অনেক আগে থেকেই তারা জানতো নতুন বিশ্বে পাওয়া যাবে ঃ সোনা। ইংল্যান্ডে আমি সেই মধ্যযুগীয় স্প্যানিশ স্তরেই ছিলাম – আমার শিক্ষা ও সাহিত্যিক উচ্চাশা এবং শিক্ষাগত সংগ্রাম স্প্যানিশ অভিযাত্রীদের বিশ্বাসের সমান ছিলো। এবং, স্পেনিয়ার্ডদের মতোই, অনেক চেষ্টায় গন্তব্যে পৌঁছার পর, খুব সামান্য জিনিস দেখতে পাই। এবং ওরিনোকো কিংবা আমাজোনে আসার জন্যে দীর্ঘ, বিপদসংকুল ভ্রমণকারী স্পেনিয়ার্ডদের মতোই আমিও খুব কম জিনিস লিখে রেখেছিলাম।

সুতরাং, অ্যানজেলার ইতালিতে থাকাকালীন জীবনের কোনো কথা নোট না করে, আমি নোট করে রাখি কেবল তার যাজকতন্ত্র-বিরোধী ধারণা। তখনো

BanglaBook.org

পর্যন্ত যা বিমূর্ত তার নিশ্চয়তা পাওয়া যায় এতেই। আমি এতে শিহরিত হই, কেননা এটা খুঁজে পাওয়ার আশা করেছিলাম আমি।

যুদ্ধের পর ইউরোপের ভাসমান মানুষ – এই থিমটাও আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম। আরেকটা ছিলো, ওটার সাথে সংযুক্ত।

হার্ডিংদের কাছ থেকে দায়িত্ব নেবার অল্প কিছুদিন পর, এক শনিবার অপরাহ্নে অ্যানজেলা আমাকে একটা কামরায় নিয়ে গেল 'কিছু' দেখানোর জন্যে। সে এমন ব্যবহার করছিলো যেন এই 'কিছু' এমন কিছু যা সে সদ্য আবিষ্কার করেছে, এমন কিছু যার জন্যে বরখাস্ত কৃত হার্ডিংরা দায়ী হতে পারতো। যদিও সেটা সত্যি হতে পারতো না ঃ কোনো সময় বাড়িটার সঙ্গে অ্যানজেলা যুক্ত ছিলো।

সে আমাকে নিয়ে গেল তিনতলা অথবা চারতলার একটা কামরায়। বড় আকৃতির কামরাটা অন্ধকার, আমার রুমটার চেয়ে অনেক বড়। পর্দায় ঢাকা। রুমটায় পুরনো ময়লা আর পেচ্ছাপের গন্ধ, পুরনো না ধোয়া কাপড়-চোপড়, পুরনো না ধোয়া শরীরের গন্ধ। যেন অন্ধকারে ঝুলে ছিলো গন্ধটা; যেন অন্ধকার ছিলো ওই গন্ধেরই প্রকাশ। বিছানার পাশে একটা লাঠি ঠেশ দেওয়া ছিলো। বিছানায় শোয়া দেহটাকে অ্যানজেলা বললো, 'তোমাকে দেখাতে এনেছি আমি একজনকে।'

লোকটা কোনো সাড়া দিলো না। খেলার ছলে, এবং অ্যানজেলার বিস্ময়ের মধ্যে, সে বিছানার পাশে ঠেশ দিয়ে রাখা লাঠিটা নিয়ে সেটা দিয়ে অ্যানজেলার স্কার্ট ওঠানোর চেষ্টা করলো। অ্যানজেলা এই লোকটা ও তার যৌন ছেনালিপনা কে নিঃসঙ্গ ব্যক্তির অদ্ভুত ব্যাপার হিসেবে দেখালো আমাকে; বিষয়টাকে আমি ওভাবেই গ্রহণ করি। অ্যানজেলা মানুষটা সম্পর্কে আমাকে কিছুই বললো না এবং আমিও জিজ্ঞেস করলাম না। প্রশ্নগুলো আসে কেবল এখন। লোকটা কি ওই বাড়িতে এসেছিলো যুদ্ধের আগে, যখন লাউঞ্জটা লাউঞ্জ হিসেবেই ব্যবহৃত হতো এবং ডাইনিং রুমটা হয়তো সত্যিকারের ডাইনিং রুমই ছিলো? যুদ্ধের পুরোটা সময় কি ওখানেই ছিলো লোকটা, এবং এখন কি সে এতটাই বৃদ্ধ হয়েছে যে চলাফেরা করতে পারে না? হার্ডিংরা কি তার খাবার নিয়ে যেতো তার কাছে, আর সেটা কি এখন অ্যানজেলা করে? বোর্ডিং হাউজ যারা চালায় লোকটা কি পুরোপুরি তাদের ওপর নির্ভরশীল?

যদি, আমি যেমনটা ভেবেছিলাম (যদিও আঠারো বছর বয়সে বৃদ্ধদের বয়স পরিমাপ করার উপায় আমার ছিলো না), তার বয়স এখন আশি বছর হয়ে থাকে, তাহলে তার অর্থ হলো লোকটা জন্মেছে ১৮৭০ সালে। অর্থাৎ ডিকেন্সের

BanglaBook.org

মৃত্যুর বছরে সে জন্মেছে; ওই বছর জন্মগ্রহণ করেন লর্ড আলফ্রেড ডগলাস; ওই বছর প্রুশীয়রা হারিয়ে দেয় ফরাসিদের। অথবা, অন্য এক কোণ থেকে ব্যাপারটা বিবেচনা করলে, ওই বছর জন্ম-গ্রহণ করেন মহাত্মা গান্ধী। তরুণ বয়সে লোকটা নিশ্চয় সেইসব ব্যক্তিদের চিনতো যাদের স্মৃতিতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার দশকগুলো উজ্জ্বল হয়ে ছিলো; সে ওইসব মানুষদের মধ্যে বসবাস করতো যাদের কাছে ভারতীয় বিদ্রোহ ছিলো সাম্প্রতিক ঘটনা। এখন, দুটো যুদ্ধের পর, গান্ধী ও নেহ্রুর পর, সে তার দিনগুলো শেষ করছে ভিক্টোরিয়ান লন্ডনের একটা বড় বাড়িতে, লন্ডনের এই অংশ উন্নত হয়েছিলো ভিক্টোরীয় আমলে। এবং ওখানকার বাড়িগুলো এখন, যেগুলো রক্ষা পেয়ে গেছে যুদ্ধ থেকে, এই মানুষদের পক্ষে বেশ বড়; এবং অন্ধকার কক্ষে বৃদ্ধ লোকটা ছিলো এই বাড়িতে বসবাসকারী মানুষদের মাঝে আগন্তুকের মতো। এই বাড়িগুলোর বিপরীতে মানুষের নতুন জোয়ার বরাবর লেগেই ছিলো – আমার মতো, এবং অন্যান্য এশীয়, এবং অ্যানজেলিকা ও অন্যান্য ভূমধ্যসাগরীয় – তারা খুব কমই জানতো কোথায় তারা আছে।

পরে আরো একবার বুড়ো মানুষটাকে আমি দেখি। সিঁড়ির ল্যান্ডিংগুলোর একটায় সে পা ঘষে ঘষে চলছিলো। তার মুখটায় খুব হাস্যকর একটা ভাব ফুটে ছিলো। ব্যাপার এমন হতে পারে যে তার মুখের মাংস ও পেশী এখন ওভাবেই সেট হয়ে গেছে; যেন তার মুখ বয়সের ভারে কুঁকড়ে গেছে। আমার দিকে সে তাকালো, কিন্তু চিনতে পেরেছে কিনা তা একেবারেই বোঝা গেল না তার মুখের ভাবে; কেবল স্থায়ী ভাবে লেগে থাকা মৃদু হাসিটাই সেখানে ছিলো। সে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করেছিলো তার পদক্ষেপের দিকে এবং তার জন্যে যা দীর্ঘ সেই হল ও রাস্তা পর্যন্ত হেঁটে যাওয়ার ওপর। তখন গ্রীষ্মকাল, শেষ অগাস্ট, কিন্তু সে একটা ওভারকোট পরেছিলো। ওভারকোটটা দেখতে গাঢ় নীল আর ভারী; নিশ্চয় অনেক আগে ওটা তৈরি করা হয়েছিলো। লোকটা লম্বা; এবং ওভারকোটটা, যদিও উষ্ণতার জন্যে প্রয়োজন ছিলো, তার কাঁধের পক্ষে যথেষ্ট ভার বলে মনে হচ্ছিলো। তার লাঠিটা ছিলো হাতে। আমার ধারণা, সে একটু হাঁটাহাঁটি করতে বাইরে যাচ্ছিলো। এর জন্যে দীর্ঘ প্রস্তুতি নিতে হয়েছিলো তার।

তার সঙ্গে লোকজন দেখা করতে আসতো? সে টাকা পেতো কোত্থেকে? আমি কখনো জানতে চাইনি। এবং বোর্ডিং হাউজে আমি যখন দ্বিতীয় ও শেষবারের মতো ফিরে এসেছিলাম, অক্সফোর্ডে আমার ফার্স্ট টার্ম শেষ হবার পর বড়দিনের ছুটিতে, আমি কখনো বুড়ো লোকটার সম্পর্কে জানতে চাইনি; এবং অ্যানজেলাও কখনো আমাকে কিছুই বলেনি তার ব্যাপারে। আমি তারপর আর

BanglaBook.org

কখনোই তাকে দেখতে পাইনি; এবং আমি ধারণা করেছিলাম যে ল্যান্ডিং-এ দেখার পর বারো সপ্তাহের মধ্যে লোকটা হয়তো মারা গেছে। অতীতের ব্যাপারে আমার অনুভূতির সঙ্গে এমন একটা যোগাযোগ, আমার কাছে এমন মূল্যবান। তবু বুড়ো লোকটার কথা আমি জানতে চাইনি।

ব্যাপারটা এমন ছিলো না যে আঠারো বছর বয়স বলে আমি ঠিক উপযুক্ত ছিলাম না বা আমার কোনো ধারণা ছিলো না কি বিষয়ে আমি লিখবো। আমার শিক্ষাই আমাকে এই ধারণা দিয়েছিলো যে লেখক অনুভূতিসম্পন্ন একজন মানুষ; যে লেখক এমন মানুষ যে ভিতরের সবকিছু ধারণ করতে বা প্রদর্শন করতে পারে। কাজেই, বিসদৃশ এক পন্থায়, উনবিংশ শতাব্দীর শিল্প আন্দোলনের আইডিয়া এবং ব্লুমস্‌বারির আইডিয়া আমার মধ্যে প্রবশে করেছিলো ত্রিনিদাদেই। ওই ধরনের লেখক হবার জন্যে আমাকে মিথ্যা হতে হতো (এভাবেই ব্যাখ্যা করেছিলাম বিষয়টা); আমি যেমন আমাকে তার অন্য রকম ভান করতে হতো, আমার পটভূমির একজন মানুষ যেমন হতে পারে তার থেকে অন্যরকম। লেখক ব্যক্তিত্বের নিচে এই উপনিবেশিক-হিন্দু অস্তিত্ব লুকিয়ে, আমি আমার নিজের ও উপাদানের অনেক ক্ষতি করেছি।

প্রশ্ন করার ইচ্ছা, সত্যিকার সৃষ্টির কৌতূহল বাঁচিয়ে রাখতে (গালগল্পের কৌতূহলের মতো সৃষ্টিশীল নয়), আমার জন্যে প্রয়োজন ছিলো জ্ঞানের একটা প্যাটার্ন তৈরি করা। ওই প্যাটার্ন আমার পিছনে ছিলো ১৯৫০ সালে। লেখক সম্পর্কে আমার ধারণাগুলোর কারণে, কাজে লাগবে এমন যা কিছু দেখতাম তার সব কিছু আমি নিতাম। আমি ভেবেছিলাম এর মধ্যেই এটা আমি জেনেছি, প্রতিভাদীপ্ত ছাত্রের মতো। আমি ভাবতাম যে লেখক হিসেবে আমাকে খুঁজতে হবে সেই জিনিস যা আমি আগেই পড়েছি ও জেনেছি। এবং খুব শীগগিরই – 'উৎসব রাত্রি' আর অ্যানজেলা ও হার্ডিংদের নিয়ে অতো অতো লেখার পর – আমার ধারণ করার কিছুই ছিলো না এবং আমাকে থামতে হয়েছিলো।

ত্রিনিদাদে প্যান অ্যামেরিকান ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ-এ ওঠার সময় আমার সঙ্গে একটা ছোট প্যাড ছিলো – শস্তা জিনিস, পাঁচ-সেন্ট-স্টোরের শস্তা জিনিস, ভিতর দিকের মোড়কে আটকানো খামসহ ভাঁজ করা লাইন টানা কাগজ – সেই ছোট প্যাডটা তখনো আমার সঙ্গে ছিলো, অনপনেয় পেন্সিলের মতো। কিন্তু সেই

BanglaBook.org

প্রথম দিনের পর আর কোনো প্রকৃত উত্তেজনা ওই কাগজগুলোয় লিপিবদ্ধ হয়নি। এতে লেখা হয়েছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়, ভুয়া বিষয়; এতে কিছুই লিপিবদ্ধ করা হয়নি; এটা এক পাশে সরিয়ে রাখা ছিলো। পেন্সিলটা রক্ষা পেয়েছিলো, সেটা ব্যবহার করা হচ্ছিলো। লেখালেখি সম্পাদন, পেন কিংবা পেন্সিল যেটা দিয়েই হোক, ওই সব দিনে ছুড়ে ফেলা হতো না। আর ওই অনপনেয় পেন্সিলে, যা উজ্জ্বল হয়ে উঠতো পানির সংস্পর্শে, ক্রমেই ছোট হয়ে যাচ্ছিলো, এর খাঁটি সাহিত্যিক দায়িত্ব পালনের আগে অনেক দিন টিকেছিলো। এই পেন্সিলে চিঠি লেখা হয়েছে; আমার কেনা বইগুলোর সামনের পাতায় আমার নাম লেখা হয়েছে এই পেন্সিলে, বইগুলোর বেশির ভাগ ছিলো South Wind -এর মতো, 'সংস্কৃতি'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইংল্যান্ডের বই, যে বইগুলো আমার শিক্ষকরা সুপারিশ করেছিলো যাতে করে আমি ইংল্যান্ডের সংস্কৃতি সম্পর্কে আরো জ্ঞান অর্জন করতে পারি, কেননা আমি লেখক হবার জন্যে ইংল্যান্ডে যাচ্ছিলাম।

ব্যক্তি মানুষটির থেকে লেখকটির আলাদা হবার বিষয়টি সম্পূর্ণ হয়েছিলো ইতোমধ্যে – অনেক আগে এটা শুরু হয়েছিলো ত্রিনিদাদ থেকে নিউ ইয়র্কে যাবার সময় বিমানের ফ্লাইটে। মানুষটা ও লেখকটা উভয়েই ক্রমে ক্রমে অপচিত হয়েছিলো – কয়েক বছরের প্রস্তুতি মনে হয়েছিলো শেষ হয়ে গেল মাত্র কয়েক সপ্তাহে। এবং তারপর, তবে শুধু অতি ধীর ভাবে, মানুষটা ও লেখকটা আবার একত্র হয়েছিলো। প্রায় পাঁচ বছর লেগে গিয়েছিলো – আমার অক্সফোর্ড শেষ করার এক বছর পর, এবং অ্যানজেলা ও আর্লস কোর্ট অনেক ছাড়িয়ে আসার পর – আমার বিমূর্ত শিক্ষা আমাকে যেসব ফ্যান্টাসি দিয়েছিলো সেগুলোয় রং দেবার আগেই। দৃশ্য আমাকে ধারণ করার প্রায় পাঁচ বছর আগে, একেবারে হঠাৎ করে একদিন, যখন আমি চোখ ধাঁধানো আলোর জন্যে উদগ্রীব ছিলাম, একজন লেখক যেমন হতে পারে।

আমার স্মৃতিতে অত্যন্ত সাধারণভাবে দ্রুত সাধারণ বিষয়গুলো আমি লিখেছিলাম। আমি পোর্ট অব স্পেইন -এর রাস্তা বিষয়ে লিখেছি যেখানে আমার শৈশবের কিছু অংশ আমি কাটিয়েছিলাম, যে রাস্তা আমি পর্যবেক্ষণ করেছিলাম, সেইসব শৈশবের সময়কালে, আমার বাড়ি ও পারিবারিক জীবনের দূরত্ব ও নিরাপত্তা থেকে। লেখার সময় জ্ঞান অতি দ্রুত এসে পড়ে আমার কাছে। এবং ওই জ্ঞানের কারণে কৌতুহল দ্রুত বেড়ে ওঠে আমার ভিতর। অন্য কাজও আমি করেছি; আর এই কঠিন পথে, আমার কাছাকাছি থাকার ফলে ওসটা সহজভাবে আসতো, আমি নিজে সীমানির্দেশ করে দিয়েছিলাম, আর দেখি যে আমার বিষয়বস্তু আমার সংবেদনশীলতা নয়, আমার ভিতরকার অবস্থা নয়, কিন্তু সেই

BanglaBoi.org

জগৎ যা আমি ধারণ করতাম নিজের ভিতর, যে জগতে আমি বসবাস করতাম ঃ আমার বিষয়বস্তু একটা ওইরকম দৃশ্যে পরিণত হয়েছিলো, আমার কাছে যা ছিলো অজানা, বাড়ি ছাড়ার দু'সপ্তাহ পর আমি আর্ল্‌স কোর্ট বোর্ডিং হাউজের বড় একটা ঘরে নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলাম, যুদ্ধোত্তর ইউরোপের ভাসমান মানুষদের মাঝে।

সেই উজ্জ্বলতার আগে পর্যন্ত, আমি জানতাম না কি ধরনের ব্যক্তি আমি ছিলাম, মানুষ ও লেখক হিসেবে – আর উভয়েই ছিলো বস্তুত একই রকম। একেবারে সাদামাটা ভাবে দেখলে ঃ আমি কি মজাদার মানুষ ছিলাম, না কি খুব গম্ভীর? নানা রকম কণ্ঠস্বর কল্পনা করা সম্ভব, একই উপাদানের প্রতি নানারকম মনোভাব। বিশাল মানসিক কুয়াশার বাইরে আমার কাছে রাস্তার আইডিয়া এসেছিলো। এবং একেবারে অবিলম্বে, কয়েক দিনের মধ্যে, উপাদান ও নানা রকম কণ্ঠস্বর আর লেখার দক্ষতা একত্রে আবদ্ধ হয়েছিলো এবং এক সঙ্গে আকার নিতে শুরু করেছিলো।

সেই প্রথম অনুপ্রেরণার সমাপ্তিতে আমি পৌঁছেছিলাম যথা সময়ে। এবং ১৯৫৬ সালে, বাড়ি ছাড়ার ছয় সপ্তাহ পর, আমি ফিরে যেতে পারতাম। ছয় বছর! ওটা ছিলো সেই টাইমস্কেল যা জাহাজ ভ্রমণে লোকদের ওপর চাপানো হতো। বিদেশে যাওয়াটা অবশ্যই ছিলো বিদায় বলা। ত্রিনিদাদ বিমান বন্দরে সেই বিশাল পারিবারিক বিদায় পর্ব, যদিও চিরাচরিত প্রথামাফিক, কিন্তু তাতে আমার ভ্রমণের প্রকৃতির আভাস ফুটে উঠেছিলো। ছয় বছর ইংল্যান্ডে!

ভ্রমণ এখন আরও ঘন ঘন হয়ে উঠেছিলো আমার জন্যে,অনেক গুরুতর ভ্রমণ। তথাপি বাড়িতে যাওয়ার প্রত্যেক ভ্রমণ ও ইংল্যান্ডে ফিরে আসার প্রত্যেক ভ্রমণ সেই একটি ভ্রমণকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করেছিলো যা সংঘটিত হয়েছিলো অনেক দিন আগে।

১৯৫৬ সালে আমি ফিরে গিয়েছিলাম বাষ্পীয় জাহাজে, ইংল্যান্ড থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম সরাসরি, অভিজ্ঞতা অর্জন করছিলাম কিভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে ধীরে ধীরে, আনন্দময় বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি কিভাবে বাতাস বইতে শুরু করে এবং নিজেকে বর্মে ঢেকে রাখার আর দরকার নেই, কেননা বাতাস ছিলো মৃদু এবং উষ্ণ; অভিজ্ঞতা অর্জন করছিলাম জাহাজী জীবনের, অসংযত মুদ্রিত মেনু, অফিসাররা মোটা কালো ইউনিফর্ম ব্যবহার শুরু করে। আটলান্টিকের বুকে তের দিন পর আমি নীরবতার মধ্যে এক সকালবেলা জেগে উঠলাম; তের দিন তের রাত স্টিমারের ইঞ্জিনের শব্দের মধ্যে থাকার পর, ওই নীরবতা এমন ছিলো যাতে কান পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো।

BanglaBook.org

আমরা বার্বাডোসে পৌঁছেছিলাম; আর আমার কেবিনের প্রতিটা পোর্টহোল দিয়ে দেখা যাচ্ছিলো উজ্জ্বল, চমকপ্রদ, সুন্দরতম ছবিঃ নীল আকাশ, শাদা মেঘ, সবুজ বনানী। কাজেই, বাড়িতে আমার ফিরে আসার প্রথম ভ্রমণের এই দৃশ্যে, মুহূর্তের জন্যে আমি একজন ট্যুরিস্ট বলেন যাই, দেখতে থাকি প্রত্যাশিত সব জিনিস। ঠিক এভাবেই ছোটবেলায় আমার দ্বীপটাকে আমি আঁকতে ও রঙ দিতে শিখেছিলাম, স্থানীয় সেই দৃশ্যগুলোয়; মুর-ম্যাক্‌করম্যাক -এর ট্যুরিস্ট জাহাজ থেকে নামা দর্শনার্থীদের জন্যে অনুরূপ স্থানীয় ছবি আঁকতো মুলাত্তোরা আর শহরের মধ্যে ঘন্টা-খানেকের জন্যে হেঁটে আসতো।

ওভাবে দেখায় বিশ্বাসী ছিলাম না আমি। আমি ভেবেছিলাম যে এটা একটা কনভেনশন, পোস্টারের কিছু একটা, আমেরিকান ম্যাগাজিনের বিজ্ঞাপন। এবং, অবশ্যই, যখন আমাদের একটা দল তীরে নেমেছিলো তখন দ্বীপটাকে পোর্টহোলে দেখা ওই সুন্দরতম দৃশ্যগুলোর সঙ্গে আর মেলাতে পারলাম না। বার্বাডোস দ্বীপটি সমতল; মানুষজন আর আখের ক্ষেতে পূর্ণ; রাস্তাগুলো সংকীর্ণ; কাঠের বাড়িগুলো ছোট, খুবই ছোট; আর সবখানেই ছোট ছোট ছেলেপেলের দল।

ছেলেপেলেরা ছিলো কালো। বার্বাডোসে আমাদের মতো মিশ্রবর্ণ ছিলো না; এবং বিশেষভাবে বার্বাডোসে ভারতীয় বা এশীয় জনসংখ্যা ছিলো না। কিন্তু ইংল্যান্ডে আমার ছয় বছরের পর, বার্বাডোসে এই রকম আসা, অকস্মাৎ, সমুদ্রে তের দিন কাটিয়ে, একটা ভূদৃশ্যে এসে পড়ার চেয়ে কমই ছিলো। এটা ছিলো আমার নিজেকে দেখার মতো এবং একটা অতীতকে। সেই অতীতের ক্ষুদ্রতা, সেই ক্ষুদ্রতার লজ্জা ঃ সেগুলো মোটেই এমন জিনিস ছিলো না যে লেখক হিসেবে সহজেই আমি সেগুলোর স্বীকৃতি দিতে পারি। সেগুলো ছিলো এমন জিনিস যে 'উৎসব রাত্রি' ও 'অ্যানজেলা' ও 'লন্ডনের জীবন' ইত্যাদির লেখক ভেবেছিলো সেগুলো চিরকালের মতো সে পিছনে ফেলে এসেছে। সকালের ট্যুর (একটা শেয়ার করা ট্যাক্সিতে) যখন শেষ হলো তখন আমি আনন্দিত হলাম, এখন আমি জাহাজে ফিরে যেতে পারি।

যেন জাহাজে নিরাপত্তা ছিলো; যেন পরদিন সকালে জাহাজটা আমাকে নামিয়ে দেবে না আমার নিজের দ্বীপে। এবং আমি, যখন সেখানে অবতরণ করি, আবিষ্কার করি যে সব কিছুই বার্বাডোস আকৃতির। কিন্তু বার্বাডোসের চেয়ে অনেক বেশি, একটা ভূদৃশ্যের চেয়ে আমি বেশি দেখতে পাচ্ছিলাম একটা পুরনো, ব্যাক্তিগত যন্ত্রণা। ছয় বছর আগে – এবং ওই বয়সে ছয়টি প্রাপ্তবয়স্ক বছর ছিলো অর্ধেক জীবনের সমান – পোর্ট অব স্পেইনের সবকিছু ঈষৎ পরিবর্তিত হয়েছিলো আমার বিদায়ের মহিমা নিয়ে ঃ রাস্তা, কাঠের বাড়ি, বড় পাতাযুক্ত গাছ, নিচু

BanglaBook.org

দোকান, সকালের ও বিকেলের আলোয় নর্দার্ন রেঞ্জের পাহাড়শ্রেণীর দৃশ্য। সবকিছু ঈষৎ বদলে গিয়েছিলো নির্গমণের উত্তেজনায় এবং বিখ্যাত সব জায়গা নিউ ইয়র্ক, সাউদ্যাম্পটন, লন্ডন, অক্সফোর্ডে লম্বা ভ্রমণের কারণে। সবকিছু ঈষৎ বদলে গিয়েছিলো লেখক ক্যারিয়ারের ও মেট্রোপলিটান জীবনের ফ্যান্টাসি ও প্রতিশ্রুতিতে। এখন ছয় বছর পর যে জগৎকে আমি ভেবেছিলাম পিছনে ফেলে গিয়েছিলাম, সেই জগৎ অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। এটা সংকুচিত হয়েছিলো, এবং এর সঙ্গে অনুভব করি আমিও সংকুচিত হয়ে গেছি।

লেখক হিসেবে আমি শুরু করেছিলাম। কিন্তু আমার লেখা দুটো বইয়ের একটাও প্রকাশিত হয়নি; আর সামনের পথ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না, দেখতে পাচ্ছিলাম না অন্য বই। ছয় বছর আগে, তখন আমি ছিলাম শুধুই একটা বালক, একটা ফ্যান্টাসি অনুসরণ করে, কারো কাছেই উত্তরযোগ্য ছিলো না। এখন আমার পিতা মারা গেছে; ঋণ আছে; পারিবারিক দায়িত্ব আছে।

কিন্তু কাউকে সাহায্য করার উপায় আমার ছিলো না; আমি নিজেকেই সাহায্য করতে পারছিলাম না। নতুনভাবে আমি একটা প্রতিভা আবিষ্কার করেছিলাম; আর একমাত্র যে কাজটা আমি করতে পারতাম, যে একটামাত্র পন্থায় আমি নিজেকে চালিয়ে নিতে পারতাম, সেটা হলো ইংল্যান্ডে ফিরে যাওয়া – এখন আর সেটা ফ্যান্টাসির দেশ নয়, কিন্তু সাধারণভাবে একটা জায়গা লেখক হিসেবে যেখানে আমি জীবিকা অর্জনের ছোটখাটো পন্থা বের করে নিতে পারবো, রেডিওর স্ক্রিপ্ট ও কিছুটা সাংবাদিকতা থেকে, অন্যদিকে বই দুটো বের না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

ছয় সপ্তাহ পর আমি চলে গেলাম। যে বৃত্তি আমাকে লন্ডনে নিয়ে এসেছিলো সেই বৃত্তি আমাকে ফিরতি টিকেট দিয়েছিলো; ইংল্যান্ডে এই দ্বিতীয় ভ্রমণের খরচ বহন করতে হয়েছিলো আমাকেই, আমার অতি ক্ষুদ্র সংগ্রহ থেকে মূল্যবান টাকা। আমি আরেকটা কলার নৌকায় উঠি, সেটা জামাইকা যাচ্ছিলো। কিংসটনে জলযানটা আমি ত্যাগ করি এবং তিন দিন পর সেটার সঙ্গে আবার যোগ দিই পোর্ট অ্যান্টোনিওয়, সেখানে সেটায় কলা বোঝাই করা হচ্ছিলো – সবুজ উপকূল রেখার এক স্মৃতি, আর গাঢ়-সবুজ সমুদ্রবেষ্টিত একটা লেগুন, আর নিজের অনিরাপত্তায় আমার অন্তরে এক বেদনা এবং আমার ওই ভূদৃশ্য উপভোগ করতে পারার অক্ষমতা। এবং তারপর জাহাজটা আমাকে উত্তরে নিয়ে গেল, শীতকালে ইংল্যান্ডের সংক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া দিনগুলোয়।

স্বয়ং শীতকাল, ধূসর সমুদ্র, প্রায় শূন্য জাহাজে। শীতকাল, বস্তুত, আমি এখনো পছন্দ করি, নাটকের জন্যে, আমার শৈশবের অয়নবৃত্তের বৈপরীত্য। এটা অন্য প্রান্তের অনিশ্চয়তা যা আমাকে বিরক্ত করে; আর এখন সেই জ্ঞান অর্জিত

BanglaBook.org

হয় যাতে পরিষ্কার হয় যে আমার 'দৌড়ের' দুই প্রান্তেই ছিলো অনিশ্চয়তা। বৃত্তির টাকা ছিলো না, অক্সফোর্ডের কোনো উষ্ণ আইডিয়া ছিলো না আর ভ্রমণের শেষে লেখালেখি; নোটও নেওয়া হয়নি। না অ্যানজেলা এবং আর্লস কোর্ট বোর্ডিং হাউজ; বিশাল নগরকেন্দ্রের কোনো বোধ নয়, পাতালরেলের গোলমেলে আওয়াজসহ। আর্লস কোর্ট ও এর ভিক্টোরিয়ান মহনীয়তা ছাড়াও শ্রমিক-শ্রেণীর একটা কিলবার্ন বাড়ি ছিলো ধূসর, প্রায় কালো ইটের, সেখানে আমি দুই রুমের একটা ফ্ল্যাট পেয়েছিলাম, ল্যাভেটরি ও বাথরুম অন্য সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে হতো।

জাহাজে একজন ইংরেজ চোলাইকার ছিলো, লম্বা, প্রাকন্ড, বয়স্ক এক লোক। আমি জানতাম সে চোলাইকার, কারণ তাকে আমি একথা বলতে শুনেছিলাম একজনের উদ্দেশে আমি তাকে তার নাম ও উপাধিও বলতে শুনেছিলাম পার্সারকে যখন সে ছোট ব্যানানা - বোট লাইব্রেরি থেকে একটা বই নিচ্ছিলো। সে উপাধি বলছিলো, যদিও জাহাজে আমরা অল্প কয়েকজন আরোহী ছিলাম। সে, ওই মদ্য চোলাইকার, তিন-চারজন ইংরেজ ভদ্রমহিলা, একজন জামাইকান মুলাত্তো, এবং আমি। ভদ্রমহিলারা এক সঙ্গে তাশ খেলতো।

ছয় বছর আগে, এই চোলাইকার ও এই ভদ্রমহিলারা নিশ্চয় আমার নিবিড় পর্যবেক্ষণের বস্তু হতে পারতো। এখন নয়। ব্যাপারটা এমন ছিলো না যে তারা বহির্জাগতিক, আর আমার অভিজ্ঞতার খুব বাইরে; ব্যাপারটা ছিলো এই যে ইংরেজদের ব্যাপারে আমি আর আগ্রহী ছিলাম না। এই ভদ্রমহিলাদের একজন একটা বোর্ডিং হাউজ চালাতো ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে। সে নিজেকে একটা Caribbean cruise দিয়েছিলো! তার কথাবার্তার মধ্যে ওই শব্দগুলো আমি শুনতে পেয়েছিলাম, তার চোখের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম, যখন সে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট দেবে তার বন্ধুদের কাছে তখনও শোনা যাবে। তার এবং আমার জন্যে ওই শব্দগুলোর কি আলাদা মূল্য! যদিও আমরা ভ্রমণ করতে পারি একই ব্যানানা বোটে, Cavina, Golfito, Camito নামের যে কোনো বোটে, অথচ আমাদের ভ্রমণের মধ্যে রয়েছে কী রকম পার্থক্য!

চার বছর পর এসব কিছু আমার জন্যে বদলে গিয়েছিলো : জগৎ, আমার মেজাজ, আমার দৃষ্টি, সেই আটলান্টিক। ওই চার বছরে, ইংল্যান্ডে ফিরে আসা সেই শীতের আতংকের মধ্যে, আমি নিজের ভিতর থেকে সবচেয়ে বেশি কাজ বের করে এনেছিলাম, আমি একটা বই লিখেছিলাম যেটা গুরুত্বপূর্ণ হবে বলে আমার ধারণা হয়েছিল। এর সঙ্গে ছিলো পুরোপুরি নতুন এক নিরাপত্তা, একজন মানুষের নিরাপত্তা যে শেষ পর্যন্ত যা হতে চেয়েছিল তাই হয়েছে। আমি দ্বীপে ফিরে গিয়েছিলাম, সেই দ্বীপ ত্যাগ করার দশ বছর পর, প্রথম বার।

BanglaBook.org

এবং সেই সময় আমি যা কিছু দেখেছি অনুভব করেছি আর অভিজ্ঞতায় ধারণ করেছি তার সব উৎসবের মতো ছিলো ঃ পাহাড়-পর্বত, উত্তাপ, রেডিওর অনুষ্ঠান, আওয়াজ, রুট ট্যাক্সি। সেই ভূদৃশ্য – এর সব উপনিবেশিক অথবা ছুটির দিনের মোটিফসহ ঃ সৈকত, বাজারের নারী, নারকেল গাছ, কলাগাছ, সূর্য, বড় বড় পাতাযুক্ত গাছ – সব সময়ই ছিলো উদ্বেগ, আতংক আর আত্মত্যাগের ভূদৃশ্য। শিশু বয়সে আমি কখনই মুক্ত অনুভব করিনি। এই সব বিকেলগুলোর মতো, এখন যেমন আমি ১৯৬০ সালে লম্বা ড্রাইভে যেতে পারি বা লাঞ্চে সময় কাটাতে পারি, তখন বই নিয়ে থাকতে হতো আমাকে; এইসব রাতের মতো, যখন আমি বেড়াতে যেতে পারি বা কথা বলতে পারি কারো সাথে, তখন আমাকে বৃত্তিধারী ছাত্র হিসেবে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে হতো।

যদি কোনো জায়গা থাকতো, আমার ক্যারিয়ারের এই পর্যায়ে, যেখানে আমার স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারতাম আমি, আসল ব্যাপার এই যে আমি নিজেকে তৈরি করেছিলাম একজন লেখক হিসেবে আর এখন বাঁচতে পারি কেবল লেখক হিসেবেই, সে জায়গা তাহলে ছিলো এখানে, এই দ্বীপে যেখানে সৃষ্টি হয়েছিলো আমার আতংক ও উচ্চাকাংখা, যেখানে লালিত হয়েছিলো আমার প্রথম দিককার ফ্যান্টাসি। এবং ঠিক যেমন, ১৯৫৬ সালে, সেই প্রথম প্রত্যাবর্তনের সময়, আমি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গিয়েছিলাম ক্রমাগত, কাজেই এখন আমার স্থান বদল আমার উৎসবের মেজাজ দিয়ে ছুয়ে যাবার ব্যাপার, এখান থেকে সেই ত্রাস সরিয়ে দিতে যা আমি এসব স্থানে নানা কারণে বিভিন্ন সময়ে অনুভব করেছি। অনেক দূরে, ইংল্যান্ডে, আমি এই ভূভাগ দৃশ্যাবলী পুনরায় সৃষ্টি করেছি – আমার বইগুলোয়। সেই বইগুলোর ল্যান্ডস্কেপ ততোটা পূর্ণ বা নিখুঁত নয় যতোটা আমি ভান করেছি; কিন্তু এখন আমি আসল জিনিসগুলো সযত্নে লালন করি, সেই সৃষ্টি-ক্রিয়ার জন্যে।

এবং এটা ছিলো যেন একটা নির্দিষ্ট ধরনের অবদানের বিজয় অর্জন, এবং নির্দিষ্ট ধরনের ভয়ের পরিসমাপ্তি ঘটানো, আমার দ্বীপের সঙ্গে আমার সম্পর্ক একটা সমাপ্তিতে পৌঁছেছিলো। কারণ এর পর আমার আর কখনোই ইচ্ছা হয়নি ফিরে যেতে। কোনো একটা বা অন্য কারণে যখন ফিরে গেছি, তখন আমার আগ্রহ আর খুঁজে পাইনি এক দিনও। কোনো বার পৌঁছানোর পর সকালবেলা বিমানবন্দর থেকে যাবার পথে হয়তো চারপাশের রঙ আমাকে অভিভূত করতো, আর ভাবতাম অনেক দিন বা সপ্তাহ আমি এখানে থাকবো বা। কিন্তু প্রথম দিন ও প্রথম রাতের পর এবং সূর্য-ওঠার আগে প্রথম ঘুম থেকে জাগার পর, এবং বাগানের প্রথম বার হামিংবার্ড দেখার পর, আমি অস্থির হয়ে পড়তাম, উদ্বিগ্ন হতাম চলে যাবার জন্যে।

BanglaBook.org

লোকজনের কাছে কোনো খবর ছিলো না; তারা দ্রুত নিজেদের ঢেকে ফেলেছিলো। তাদের বর্ণবাদী সংস্কার, যা এক সময়ে আমার হৃৎপিন্ড নিয়েও টানাটানি করেছিলো, তাদের একেবারে সাধারণ মানুষ বানিয়ে রেখেছিলো। এক পক্ষের বা অপর পক্ষের সাধারণত্বের দ্বারা নির্বাপিত কিংবা গ্রাস হয়ে যাবার ভয় ছিলো এর সঙ্গে, আমার পক্ষের অথবা অন্য পক্ষের।

ব্যাপারটা ছিলো বিদঘুটে ঃ এই জায়গাটা, এই ছোট দ্বীপটা আর এর জনগণ, আমাকে আর ধরে রাখতে পারতো না। কিন্তু এই দ্বীপ – আমার মধ্যে বৃহৎ জগতের কৌতূহল জাগানো, সভ্যতার আইডিয়া জাগানো, আর আমার মধ্যে সৃষ্টি করা সমস্ত উৎকণ্ঠা – এই দ্বীপ আমাকে লেখক হিসেবে দিয়েছিলো একটা বিশ্ব। আমাকে সেই থিম দিয়েছিলো যা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলো। আমাকে সে মহানাগরিক বানিয়েছিলো, কিন্তু শব্দটার মানে প্রথম যেভাবে বুঝেছিলাম ঠিক তার ভিন্ন ধারায়, যখন আমি 'উৎসব রাত্রি' ও 'লন্ডনের জীবন' ও 'অ্যানজেলা' লিখেছিলাম।

১৯৬০ সালে আমি ভ্রমণের ওপর প্রথম বইটা লিখতে শুরু করি, সেটা শুরু হয়েছিলো আমার ছোট উপনিবেশিক দ্বীপ থেকে, মনস্তাত্ত্বিক ভাবে ও শারীরিক ভাবে। বইটা লেখার জন্য আমাকে ভ্রমণ করতে হয়েছিলো উপনিবেশের ভিতর দিয়ে, সাম্রাজ্যের যেসব টুকরো-টাকরা তখনো অবিশিষ্ট ছিলো, ক্যারিবিয়ান ও দক্ষিণ আমেরিকার গায়ানা অঞ্চলসমূহে। আমি জানতাম, এবং মহানাগরিক পর্যটকের আইডিয়ায় বেশ জাঁকাল অনুভূতি নিয়ে, লোকেরা শুরু করে ইউরোপ থেকে। একমাত্র এই মডেলটাই ছিলো আমার সামনে; কিন্তু উপনিবেশিক হিসেবে আমার ঘনিষ্ঠ অন্য উপনিবেশিকদের মধ্যে – আমি ও ধরনের পর্যটক হতে পারতাম না, এমন কি ওইসব পর্যটকদের বিদ্যা ও সংস্কৃতি আমি ভাগাভাগি করে নিলেও, সেই সাথে তাদের অ্যাডভেঞ্চারের অনুভূতি। বিশেষ করে আমি সচেতন ছিলাম যে 'ফিরতি রিপোর্ট' দেবার জন্যে কোনো মহানাগরিক দর্শক শ্রোতা আমি পাচ্ছি না। পর্যটক - লেখকের গ্লামার এবং উপনিবেশিকদের মধ্যে উপনিবেশিক ভ্রমণকারী হিসেবে আমার স্নায়ুর কাঠিন্য লেখালেখির পক্ষে অসুবিধাজনক হয়ে উঠেছিলো। পর্যটন শেষ হলে আমি নোট ও ডাইরিগুলো নিয়ে লন্ডনে ফিরে যাই, লেখার কাজ করার জন্যে, সমস্যাটা তখনো সমাধান করা যায়নি। যেমন জীবনে তেমনি লেখাতেও আমি হাস্যকৌতুকে আস্তানা গাড়ি; বিভ্রান্তিকে আবৃত করার জন্য।

এ ধরনের আরো লেখার কাজ করতে আমার জন্যে খুব প্রয়োজন ছিলো নিজেকে মেনে চলা। শীগগিরই সেই সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। ভ্রমণ বিষয়ক প্রথম বইটা লেখা হয়ে যাবার পর অল্প কয়েক দিনের মধ্যে আমি ভারতে

BanglaBook.org

গিয়েছিলাম আরেকটা বই লেখার জন্যে। এইবার আমি যাত্রা করেছিলাম ইংল্যান্ড থেকে। ইংল্যান্ডের কাছে ভারত ছিলো বিশেষ ব্যাপার; দুইশ' বছর ধরে প্রচুর সংখ্যক ইংরেজ পর্যটক ভারত নিয়ে অনেক কিছু লিখেছিলো, পরবর্তী কালে উপন্যাসও। আমি ওই জাতীয় পর্যটক হতে পারি না। ভারত পর্যটনে আমি ভ্রমণ করছিলাম একটা অ-ইংরেজ ফ্যান্টাসিতে, এবং এমন এক ফ্যান্টাসি যা অজানা ছিলো ভারতের ভারতীয়দের কাছে ঃ আমি ভ্রমণ করছিলাম সেই হালচাষী ভারতে যা আমার ভারতীয় পিতৃপুরুষেরা পুনর্সৃষ্টি করেছিলো ত্রিনিদাদে, সেই 'ভারত' যেখানে আমি আংশিক বড় হয়ে উঠেছিলাম, সেই ভারত যা আমার মনে একটা ঢিলে প্রান্তের মতো ছিলো, যেখানে আমাদের অতীত হঠাৎ করে থেমে গেছে। এখানে আমার জন্যে কোনো মডেল ছিলো না, এই অভিযানে; না ফরস্টার না অ্যাকারলি না কিপলিং থেকে আমি সাহায্য নিতে পারতাম। লেখায় কোনো একটা জায়গায় পৌছাতে, সব কিছুর আগে আমাকে নিজের কাছে নিজের অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে নিতে হয়েছিলো। সুতরাং, ত্রিনিদাদ থেকে সুচনা করে আমার জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান বাড়তে থাকে। পোর্ট অব স্পেইনের রাস্তা যেখানে আমার শৈশবের কিছু অংশ কাটিয়েছি; ত্রিনিদাদে আমার 'ভারতীয়' পরিবারের পুনর্নির্মাণ; ক্যারিবীয় ও দক্ষিণ আমেরিকান উপনিবেশসমূহে একটা সফর; পরে বিশেষ পূর্বপুরুষের দেশ ভারতে আরেকটা সফর। আমার কৌতূহল ছড়িয়ে পড়েছিলো সবদিকেই। প্রতিটা অভিযান, প্রতিটা বই আমার জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলো, বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছিলো জগৎ ও আমার নিজের বিষয়ে আগের ধারণাকে।

কিন্তু ত্রিনিদাদ, সূচনাবিন্দু, কেন্দ্র – আমাকে আর ধরে রাখতে পারেনি। সে আর আমার মনের সঙ্গে যুক্ত ছিলো না সেইসব ঘটনা নিয়েঃ আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়া, পক্ষ কালেরও বেশি জাহাজে ভ্রমণ, সেই সঙ্গে জাহাজের নানা প্রকার রীতি-নীতি, আবহাওয়া পরিবর্তন, প্রত্যেক সকালে ঘড়ির সময় পিছিয়ে দেওয়া, সমুদ্রের ও আকাশের রঙ, ঢেউ ও জলস্ফীতি, রেইনবো-শ্যুট স্প্রে, ডলফিন, উড়ুক্কু মাছ – ক্যারিবিয়ান জলসীমায় প্রবেশ করলে রাতের বেলায় সেগুলোকে জাহাজের আলোয় উড়তে দেখা যায় এবং কোনো কোনো সকালে পড়ে থাকতে দেখা যায় জাহাজের ডেকে, ঘুমে ঢলে পড়া মূমুর্ষু। যাত্রীবাহী জাহাজগুলো আর যেতো না ত্রিনিদাদে বা অন্য কোথাও; ত্রিনিদাদ ছিলো বিমান পথের বিরতি স্থান, এর বিমানবন্দরের চিত্র ছিলো বিমানের আগমন-নির্গমণের দৃশ্য। আর আমার জন্যে সহজ ছিলো আমার শৈশবে দেখা ওই দৃশ্যকে মনের ভিতর নতুন করে সৃষ্টি করা, যে দৃশ্য আমি জানতাম আবার দ্বিতীয় দিন আসবে, আগমনের গৌরব আর প্রথম প্রভাতের গৌরবের পর।

BanglaBook.org

এরপর আমেরিকান এক প্রকাশকের সঙ্গে আমার চুক্তি হয় নগরী নিয়ে প্রকাশিত একটা সিরিজের একটা বই লেখার। আমি নিজের নগরটিকেই পছন্দ করি, অর্থাৎ পোর্ট অব স্পেইনকে, এ নিয়ে লেখার জন্যে, কারণ আমি ভেবেছিলাম এটা আমার পক্ষে সহজ হবে এবং এ কারণেও যে লেখার বেশি কিছু ছিলো না ওই নগরটিকে নিয়ে ঃ ত্রিনিদাদকে আবিষ্কার করার পর সেখানকার অধিবাসীদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলা হয়, এবং অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর সেখানে মানুষের বসতি গড়ে ওঠেনি। এই প্রকল্পটিকে আমি কয়েক মাসের শ্রম মনে করেছিলাম, শক্ত মলাটের ভিতর সাংবাদিকতা। কিন্তু তারপরেই আবিষ্কার করলাম যে 'সূত্র' পেতে পারি এমন কোনো বইয়ের অস্তিত্ব নেই। ঐতিহাসিক সত্য গ্রন্থাগারের কোথাও সংরক্ষিত থাকে এই ধারণা আসলে শুধুই ধারণা। বই হচ্ছে বস্তু; চাহিদা মেটানোর জন্যে তৈরি বা প্রস্তুত; সুতরাং ত্রিনিদাদ বিষয়ক কোনো সূত্র-গ্রন্থ আমি খুঁজে পেলাম না কোথাও। তখন আমাকে সব নথি করতে হলো। আর যতো বেশি এর মধ্যে আমি জড়িয়ে গেলাম ততোই এই প্রকল্প ছেড়ে-ছুড়ে দেওয়া কঠিন হয়ে উঠলো।

এ বইটার পিছনের ধারণা, বর্ণনামূলক লাইন, দ্বীপটার সাথে সংযুক্ত ছিলো, ওরিনোকো নদী-মুখের ছোট জায়গাটা, সংযুক্ত ছিলো মহান নাম আর ঘটনার সঙ্গে ঃ কলম্বাস; এল ডোরাডো অনুসন্ধান; স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে। এর দুইশ' বছর পর বেড়ে উঠেছিলো দাস স্থাপনা। তারপর বিপ্লব ঃ আমেরিকান বিপ্লব; ফরাসি বিপ্লব এবং তার ক্যারিবীয় বাই-প্রডাক্ট হাইতির কৃষ্ণাঙ্গ বিপ্লব; দক্ষিণ আমেরিকান বিপ্লব, আর সেই বিপ্লবের মহান নাম, ফ্রানসিস্কো মিরান্দা, বলিভার। অনাবিষ্কৃত মহাদেশ থেকে বিপ্লবের গোলমাল আর প্রতারণায়; আবিষ্কার এবং কলম্বাস এবং সেই সব আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ান 'বাগান' যেগুলো তিনি দেখেছিলেন ১৪৯৮ সালে দ্বীপটির দক্ষিণে (সৈকতগুলোর ধারে, আমি জানি, চওড়া সৈকত যার ভিতর দিয়ে বনভূমি থেকে প্রবাহিত হয়ে আসতো সুপেয় পানি আর সমুদ্রে গিয়ে পড়তো, যেখানে ও ওরিনোকোর হলুদ পানির বন্যা মিশে যেতো আটলান্টিক মহাসাগরে), ইত্যাদি থেকে, মধ্যযুগীয় ইউরোপের মানুষ কলম্বাসের আবিষ্কার থেকে, উনবিংশ শতাব্দীতে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া স্প্যানিশ সাম্রাজ্যে – এই ছিলো আমার গল্পের ঐতিহাসিক সময়কাল। আমার গল্পের সময়কালের শেষে, দক্ষিণ আমেরিকা ও ভেনেজুয়েলা ও স্প্যানিশ সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন, ত্রিনিদাদ ছিলো একটা সম্পূর্ণ বৃটিশ পশ্চিম ভারতীয় উপনিবেশ, চিনি আর দাসদের একটা দ্বীপ। এবং তারপর, কয়েক বছরের মধ্যে দাসত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়, চিনি হয়ে ওঠে মূল্যবান হাতিয়ার; এবং নতুন বিশ্বের এই কোণটুকু ডুবে

BanglaBook.org

যাচ্ছিলো এর ঊনবিংশ শতাব্দীর দীর্ঘ উপনিবেশিক অসাড়তায়। অন্যদিকে বিপ্লবী ভেনেজুয়েলা, তখন আর স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের অংশ ছিলো না, শুরু করেছিলো তার কলহের শতাব্দী।

পরবর্তী সময়কালের এই নথিপত্র থেকে আমি সেই বিশ্বের একটা চেহারা দেখতে পেয়েছিলাম যে বিশ্বে আমি বড় হয়েছি। এশীয় ভারতীয় অভিবাসীরা এসে ছিলো ঊনবিংশ শতাব্দীর জড়তার কালে। স্কুলের একজন বালক হিসেবে আমি ওই জড়তাকে মনে করতাম যুক্ত ছিলো দ্বীপটির ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে আবহাওয়া ও আলোর সঙ্গে। আমার কখনোই মনে হয়নি যে এই নোংরামি আসলে মানুষেরই তৈরি, যে এর কারণ ছিলো, যে অন্যান্য চিত্র এবং অবশ্যই ভূদৃশ্য ছিলো।

স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের সময়ে পোর্ট অব স্পেইন-এ একজন কৃষ্ণাঙ্গ দাস খুন করেছিলো অন্য এক দাসকে – তার বিচারের ট্রান্সক্রিপ্ট (অলৌকিকভাবে সংরক্ষিত) পড়ার সুযোগ হয় আমার, তা থেকে আমি সেই সময়কার বাড়িঘর সম্পর্কে, রাস্তার জীবন সম্পর্কে, দাসদের আবাসন এলাকায় প্রেম ও ঈর্ষার ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। সেই দুইশ' বছর আগের পোর্ট অব স্পেইনের রাস্তায় যেন আমি নিজেকে সহজেই খুঁজে পাই। আমি দেখতে পাই তখনকার লোকজনদের, শুনতে পাই তাদের কথাবার্তা। সেই রাস্তাতেই আমি খুঁজে পাই আমার শৈশবে কাটানো পোর্ট অব স্পেইনের রাস্তার আসল উৎস – সেই রাস্তা যার জীবন ও মানুষেরা আমার প্রথম বইয়ের বিষয় হয়েছিলো।

আমার পোর্ট অব স্পেইনের ওই রাস্তা আলোকবর্তিকা হয়ে এসেছিলো আমার কাছে ১৯৫৫ সালে, আমার ইংল্যান্ডে আসার পুরোপুরি পাঁচ বছর পর, 'উৎসব রাত্রি' ও 'লন্ডনের জীবন' ও 'অ্যানজেলা' এবং 'মেট্রোপলিটান' ধাঁচের অন্যান্য রচনা লেখার পাঁচ বছর পর। সেই আলোকবর্তিকা এখনো কিছু-মাত্রায় রয়ে গেছে আমার মধ্যে। আমি এখনো আমার রেখায় ওই আবিষ্কারের বাস্তবায়ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু আমার কাছে এটা আবিষ্কার করা বিস্ময়কর ছিলো যে অতীতের যে রাস্তার জীবন নিয়ে আমি লিখেছিলাম, যে রাস্তার জীবন আমি প্রত্যক্ষ করেছি আমার ছেলেবেলায়, সেই রাস্তার অস্তিত্ব পোর্ট অব স্পেইনে বিদ্যমান ছিলো ১৭৯০ সালে। ত্রিনিদাদ তখনো বিশাল ও প্রাচীর স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের অংশ; ক্রীতদাসত্ব তখনো বিদ্যমান এবং নির্মূল হওয়া থেকে চুয়াল্লিশ বছর দূরে; ফরাসি বিপ্লব তখনো নতুন এবং হাইতরি কৃষ্ণাঙ্গ বিপ্লব তখনো এক বছর দূরে।

এই রেফারেন্সগুলো – স্প্যানিশ ও হাইতির বিপ্লব – আমার ওপর কোনো প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারতো না যখন আমি রাস্তায় বাস করতাম। এমন কি স্কুলের

BanglaBook.org

পড়াশোনার অংশ হিসেবেও যখন ওই অঞ্চলের ঐতিহাসিক বিষয়সমূহ জানতে হয়েছে, তখনও এগুলো আমার মধ্যে কোনো কল্পনা শক্তি জাগায়নি। পোর্ট অব স্পেইনের সব কিছুই নতুন মনে হতো; কোনো কিছুই অতীতের মনে হতো না। এর সঙ্গে শিশুর অজ্ঞতা যোগ করা উচিৎ; এবং ভারতীয় শিশুর বিশেষ অসম্পূর্ণতা, অভিবাসীর যে নাতি, যার অতীত ভাঙচুর হয়ে গেছে হঠাৎ করে, অকস্মাৎ ভেঙে পড়েছে অ্যান্টিলিস ও ভারতের মধ্যে।

কাজেই, ১৯৫০ সালে প্যান অ্যামেরিকান ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজ বিমানবন্দর ছেড়ে আকাশে ওঠার মুহূর্তে, আমি চমকিত হয়েছিলাম মাঠের বাদামি ও সবুজ নকশায়, যেটা দেখতে লাগছিলো বিমান থেকে তোলা অন্য জায়গার আলোকচিত্রের মতো, কাজেই আমি চমকিত হয়েছিল, লন্ডনে আমার দ্বীপের প্রামাণ্য তথ্য পড়ে, আমার দ্বীপের প্রাচীনতায়। এমন সাধারণ ব্যাপার! ভুগোলের অংশ হিসেবে দ্বীপটাকে দেখা, পৃথিবীর প্রাচীনতাকে এর ভাগ করে নেওয়া দেখা! তবু এই সাধারণ ব্যাপার আমার কাছে এসেছিলো বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশের মতো। ত্রিনিদাদের রাস্তার দু'পাশের দৃশ্য দেখতে আমি এতটাই অভ্যস্ত ছিলাম যে আমার কাছে তা কিছুই মনে হতো না। কেবল এই বইটা রেখা রসময় আমার মনের চোখে ওই ভূদৃশ্য অনুভবে সম্পূর্ণ অন্যরকম লেগেছিলো আগের বইগুলোর ভূদৃশ্যের তুলনায়।

প্রথম আমি ছয় মাসের শ্রম বলে যা ভেবেছিলাম তা দুই বছরে পরিণত হলো। আমি আশা করেছিলাম যে, জগৎ ও সংস্কৃতির একটা সিনথিসিসে আমি পৌঁছাবো আমার বইয়ের সাবজেক্ট শণাক্ত করতে। লেখার অন্য পথও ছিলো, এক জগৎ থেকে অন্য জগৎকে আলাদা করার উপায় ছিলো সহজতর, কিন্তু আমি অনুভব করেছিলাম আমার অভিজ্ঞতার প্রকৃতি তাতে সত্য বলে প্রতিভাত হয় না। আমি অনুভব করি এই ইতিহাসে ওই ধরনের একটা সিনথিসিস আমি তৈরি করেছি। কিন্তু তা আমাকে ক্লান্ত করে তুলেছিলো।

এবং এ বই শেষ করার বহু বছর আগে আমি ভেবেছিলাম আমার ইংল্যান্ডের সময়কালের ওপর একটা সমাপ্তি টেনে দেবো; নিঃসৃত করবো উদ্বেগ, শুধু লেখালেখির উদ্বেগই নয়, ইংল্যান্ডে থাকার উদ্বেগও, বিদেশী হিসেবে আমার স্নায়ুর কাঠিন্য, আমার অনিরাপত্তা, সামাজিক, বর্ণগত, অর্থনৈতিক উদ্বেগ; আমার সেই ব্যক্তিত্বের ওপর সমাপ্তি টানা যা শুরু হয়েছিলো বাড়ি ছাড়ার প্রথম দিনেই; সেই ভ্রমণের ওপর সমাপ্তি টানা যা – ফিরতি ভ্রমণ ও অন্তবর্তী ভ্রমণ সত্ত্বেও – তখনো সেই ভগ্ন অবস্থায় রয়ে গেছে, যেটা শুরু হয়েছিলো প্যান অ্যামেরিকান বিমান আমাকে মাটি থেকে কয়েক হাজার ফুট উপরে তুলে নেওয়ার পর, যে দ্বীপে আমি যাপন করেছি আমার জীবন, যে ভ্রমণে বিমান থেকে দেখতে পেয়েছিলাম রঙ ও মাঠের নকশা যা আগে আর কখনো আমি দেখিনি।

আমার বাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিলাম। কয়েক সপ্তাহের লেখা তখনো বাকি ছিলো; আর যে বাড়িটায় উঠেছিলাম সেখানে আমি ক্লান্তি অনুভব করতে লাগলাম। দিনে দু'বার স্নান করতে অভ্যস্ত ছিলাম আমি। প্রথমবার স্নান করতাম ব্রেকফাস্টের পর, ঘুমের বড়ির ক্রিয়া ধুয়ে ফেলার জন্যে যা রাতের বেলা আমার মনকে শান্ত রাখতো, শব্দ নিয়ে কারবার থামাতে আমাকে সাহায্য করতো, আমার বইয়ের বিভিন্ন অংশের সমস্যা সমাধানে কাজে লাগতো, আমাকে বাঁচিয়ে দিতো এই দৃশ্য দেখা থেকে যে সমস্ত সমাধান-অযোগ্য সমস্যা এক সাথে আবির্ভূত হচ্ছে হুমকির হমতো (দিনের আলোয় আমি জানতাম যে লেখালেখির সমস্যাগুলো সমাধান হয় একে একে)। দ্বিতীয়বার আমি স্নান করতাম সারাদিনের কাজের শেষে। সকালে ও সন্ধ্যায় এভাবে দশ বা পনেরো মিনিট ধরে আমি উষ্ণ জলে স্নান করতাম। এক সকালে আমার এই ধারণা আসে যে আমি নদীর তলায় পড়ে থাকা এক লাশ। সকালের স্নান তখন আমি ছেড়ে দিই। কিন্তু ওই চিন্তা থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন হয়ে ওঠে। প্রতিবার স্নানের সময় চিন্তাটা আমার মধ্যে ফিরে আসে।

অবশেষে বইটা শেষ করে হস্তান্তর করলাম, এবং আমি ইংল্যান্ড ছেড়ে যেতে পারতাম। আমার দীর্ঘমেয়াদী কোনো পরিল্পনা ছিলো না। আমি শুধু ভাবতে পারি স্বাধীনতার কথা, কোনো বই আর না লেখার স্বাধীনতা, পছন্দ মতো প্রতিটা দিন কাটানোর স্বাধীনতা, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমনাগমনের স্বাধীনতা, বিদায় বলার স্বাধীনতা। আমি কিছু সময়ের জন্যে উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণকারী হবার ইচ্ছা করেছিলাম, হোটেলে জীবন যাপন কতে চেয়েছিলাম। আমি আরো চেয়েছিলাম – সব শেষে – কিছুটা সময় যুক্তরাষ্ট্রে কাটাতে। তার আগে, কিছু সাংবাদিকতার কাজ ছিলো ঃ ক্যারিবিয়ান দ্বীপ কিট্স ও আঙ্গুইলা বিষয়ে, তারপর সংবাদে; আর বেলিজ, বৃটিশ হন্ডুরাসের ওপর, মধ্যে আমেরিকার ওপর আমার প্রথম কাজ।

সবার আগে আমি গিয়েছিলাম আমার নিজের দ্বীপে, ত্রিনিদাদে। আমি দ্বীপটাকে দেখতে চেয়েছিলাম যেখানে শেষের দুই বছর আমার কল্পনা নিয়ে এক নতুন ধারায় জীবন কাটিয়েছিলাম। আর ঐ দ্বীপটার জন্যে এখনো আমি রোমাঞ্চ অনুভব করি।

আমি সেখানে খুঁজে পেলাম বর্ণবাদী উত্তেজনায় টানটান, বিপ্লবের কাছাকাছি চলে যাওয়া এক দ্বীপকে। কাজেই জায়গাটি সম্পর্কে একটা নতুন ধারণায় আমি যতো শীগগির পৌঁছেছিলাম, ততো শীগগিরই সেটা ডুবে গেল।

লেখালেখির ভিতর দিয়ে – জ্ঞান আর কৌতুহল পরস্পরকে জাগিয়ে তুলছিলো – আমি নিজের জগৎ ও নিজের সম্পর্কে পৌঁছেছিলাম এক নতুন

BanglaBook.org

ধারণায়। কিন্তু জগৎ এক স্থানে অনড় দাঁড়িয়ে ছিলো না। ১৯৫০ সালে লন্ডনে, বোর্ডিং হাউজে, আমি নিজেকে খুঁজে পেলাম যুদ্ধ-শেষে জনতার এক বিশাল আন্দোলনের মধ্যে। বিশ্বের এক বিশাল কম্পন, পুরনো সংস্কৃতি আর পুরনো ধ্যান-ধারণার এক বিশাল কম্পন। এবং আমার নিজেরই ভ্রমণ আমার মধ্যে যেহেতু একটা পরিবর্তন এনেছিলো, আর আমাকে অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিলো নতুন ধারণা অনুসন্ধান করতে, সুতরাং অস্থিরতা ও আপন সত্তার নতুন ধারণার প্রয়োজনীয়তা আরো অনেক মানুষকেই তাড়িত করেছিলো, এমন কি সেই সব মানুষকেও যাদের আমি পিছনে ফেলে এসেছি বলে ভেবেছিলাম।

পেশীবহুল, ভারোত্তলক, বোতাম-আঁটা টাইট স্পোর্টস জ্যাকেট পরিহিত ত্রিনিদাদী কৃষ্ণাঙ্গ, যার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো পুয়ের্তো রিকোয়, সে যাচ্ছিলো হার্লেমে; এস. এস. কলাম্বিয়ায় দেখা অন্য কৃষ্ণাঙ্গ, নিজেকে সে সতর্কতার সঙ্গে চালাচ্ছিলো, ফিরে যাচ্ছিলো তার জার্মানির জীবনে, সে পছন্দ করেছিলো যুক্তরাষ্ট্রের জীবন – এইসব মানুষ যাদের মধ্যে (অনিচ্ছুক ভাবে, যেহেতু আমি ভারতীয় ও হিন্দু, ভারতের গৌরব ও ট্র্যাজেডিতে পূর্ণ) আমি নিজের অবয়ব দেখতে পেয়েছিলাম, দেখেছিলাম নিজের ভ্রমণের প্রতিচ্ছবি, এই মানুষেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো ১৯৫০ সালে, সেই ভ্রমণের ফিরতিতে আকুল আকাঙ্খায়।

এই রকম আরো অনেকে ছিলো। পরিপূর্ণতার সন্ধানে তারা সবাই ভ্রমণ করেনি। ত্রিনিদাদে কালো মানুষদের মধ্যে আমার মতো সেই স্নায়ুর কাঠিন্য পরিণত হয়েছিলো এক সাম্প্রদায়িক পচনে। এটা উপেক্ষা করা যেতো না। তাই ওরিনোকোয় আমার দ্বীপে আমার ফিরে আসায়, কুড়ি বছরের লেখালেখির পর, আমার মনে হয়নি যে জায়গাটা আমার ছিলো। ছোটবেলায় একটা যেমন ছিলো, যখন আমি ভাবতামই না যে আমার কিনা, সেই রকম ওটা আর আমার ছিলো না।

সেই রোমাঞ্চ এখন ব্যক্তিগত সম্পত্তিমাত্র। দ্বীপটা অন্য লোকদের কাছে অন্য বস্তু। অতীতের একটা আইডিয়া বা জগতের একটা জ্ঞানের প্রতি সাড়া দেবার অন্য পথও ছিলো, আপন সত্তাকে জাহির করার অন্য রাস্তা। পুয়ের্তো রিকোর হ্যাঙ্গারে সেই কৃষ্ণাঙ্গ এবং কলাম্বিয়া জাহাজের লোকটা জাহির করেছিলো মালিকানা, প্রাচীন এক নিয়মের মধ্যে বসবাস করার তাদের ইচ্ছা। কুড়ি বছর পর ত্রিনিদাদের কৃষ্ণাঙ্গরা, যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গদের পর, ঘোষণা করেছিলো নিজেদের ভিন্নত্ব। তারা অতীতকে সাধারণীকৃত ও আবেগায়িত করেছিলো। তারা, আমার মতো, এর রোমাঞ্চের জন্যে একে ধারণ করেনি।

BanglaBook.org

তারা চুল সাজাতো এক নতুন পন্থায়। আগে যেভাবে তারা চুল রাখতো তা ছিলো লজ্জার উৎস, এখন তারা চুল সাজায় আগ্রাসী প্রতীক হিসেবে। আমার রোমাঞ্চের ধারণা বজায় রাখতে আমাকে নির্বাচিত ভাবে দেখতে হয়েছিলো সবকিছু।

(সেটা প্রয়োজন ছিলো লন্ডনেও। আমার কাহিনীর অংশ, সদ্য লিখে শেষ করা ইতিহাসে, সংশ্লিষ্ট ছিলো দ্বীপের প্রথম বৃটিশ গভর্নরের সঙ্গে, কমবয়সী এক মুলাত্তো মেয়েকে নির্যাতনের অবৈধ হুকুম দেবার জন্যে যিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন। ওই মামলার সমস্ত সাক্ষীকে ১৮০৩ সালে লন্ডনে নিয়ে আসা হয়েছিলো এবং কয়েক বছর সরকারী খরচে রাখা হয়েছিলো। সোহোর গেরার্ড স্ট্রিটে রাখা হয়েছিলো এক লোককে। বাড়ির নম্বরটা দেওয়া হয়েছিলো; সেই বাড়িটা এখনো আছে। কিন্তু গেরার্ড স্ট্রিট, আমার লেখার সময়-পর্বে, পরিপূর্ণ ছিলো হংকং থেকে আসা চীনাতে ঃ রেস্তোরাঁ, খাবারের দোকান, পেভমেন্টের ওপর প্যাকিং বাক্স। সেখানে কি আমি অতীতকে দেখতে পেতাম? পারতাম, গ্রাউন্ড লেভেল থেকে যখন আমি চায়নাটাউনের দিকে দৃষ্টিপাত করতাম, বিংশশতাব্দীর শেষ দিককার একটা সাম্রাজ্যিক প্রতিক্রিয়া। আমি দেখতে পেতাম অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিককার স্মারক চিহ্ন, কামরাগুলো কল্পনা করতে পারতাম ওখানকার বাড়িগুলোর। লন্ডনের স্থাপত্যরীতি বিষয়ক আমার জ্ঞান সমৃদ্ধ হয়েছিলো ডিকেন্স পড়ার অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট ফ্যান্টাসি থেকে।)

এখন ত্রিনিদাদে – মানুষজনকে আর পাগলামির মতো ক্রোধকে এক পাশে সরিয়ে রেখে – আমার কল্পনায় গত দু'বছর ধরে সৃষ্টি করেছিলাম যে ভূ-দৃশ্য সেটা দেখতে, কলম্বাসের আগের দ্বীপটা দেখতে, চোখে যা পড়তো তার প্রায় সব কিছুই উপেক্ষা করতে হয়েছিলো আমাকে, এবং ট্রপিক্যাল ও আমাদের স্থানীয় হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত প্রায় সমস্ত বর্নানী যা আমাদের পর্যটন-পোস্টারের সৌন্দর্যের অংশ – নারকেল, আখ, বাঁশ, আম, বুগেনভেলিয়া, পেয়েনসেট্টিয়া – ওই উদ্ভিদ আর গাছগুলো পরে আমদানি হয়েছিলো বসতি স্থাপনকারীদের সঙ্গে। অতীতের ভূদৃশ্য বিদ্যমান ছিলো কেবল খন্ডিত অংশে। ওই রকম একটা খন্ড দেখতে আমি পর্যবেক্ষণ করেছিলাম শুকনো একটা ম্যানগ্রোভ জলাভূমি – সবুজ মোটা পাতা, কালো শিকড়, কালো কাদা – সেটা ছিলো পোর্ট অব স্পেইনের বাইরে, জঞ্জালে সয়লাব সড়ক উপেক্ষা করে এবং সড়কের ওপাশে ধুলোয় ধূসরিত বসতিগুলো পেরিয়ে ওই স্থানে আমি পৌঁছাই। ল্যাভেনটিল পাহাড়ের উপর থেকে আমি নিজেকে কল্পনা করতে পারি সমস্ত বস্তুর শুরুতে, যদি নির্দিষ্টভাবে তাকাই পারিয়া উপসাগরের দিকে – ধূসর, কখনো নীল নয় – এবং উপসাগরের ছোট ছোট দ্বীপগুলো।

BanglaBook.org

আমার ইতিহাস দর্শন এমন দর্শন নয় যা কৃষ্ণাঙ্গ তরুণদের রাস্তায় মিছিল করাবে এবং আরেকটি মিথ্যা বিপ্লবের হুমকি সৃষ্টি করবে। আমার বইটা যেখানে শেষ হয়েছিলো গল্পটা সেখানেই শেষ হয়নি; সেটা চলছিলোই। দুই শ' বছর ধরে, আরেক হাইতি প্রস্তুতি নিচ্ছিলো, আমি চিন্তা করেছিলামঃ দুর্নীতি আর বেদনায় পূর্ণ বলে বিবেচিত এক জগৎকে ধ্বংস করার ইচ্ছা, তার দিকে পিঠ ফেরানোর ইচ্ছা, পরিস্থিতি উন্নত করার পরিবর্তে। বইটা লিখে ফেলার পর এই ক্রোধকে আমি দুই দিক থেকে দেখি ঃ কৃষ্ণাঙ্গদের দিক থেকে, এবং এশীয়-ভারতীয় সম্প্রদায়ের দিক থেকে, এই সম্প্রদায়টিই প্রধানত হুমকিতে ছিলো, কারণ তারা না কালো, না শাদা।

এক পক্ষকাল পর আমি সেন্ট কিট্স ও আঙ্গুইলাতে গিয়েছিলাম, আমার আর্টিকেল লেখার জন্যে। সেন্ট কিট্স অত্যন্ত ছোট জায়গা, জনসংখ্যা মাত্র তিরিশ হাজার। এখানে কোনো এশীয়-ভারতীয় সম্প্রদায় ছিলো না। ফলে আমার ব্যক্তিগত জটিলতাও ছিলো না। এখানকার কৃষ্ণাঙ্গদের কাছে আমি ছিলাম একজন আগন্তুক, এমন লোক যে কালো নয়, আর সমান চুলওয়ালা। বিচার করা খুবই সহজ হতে পারে। ব্যক্তিগত জটিলতার অনুপস্থিতি, ক্ষুদ্রত্ব, এবং ভৌগোলিক সরলতা মিলে এখানে অতীতকে করে তুলেছিলো অনন্যসাধারণ এক চিত্রলেখ।

ক্যারিবিয়ানে সেন্ট কিট্স ছিলো সবচেয়ে প্রথম দিককার বৃটিশ উপনিবেশ, স্পেইন নিজেকে সরিয়ে নিলে ওই অঞ্চলে তারা এই উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। এটার আকার ছিলো – একটা লেজ বাদ দিলে – গোল। মধ্যবর্তী অঞ্চল ছিলো পার্বত্য, জঙ্গলপূর্ণ। আর ঢালগুলো ছিলো আখের ক্ষেতে ঢাকা, তা বিস্তারিত হয়ে ছড়িয়ে গিয়েছিলো সমুদ্র পর্যন্ত। দ্বীপটায় ছিলো একটা সংকীর্ণ অ্যাস্ফল্ট সড়ক, আর এই সড়কের পাশ দিয়েই ছিলো শ্রমিকদের ছোট ছোট ঘর, দাসদের বসতি। চিনি আর দাসত্ব সৃষ্টি করেছিলো ওই সরলতা, বনানী ও ভূদৃশ্যে ওই অপ্রাকৃতিকতা।

এই সড়কের অনতিদূরে ছিলো আখ-ক্ষেতে বোল্ডার। এগুলো আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের কাজ ঃ দাসত্বের আগের আতংকের স্মারক। আদিবাসী ইন্ডিয়ানরা কেউই আর বেঁচে নেই সেন্ট কিট্স-এ; তিনশ' বছর আগে তাদের হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে ইংরেজ ও ফরাসিরা। ইন্ডিয়ানরা যেসব স্মৃতি রেখে গেছে তার অবশিষ্ট রয়েছে খোদাই-নকশাকাটা ওই বোল্ডারগুলো। পরবর্তী অতীত ইংরেজ চার্চ ও চার্চ সংলগ্ন কবরখানা। সেখানে বড় বড় সব পামগাছ, সেগুলো পরিচিত রাজকীয় পামগাছ হিসেবে, গুঁড়ি সোজা ও ধূসর (এবং এই

BanglaBook.org

উপনিবেশিক বসতিতে এই ইংরেজ কবরখানার সঙ্গে ইংল্যান্ডের কবরখানার কী দারুন পার্থক্য ছিলো!) অতীতকে আরো দেখা যেতো অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান স্কোয়ারে গেলে, সেটার নাম পল মল, ছোট শহরে ওই স্কোয়ারটি ছিলো, যেখানে আফ্রিকা থেকে ধরে আনা নতুন দাসদের রাখা হতো বিক্রি করার জন্যে। একশ' পঞ্চাশ বছর ধরে অতীতের এই স্মৃতি সুপ্ত হয়ে আছে সেন্ট কিট্‌স-এ।

এবং আঙ্গুইলা দ্বীপে, সেটা সেন্ট কিট্‌স-এর চেয়েও ছোট, সবুজ নয়, কম উৎপাদনশীল, আরো একটা অবয়ব ছিলো সেই তিনশ' বছর পুরনো দাস সরলতা। আঙ্গুইলার জনগণ বিশুদ্ধ কালো ছিলো না; তাদের নিজস্ব অতীত ছিলো; সেন্ট কিট্‌স -এর লোকদের থেকে তারা আলাদা ছিলো ওই অতীতের দ্বারা। আঙ্গুইলার জনসংখ্যা – সর্ব সাকুল্যে প্রায় ছয় হাজার – পয়দা হয়েছিলো বৃটিশ নামধারী কিছু মুলাত্তো গোত্রে। তাদের ছিলো নিজস্ব ইতিহাসের অস্পষ্টতম ধারণা, যে কিভাবে তারা ক্যারিবিয়ানের ওই এলাকায় পৌঁছালো বিশাল মহাদেশ থেকে অতোটা দূরে, এমন কি অন্যান্য দ্বীপ থেকেও বহু দূরে; কিছু লোক জাহাজডুবির কথা বলতো।

এই সবকিছু আমি দেখেছিলাম একটা বই লেখার কারণে। অতীতের এই ইতিহাস অনেক দূরে ইংল্যান্ডে আমি আবিষ্কার করেছিলাম বিভিন্ন প্রামাণ্য দলিল-দস্তাবেজ থেকে, অনুভব করতাম এসব যেন প্রায় আমারই সৃষ্টি, যতোটা আমি সৃষ্টি করেছি আমার উপন্যাসগুলো। এবং ওই বইটা লেখার কারণেই পরবর্তীতে আমাকে যেতে হয় বেলিজ। সেটা করতে আমাকে প্রথম যেতে হয়েছিলো জামাইকা; জামাইকা থেকে সপ্তাহে একবার বিমান ছাড়তো।

সেটা থামতো গুয়াতেমালা সিটিতে। অন্ধকার এয়ার পোর্ট বিল্ডিং -এ – আঁকাবাঁকা, কাদা রঙের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের ওপাশে বিমান ওঠা-নামা দেখা যেতোঃ দানবাকৃতির পতঙ্গ কিংবা রূপকথার গল্পের বিশাল টাওয়ারের মতো – এয়ারপোর্ট বিল্ডিং-এর লাউঞ্জে যখন আমি দেখতাম কাউন্টারের পিছনে খাটো মেয়েগুলোর মুখ এবং দেখতাম কাচের বাক্সে টাটকা সবজি ও টাটকা মরিচ, তখন আমার স্মরণ হতো যে একেবারে সম্পূর্ণভাবে এই প্রথম আমি মধ্য আমেরিকায় এসেছি, কোর্তেস ও তার উত্তরাসূরিদের ফেলে যাওয়া ভূমিতে এই প্রথমবার আমি এসেছি। মেয়েগুলো দেখতে ছিলো চীনাদের মতো, কিন্তু ওরা চীনা ছিলো না। ওই অর্ধ চেনা অবয়বের কারণে তাদের আরো অদ্ভুত লাগতো, মনে হতো দূরবর্তী। এবং কাচের বাক্সে রাখা ওই কাটা সবজি – সেটাও ছিলো অদ্ভুত ব্যাপার। খাদ্য নির্বাপিত করে দেয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক যুগারম্ভ। (প্রাচীন রোমের খাদ্য কেমন হতে পারতো?) এবং আমার মনে পড়ে কোথাও আমি পড়েছি যে মন্টেজুমার কোর্টে কাচের পাত্রে করে বিক্রি করা চকোলেট দুধ পান করা হতো ঠান্ডা অবস্থায়, তিক্ত ও মশলা সহযোগে।

BanglaBook.org

অদ্ভুত খাদ্যের আভাসে; কাউন্টারের পিছনে, চীনা নয় কিন্তু চীনাদের মতো মুখওয়ালা মেয়েগুলোর মধ্যে; স্প্যানিশ নয় কিন্তু স্পানিশ মেনু বোর্ডে; অনেক উঁচুতে পরিষ্কার, উষ্ণ বাতাসে জন্মানো অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়া ও উজ্জ্বল সবজি ও ফুলের মধ্যে, আমি পেয়েছিলাম নতুন বিশ্বের বিস্ময়ের ঘনিষ্ঠতা এবং স্প্যানিশ আগ্রাসনের মর্মন্তদ কাহিনী ও ট্র্যাজেডি।

বেলিজে যেতে বেশিক্ষণ উড়তে হয় না বিমানে – বেলিজ, বৃটিশ হন্ডুরাস স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের উপকূলে বৃটিশ আস্তানা, বৃটিশদের মেহগনি উপনিবেশ, বেলিজকে নিজের বলে গুয়াতেমালার দাবী করার উৎস (আমার আর্টিকেলের সাবজেক্ট), এবং লন্ডনের দোকানগুলোয় বিক্রির জন্যে সাজানো অধিকাংশ জর্জিয়ান আসবাবপত্রের উৎস (কিন্তু বেলিজে এখন আর কোনো মেহগনি নেই; সমস্ত কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছে।) উপকূলে রয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের বসতি, তাদের দিয়ে মেহগনি কাঠ কাটানো হতো। দ্বীপের ভিতরের দিকে ছিলো মায়া জাতির বসবাস এবং সেখানে মায়া সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আছে। ওই রকম এক ধ্বংসাবশেষের ছায়ায় একজন মায়ান বালক (তার ব্যক্তিগত আবেগ যাই থাক না কেন) খিকখিক করে হাসলো যখন আমি তার সাথে মনুমেন্টটা নিয়ে কথা বলার চেষ্টা করলাম। সে খিকখিক করে হাসলো আর মুখ ঢাকলো। বহুদিন আগের বোকামির জন্যে ক্ষমা চাওয়া হচ্ছে এমন ব্যক্তির মতো লাগছিলো তাকে; যদিও মেহগনি উপনিবেশের নামে করা বৃটিশ উপনিবেশিক স্থাপনার কোনো চিহ্ন ছিলো না সেখানে, সমস্ত মনুমেন্টই ছিলো মায়াদের। উত্তর দিকে, মেক্সিকান সীমান্তের কাছে, ছিলো পুরো একটা মায়ান শহর, স্পেনিয়ার্ডরা আসার আগেই শতাব্দী কাল ধরে পরিত্যক্ত, এখন ঢেকে গেছে জঙ্গলে, প্রতিটি উঁচু মন্দির পরিণত হয়েছে সবুজ পাহাড়ে।

লন্ডন থেকে ত্রিনিদাদ, ত্রিনিদাদ থেকে সেন্ট কিট্‌স ও আঙ্গুইলা, গুয়াতেমালা সিটি ও বেলিজ ঃ ভ্রমণের পরিকল্পনাটা এমন ছিলো যেন সময়ের সামনের দিক থেকে পিছন দিকে যাওয়া, ইতিহাস নিরেট অভিব্যক্তি ধারণ করছে দেখতে পাওয়া। সে জন্যেই আমার বই শেষ করার পর অনেক সপ্তাহ আমি সেখানে ভ্রমণ চালিয়ে যাই, সেই জগতকে আরো নিশ্চিত করে খুঁজে পাই যার স্বপ্ন দেখেছি আর যাকে সৃষ্টি করেছি প্রমাণ দলিল থেকে।

আমি অতীতের মধ্যে ফিরে গিয়েছিলাম, এবং অতীতের এক রোমাঞ্চের মধ্যে। আমার মনের কোনো ঢিলে অংশ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। এবং যদিও হাইতির নৈরাজ্যের মতো কোনো কিছু আমার ছোট দ্বীপের জন্যে হুমকির মতো হয়ে উঠেছিলো, এবং যদিও শারীরিকভাবে আমি আর ওই স্থানের ছিলাম না, তবুও যে রোমাঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম তা আমার পরবর্তী বইয়ে কল্পনার মতো সেই জগতের সম্পদ হয়েই রয়ে যাবে।

BanglaBook.org

এদিকে আমার লেখা বইটা সম্পর্কে আমার প্রকাশক বা যুক্তরাষ্ট্রে তার এজেন্ট একেবারে নিশ্চুপ হয়ে ছিলো। তাদের কাছ থেকে কোনো কথা এলো না। আমারই নড়াচাড়া করার সময় এসে গেল। আমি আমার মূল পরিকল্পনায় লেগে থাকলাম, সেই পরিকল্পনা মোতাবেক আমার যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার কথা, আরো কিছুটা ভ্রমণ করতে, বই থেকে পাওয়ার আশায় অগ্রীম খরচ করে।

আমি জামাইকা থেকে যাত্রা করেছিলাম। তখন ফেব্রুয়ারি মাস। উত্তরের আবহাওয়া খারাপ। বিমানটা ঠিক জামাইকা অতিক্রম করার পরই মন্টেগো বে-তে অবতরণ করেছিলো। সেখানে বেশ কয়েক ঘন্টা আমরা অবস্থান করি। আমাদের হোটেল লাঞ্চ পরিবেশন করা হয়েছিলো আগ্রাসী কৃষ্ণাঙ্গ ওয়েটারদের দিয়ে, যারা ট্যুরিস্টদের জন্যে অপেক্ষা করতে খুব বেশি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। (একদা, বারো বছরেরও বেশি সময় আগে, উদ্বেগ আর প্রায় বেদনার এক সময়ে, দ্বীপটার অপর প্রান্ত থেকে, কলার জাহাজে চেপে আমি ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলাম পোর্ট অ্যান্টোনিও থেকে।) একেবারে পড়ন্ত বিকেলে আমাদের বিমান আবার আকাশে উড়লো। তারপর বিমানটি রাতের বেলা অবিরাম উড়ে চললো, উড়ে চললো রাতভর। আমরা কয়েক ঘন্টা ধরে উড়লাম। জ্বালানি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা উড়ে চললাম আর জ্বালানির জন্যে আমাদের নামতে হলো বাল্টিমোর। এখানে বিমান থেকে যাত্রীদের নামার অনুমতি ছিলো না। বাল্টিমোর অফিসিয়াল পোর্ট অব এন্ট্রি ছিলো না বলে নামা যায়নি। আমাদের বিমান আবার আকাশে উঠলো এবং কিছু সময় উড়ে চললো। ছিনতাই করা বিমানের মতো। প্যান আমেরিকান ওয়ার্ল্ড এয়ারওয়েজের ছোট বিমানে উনিশ বছর আগের ভ্রমণের মতো লাগছিলো আমার (সেই ফ্লাইটে আমার ছোট্ট প্যাডে প্রতি ঘন্টায় সব কিছু নোট করে রেখেছিলাম আমি)। এখন আমাদের বিমান চক্কর দিচ্ছিলো খারাপ আবহাওয়ার কারণে অবতরণ করতে না পেরে। তুষার পড়ছিলো। সুতরাং অবতরণ করতে না পারা পর্যন্ত আমাদের বিমান উড়তে লাগলো। মধ্যরাতের কয়েক ঘন্টা পর অবশেষে আমরা অবতরণ করলাম।

কোনো ধাতব মুদ্রা ছিলো না; আমেরিকান টেলিফোনের বিভিন্ন প্রকার শব্দ সম্পর্কেও কোনো জ্ঞান ছিলো না। আর সেই বিশাল ঠান্ডার মধ্যে অবতরণ করে, আমি পরদিন বা সেই দিন আবিষ্কার করলাম যে আমার বইটাকে প্রকাশক অপছন্দ করেছে, এবং এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে কয়েক সপ্তাহ আগেই। অন্যদিকে আমার জার্নালিস্টিক ভ্রমণের লেখাগুলোর পরিণতিও একই হয়েছিলো।

১৯৫০ সালে দুইবার আমি নিউ ইয়র্কে ছিলাম স্বল্প সময়ের জন্যে। প্রথমবার যে নিউ ইয়র্ককে দেখেছিলাম সেই নিউ ইয়র্ক আর দেখতে পেলাম না

BanglaBook.org

দ্বিতীয়বার। প্রথমবার দেখেছিলাম রাইমু ও মারিয়াস এবং South Wind ও ধূসর আকাশের নিউ ইয়র্ক। কেবল এবারই আমার সকল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে সেই নগরটিকে দেখার চিন্তা করেছিলাম আমি। কেবল এবারই আমার জ্ঞান বৃদ্ধি পায় ট্যাক্সি ড্রাইভারের নির্যাতনের চিন্তায়, সে আমাকে ঠকিয়েছিলো; হোটেলে কৃষ্ণাঙ্গ লোকটাকে টিপ দিতে না পারায় সেটা নিজেও অনুভব করেছিলাম।

হোটেলের নামটা আমি মনে করেছিলামঃ ওয়েলিংটন। আমার মনে পড়েছিলো সেটার লেখার কাগজ, যে কাগজের ওপর আমার আগমনের রাত্রির দিনপঞ্জি লিখেছিলাম আমি। সেই হোটেলটা কি এখনো আছে? আমার বন্ধু রবার্ট সিলভার্স, সেন্ট কিটস ও আঙ্গুইলা বিষয়ক আমার আর্টিকেল যে তার কাগজে, *The New York Review of Books*-এ, প্রকাশ করেছিলো, সে আমাকে বলেছিলো, 'এটা এমন একটা হোটেল যেখানে সঙ্গীতকাররা থাকে।'

তথাপি এখানে একদিন আসাটা আমার কাছে অবাক করা ব্যাপারই ছিলো, ব্যস্ত রাস্তার ওপর এক হোটেল। সেটা হতে পারতো একটা প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, আমার মনে এটার পৌরাণিক প্রকৃতির সঙ্গে মিল রেখে এটাই আমি ভেবেছিলাম। দরোজা, লবি, ইত্যাদি জিনিসের কোনোটি আমার মনে পড়ে না, আমার প্রথম শৈশবের স্মৃতির মতো কোনো কিছু নয় বরং হোটেলটা আমার মধ্যে বেঁচে ছিলো কল্পনায়। চারপাশে অন্ধকারের ছায়া – আমি পৌঁছেছিলাম সকালে, আর খুব ক্লান্ত ছিলাম, এবং নার্ভাস। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে, ছবির চেয়ে চেতনা বেশি কাজ করেছিলোঃ ওয়েস্টপেপার বাস্কেটের ওপর চিকেন খাওয়া, স্নানের জায়গায় ঠান্ডা পানি এড়িয়ে যাওয়া। যতোটা না স্মৃতি তার চেয়ে বেশি স্বপ্ন, তবুও ঘটনার সঙ্গে মানিয়ে যাওয়া, আমার জন্যে ঃ যেহেতু ওই দিন স্থান ও কাল পরিণত হয়েছিলো এক বস্তুতে। সেই দিনটার শেষে ওই স্থান ও কাল আমাকে আলাদা করে ফেলেছিলো আমার অতীত থেকে। এবং সেই দিন শুরু হওয়া লেখকের ভ্রমণ ফুরায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রে আমার বইয়ের অগ্রীম টাকা খরচ করার পরিকল্পনা করেছিলাম আমি। কিন্তু অগ্রীম পাওয়া গেল না; কিন্তু আমি পরিকল্পনায় লেগে থাকলাম। আমার নিজের টাকা খরচ করতে থাকলাম। এটা ছিলো নিজের রক্ত ক্ষরণ দেখার মতো ব্যাপার। ঘটনাক্রমে আমি যাত্রা করেছিলাম পশ্চিমে। এবং ভিক্টোরিয়ায়, বৃটিশ কলোম্বিয়ায়, একটা একেবারে নতুন তৈরি বাড়িতে আসবাবপত্রসহ একটা ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আমি আবার কাজ শুরু করলাম। লেখকের জীবন ঃ মেজাজ যেমনই থাক না কেন, সব সময়ই প্রয়োজন নিজেকে দাঁড় করানো এবং আবার শুরু করা।

BanglaBook.org

স্বাধীনতা ও ক্ষতির এক পরিস্থিতিতে আমি শুরু করেছিলাম। আইডিয়াটা এসেছিলো তিন বছরেরও বেশি সময় আগে, পূর্ব আফ্রিকায়। হঠাৎ করেই এসেছিলো সেটা, উগান্ডার কাম্পালা ও কেনিয়ার নাইরোবির মধ্যে সারা দিনের এক ড্রাইভের সময়ে বিকেলবেলায়। সেটা এসেছিলো দুষ্টুমিপূর্ণ, মজাদার আইডিয়া হিসেবে; আফ্রিকার এই অংশে আমার লং-ড্রাইভে যাওয়ার অভ্যাস আর স্থানীয় প্রকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে মিল রেখে। এখন ওই আইডিয়াটাই ছিলো আমার যা কিছু মূলধন। যে ঐতিহাসিক বইটা লিখেছিলাম সেটার মেজাজের সঙ্গে ছিলো এর সম্পর্ক; আমার হতাশা; এবং গৃহহীনতা, ইতস্তত ভেসে বেড়ানো, ইত্যাদি আমি আরোপ করেছিলাম নিজের ওপর। আমি – আগেও যেমন ঘটেছিলো – পরিণত হয়েছিলাম আমার চরিত্রগুলোর একটি।

কয়েক সপ্তাহ পর আমার প্রেরণা শেষ হয়ে গেল, আর লেখাটি নিয়ে আমি আরও এগিয়ে যেতে পারলাম না। যা করছিলাম তার প্রতি আমার বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলাম। ভিক্টোরিয়ায় আমার দিনগুলো হেঁচড়ে চলতে শুরু করেছিলো, অথচ যখন লিখছিলাম তখন সহজেই দিনগুলো পার হচ্ছিলো। আর তখন প্রকৃত বিষয়টার মুখোমুখি আমি হয়েছিলাম যে, একজন মানুষ হিসেবে, যে ইংরেজিতে লেখালেখি করে জীবিকা নির্বাহ করে এবং যার আমেরিকান পাঠক নেই, সেই মানুষ হিসেবে আমার একমাত্র ফিরে যাওয়ার জায়গা হলো ইংল্যান্ড; আমি বুঝতে পারি যে ইংরেজির ভার থেকে আমার মুক্তি লাভের আশা ব্যর্থ হয়েছে; বুঝতে পারি যে ১৯৫০ সালে আমার দ্বীপ থেকে নির্গমন চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিলো।

ভিক্টোরিয়া থেকে ভ্যাংকুভার। অত্যন্ত খাটো স্কার্ট পরা অত্যন্ত লম্বা স্টুয়ার্ডেস ঃ ভয়ানক ছ্যাবলামি। টরোন্টো; লন্ডন। বিমানের ইঞ্জিনের কর্ণপীড়াদায়ক শব্দ, ঘন্টার পর ঘন্টা ; ফিরে আসার একটা পর্যায় যা আমি চাইনি। কুড়ি বছর ধরে আমি একটা ভ্রমণ করেছিলাম যা আমার প্রথম ভ্রমণকে ভেংচি কেটেছিলো। যদি কুড়ি বছর আগে, যদি নিজেকে আমি এক পলকও লেখক হিসেবে দেখতাম, প্রতিভাবান কেউ, এবং তার নামে বই, তাহলে নিজেকে আশীর্বাদ-প্রাপ্ত বলে বিবেচনা করতে পারতাম। কিন্তু ভয়ানক এক নিঃসঙ্গতা ছাড়া আর কোনো আশীর্বাদ আমার জোটেনি।

আমার বাড়িটা আর ছিলো না। লন্ডনে আমি একটা সার্ভিস্ড ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলাম ডলফিন স্কোয়ারে। কিস্তিতে টাকা দিতে হতো, বেশির ভাগ প্রতি সপ্তাহে। বিলটা আসতো এক মহিলার হাতের লেখায় ঃ গোলাকার, সহজ, লেখার নিচের লাইনে একটা নকশা ফুটে উঠতো। শান্তিময়, যৌনসুখে পূর্ণ, উৎকণ্ঠাহীন এক নারীর কথা বলে হাতের লেখাটা। আমি যখন নিচে অফিসে

BanglaBook.org

যাই বিল পরিশোধ করতে, আমি বোঝার চেষ্টা করি লেখাটা কোন মহিলার – কেরানীর মধ্যে কেউ হতে পারে – যে মহিলারই সে হোক, হয়তো সে জানে না কতোখানি আশীর্বাদ প্রাপ্ত সে ছিলো, আমার ভাড়ার হিংস্র অংকগুলো লিখতো।

গ্রীষ্মকাল শেষ হয়েছিলো। ইংল্যান্ডে প্রথম বারের মতো, উনিশ বছর পর, আমি শীতল অনুভব করলাম, অশুদ্ধরকম শীতার্ত। এই সময়ের আগে পর্যন্ত শীত ও গ্রীষ্মে আমার একই রকম পোশাক ছিলো, এবং কখনোই একটা পুলওভার বা গরম অন্তর্বাস বা ওভারকোটেরও প্রয়োজন অনুভব করিনি। আমি ব্যাকুল হয়ে থাকতাম কুয়াশাচ্ছন্ন আবহাওয়া, সংক্ষিপ্ত দিন, আর বিকেল না হতেই বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালানোর জন্যে। এখন, গরম কাপড়ের এই প্রয়োজনীয়তায়, যে প্রয়োজন ক্রমাগত বেড়েই যাচ্ছে বলে মনে হচ্ছিলো, আমি অনুভব করি শীতকে শীত আর অন্ধকার হিসেবে।

একদিন আমার জানলার নিচে কোথাও কাজের লোকেরা কাজ করছিলো। তারা একজন অপরজনের সঙ্গে কথা শুরু করেছিল। ব্যাপারটা ছিলো নাটক শোনার মতোঃ আলাদা আলাদা কণ্ঠস্বর, সতর্ক সংলাপ, চরিত্র, বাক্য, ধারণা, অভিনয়, স্টাইল। ইংল্যান্ডে আমার পুরোটা সময় আমি কখনোই শুনিনি কাজের লোকেরা ওভাবে কথা বলে, নিজেদের মধ্যে, অতো জোরে জোরে, একেবারে খোলা স্থানে, অতো সময় ধরে। বিষয়টা ছিলো আশংকা জাগানোর মতো। ইংল্যান্ডের আরেকটা দিক সম্পর্কে আমি জানতাম ঃ অক্সফোর্ড, সম্প্রচারের সঙ্গে জড়িত লোকজন, লেখকরা। এই রকম কোনো কিছুর সংস্পর্শে আমি কখনোই আসিনি, দেশটায় এত দীর্ঘ সময় বসবাস করার পরেও। যাদের কথা এখন শুনতে পাচ্ছিলাম সেই ধরনের কাজের লোকের কথা আমি পড়িনি; তাদের সম্পর্কে কোনো সিনেমাও দেখিনি।

ঘটনাক্রমেই আমি গ্লুকেস্টার শহরে গিয়েছিলাম একটা ব্যক্তিমালিকানাধীন বাড়িতে থাকার জন্যে। দিনটা ছিলো সিক্ত। রেল স্টেশনটা ছিলো ঠান্ডা, আর্দ্র, সেভার্ন নদীর নিকটতত্ব ইঙ্গিত করছিলো। গ্লুকেস্টার, এর বিশাল ক্যাথিড্রাল বাদ দিলে, ছিলো ছোট নগন্য সাধারণ একটা শহর। নিজে পছন্দ করে সেখানে থাকতে যাবো এমন কোনো জায়গা ছিলো না সেটা। কিন্তু এখন আমি সেখানে একটা ঘর পাচ্ছি, একটা আশ্রয়, আতিথেয়তা।

বাড়িটা ছিলো শহরের একেবারে কিনারে ঃ নগন্য বাড়িগুলোর পাশে ছিলো নগন্য মাঠ, কান্ডশীর্ষ সম্পূর্ণ কেটে ফেলা উইলো, সংকীর্ণ জলপ্রবাহ যাতে ভেসে যায় কল-কারখানার আবর্জনা, উইলো আর এই জলপ্রবাহ মিলে স্থানটাকে দেখাতো নগর-বস্তির মতো। আমি এই বাড়িটাকে পছন্দ করতে পারতাম না। কিন্তু এটা কারো বাড়ি ছিলো আর সেভাবেই তৈরি করা হয়েছিলো আর ভিতরের পরিবেশটাও ছিলো তেমন। বাড়িটা যেন স্বাগত জানাচ্ছিলো।

BanglaBook.org

এই বাড়িতে প্রথম দিন লাঞ্চের সময় কয়লার আগুন জ্বালানো হয়েছিলো। ফ্রেঞ্চ উইন্ডোগুলো ছিলো লম্বা সংকীর্ণ একটা বাগানের দিকে। অনেক দূরে রেল সড়কের আওয়াজ–এই দূরত্ব থেকে শুনতে বেশ ভালো লাগে। এই বাড়ির সমস্ত কিছুই ছিলো স্বাগত জানানোর মতো আর ভালো। আর এই অ-উচ্চাভিলাষী জায়গায় আমি নিজেকে অনুভব করি সুরক্ষিত, বিচ্ছিন্ন এবং আমার জানা প্রতিটা ক্ষত সৃষ্টিকারী বস্তু থেকে অনেক দূর। বহু সপ্তাহ পর প্রথমবারের মতো আমি সহজতা অনুভব করি।

সেই বিকেলে, বাড়িটার সামনের রুমে, যেখানে আসবাপত্র পুরনো হলেও যত্নে রাখা, আমি অনেক সপ্তাহ পর আমার বইটার টাইপকৃত পান্ডুলিপির ওপর চোখ রাখি যে বইটা শুরু করার চেষ্টা করেছিলাম ভিক্টোরিয়ায়। স্বাধীনতা ও তা হারানো বিষয়ে ছিলো ঘটনাটা। লেখার সময় যেমন মনে হয়েছিলো তার চেয়ে এখন অনেক ভালো মনে হলো রচনাটা। আমি সেই বাক্যটাও দেখতে পেলাম যেটা একেবারে সরাসরি এসে পড়েছিলো–একাগ্রচিত্ততার বাইরের একটা বাক্য, শব্দের দ্বারা সৃষ্ট ভাব থেকেই বাক্যটা লেখা হয়েছিলো। ভিক্টোরিয়ায় ওই সংকটজনক সৃষ্টিশীল মূহুর্তটি আমি হারিয়েছিলাম, হয়তো লেখাটায় কি বিষয় এসে পড়বে তা নিয়ে আমার উদ্বীগ্নতার কারণে এবং ভিক্টোরিয়ায় আমার অবস্থানের উদ্বীগ্নতা নিয়ে।

এখন, ওই ভালো বাক্যটির মূল্য অনুধাবন করতে পেরে, আমি আত্মসমর্পণ করলাম শব্দসৃষ্ট ছবিগুলোর কাছে, আর সে ছবিকে অনুসরণ করা পরবর্তী ছবিগুলোর কাছে। আমি অতীতে ডুবে যাই এবং আবার আফ্রিকার দিনগুলোর মেজাজে, যে মেজাজ থেকে ওই বাক্যটি লেখা হয়েছিলো। আমি শুনেছিলাম অথবা সৃষ্টি করেছিলাম–আমার কাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ে নানারকম সংলাপ; এই নির্দিষ্ট কাহিনীতে প্রচুর সংলাপ ছিলো। আমি সংক্ষিপ্ত নোট রেখেছিলাম। এবং সেই মেজাজ থেকে বা মনোযোগ থেকে যখন আমি বেরিয়ে এসেছিলাম কেবল তখনই আমি বুঝেছিলাম আমি কতোদূর এগিয়ে গিয়েছিলাম।

লেখক হিসেবে আমার প্রথম দিনগুলো, যখন আমার প্রতিভা ছড়িয়ে পড়ছিলো, আমি তখন এই মনোসংযোগের বিষয়টা আবিষ্কার করেছিলাম নাজেহাল অবস্থার মধ্যেও। সেটা এমন এক সামর্থ যা আচমকা তুলে নেওয়া যায়, এমন কি ভীষণ উদ্বীগ্নতাও সারিয়ে তোলা যায়। লেখালেখি আমাকে শক্তি দিতো; উদ্বীগ্নতা দূর করতো। আর এখন লেখালেখি আবার আমাকে রক্ষা করলো। বইটা আমাকে ফেরত দেওয়া হয়েছিলো। আমি ধীর গতিতে লিখতে শুরু করেছিলাম, দিনে দিনে।

BanglaBoi.org

গ্রীষ্মকালে জমা দেওয়া বইটা আমাকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় শীতকালে। বইটা আর প্রতিদিনের সৃষ্টিকর্ম ছাড়া আমি ওই খারাপ সময়টা কিভাবে পার করতাম জানি না। আমার ক্ষেত্রে সবকিছুই শুরু হতো লেখা থেকে। লেখাই আমাকে নিয়ে এসেছিলো ইংল্যান্ডে, আবার ইংল্যান্ড থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিলো; আমাকে হতাশায় প্রায় ভেঙে ফেলেছিলো। এখন এই লেখালেখি, বইটা, প্রতিদিন দিচ্ছে সম্ভাব্যতা, আর রাতের পর রাত আমাকে জাগিয়ে রেখেছে।

গ্লুকেস্টারে আমি থাকতে চেয়েছিলাম এক সপ্তাহের মতো। কিন্তু থেকে গেলাম প্রায় তিন মাস, জায়গাটির চমৎকার জাদু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে ইচ্ছা করছিলো না।

আসল কম্পোজিশনের কয়েক সপ্তাহ আমার সামনে পড়ে ছিলো যখন আমি গ্লুকেস্টার ত্যাগ করেছিলাম, চলে এসেছিলাম উইল্টশায়ারে, উপত্যকায়। প্রথম চারদিন খুব বৃষ্টি পড়ছিলো আর কুয়াশা; কোথায় আছি তা সামান্যই দেখতে পাচ্ছিলাম। গ্লুকেস্টারের বাড়ির সামনের কামরা থেকে অবস্থান্তর করার ভালো পথ ছিলো যা আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হয়েছিলো, আমার আফ্রিকান সৃষ্টির জন্যে মঙ্গলজনক। বইটার জন্যে সেটা ভালো ছিলো, যে বইটা তখনো প্রথম খশড়ার পর্যায়ে ছিলো। একটা বই যখন ওই পর্যায়ে থাকতো, আমার চারপাশের বস্তু ঢুকে পড়তো তার ভিতর লেখার ভিতর দিয়ে, বর্ণনার আবেগের অংশে পরিণত হতো, এবং একবার বইয়ে লেখা হয়ে গেলে, তা বের করে দেওয়া খুব কঠিন হতো। কাজেই আমি চেষ্টা করেছিলাম, একটা বই কম্পোজ করবার সময়, সমস্যা এড়িয়ে যাবার। এবং সেই উইল্টশায়ার উপত্যকার কুয়াশাই ঠিক ছিলো।

আমার কল্পনায়, আমার কাহিনীর ওই পর্যায়ে, আমি বাস করছিলাম একটা প্রস্তুত আফ্রিকায়, একটা রূপকথার দেশ যা মিশে গেছে (আমার প্রয়োজন অনুযায়ী) রোয়ান্ডার উঁচু, বৃষ্টিবহুল মালভূমি ও পশ্চিমাঞ্চলীয় উগান্ডার সিক্ত, চাষাবাদী কিগেজি পাহাড়ে।

ত্রিনিদাদে একটা শিশু হিসেবে আমি সব কিছু গেঁথে রাখতাম মনের পর্দায়, যা পড়তাম ত্রিনিদাদের প্রাকৃতিক দৃশ্য বিষয়ে, ত্রিনিদাদের গ্রামাঞ্চল, পোর্ট অব স্পেইন সড়ক। (এমন কি ডিকেন্স ও লন্ডনকেও আমি পোর্ট অব স্পেইনের রাস্তাগুলোর সঙ্গে কল্পনা করতাম। চরিত্রগুলো কি ছিলো ইংরেজ, শ্বেতাঙ্গ, অথবা তারা আমার পরিচিত মানুষে পরিবর্তিত হয়েছিলো? এই রকম একটা প্রশ্ন ছিলো অনেকটা এমন যে কোনো ব্যক্তিকে রঙিন অথবা সাদা কালো স্বপ্ন দেখতে বলা। কিন্তু আমি ভাবি ডিকেন্সের চরিত্রদের আমি বদল করে দিয়েছিলাম আমার চেনা লোকদের মধ্যে। যদিও আমার মনের এক কোয়ার্টারের অর্ধেক দিয়ে আমি

BanglaBook.org

জানতাম যে ডিকেন্স ছিলেন পুরোটাই ইংরেজ, তথাপি আমার ডিকেন্স ছিলেন বহু বর্ণের।) ত্রিনিদাদ বিষয়ে যা পড়তাম তা মনের পর্দায় ধরে রাখার ওই সামর্থ, উপনিবেশিক, নিরক্ষীয়, বহু বর্ণের পৃথিবী যে পৃথিবী ছিলো আমার একমাত্র চেনা, সেই সামর্থ বিলীন হয়ে যায় আমার বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। এটা ছিলো আংশিক ভাবে আমার ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের ফলাফল, আত্মসতর্কতো আর আমার ফ্যান্টাসির কাজের ঘনিষ্ঠতা। এটা ছিলো আংশিকভাবে লেখকের কারণে। খুব কম লোকেরই ছিলো ডিকেন্সের বিশ্বজনীন চোখ। আর ফ্যান্টাসির সেই উপহার চালানোর অযোগ্য হয়ে পড়েছিলো ১৯৫০ সালে আমি ইংল্যান্ডে আসার পর পরই। আমি যখন বাস্তবতার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়েছিলাম, ইংরেজি সাহিত্যের বিশ্বজনিনতা থেমে গিয়েছিলো, ফ্যান্টাসির বিষয় হিসেবে যেমন থেমে গিয়েছিলো।

এখন, শীতকালে উইল্টশায়ারে, শিশুর ফ্যান্টাসি নিয়ে আমি অন্যভাবে কাজ করি। আমি নিঃসঙ্গতা, শূন্যতা ইত্যাদি আমার চারপাশের দেশটির মধ্যে প্রবিষ্ট করাতাম। এবং চার দিন পর যখন কুয়াশা উঠে গেল এবং আমি হাঁটতে বেরিয়েছিলাম, আমার গল্পের আফ্রিকার কোনো বস্তু লেগে থাকতে দেখলাম আমি জমিনে।

আমি হেঁটে গিয়েছিলাম ঢেউ তোলা সৈকত আর পুরনো না-ছাটা গাঢ় সবুজ গাছগুলোর ভিতর দিয়ে; এবং সরকারী সড়ক বরাবর, চকমকি পাথর ইট আর খড়ের ছাউনির কুটিরগুলো অতিক্রম করে (কিন্তু তখনো পরিষ্কারভাবে না দেখেও), এবং পাহাড়ের উপর উইন্ডব্রেকের পাশে গোলাঘর পর্যন্ত। উইন্ডব্রেকের একটা ফাঁক দিয়ে আমি দেখতে পেয়েছিলাম স্টোনহেঞ্জ; একটা খুব প্রশস্ত দৃশ্য। আমি পাহাড় থেকে হেঁটে নেমে এসেছিলাম তলদেশের খামার বাড়ি পর্যন্ত। আমি একটা লোককে স্টোনহেঞ্জের রাস্তার কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। সে আমাকে বলেছিলো খামার বাড়িটা ছাড়িয়ে যেতে, তারপর ডান দিকে ঘুরতে, চওড়া ঘাসের পথ বরাবর। খামারের চারপাশে ভূমি কর্দমাক্ত, ট্র্যাকটরের টায়ারের দাগে এবড়োখেবড়ো। পানিতে ধূসর আকাশের প্রতিফলন। ঘাসে ছাওয়া পথের ঘাস, ক্ষুদ্র শৈলের ঢালের উপর দিকে যেখান থেকে স্টোনহেঞ্জের একটা কাছের দৃশ্য দেখা যায়; ঘাস ছিলো লম্বা আর ভেজা।

আরেক দিন আমি সরকারী সড়ক ধরে আরেক দিকে হেঁটে গিয়েছিলাম, স্যালিসবারির দিকে। আমি পৌঁছায় একটা চিহ্নিত ফুটপাথে। সেটা ছিলো কাদায় ভরা, গভীর কাদা। দুই বা তিন শ' গজ যাবার পর আমি পিছনে ঘুরি। (যেমন একদা, চার বছর আগে, উগান্ডার কিগেজিতে, একটা কার থেকে বের হচ্ছিলাম এক বৃষ্টিঝরা বিকেলে, পাহাড় ও কুঁড়ে ও বিকেলের ধোঁয়াময় এক গ্রামে, সেই জাদুকরী দৃশ্যের মধ্যে থাকার আকুল কামনায়, আমি নিজেকে

BanglaBook.org

সেখানে খুঁজে পাই পশু-বিষ্ঠার পাঁকে, আফ্রিকানদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে, এবং আমাকে পিছনে ঘুরতে হয়েছিলো, ফিরে আসতে হয়েছিলো আমার কাছে, তারপর গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছিলাম।)

এরপর সরকারী সড়কে খুব বেশি আর আমি অভিযানে যাইনি। আমি নিম্নাঞ্চলের দিকে লেগে থাকি, ঘাসে ঢাকা গাড়ি চলাচলের পথ, উপত্যকার তলদেশে খামারের চারপাশে আমি হাঁটি। এবং আমি সৃষ্টি ও পরিব্রাজনের সেই ছন্দে নিয়মিত সহজেই চলতে থাকি, সকালবেলায় লেখালেখিতে আফ্রিকা, লাঞ্চের দেড় ঘন্টা পর উইল্টশায়ার। আমি আফ্রিকাকে প্রক্ষেপন করি উইল্টশায়ারে। উইল্টশায়ার–আমি পরিব্রাজন করি যে উইল্টশায়ারে–আফ্রিকাকে আমার কাছে ফিরিয়ে দিতে আরম্ভ করে। সুতরাং মানুষ ও লেখক এক হয়ে যায়; বৃত্ত পূর্ণ হয়।

আমার কল্পনার আফ্রিকা শুধু একমাত্র সূত্র ছিলো না –কেনিয়া, উগান্ডা, দ্য কঙ্গো, রোয়ান্ডা; ত্রিনিদাদেও কালো মানুষদের দেখা গেছে হুমকিমূলক চুলের। সেটা এখন উইল্টশায়ারেও। এটা আমার যন্ত্রণা থেকে সৃষ্ট দেশও বটে, বিস্ফোরিত মাথার স্বপ্নে প্রকাশিত। এক বছরের সামান্য বেশি আগে, নতুন বিশ্ব বিষয়ক বইটার শেষ দিকে, নিজেকে নিয়েই আমার ফ্যান্টাসি ছিলো যে আমি নদীর তলায় ভেসে যাওয়া একটা লাশ (নদীটা দেখতে প্রাক-রাফায়েল যুগে আঁকা ছবির সেই নদীর মতো যে নদীতে ওফেলিয়া ডুবে গিয়েছিলো, ত্রিনিদাদে আমার এলিমেন্টারি স্কুলে আমি ব্যবহার করেছিলাম যে *Nelson's West Indian Reader* তাতে ওই ছবির প্রতিকৃতি ছিলো। সেই নদীটাকে মনে হয়েছিলো আমার কুটিরের পিছনে প্রবাহিত নদীটা)। এখন প্রতি রাতে কোনো স্তরে আমার মাথার ভিতর বিস্ফোরণ হয়, একটা দ্রুত স্বপ্নের মধ্যে তা ঘটে, আমাকে মনে করায় যে এই দফায় আমি মরবো, যে এই দফায় আমি আর আমার ভিতরে জেগে ওঠা অবিরাম চেঁচামেচি থেকে বাঁচতে পারবো না।

ওই রকম সহিংসতা আমার আফ্রিকায়, আমার পাথুরে কুটিরের নিরাপত্তায়, যেখানে প্রতি রাতে আমার জন্যে ছিলো কয়লার আগুন! আমার ফ্যান্টাসির আফ্রিকায় কতোটা বেশি চলে গিয়েছিলো। বিশ্রামের পয়েন্ট হিসেবে, অবকাশ হিসেবে, মুক্তির এক প্রতিশ্রুতি, আমি নিজেকে খেলতে দিই, হাল্কাভাবে, প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় ধারণার সঙ্গে যা আমার কাছে এসেছিলো চিরিকোর তৈলচিত্র The Enigma of Arrival থেকে।

শূন্য জেটি; প্রাচীন জাহাজের মাস্তুলের কিছু অংশ; দরোজাপথ; ধূর্ত, সম্মোহন জাগানো নগরী যেদিকে আলখাল্লা পরিহিত লোক দুটো যাচ্ছে।

দুই দিন ধরে তারা জাহাজ ভাসিয়েছে, উপকূলের কাছাকাছি থেকেছে। তৃতীয় দিন জাহাজের ক্যাপ্টেন তার ডেকের যাত্রীকে তুলে আঙুল দিয়ে ইঙ্গিত

BanglaBook.org

করে উপকূলের নগরটি দেখালেন। ওই যে। তুমি ওখানে। তোমার ভ্রমণ শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যাত্রীটা, সকালবেলার অস্পষ্টতার মধ্যে নগরটির দিকে তাকিয়ে, সাগরের বুকে অলক্ষ্যযোগ্য নগরের আবর্জনা ভাসতে দেখে, নগরটা যদিও বিখ্যাত তবুও অলক্ষ্যযোগ্য—পচা ফল, টাটকা শাখা, কাঠের অংশ, জলভাসি কাঠ—যাত্রীটির মনে শংকার একটা প্রবাহ। তাকে ক্যাপ্টেনের দেওয়া তিক্ত মধু পানীয়ে সে চুমুক দেয়; সে ভান করে তার জিনিসপত্র সব এক সাথে নেওয়ার; কিন্তু সে জাহাজ ত্যাগ করতে চায়নি।

কিন্তু তাকে স্থলে নামতে হয়েছিলো। ও ধরনের অ্যাডভেঞ্চার তার কাছে এসেছিলো ওই নগরীর রোদ-লাগা দেয়ালের ভিতর দিয়ে। এমন ধ্রুপদি সে নগরী, জাহাজ থেকে দেখা; তেমনই যেন বহির্জগতের, এর দেবতা ও ধর্মীয় আচারও তেমন অদ্ভুত। এই দৌড়ে আমার নায়ক একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হিসেবে সমাপ্তি টানবে, আরো পরিষ্কার বাতাসের মধ্যে পালিয়ে যাওয়ার আকাংখী এক মানুষ। একটা দরোজা দিয়ে সে ঢুকে পড়েছিলো, আর নিজেকে খুঁজে পেয়েছিলো আবারও জেটিতে। কিন্তু জেটির দেয়ালের ওপর তখন কোনো মাস্তুল ছিলো না। জাহাজও নেই। তার ভ্রমণ—তার জীবনের ভ্রমণ—তৈরি হয়েছিলো।

আমার কখনো মনে হয়নি যে মনোরম ফ্যান্টাসি হিসেবে পাওয়া গল্পটা অনেক আগেই ঘটেছিলো, এবং সেটা আমারই অবয়ব।

আমার জানার কোনো উপায় ছিলো না যে, যে প্রকৃতির দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত ছিলাম সেই প্রকৃতি বস্তুত ছিলো সদাশয়, আমার জন্যে ওই রকম গুণের প্রথম প্রকৃতি। আমি যেন এখানে আরোগ্য লাভের জন্যে এসেছিলাম; কুয়াশাময় সেই প্রথম চারটে দিন—আমি নিম্নভূমির দিকে হাঁটতে যাবার আগে— আমার জন্যে ছিলো পুনর্জন্মের মতো। ইংল্যান্ডে কুড়ি বছর থাকার পর, অবশেষে এখানকার আবহাওয়া সম্পর্কে আমি শিখেছিলাম; অবশেষে আমি সংযোগ করতে শিখবো নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে, গাছের পাতা, ফুল, নদীর স্বচ্ছতা, নির্দিষ্ট মাসগুলোয়। সবচেয়ে অজানা পথে, অগ্রসর বয়সে, একটা বিদেশী রাষ্ট্রে, আমি এমন এক ভূ-প্রকৃতি খুঁজে পেয়েছিলাম এমন এক পথে যা আমি ত্রিনিদাদে বা ভারতে পাইনি (দুটোই আলাদা ধরনের যন্ত্রণার উৎস)। আমার লেখার ভিতর দিয়ে যে উন্মুক্ততায় আমি পৌঁছাতে যাচ্ছিলাম, তা আমার আবাসনের বস্তুগত শান্তির সমান্তরাল ছিলো। মনে-প্রাণে আমি বিদূরিত হয়েছিলাম; এবং দশ বছর ধরে এই ভূ-প্রকৃতিকে আমি মনোসংযোগের কাজে লাগিয়েছিলাম।

জ্যাকের কুটির অতিক্রম করে যে লোকটা হেঁটে গিয়েছিলো সে সব কিছু দেখছিলো যেন জীবনে প্রথম। সাহিত্যিক দর্শন স্বাভাবিকভাবেই তার কাছে

BanglaBook.org

এসেছিলো, কিন্তু সবকিছু নিজের চোখেই দেখার জন্যে সে বড়ো হয়েছিলো, কুড়ি বছর আগে। আর সব দেখে, সে হয়তো শব্দ বা স্বর খুঁজে পাচ্ছিলো না। সরলতা আর সরাসরি মনোভাব তার মধ্যে জায়গা নিতে লম্বা সময় লেগেছিলো; তার পক্ষে প্রয়োজন ছিলো প্রচুর ভ্রমণ।

অনেক সময় পেরিয়ে যাবার পর, সবসময় আমার উপাদানের সিনথিসিস হিসেবে দেখে, আমার জগৎ, আমার দেখার নিজস্ব ধরন, আমি প্রথম বইটা সম্পর্কে ভাবতাম এবং অতীতে বসবাস করতে ফিরে আসতাম। প্রথম চ্যাপ্টার বা সেকশনটা লেখার সময় আমি লন্ডনে থাকাকালীন প্রথম সপ্তাহের কিছু কথা আমার মনে আসে। আমি তখন অ্যানজেলার বোর্ডিং হাউসে থাকতাম। আমার লেখকের উচ্চাকাংখা, আমার সামাজিক অনভিজ্ঞতা ও উদ্বেগ; আমার স্মৃতি থেকে প্রায় সবটাই মুছে গিয়েছিলো।

আমি বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান দেখতে বাইরে যাই। পর্যটকরা এটা করে থাকে। এবং একদিন, মধ্য লন্ডনের কোথাও, হয়তো এমব্যাংকমেন্ট বরাবর, আমি এস.এস. কলাম্বিয়ার কাউকে বসে থাকতে দেখলাম একটা স্ট্যাচুর নিচে পাতা বেঞ্চির ওপর তাকে মনুমেন্টের অংশের মতো লাগছিলো। গাঢ় রঙের স্যুট পরা; একজন ছোটখাটো মানুষ অগাস্ট মাসে গরম (মাস ও আবহাওয়া পরে এক সঙ্গে খাপ খেয়ে গিয়েছিলো লেখকের ক্ষেত্রে)। লোকটা ক্লান্ত ছিলো। সে দর্শনীয় স্থানে ঘুরতে এসেছিলো এবং সম্ভবত সামান্য আইডিয়া ছিলো আমার মতো কি করছিলো তা নিয়ে ঃ ভ্রমণ অনেক বেশি মনের আনন্দ।

সে একজন বাটলার, আমি চিন্তা করলাম, কলাম্বিয়া জাহাজের এই লোকটা। হয়তো কথাটা সে আমাকে জাহাজে বলেছিলো; কিংবা হয়তো আমি এটা মনে মনে বানিয়েছি, কোনো সিনেমার বাটলারের সঙ্গে চেহারার মিল খুঁজে পাওয়ার ফলে। সে আমার সঙ্গে একেবারে আচমকা কথা বলা শুরু করলো কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই। কলাম্বিয়ায় উৎসব রাত্রিতে নৈশপ্রহরি যেমনটা বলা শুরু করেছিলো, ড্যান্স লাউঞ্জের বাইরে যারা ছিলাম আমরা, সে আমাদের বক্তৃতা শুনিয়েছিলো। জাহাজে তিনদিন থাকার পর প্রত্যেকেই বিশ্বাসহীন হয়ে পড়ে, সে বলেছিলো; তীরে যদিও লোকেরা যার যার মতো হয়ে ওঠে আবার এবং জাহাজের রোমাঞ্চ ভুলে যায়।

বাটলার ফ্রান্সে যাচ্ছিলো। সেখানে এক সপ্তাহ—সন্দেহ নেই প্যারিসে ঃ আরো অনেক দর্শনীয় স্থান—এবং তারপর আরেকটা জাহাজ তাকে তুলে নেবে লে হাভ্রে অথবা চারবুর্গ থেকে নিউ ইয়র্কের উদ্দেশে। এবং চমকপ্রদ ছুটির দিনগুলো শেষ হয়ে যাবে। সে নিজের দেশে ফিরে যাবে, হোটেল আর ক্লান্তি আর অদ্ভুত খাবার থেকে মুক্ত হয়ে। আর আমি ব্যাকুলভাবে চেয়েছিলাম তার

BanglaBook.org

সঙ্গে ফিরে যাই। আমি তার সঙ্গী হতে চাইনি বা তার সঙ্গে কথা বলতে চাইনি অথবা থাকতে চাইনি তার বাড়ি বা অ্যাপার্টমেন্টে। আমি এ মুহূর্তে সে যেমন সেই রকম হতে চেয়েছিলাম, ভ্রমণরত মানুষ। আমি ব্যাকুলভাবে চেয়েছিলাম, লন্ডন-মুক্ত হতে। আমি বাড়িতে ফিরে যেতে চাইনি, যদিও; আমি জানতাম সেখানে আর কিছুই নেই। আমি শুধু সেই দিনটাকে চেয়েছিলাম, বাটলারকে কথাবার্তায় মগ্ন রাখার চেষ্টা করছিলাম, দু'জনে মিলে লন্ডনের আশ্চর্যতা নিয়ে একমত হবার চেষ্টা করেছিলাম, আমি সেই দিনটাকে চেয়েছিলাম এটা অনুভব করতে যে ইংল্যান্ড আমার জন্যেও সাময়িক।

কুড়ি বছর পর, যখন আমি উপত্যকায় প্রথম আসি, আমার গল্পের একটা চরিত্রের মতো, আমি জাহাজেই থাকতে চেয়েছিলাম।

দশ বছরেরও বেশি সময় পর আমি উপত্যকায় ফিরেছিলাম, যখন সেখানে আমার শেষ সময়ে পৌঁছে গেছি আমি, ম্যানোরের কুটিরে আমার সময়, আমার দ্বিতীয় জীবন, ইংল্যান্ডে আমার প্রথম সপ্তাহের কথা প্রচন্ডভাবে মনে ছিলো আমার। অ্যানজেলার কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছিলাম আমি।

তার কোনো খোঁজখবর জানা ছিলো না আমার তিরিশ বছর। এমন কি তার নামটাও প্রায় ভুলতে বসেছিলাম; যখন সেই পুরনো দিনগুলোর কথা চিন্তা করেছিলাম কেবল তখন অনেক কিছু মনে পড়ে গিয়েছিলো। আর অ্যানজেলার কাছ থেকে আসা এই চিঠি কতোগুলো শব্দ বা নোটের চেয়েও অনেক বেশি কিছু ছিলো। চিঠিটা ছিলো অনেক পৃষ্ঠার, অনেক দিন ধরে লেখা, আর হাতের লেখা দেখে বোঝা যায়, নানারকম মেজাজ নিয়ে লেখা।

লেখাটা ছিলো গোলাকার, দ্রুত, পাতলা নিবের, এই উত্থিত, এই ডান দিকে ঝুঁকে পড়া। এখন লাইনগুলো সোজা, এখন আবার এবড়োখেবড়ো; এই অক্ষরগুলো সতর্কভাবে আকৃতি দেওয়া হয়েছে, এই আবার সেগুলো উপর নিচে উঠে গেছে আর অসমাপ্ত রেখে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু লেখার অপরিহার্য একটা ধরন ছিলো; এই হাতের লেখা ছিলো ইংরেজ নারীদের হাতের লেখার মতো, গোলাকার এবং দ্রুত, গোলাকার অক্ষরগুলো কোনো কোনো সময় সমান হয়ে গেছে, চওড়া হয়ে গেছে যেমন সেগুলো লম্বাটে, ডিম্বাকৃতি, প্রকাশ করছে অসাড় যৌনক্ষুধা। হাতের লেখার ইংরেজত্ব ছিলো বিস্ময়কর; যেন ইংল্যান্ডে বসবাস করে অ্যানজেলা সেই হাত অর্জন করেছিলো। খামের ওপর পোস্ট মার্ক ছিলো বাকিংহামশায়ার শহরের ঃ মধ্যবিত্ত, কম্যুটার শহরের।

BanglaBook.org

বংশনাম লিখেছিলো অ্যানজেলা (ব্রাকেটে) চিঠির শেষে, সেটা ছিলো ইংরেজদের বংশনাম। আমি তার ইতালীয় বংশনাম ভুলে গিয়েছিলাম, খুব কম

ব্যবহারের কারণে; কিন্তু এই ইংরেজি পদবি মনে হলো বিদঘুটে, মনে হলো আমি যে মানুষটাকে চিনি তার সঙ্গে এ নাম খাপ খায় না। সে আমাকে একটা ইংরেজি নাম দিয়েছিলো প্রথম সাক্ষাতের দিন। সে আমাকে ভিক্টর বলে ডাকতো। সে বলতো যে আমার হিন্দি বা সংস্কৃত নাম তার পক্ষে খুবই শক্ত এবং ওই নাম ব্যবহারের কোনো চেষ্টাই সে করেনি কখনো। তিরিশ বছর পর নামটা সে আবার স্মরণ করেছে।

প্রিয় ভিক্টর। আমি অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু হয়তো কেউই (বিখ্যাত ব্যক্তিরা ছাড়া যেমন অভিনেতা, নৃত্যশিল্পী, খেলোয়াড় এবং বিনোদন জগতের মানুষেরা, যারা বেঁচে থাকে অন্যদের কাছ থেকে পাওয়া বস্তুগত মুগ্ধতায়) হয়তো কেউই অনুরাগীকে ভোলে না; আর এ কথা নারীদের ক্ষেত্রে হয়তো আরো সত্যি, যতো তাদের বয়স বাড়ে ততো বেশি বেশি করে প্রেমিকদের কথা স্মরণ করে তারা

প্রিয় ভিক্টর। আর এটা আমার ওপর কাজও করলো, সত্যি ঃ সমস্ত যৌন আকাঙ্খার ভিতর দিয়ে, অ্যানজেলা নামটা আমাকে লন্ডনে আমার সেই প্রথম সময়টার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ও প্রহেলিকার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিলো; আর অ্যানজেলার ওয়েট্রেস পোশাক, লাল ঠোঁট; এমন কি আমার মনে পড়ে গিয়েছিলো তার ফার কোটের অনুভূতি (যেটা পরে, তার কাহিনী অনুযায়ী, সে প্রেমিকের রুম বা ফ্ল্যাট থেকে দৌড়ে পালিয়েছিলো এক রাতে, তার প্রেমিকটি সহিংস হয়ে উঠলে); আমার আরো মনে পড়েছিলো তার স্তনের অনুভূতি, তার কামরায় যে স্বাধীনতা সে দিয়েছিলো যখন অন্য লোকেরা — তার বন্ধু তারা, ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকার স্থানচ্যুত সব মানুষ—সেখানে ছিলো। আমার মনে পড়েছিলো—যা আমি প্রায় ভুলতে বসেছিলাম, যেহেতু প্রচুর বাস্তব লেখালেখি করতে হয়েছিলো—সেইসব দিনে আমার উদ্যোগ ছিলো, বিশাল অজ্ঞতা সত্ত্বেও, অ্যানজেলাকে জুতসই উপাদানে পরিণত করার। আমি প্রায়ই লিখতাম তার সম্পর্কে, তার স্তন সম্পর্কে, তার ফার কোট সম্পর্কে; প্রায়ই আমি নিজেকে উপস্থাপন করতাম।

সে আমার কথা শুনেছে রেডিওতে, সে লিখেছে; সে অনেক বার রেডিওতে আমার কণ্ঠস্বর শুনেছে এবং টেলিভিশনেও আমাকে দেখেছে, কিন্তু আমাকে বিরক্ত করার কথা ভাবতে পারেনি। সে নতুন করে নিজেকে তুলে ধরেছে। এবং সে পুনরায় তার অতীত নিয়ে লিখেছে, যেমনটা এক সময় আমিও করেছিলাম। সে লিখেছে, সে 'কেনসিংটনে' 'হোটেল' 'ম্যানেজ' করেছিলো, অক্সফোর্ডে যাবার আগে যেখানে আমি ছিলাম। আর্লস কোর্ট রোডের ইতালীয় রেস্তোরাঁ সম্পর্কে কিছুই লেখেনি। 'আমি মনে করি না তুমি জানো, কিন্তু ইতালিতে আমার একটা মেয়ে ছিলো, আমার বোন তার দেখাশোনা করছিলো। সেই মেয়ে এখন বড়ো

BanglaBook.org

হয়ে পঁয়ত্রিশ বছরের মহিলায় পরিণত হয়েছে আর তার নিজেরই ফুটফুটে এক শিশু কন্যা আছে এবং সে এমন উচ্চারণে ইংরেজি বলে যে তুমি ভাবতে পারবে না সে ইতালীয়।' চিঠির প্রথম অংশের ওখানেই সমাপ্তি, এর পুরোটাই লেখা হয়েছে এক ধরনের হাতের লেখায়, সুবিন্যস্ত দ্রুত, দৃঢ়।

এর পরই লাইনগুলো ঢালু হতে শুরু করেছে, অক্ষরগুলো আরো তীক্ষ্ণ, জায়গা নিয়েছে অবিন্যস্ত ঃ অনেক সময়, হয়তো অনেক দিন, পেরিয়ে গেছে চিঠির প্রথম অংশ লেখার পর। 'আমি কারো সঙ্গে বেরিয়ে যেতে অভ্যস্ত ছিলাম তুমি একেবারে যা পছন্দ করতে না। আর তোমাকে সত্যি কথা বলতে ভিক্টর আমি তাকে মোটেও কেয়ার করতাম না। কিন্তু যুদ্ধের সময়, সবকিছু তখন আলাদা ছিলো, অদ্ভুত সব লোকের সঙ্গে তোমাকে মিশতে হতো। তুমি যাজককে ঘৃণা করো তুমি পরোয়া করো না তারা কি বলে এবং তুমি জানো যে যৌবনকাল অজ্ঞ।' 'বেরিয়ে যাওয়া'—অনন্যসাধারণ ভাষা। এ শব্দবন্ধ কাউকে ব্যবহার করতে শুনিনি আর কখনো। অ্যানজেলা এক লোকের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলো যে লোক ছিলো একজন অপরাধী এবং অ্যানজেলার সঙ্গে আমার পরিচয়ের সময় লোকটা হয়তো কারাগারে ছিলো। যুদ্ধের সময় তাদের সাক্ষাৎ হয়েছিলো ইতালিতে। যুদ্ধের পর ইতালির বিশৃঙ্খলা থেকে লন্ডনের শান্তি ও শৃঙ্খলায় লোকটাকে অনুসরণ করে আসতে আনন্দিত হয়েছিলো অ্যানজেলা—যদিও লন্ডন সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিলো আমারই মতো ন্যূন।

'তুমি অক্সফোর্ডে চলে যাবার পর সব কিছু খুব খারাপ হয়ে উঠেছিলো, আজকের দিনে খবরের কাগজে তুমি যে সব বিধ্বস্ত স্ত্রীদের কথা পড়ো আমার অবস্থা হয়েছিলো সেই রকম, কেবল আমি কারো স্ত্রী ছিলাম না। এবং সেই লোক হোটেলে আসা শুরু করেছিলো আর আমি ভেবেছিলাম আমাকে মনে হয় বস্তায় পুরবে। কিন্তু তারপর এক দিন কেউ একজন হোটেলে এলো। টুইডের জ্যাকেট পরা লম্বা এক লোক এবং দ্বিতীয়বার সে যখন কথা বললো আমার চোখে স্থির চোখ রেখে আমি অনুভব করলাম স্বয়ং খোদা তাকে পাঠিয়েছেন ভিক্টর তুমি জানো আমি তেমন কোনো ধর্মবিশ্বাসী বান্দা নই কিন্তু আমি সেখানে খোদার হাত দেখলাম অবশ্যই বলবো। আমি ক্যাথোলিক চার্চে গেলাম এবং একটা মোমবাতি জ্বালালাম যে-কাজ শৈশব থেকে আর কখনোই করিনি। যখন তোমার সুবন্ধু শুনলো কি ঘটছে সে হোটেলে ছুটে এলো রক্ত নিতে কিন্তু আমি জানি না সে কি প্রত্যাশা করেছিলো। কিন্তু যার সঙ্গে লড়তে হবে তাকে দেখামাত্র সে কুঁকড়ে গেল ব্যাপারটা ছিলো বেদনাদায়ক আমি তার কান্নার উপক্রম মুখটা দেখে লজ্জা পেয়েছিলাম। ইংরেজ ভদ্রলোক ভিক্টর তুমি পরাস্ত করতে পারবে না, তুমি যতক্ষণ ইংরেজ ভদ্রলোক সম্পর্কে না জানবে ততক্ষণ ইংল্যান্ড সম্পর্কেও কিছু জানবে না। আমাদের সুবন্ধু দুই পায়ের মধ্যে লেজ

BanglaBook.org

গুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো, কিন্তু সে পুরনো চালাকি খাটিয়ে টেলিফোনে আমাকে নানা কথা বলতে লাগলো টুইডের জ্যাকেট পরা মানুষটা সম্পর্কে।'

টুইডের জ্যাকেট পরা মানুষটাই বিয়ে করেছিলো অ্যানজেলাকে—যদিও অ্যানজেলা এই লোকটারও অতীত জীবন বা ইতিহাস সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানতো না। ইতালি থেকে সে নিজের মেয়েকে নিয়ে এসেছিলো; এবং তারা বাকিংহামশায়ারে বসবাস করছিলো তার স্বামীর মৃত্যু পর্যন্ত। অ্যানজেলার চিঠিতে ওই সুখের বছরগুলো অতিক্রান্ত হয়ে গেছে দ্রুত; যে মানুষটা তাকে ওই সুখের বছরগুলো দিয়েছিলো তার কথা উপস্থাপিত হয়েছিলো কম।

অ্যানজেলার চিঠির বেশির ভাগ অংশ জুড়ে ছিলো তার স্বামীর মৃত্যু-পরবর্তী সময়ের কথা। তার মেয়ের কথা ছিলো, সেই মেয়ে যাকে শিশু অবস্থায় ইতালিতে ফেলে এসেছিলো অ্যানজেলা, তার সহিংস প্রেমিকের সঙ্গে লন্ডনে চলে আসার জন্যে। মেয়েকে অ্যানজেলার বাকিংহামশায়ারের বাড়িতে আনা হয়েছিলো, স্থানীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়েছিলো। কিন্তু বড় হয়ে আচমকা মেয়েটি নিজেকে অ্যানজেলার শত্রু বলে ঘোষণা দিলো। মেয়ের ছেলেবন্ধুরা ছিলো খারাপ, অ্যানজেলার মতে; তারপর মেয়ের স্বামীটা আরো খারাপ ছিলো, তাকে কারাগারেও থাকতে হয়েছিলো। মেয়ে আর মেয়ের স্বামী অসহ্য জ্বালাতন শুরু করেছিলো অ্যানজেলার ওপর, আর অ্যানজেলার স্বামীর মৃত্যুর পরে আরো বাড়াবাড়ি শুরু করেছিলো তারা। অ্যানজেলার বিরুদ্ধে তারা নিজেদের বাচ্চাদের লেলিয়ে দিতো; তাদের বাড়িতে অ্যানজেলাকে তারা নিষিদ্ধ করেছিলো।

অ্যানজেলার চিঠির বেশিটা জুড়ে লেখা ছিলো এই সব কথা। অতীতের কথা স্মরণ করে নয়, বরং এই সব কারণেই সে লিখতে বসেছিলো আমাকে। এই চিঠি সে লিখেছিলো বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন মানসিক অবস্থায়, স্থিতিশীলতার নানা পর্যায়ে, বিভিন্ন রকম হাতের লেখায়। আর চিঠির এই অংশ ছিলো দুস্পাঠ্য। পীড়িত লোকজনের কাছ থেকে মাঝে মাঝে যেমন চিঠি পেতাম ঠিক সেই রকম ঃ আমাকে লেখা, কিন্তু বাস্তবিক আমার জন্যে নয়। সংযুক্ত ভাবে আমি এটা পড়তে পারি না। আমি এটা পড়ি এক পৃষ্ঠা থেকে আরেক পৃষ্ঠায় লাফিয়ে লাফিয়ে।

'কিন্তু আমি এই জানি ভিক্টর ছোট মেয়েটা বড় হবে আর টেলিফোন ব্যবহার করা শিখবে যদিও ওর মা সেটা ভাবে না এবং ছোট মেয়েটা ফোন করতে চাইবে তার নানী এই আমাকে যেহেতু আমি তাকে ভালোবাসি। তোমার কাছে আমার ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার আছে ভিক্টর তোমারটা আমার কাছে নেই, দয়া করে ফোন করো আর এসো একদিন দেখা করা যাক, পুরনো দিনের গল্প করা যাবে।'

আমার কুটিরে বসে এই চিঠি পড়ি আমি। আমার চারপাশের পরিবেশ অনুভব করি আমি নিখুঁত ভাবে, অনুভব করি এখানে আমার উপস্থিতির

BanglaBook.org

অসম্পৃক্ততা। বাগানের দেয়ালের ওপাশে, এবং যেখানে জলজ চারণভূমি শুরু হয়েছে, সেখানে ছিলো বিশাল বিশাল অ্যাস্পেন গাছ। ওখানে তিনটে অ্যাস্পেন ছিলো, ওগুলো মিলে তৈরি করেছিলো দানবাকার এক পাখা; আমি ওদের বড় হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। একবার শীতে আমি দেখলাম দুটো অ্যাস্পেন গুঁড়ির নিচের অংশ রেখে উপরের অংশ কেটে ফেলা হয়েছে। এই রকম কোনো বিষয়ে দুঃখ না-পাওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম আমি নিজেকে। আমি নিজেকে এই বিশ্বাস থেকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম যে পরিবর্তনটাই স্বাভাবিক। কুটিরের অন্য দিকটায় দেখা যেতো দ্রুত-বর্ধনশীল বন্য সাইকামোর গাছ আর লম্বা, বাক্স আকারের ঝোপ। অন্য দিকে ছিলো পুরনো সৈকত, অন্ধকার অতি ছায়াচ্ছন্ন গলিপথ। যদিও এটা আমি কখনোই লিখে রাখিনি, আমার একটা ঘনিষ্ঠতা ছিলো জগতের সঙ্গে, একটা বিঘ্নিত জগতের সঙ্গে, যখন আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিলো অ্যানজেলার এবং আর্ল্‌স কোর্টে তার বন্ধুদের। আমরা উভয়েই আমাদের পুরনো রুটে ভ্রমণ অব্যাহত রেখেছিলাম।

আমি তাকে দেখতে যাইনি। আমি তাকে টেলিফোনও করিনি। সে যেখানে আছে সেখানে শারীরিকভাবে যাওয়া আমার জন্যে কঠিন। এবং তার অসুবিধা, তার অস্থিরতা—যা হয়তো সব সময়ই ছিলো এবং বয়সে তরুণ ছিলাম বলে যা হয়তো আমার চোখে পড়েনি, শুধু দেখতে ভালো লাগতো তার মুখের আকার ও রঙ—তার অস্থিরতা, কোনো সন্দেহ নেই তা সৃষ্টি হয়েছিলো ভয়াবহ যুদ্ধ আর পরবর্তী সময়ে তার লন্ডনের জীবন থেকে যা সে আদৌ বুঝতে পারেনি, সেটাও আমার কাছে খুব বেশি অমীমাংসিত ছিলো। নানা অসুবিধার মোকাবেলা করে নিজের ভারসাম্য বজায় রেখেছিলাম আমি।

তাছাড়া একটা বইয়ের মধ্যে আমি গভীরভাবে ডুবে ছিলাম। দূরবর্তী দেশগুলোর একটা পুরো নতুন প্রজন্মের ব্যাপারে আমাকে ভাবতে হচ্ছিলো, বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পুরনো নিশ্চিন্ত জীবন তাদের অস্থির আর অনিশ্চিত করে তুলেছিলো, আর ধর্মীয় চর্চার মধ্যে মিথ্যা সান্ত্বনা খুঁজছিলো। অ্যানজেলা আমাকে নিয়ে গিয়েছিলো অতীতে। আমি সেখানে বাস করছিলাম না আর, বুদ্ধিবৃত্তিক বা কাল্পনিক কোনো ভাবেই। আমার জগৎ আর আমার থিমগুলো আমার কাছে এসেছিলো অ্যানজেলাকে নিয়ে লেখা থামানোর অনেক পরে।

তার চিঠি শীগগিরই ঢাকা পড়ে গিয়েছিলো আমার কুটিরের নানা জায়গার কাগজপত্রের স্তূপের নিচে। কয়েক মাস পর আমার পক্ষে আর সম্ভব হতো না তা সহজেই খুঁজে বের করা। সে আর কখনোই আমাকে চিঠি লেখেনি।

BanglaBook.org

Ivy

আইভি

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আমার বাড়িওয়ালার সঙ্গে আমি কখনো কথা বলিনি। এবং তার ভাড়াটে হিসাবে যতো বছর সেখানে ছিলাম তার মধ্যে মাত্র একবার তাকে দেখেছিলাম। (আরো একটা ঝলক ছিলো; কিন্তু সেটা আরো সংক্ষিপ্ত; বেশ দূর থেকে, এবং তার পিঠের।) আসল ঝলক দেখা দিয়েছিলো সরকারি রাস্তায় এক বিকেলে, আমার পরিব্রাজনের শেষে; আর তার সঙ্গে এভাবে দেখা করার ব্যাপারে আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না, এবং সেটা ছিলো এতই সংক্ষিপ্ত যে পরে আর আমি বলতে পারতাম না আমার বাড়িওয়ালা দেখতে কেমন ছিলো।

সেই দিন আমি পরিব্রাজন করে লার্কের পাহাড় থেকে ক্ষুদ্র শৈল পর্যন্ত যাইনি এবং স্টোনহেঞ্জের কাছাকাছি দৃশ্য দেখার জায়গা পর্যন্ত। আমি সমতল ভূমিতে সংক্ষিপ্ত হাঁটি। পাহাড়ের তলদেশের খামারে এসে আমি মোড় নিয়েছিলাম, গাড়ি চালানোর চওড়া রাস্তার দিকে। কোনো কোনো জায়গায় কাঁটা তারের বেড়া ছিলো।

চওড়া পথের মুক্ত অংশে আমি এক রবিবারের বিকেলে জ্যাককে গাড়ি চালিয়ে ফিরে আসতে দেখেছিলাম তার শুঁড়িখানায় দুপুর বেলায় মদ্যপানের পর, তার পুরনো কারটা ঝাঁকুনি খাচ্ছিলো, ক্ষুব্ধ পানিতে লঞ্চের মতো সেটা লাঙল চালিয়ে যাচ্ছিলো ঘাসের ভিতর দিয়ে। এবং ওই পথেই ক্রিসমাস শনিবারে তার মৃত্যুর আগে সে গাড়িটা দু বার চালিয়েছিলো, একবার যাওয়া একবার ফিরে আসা, শুঁড়িখানায় তার বন্ধুদের সঙ্গে শেষ সন্ধ্যা কাটানোর জন্যে।

কাঁটাতারের বেড়ার ওপর দু-এক স্থানে তখনো জ্যাকের শ্বশুরের লাগানো প্লাস্টিক থলির প্যাড অবশিষ্ট ছিলো–জ্যাকের শ্বশুর ওগুলো লাগিয়েছিলো নির্বিঘ্নে বেড়া অতিক্রম করে আসা–যাওয়া করার জন্যে। আর ওই পথের বিরতিতে ছিলো পুরনো নিদর্শন, জ্যাকের হয়তো জানা ছিলো। এক দিকে, শূন্য, পরিত্যক্ত, ধূসর মৌচাক দুই সারিতে বসানো ছিলো ঘাসের মধ্যে; অন্য দিকে, সিলভার বার্চি আর ঝোপের শেডের মধ্যে, পরিত্যক্ত জিপসি ক্যারাভান, যেটা তখনো চালু অবস্থায় আছে বলে মনে হতো। তারপর আরো এগিয়ে , ওই দিকেই, তরুণ গাছগুলো অতিক্রম করে, কুটিরের আকারে সাজানো খড়ের গাদা এবং কালো প্লাস্টিক দিয়ে ঢাকা, বহু বছরের ব্যাধানে যার প্রান্তগুলো ছিঁড়ে গেছে,

উজ্জ্বলতা হারিয়ে গেছে, আর পাতলা হয়ে গেছে অত্যন্ত বৃদ্ধ মানুষের মতো। তার ওপাশে, রহস্যজনক বিধ্বস্ত বাড়িটা, সমস্ত দেওয়াল রয়ে গেছে, তার পাশে লাগানো সাইকামোর বেড়ে উঠেছে উঁচুতে, নিয়মিত দূরত্ব রেখে লাগানো সাইকামোর এখন বাড়িটার রহস্যের একটা অংশের মতো লাগতো। যখন ওগুলো রোপন করা হয়েছিল, এবং তারপর কেটে গেছে বহু বছর, বীজ বপন মনে হতে পারতো অনেক দূরের আর চওড়া পথের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতো না। এখন পরিস্থিতি এমন যে সবচেয়ে গরম কালেও এমন কি ঘাস পর্যন্ত জন্মায় না। সেই ধ্বংসাবশেষের চারপাশে মাটি সব সময় আর্দ্র ও কালো, যেন ভেড়ার পাল ওই জায়গা খচে দিয়ে গেছে।

গাড়ি চলাচলের সোজা রাস্তা শেষ হয়েছে একটা খালি ঢালু স্থানে, ওই স্থানটার চিহ্ন থেকে বোঝা যায় এক সময় ওখানে কৃষিকাজ করা হতো। এখান থেকে তাকালে দৃষ্টি ক্রমে উপর দিকে উঠে যায় এবং আকাশ চোখে পড়ে। ওই অ্যান্টিক পাহাড়–পার্শ্বে এখন আর কিছু নেই; আগে পশুচারণ দেখা যেতো। এক-এক সময়ে সেখানে অল্প বয়স্ক বলদের খোয়াড় করা হতো, সেই বলদগুলো হতো কালো, স্বাস্থ্যল, প্রকান্ড পেটওয়ালা, মানুষের প্রতিটা আচরণে সাড়া দিতো ওগুলো, তারপর আবৃত ট্রেইলারে করে উপত্যকার পথ ধরে চলে যেতো শহরের কসাইখানায়।

পথের অন্য পাশে ছিলো একটা চষা প্রশস্ত মাঠ, বনের ধার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো মাঠটা। এই রকম মাটিতে চষা হয়েছিল সদ্য। আমি শুনেছিলাম যে যুদ্ধের সময়ই কেবল এটা শুরু করা হয়েছিল, তখন আবিষ্কৃত হয়েছিলো যে এ ধরনের ভূমির জন্যে গভীর ভাবে চাষের দরকার নেই। জঙ্গলের ভিতর দুর্লভ ফিজ্যান্ট পাওয়া যেতো শিকারের জন্যে, এই ফিজ্যান্টগুলো বড়ো হলে সারা উপত্যকায় ইস্তত ঘুরে বেড়াতো। ওই বনেই আমি হাঁটতে গিয়েছিলাম উপত্যকায় আসার পর প্রথম সপ্তাহেই, ঝুঁকে পড়া গাছের ভিতর নিচে কর্দমাক্ত সরু পথ দিয়ে, পরে জেনেছিলাম ওই গাছগুলো ছিলো ব্ল্যাকথর্ন, ওখানেই আমি সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম জ্যাকের শ্বশুরের সঙ্গে।

গাড়ি চলাচলের রাস্তা এখানে এসে ডুবে গেছে বড় বড় ঘাসের ভিতর। এখান দিয়ে এখন হেঁটে যাওয়াই মুশকিল।

এইপথে একদিন— আমার এখানে আসার প্রথম বা দ্বিতীয় বছরে, যখন খরগোশ দেখে আমি পুলকিত হতাম, আর ওগুলো দেখতে যেতাম আমি প্রতিবার হাঁটতে বের হলে— আমি দেখেছিলাম ছিন্নভিন্ন, অর্ধ-পচা একটা খরগোশের মৃতদেহ। এ জায়গাটা খরগোশের জন্যে বিখ্যাত ছিলো; পূর্ববর্তী শতাব্দীর একজন পর্যটক, উইলিয়াম কবেট, একবার দেখেছিলেন, এখান থেকে অনতিদূরে, এক মাঠ-ভর্তি খরগোশ। এবং তখনও খরগোশ শিকার চলছিলো—

BanglaBook.org

একদিক থেকে এটা ছিলো সামন্ততান্ত্রিক ঘটনা, ভাড়া করা লোকেরা বিপরীত দিক থেকে কুকুর লেলিয়ে দিতো খরগোশগুলো দিকে আর খরগোশগুলো দৌড়াতো শিকারীদের দিকে, শিকারীরা লুকিয়ে থাকতো গাড়ি চলাচলের রাস্তায় খড়ের গাদার আড়ালে; আর একই সময়ে পল্লীর সহজাত প্রবৃত্তিতে ভূস্বামী মজুর আর ছোট শহরের লোকেরা এই কাজে একত্রিত হতো। হয়তো ওই রকমই এক শিকারের সময় খরগোশটা গুলি খেয়েছিলো; হয়তো আহত প্রাণিটাকে তাড়িয়ে এনেছিলো কুকুর। মৃত আর অকেজো হয়ে পড়ার জন্যে হয়তো কোনো খামার কর্মি সেটাকে লাথি মেরে ফেলে দিয়ে গিয়েছিলো।

কী বিপুল খরগোশটার পিছনের পা! মরে ভাঁজ হয়ে গেছে এমন একটা কংকাল, অথবা এমন কিছু যা আমাকে কংকালের কথা মনে পড়িয়েছিলো, আমি আবার দেখেছিলাম দশ বছর পর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ত্রিনিদাদ ও ভেনেজুয়েলার মধ্যবর্তী সংকীর্ণ প্রণালীর মাঝখানে অবস্থিত ক্ষুদ্র একটি উঁচু পাথুরে দ্বীপে। দ্বীপটা ছিলো পেলিক্যান আর ফ্রিজেট পাখির স্বর্গ, তবে পেলিক্যানই ছিলো বেশি। পেলিক্যানরা এই দ্বীপেই জন্ম নিতো ও মারা যেতো। দ্বীপটার মাঝখানের দিকটা পাখির বিষ্ঠায় ভরে গিয়েছিলো; আর পাথরের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর সংখ্যাক পেলিক্যানের কংকাল পড়ে থাকতো, যেন বড় পাখিগুলো তাদের মরণ স্থান খুঁজে পেয়ে শক্তিশালী পাখা ভাঁজ করে সেখানে থিতু হয়ে বসতো মরার জন্যে। (ওই ক্ষুদ্র দ্বীপে পেলিক্যানের হাড়গোড়— স্পোনিয়ার্ডরা দ্বীপটাকে বলতো সোলদাদো, 'সৈনিক', এবং পরবর্তী সময়ে ইংরেজরা নাম দিয়েছিলো সোলজার্স রক— দেখতে ছিলো এই মৃত খরগোশটার শক্তিশালী পিছনের পায়ের মতো—ধুলি লাগা লোমযুক্ত হাড়।)

গাড়ি চালানোর পথটার এক দিকের ঢাল উঁচু হয়ে উপরে উঠে গেছে, সুতরাং পথটার অন্য দিকে মাঠ বা ক্ষুদ্র ক্ষেতের মতো কিছু একটা চোখে পড়ে। সেই মাঠে ছোট একটা পুকুর ছিলো; আর উঁচু ঢালের নানা স্থানে গাছ লাগানো হয়েছিলো। ছোট পুকুরটা, ঢালের উচ্চতা এবং গাছগুলো এখানকার ভূ-প্রকৃতি দেখলে মনে প্রাচীনতা ও পবিত্রতার অনুভূত জাগে।

ছোট চারণভূমিতে ছিলো একটা বা দুটো ঘোড়া। লাগামবিহীন, চওড়া পিঠ, বড় বড় নাকের ফুটো, সেগুলো অত্যন্ত তাগড়াই, আদিম প্রাণী, আর ওই স্থানের সবকিছুর মতো প্রতীকি ঃ পুকুর, ক্ষুদ্র চারণ ভূমি, সবুজ ঢাল। যেন আদিম কোনো চিত্রে, এখানকার প্রতিটা উপাদান নিখুঁত উপলব্ধি করা হয়েছিলো, আলাদা ভাবে। দৃশ্যের একেবারে সরলতা ও স্বচ্ছতায় এক ধরনের রহস্য ছিলো ঃ এর সঙ্গে যোগ ছিলো না একদিকের খোলা নিম্নাঞ্চলের, আবার এর সঙ্গে যোগ ছিলো না অন্যদিকের নদী ও বনানী ও জলজ চারণ ভূমির।

BanglaBook.org

গাড়ি চলাচলের পথটি চলে গিয়েছিলো ছোট ছোট বাড়ি আর বাগান অতিক্রম করে (সেগুলোর একটা পুরনো খামার ম্যানেজারের বাড়ি, তার সম্পূর্ণ, বহুবর্ণ ইংলিশ বাগান), পরিণত হয়েছিলো পেভে, আর অতিশয় দ্রুত রহস্য হারিয়ে সরকারি রাস্তার সঙ্গে মিলেছিলো। এই রাস্তাটা চলে গিয়েছিলো একটা সংকীর্ণ শৈলশিরার ওপর দিয়ে। এই রাস্তায় না যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো জ্যাক সেই রবিবারের লাঞ্চ টাইমে তার পানের পর। ওখানে নদীর খাড়া পাড় হঠাৎ ঝপ করে নেমে গেছে নিচে। ডানদিকে একটা জাঙ্গাল ছিলো। এবং, তার ওপাশে, পানিতে ডোবা তৃণভূমি যা দেখতে ছিলো একশ' চঞ্চাশ বছর আগে বন্‌স্ট্যাবল এর আঁকা পানিতে ডোবা তৃণভূমির মতো।

কন্‌স্ট্যাবল এবং নিকট অতীতের অন্যদের। অগাস্টাস জনের কথা আমি প্রথম চিন্তা করি, যখন আমি জ্যাকের কুটির ও পুরনো খামার বাড়ি থেকে গাড়ি চলাচলের রাস্তার ওপাশে জিপসি ক্যারাভানটা দেখেছিলাম। তখন (বইটা সম্পর্কে আমার জানার পর) ক্যারাভানটার কথা মনে এসেছিলো, একই সময়ে একটা বাস্তবতাও সেটা দিয়েছিলো, ই. এইচ. শেপার্ডের লেখা The Wind in the Willows বইটার রঙিন অলংকরণ ও নকশা। সেই বইটা স্বয়ং, এখন যেটা দেখি সেই রকম একটা নদী সম্পর্কে, এখনো মনে হয় নতুন, সমকালীন। এবং ক্যারাভানের গায়ে পেইন্ট— যা এমন সুন্দর নিয়মে প্রকাশিত হয়েছিলো আর মনে হতো বুঝি সাময়িকভাবে পার্ক করে রাখা হয়েছে— তখনো এত উজ্জ্বল ছিলো যে কল্পনা করা সহজ ছিলো ক্যারাভানটাকে আবার একদিন রাস্তায় দেখা যাবে, আর গাড়ি চলাচলের রাস্তার ঠিক কোণে কেউ এসে পড়বে পুরনো দুনিয়ায়— ওই ক্যারাভানটার সত্যিকার একটা জায়গা ছিলো যেখানে একদা।

ঠিক এই পথে এখন পানিতে ডোবা তৃণভূমি দূর করে দিয়েছিলো (মনের এক কোণে) কনস্ট্যাবল ও বর্তমান কালের মধ্যে ঃ চিত্রকর, রং তুলি- বোর্ড নিয়ে লোকটা, মনে হয় অত্যন্ত নিকটবর্তী ও সমকালীন যে আমাদের দেখাচ্ছে ঃ পানির প্রণালী আর ঝুঁকে পড়া উইলো, যার ছবি আঁকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো সে একদিন। চিত্রকরের এই ধারণা চিত্রকরের দৃষ্টির এই একটা ঝলক, অতীতকে সাধারণ বিষয়ে পরিণত করে। অতীত এমন কিছুর মতো যে কেউ হাত বাড়ালে যা ধরতে পারবে।

শেপার্ড ও কনস্ট্যাবল— একটা পুরনো ভূ-প্রকৃতির ওপর তাদের দৃষ্টি আরোপ করেছিলেন। কিন্তু তাদের দৃষ্টির ওপর আরোপিত ছিলো এখনকার কিছু, আধুনিক ছবিতুল্য কিছু। সংকীর্ণ রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ বীচ গাছ ছিলো শতাব্দীর সমান বয়সী। শত শত, হাজার হাজার বীজ গাছ জন্মেছিলো ঢালে, অ্যাসফল্ট রোডের পাশে; এবং নদীর দিকে খাড়া ঢালে আরো কয়েক হাজার বীচ জন্মেছিলো। রাস্তার ওপর ঝুলন্ত হালকা সবুজ ছায়া, স্বচ্ছ সবুজ পাতা। এইখানেই শহরের ট্যাক্সি ড্রাইভাররা দর্শনার্থীদের নিয়ে আসতো।

BanglaBook.org

বীচ গাছগুলো শতাব্দীর বাঁক হিসেবে লাগিয়েছিলো আমার বাড়িওয়ালার বাবা আর এখন মনে হয় যেন ওগুলো তার বাবার প্রাকৃতিক মনুমেন্ট। সাম্রাজ্যবাদী আমলে প্রথম দিকে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি পরিবার হিসেবে তারা মর্যাদা পায়, শিল্প-বিপ্লবের শুরুর কালে। পরিবারটির শিকড় ছিলো সবখানেই; পরিবারটির অনেক শাখা এখন ছড়িয়ে গেছে সবখানেই। কিন্তু আমার বাড়ি ওয়ালা এখানে বসবাস করতো— যেখানে একদা তার পরিবার মালিক ছিলো অধিকাংশ জায়গা-জমি ও অসংখ্য বাড়ির— নদীর পাশে সামান্য কয়েক একর জমিতে।

এবং এখানেই, এই রাস্তার ওপর, আমার পরিব্রাজনের শেষে, তার জন্মের আগে তার বাবার লাগানো গাছের নিচে একবার মাত্র সত্যিকারের এক ঝলক দেখা পেয়েছিলাম আমার বাড়িওয়ালার।

বিষয়টা ছিলো বিভ্রান্তি কর। রাস্তাটা সংকীর্ণ ভাঙাচোরা। গাড়ির ব্যাপারে আমি নার্ভাস হয়ে পড়ি, এ ধরনের খানাখন্দ ভর্তি রাস্তায় যে কোনো কার অথবা যানবাহনের ব্যাপারে আমি নার্ভাস হয়ে পড়ি। তারপর— আরো দেরিতে— আমি দেখতে পাই এটা ম্যানোরের কার। তখন আমি মিস্টার ফিলিপ্‌সের সন্ধানের কথা ভাবলাম, আর তাকে বিষয়টা জানানো । মি. ফিলিপস্ ছিলো হাসি মাখা মুখে। সে হাসিটা ছিলো বন্ধুসুলভ সুখী হাসি, এবং এটা সেই মানুষের ক্ষেত্রে খুব বিদঘুটে যার আচরণ ও প্রবৃত্তি কর্তৃত্বপরায়ন, এবং জনসমক্ষে যার অভিব্যক্তি হয় ভাবলেশহীন। তখন তার হাসি আমাকে বলে যে বিষয়টা বিশেষ এবং যাত্রীটিও বিশেষ।

আর আমি সাথে সাথে বুঝতে পারি, আমার একটা আইডিয়া আসে, যে মি. ফিলিপস্ –এর পাশে বসা লোকটা ছিলো আমার বাড়িওয়ালা, ম্যানোরের লোকটা, সেই ব্যক্তি যাকে না দেখতে দেখতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এবং— মি. ফিলিপস্ –এর হাসি ও রাস্তার বিপদ ভুলতে ভুলতে— আগন্তুকের ওপর ঠিক মতো দৃষ্টিপাত করতে পারতাম আমি, গাড়ি চলে গিয়েছিলো। এই ছিলো আমার বাড়িওয়লাকে একনজর দেখা, তার মুখটা; এবং আমি নিশ্চিত নই আমি কি দেখেছিলাম।

আমার মনের মধ্যে ছাপ ছিলো একটা গোলাকার মুখের একটা ন্যাড়া মাথা, পরনে স্যুট। আমি বেশি যেটা স্পষ্ট মনে করতে পারি— আমি নিশ্চিত ছিলাম এটা বিস্তারিত ঃ কল্পনা যোগান দিতে পারে সে রকম বিস্তারিত নয়— সেটা ছিলো নিচু ও ধীর হাত-নাড়া। ঠিক ড্যাশ বোর্ডের ওপর হাতের ঢেউ, তাই রাস্তা থেকে আমি দেখতে পাই তার আঙ্গুলের টিপস্ ঝিলিক দিচ্ছে উইন্ডশিল্ডের নিচে।

BanglaBook.org

আমাদের কখনো সাক্ষাৎ হয়নি। মি. ফিলিপস্ নিশ্চয় তাকে বলে থাকবে আমি কে; এবং— এমন কি তার দৃষ্টিশক্তি খারাপ হওয়া সত্ত্বেও— সে অবশ্যই আমাকে দেখেছিলো আমি তাকে দেখার আগেই। এবং গাড়িতে নিরাপদ তার পাশে মি. ফিলিপস্‌কে নিয়ে, সে নিশ্চয় আমাকে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিলো আমার চেয়েও বেশি। আমার চোখের পলক অতিশয় দ্রুত ছিলো, সেই মুহূর্তের বিভ্রান্তি যেভাবে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো যে আমি নিশ্চিত ছিলাম না আমার কল্পনা আসলে সেই ছবিটা দেখাচ্ছে কি না সেই মানুষের যাকে কম বা বেশি মনের মধ্যে সৃষ্টি করে ফেলেছি এরই মধ্যে।

আমার সদাশয়তার একটা ছাপ ছিলো, হাত নাড়ার ওপর। কিন্তু টেলিফোনে সন্ধ্যা বেলায় যখন মি. ফিলিপস্ -এর সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম তখন এটা নিয়ে প্রশ্ন করার কারণ ঘটেছিলো। সেই বিকেলে যে মৃদু হাসি মাখা মুখের চমৎকার মেজাজ দেখা গিয়েছিলো সেটাই সে টেনে নিলো, সে বললো হ্যাঁ, গাড়িতে যে লোকটিকে আমি দেখেছি সে আমার বাড়িওয়ালা। এবং তারপর, যেন আমার সন্দেহ ভঞ্জনের জন্যে, মি. ফিলিপস্ বললো, 'গাড়িতে সে সব সময় কালো চশমা পরে। নইলে তার পাকস্থলিতে সমস্যা হয়, তারপর শুরু হয় মাইগ্রেন।' তাহলে কিভাবে, যদি সে কালো চশমাই পরে থাকবে, আমি তার চোখে সদাশয় অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েছিলাম?

সুতরাং আমার বাড়িওয়ালার এই এক পলক আবির্ভাব—কারো এক পলক অবির্ভাবের এই অপ্রত্যাশিত সাধারণ ব্যাপার তাকে আরো বেশি রহস্যময় করে তুলেছিলো। আর মানুষটার চেয়েও বেশি স্মরণীয় ছিলো ঘটনাটা ঃ ম্যানোরের গাড়িতে চড়ে ম্যানোরের নির্মাতা সংকীর্ণ গিরিশৈলীর ভিতর দিয়ে নদী ও পানিতে ডোবা তৃণভূমির দিকটায় গিয়েছিলো পরিদর্শনে, গাছগুলোও ছিলো যার লাগানো। তো এই মানুষটার ব্যক্তিত্ব আমার কাছে সব সময় ফুটে উঠতো তার বসতি নির্মাণ, সরকারী সড়কের পাশি বীচ গাছের ভিতর দিয়ে, স্থায়ীভাবে বন্ধ ম্যানোরের সামনের ফটকে, এবং পিছন দিকে অতিরিক্ত বেড়ে ওঠা বাগানে।

আমার কল্পনায় আমি দেখতে পেতাম, বাদামি জ্যাকেট পরা এক সদাশয় বৃদ্ধ গাড়ির ভিতর থেকে হাত নাড়ছে। এই চিত্র— এক মুহূর্তের জন্যে সৃষ্টি হয়েছিলো— আমার নিজের প্রয়োজনের জবাব দিয়েছিলো। আমি এভাবেই তার জন্যে শুভ কামনা করেছিলাম যার জায়গায় আমি, অপ্রত্যাশিত ভাবে, আমার প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে প্রথম বারের মতো—শান্তি খুঁজে পেয়েছিলাম।

আমি শিগগরিই জানতে পারি যে ছবিটা সত্যি নয়। অন্য ছবিটাও, যেটা আমি বহন করছিলাম আমার ফ্যান্টাসির কাজে লাগানোর জন্যে ঃ স্যুট পরা,

BanglaBook.org

মোটা, গোলাকার মুখের এক লোক, মাথায় হ্যাট আর চোখে কালো চশমা, পল্লীতে একটা চক্কর দিচ্ছে আগে আর কখনো সে দেখেনি। (এই বিস্তারিত ছবিটা আমি কল্পনা করেছিলাম মি. ফিলিপস্ –এর বর্ণনা থেকে।)

এই ছবি, অথবা আমি দেখেছি বলে মনে করা ওই মানুষটা, অথবা আমার উদ্ভাবিত মানুষটা মোটেও সেই সব কথার সঙ্গে মেলেনি যা আমাকে লন্ডনের লোকজন বলেছিলো তার সম্পর্কে, যারা তাকে চিনতো এবং কখনো কখনো তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতে আসতো। সেই অন্য মানুষটা অনেক দূরেই থেকে গিয়েছিলো। এই খানে, যেখানে এখন আমি হাঁটি, এখানে ছিলো এক শৈশব। বেড় ওঠা ফলবাগানের ঠান্ডা ছায়ায় ছিলো একটা গোলাকার দোতলা শিশুগৃহ, শক্তভাবে তৈরি করা, খড়ের ছাউনিওয়ালা, চার পাশের গাছপালার মধ্যে মনে হতো যেন সত্যিকার বনের মধ্যে। নিচতলার কামরায় ছিলো সত্যিকারের এক ফায়ারপ্লেস, অন্য দিকের দেয়ালে ছিলো তাক, আর উপরের কামরায় ওঠার মই। বড় আকারের একটা পুতুলের বাড়িরও বেশি, আবার শিশুর খেলা ঘরেরও কম ঃ একটা শিশুর বাড়ি বিষয়ক প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ভাবনা, যার কল্পনা করার মতো কিছু নেই।

সেই সুরক্ষিত শৈশবের পর এসেছিলো শৈল্পিক-প্রতিভা ও প্রতিশ্রুতি এবং সামাজিক চাপল্যের এক তরুণত্ব। আমাকে ওই সময়ের আলোকচিত্র দেখিয়েছিলো মি. ফিলিপস্ ও ব্রে দু জনেই , ব্রে ছিলো ভাড়াগাড়ির লোক, তার বাবা সারাজীবন ম্যানোরেরেরই কাজ করে কাটিয়ে ছিলো। এস্টেট থেকে বহু দিন আগে বাবার কেনা ইট ও চকমকি পাথরের কুটিরে ব্রে বসবাস করতো। এখন ব্রে যদিও স্বাধীন এবং ম্যানোরের লোকদের কোনো কাজ করতে অস্বীকার করে, তবুও সে ম্যানোর নিয়ে গর্বিত আর সব ধরনের ম্যানোরের।

স্যুভেনির দেখাতে সে পছন্দ করে। নিষ্প্রভ সাদা-কালো আলোকিচিত্র, বাগানে পার্টির ছবি, পানিতে ডোবা তৃণভুমির ওপর নতুন কাঠের ব্রিজের রেলিং এর ওপর বসা তরুণদের ছবি। (আলোকচিত্র বিষণ্নতা ধরে রাখে ঃ প্রতিটা স্নাপশট ধরে রাখে সময়ের একটা মুহূর্ত, মানুষকে সময়ের ধারা নিয়ে চিন্তা করতে বাধ্য করে, কিন্তু তৈলচিত্রের ক্ষেত্রে তেমনটি হয় না কখনো— তাতে থাকে চিত্রকরের শ্রম ও আত্মা।) তারপর মধ্য বয়সের প্রথম দিকে পার্টিগুলোর পর দ্বিতীয় যুদ্ধের পর, এক রকম সমস্যা, একটা ঘরকুটে, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, প্রায় একটা অসুস্থতা, আত্মগোপন, ম্যানোরে পশ্চাদাপসরণ, শারীরিক অচলতার কিছু পর জটিলতা এবং— শেষ পর্যন্ত— বয়স।

BanglaBook.org

আমি সম্পূর্ণ তার বিপরীত ছিলাম সব দিক থেকে, সামাজিক, শৈল্পিক, যৌনগত। এবং তার পারিবারিক সৌভাগ্য এমন বিপুল ছিলো যে, উনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে এমন ভাবেই বেড়েছিলো, যে বলা উচিৎ তার ও আমার মাঝে ব্যবধান ছিলো এক সাম্রাজ্যের। আবার একই সময়ে এই সাম্রাজ্য আমাদের মধ্যে সংযোগও গড়েছিলো। এই সাম্রাজ্য ব্যাখ্যা করে নতুন বিশ্বে আমার জন্ম, ব্যাখা করে আমার ব্যবহৃত ভাষা, আমার অবকাশ ও অভিলাষ; এই সাম্রাজ্য শেষ দিকে ব্যাখ্যা দিয়েছিলো উপত্যকায় আমার উপস্থিতি, সেই কুটিরে, ম্যানোরের প্রাঙ্গনে। কিন্তু আমরা ছিলাম অথবা শুরু করেছিলাম— সম্পদ ও সুবিধার একেবারে বিপরীত প্রান্তে, এবং ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির একেবারে কেন্দ্রে।

কুড়ি বছর আগে, যখন আমি আর্লস কোর্ট বোর্ডিং-এ লেখার চেষ্টা করেছিলাম, ম্যানোর প্রাঙ্গনের আবাসন তখন জুতসই 'উপাদান' মনে হতে পারতো। কিন্তু সাম্রাজিক সংযোগ সে সময় বোঝাস্বরূপ চেপে বসতো। উপত্যকায় আমি বর্ণবাদী বিষয়ে পরিণত হতে পারতাম। সেই সময়ে লেখক হিসেবে এসব উপাদান নিয়ে আমি কাজ করতে সমর্থ ছিলাম আমার নিজেরই বিষণ্ন আবয়বের দ্বারা— সেই ধরনের বিষণ্নতা যা এক ধরনের উৎসাহ যুগিয়েছিলো আমাকে , এমন কি পর্যবেক্ষক হিসেবে, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার পথে এগিয়ে যাবার।

তবে জগৎ বদলে গিয়েছিলো; সময় এগিয়ে চলছিলো। আমি খুঁজে পেয়েছিলাম আমার প্রতিভা ও বিষয়বস্তু, তখনো তা অপ্রকাশিত। আমার ক্যারিয়ারেও পরিবর্তন ঘটেছিলো; আমার ধরণাগুলো পরিবর্তিত হয়েছিলো। এবং হতাশার একটা সময়ে ম্যানোরে এসে, আমার বাড়িওয়ালার প্রতি এক অপরিমেয় সহানুভূতি আমাকে আচ্ছন্ন করে, যে, জগতের আরেক প্রান্তে আরম্ভ করে, এখন আত্মগোপনের ইচ্ছা করছে, আমারই মতো। তার সঙ্গে এক ম্যানোরের এক আত্মীয়তা অনুভব করি আমি; গভীরভাবে কৃতজ্ঞ ছিলো সুরক্ষার জন্যে, সেখানকার জিনিসপত্রের স্টাইলের জন্যে। আমি কখনো চিন্তা করিনি তার নিঃসঙ্গতা খুব অদ্ভুত ছিলো। সেই সময়ে এটা আমিও চেয়েছিলাম।

আমি, যখন ম্যানোরে আসি, উচ্চাভিলাষের গৌরবের পর, চেয়েছিলাম আমার জীবন বেঁধে ফেলতে। আমি চেয়েছিলাম যতো দূরে সম্ভব বাস করতে সেই বস্তুগুলো নিয়ে যা পেয়েছিলাম ম্যানোর প্রাঙ্গনের কুটিরে। আমি অলীকতা এড়িয়ে যেতে চেয়েছিলাম, আর আমার জন্যে তখন অলীকতা থাকতো ক্ষুদ্র বস্তুতেও—

BanglaBook.org

যেমন একটা ছাইদানি কেনার ইচ্ছা। একটা বিশেষ ছাইদানি কেনার কি প্রয়োজন, যখন ও কাজের জন্যে তামাকের খালি টিন ব্যবহার করা যায় ? কাজেই আমি অনুভব করতাম আমি যা দেখেছি বা ভেবেছি তা দেখেছি ম্যানোরে। পাশ্চাদাপসরণের সেই প্রেরণাই আমি অনুভব করেছিলাম নিজের মধ্যে। এবং যদিও আমি জানতাম যে মানুষ বিসদৃশ কারণে ও নানা পথে উপনীত হতে পারে একই রকম অবস্থায় ও মনোভাবে, এবং যেহেতু মানুষ এমনকি বেমানানও হতে পারে, আমি আমার বাড়িওয়ালার সঙ্গেও নিজেকে একাত্ম অনুভব করি।

আমাদের উভয়ের মাঝেই ছিলো সুবিধা। কিন্তু আমার খুব ধারণা ছিলো যে এটা তার বিরুদ্ধে কাজ করবে। আমার আগমনের মুহূর্তে আত্মিক অবস্থা যাই হোক না কেন, আমি জানতাম আমার নিজেকে রক্ষা করতে হবে আর স্বাস্থ্যের প্রতি নজর দিতে হবে। তার সুবিধা— তার বাড়ি, তার কর্মচারি, তার উপার্জন, একরের পর একর জমি যা তাকে দেখতে হতো প্রতিদিন এবং জানতো তারই হবে—এই সুবিধা তাকে ঠেলে দিতো তার নিজের মধ্যে, কোনো কিছু না-করার মধ্যে। কাজেই যদি ও আমরা শুরু করেছিলাম সুবিধা ও সাম্রাজ্যের বিপরীত প্রান্ত থেকে, এবং আলাদা আলাদা সংস্কৃতিতে, আমার জন্যে সহজ ছিলো যে, তার ভাড়াটে হিসেবে এখন, তার জন্যে আমার হৃদয়ে শুভ কামনা অনুভব করা।

আমার কখনোই এটাকে বিদঘুটে অথবা 'গা ছমছমে' মনে হয়নি, এ শব্দটা আমাকে দিয়েছিলো অ্যালান, সাহিত্য নিয়ে সে এসেছিলো আমার সঙ্গে দেখা করতে, যে আমি কখনোই আমার বাড়িওয়ালাকে দেখিনি। আমি যাতে তাকে না দেখতে পাই সে ব্যাপারে তার ইচ্ছা এবং আমাকে যাতে সে না দেখতে পায় তার জন্যে আমার ইচ্ছা পরস্পরের সঙ্গে খুব খাপ খেয়েছিলো। আমার পুরনো উপনিবেশিক বর্ণগত 'স্নায়ুর' একটা স্মৃতি ছিলো এটা। কিন্তু আরো নার্ভাস ছিলাম স্থানটির জাদু খুলতে। আমি যদি আমার বাড়িওয়ালাকে দেখতাম, শুনতাম তার কণ্ঠস্বর, শুনতাম তার কথোপকথন, দেখতাম তার মুখ ও অভিব্যক্তি, তাহলে তার ছাপ হতো অবর্ণনীয়। সে আবির্ভূত হতো একটা 'চরিত্র' নিয়ে; সেই সঙ্গে থাকতো অলীকতা, যন্ত্রণা, বোকামি; এবং এটা আমাকে নিয়ে যেতে পারতো বিচার করতে— সেই বিচার যা খুলে দিতে পারে একটা সম্পর্কও। যেমনটা ছিলো, ম্যানোর ও আঙিনার রহস্যের দ্বারা আমার বাড়িওয়ালার ব্যক্তিত্ব আমার কাছে প্রকাশিত ছিলো।

BanglaBook.org

ম্যানোর প্রাঙ্গন আমার ওপর বেড়ে উঠেছিলো। ঋতুর সময়ে অব্যবহৃত, (যেভাবে আমি বর্ণনা করেছি) এবং, স্থাপত্য যতোদূর যেতে পেরেছিলো,

'সাধারণ' ভবনগুলোর মধ্যেও একটা জায়গার প্রাকৃতিক অভিব্যক্তি দেখা, আমার তাতে যথেষ্ট সময় লেগেছিলো বুঝতে যে কি আমি দেখছি। আমার বুঝতে সময় লেগেছিলো যে আমার কুটিরটা কোনো সাদামাটা বিল্ডিং ছিলো না।

সেটা ছিলো দুই স্তরে একটা দীর্ঘ নিচু ভবন (রাস্তা থেকে জলজ তৃণভূমি ও নদীর দিকে ছিলো একটা হালকা ঢাল)। লন বা ম্যানোর 'গ্রীনের' অনেক দূরে একপাশে সেটা ছিলো। আমার মনের অবস্থা যাই হোক না কেন, এবং কুটির থেকে আমার বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া যতো সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ সময়েরই হোক না কেন, যখনই আমি অনেক মাসের জন্যে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছি অথবা সাদামাটা ভাবে গেছি স্যালিসবারিতে অথবা বিকেলবেলায় হাঁটতে গেছি, ফিরে আসার সময় দূর থেকে আমার কুটিরটা প্রথম দর্শন, কখনোই আমাকে প্রফুল্ল ও বিস্মিত করতে ব্যর্থ হয়নি।

আমি প্রফুল্ল হয়ে উঠতাম এই জন্যে যে, লম্বা ও দীর্ঘ আকারের বাড়িটা তৈরি করা হয়েছিলো বিচ গাছের বিপরীতে। একটা বা দুটো বিচের শিকড় কুটিরের দেয়াল ভেদ করতে আরম্ভ করেছিলো—এবং তবুও, কিছু কারণে, কুটিরের ভিত্তি উঠিয়ে নেওয়া হয়নি। আমি প্রফুল্লতা অনুভব করি বসতিতে, প্রাকৃতিকতায়, সঠিকতায়। এবং অবাক করা বিষয় হলো এর মধ্যেই আমি বসবাস করছিলাম। আমার বুঝতে সময় লেগেছিলো যে এটা পল্লীর কোনো 'প্রাকৃতিকতা' নয়, আর কুটিরটা তৈরি করা হয়েছিলো ওই প্রভাবের নকশা থেকে। দেয়ালগুলো ছিলো পুরু। দেয়ালের ওপরের দিকটা তৈরি হতো চকমকি, ইটের টুকরো আর উষ্ণ হলুদ পাথরের মিশ্রণে। এবং যখনই আমি নকশা আর উদ্দেশ্য লক্ষ্য করি, তখনই দেখি কারুশিল্পের কাজ। একদিন, পাশের একটা দেয়ালের উঁচুতে স্থাপন করা একটা পাথরের ব্লকের ওপর, আমি দেখতে পাই নির্মাতা বা নকশাবিদের খোদাইকৃত পরিচিতি, ১৯১১ সালের তারিখ বসানো—সর্বশেষ পরিচিতিতে দাবি করা হয়েছে যে নির্মাতা বা নকশাবিদ আমার বাড়িওয়ালার পরিবারের একজন সদস্য।

খেলা, পরিবারের কোনো একজনের, সেই নিরাপদ, দূরবর্তী বছরে, সম্রাট পঞ্চম জর্জের সিংহাসন আরোহনের বছরে। যা আবিষ্কার করেছি তা গ্রহণ করে নেওয়ার সহজাত প্রবৃত্তিতে, নাটকের উপাদান চিনতে আমার সময় লেগেছিলো, এবং এর বর্ধিত অংশ, ম্যানোর প্রাঙ্গনের শৃঙ্খলায়।

আমার কুটিরটাকে ছোট ইউ গাছের ঝোপ আলাদা করেছিলো একটা ছোট সিঙ্গল রুমের কাঠের বাড়ি থেকে, বাড়িটা রঙ না করা, আর আবহাওয়ার কারণে

BanglaBook.org

এখন ধূসর কালো হয়ে গেছে। এই বাড়িটা, চার কোণা আর আমার কুটিরের চেয়ে অনেক উঁচু, স্টাইলের দিক থেকে ছিলো অমার্জিত। পুরো কাঠামোটা দাঁড়িয়ে ছিলো ব্যাঙের-ছাতা আকৃতির পাথরের ওপর।

আমার মনে হয়েছিলো এই বাড়ি বা ছাউনিটা তৈরি করেছিলো নির্মাতা— আমার কুটির যে বানিয়েছিলো সেই কি না আমি জানি না— ফরেস্টারের কুঁড়ে হিসেবে প্রাঙ্গন বা ম্যানোরের 'সবুজের' পাশে এখানে আসার পর আমার তৃতীয় বা চতুর্থ বছরের বাগানের মালী পিটন, গ্রীষ্মের এক বিকেলে, আয়েশি মনে মধ্যাহ্নভোজ শেষ করে ফিরে আসার সময় বাড়িটার আবহাওয়া পীড়িত দরোজাটা খুলে দিলো আমাকে দেখানোর জন্যে। আর কতো সহজেই না দরোজাটা খুলে গেল, যদিও বাড়িটা ব্যবহৃত হয় না অনেক বছর!

আমি যে রকম ভেবেছিলাম ফরেস্টারের কুঁড়ে আদৌ সে রকম নয়। এটা ছিলো একটা আস্তাবল। এখানে খড়ের স্তূপও দেখতে পেলাম। আর কাঁটায় ঝোলানো দড়ি আর ঘোড়ার সাজ-সরঞ্জাম; এবং এখনো ঘোড়ার একটা গন্ধ আছে জায়গাটায়; কাঠের মেঝে পরিষ্কার করা রয়েছে। বাইরের সবকিছু আবহাওয়া পীড়িত। ভিতরে— বাইরে থেকে বাড়িটা যতোটুকু হয় তার চেয়ে অনেক বেশি উঁচু ও বড় ভিতরে— সব কিছুই ছিলো সুরক্ষিত।

ফরেস্টারের কুঁড়ের মতো দেখতে এক আস্তাবল ; এবং আঙিনার ওপাশে একটা স্কোয়াশ-কোর্ট বানানো হয়েছিলো ফার্মহাউজের মতো করে, স্পষ্টতই বাইরের দেয়ালগুলো সযত্নে কর্কশভাবে তৈরি করা হয়েছিলো আমার কুটিরের মতো। তার পাশেই ছিলো কর্কশ কাঠের গ্যারেজ বা ওয়াগন-শেড। তারপর আইভি-আবৃত, চকমকি পাথরের দেয়াল ঘেরা স্টোর-হাউজ বা শস্যের গোলা যেটার পিছন দিকে ছিলো গির্জার কবরখানার দেয়াল। নিম্ন সমতল ও জলজ তৃণভূমি আর পল্লী এলাকার বিশাল উন্মুক্ততার পর এখানে হঠাৎ করেই যেন নেমে এসেছে মধ্যযুগীয় পরিবেশ। গাড়ি চলাচলের রাস্তা বরাবর স্থাপিত পুরনো খামার ম্যানেজারের বাংলোর আধুনিকতা এবং আমার কুটিরের ও ফরেস্টারের কুঁড়েঘরের আধুনিক ফ্যান্টাসি ঠিক যেন অবস্থান করছিলো মধ্যযুগের পাশাপাশি।

আর তাতে তৈরি হয়েছিলো এক পূর্ণতা। তাতে কাজ হয়েছিলো। এটাকে তুমি দান হিসেবে নিতে পারো, আমি যেমনটা নিয়েছিলাম শুরুতে, আর এটাকে দেখতে পারো গ্রামাঞ্চলের এই অংশে এডোয়ার্ডিয়ান ধাঁচের বড় বাড়িতে ঘটমান কিছু একটা হিসেবে। অথবা তুমি ফ্যান্টাসিতে প্রবেশ করতে পারো, শিশুর দৃষ্টি নিয়ে শিশুর ভূমিকায়; অনন্যসাধারণ, এক সময়ে যা খুব বড় ছিলো সেই এস্টেটের কোণে বিশাল নিরাপত্তা ও সম্পদের এই অভিব্যক্তি (এবং ত্রিনিদাদের

BanglaBook.org

মতো জায়গা থেকে অনেক দূরে, যেখানে 'এস্টেট' শব্দটা, যখন আমি প্রথম জেনেছিলাম, বিশেষ করে বোঝাতো সুগার এস্টেট, যার কিনার দিয়ে থাকতো অসংখ্য ছোট ছোট ঘর বাড়ি)। এবং খেলার এই উপাদান যখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম তখন স্বীকার করে নিয়েছিলাম।

ফরেস্টারের কুঁড়েঘর থেকে সরু পথ পার হয়ে ওপাশে ছিলো একটা ছোট পল্লী কুটির, সেটা দেখা যেতো আমার কুটিরের জানলা দিয়ে। ম্যানোরের সবজিক্ষেতের দেয়ালের পাশ ঘেঁষে কুটিরটা বানানো হয়েছিলো; কিন্তু সেটার নকশা করা হয়েছিলো অর্ধ-কুটিরের মতো, মাঝখান থেকে ছাদের চূড়া পর্যন্ত বিভক্ত, একটা দরোজা ও একটা জানলাযুক্ত কুটির।

এই বসতি ও এই 'সবুজ' থেকে চলে যাওয়া পথটার দু'পাশে ব্যাঙের ছাতা আকৃতির পাথর বসানো ছিলো। আমাকে বলা হয়েছিলো যে, এই পাথর ছিলো স্থানীয় বস্তু। গোলাঘর বানানো হতো এগুলো দিয়ে, যাতে ইঁদুর উৎপাত করতে না পারে। তারা ফরেস্টারের কুড়েঘর, ঘোড়ার আস্তাবলটিকেও ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা করেছিলো। কিন্তু তাদের এই অলংকার, রূপকথার গল্পের মতো এই সজ্জা এখানে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। প্রতিটা ব্যাঙের ছাতা আকৃতির পাথর আলাদা দেখাত অন্যটির থেকে। বহু বছর অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে এই পাথরের অনেকগুলোই নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। একটা ফ্যান্টাসির জন্যে এগুলো ছিলো খুবই চমৎকার। পাথরগুলোর অধিকাংশেরই উপরের অংশ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো, এমন কি অনেক ঠেকনো দেওয়া পাথরও মাটির সঙ্গে সমান হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু কোনো অলৌকিক কারণে, আমার কুটিরের দরোজার বাইরে, সরু পথের পাশে, সবজি বাগানের দেয়ালের সামনে, আসল নকশাওয়ালা এই পাথুরে ব্যাঙের ছাতার ফ্যান্টাসির মধ্যেই আমি ফিরে গিয়েছিলাম- ম্যানোরের নানামুখি ফ্যান্টাসি, চারপাশের সবুজ নিয়ে ম্যানোরের গ্রাম, ম্যানোরের বাগান- আর আমি সব সময় অনুভব করতাম আমাকে স্বাগত জানানো হয়েছে, সেই প্রথম শীতকালে, যখন আমি বইটা নিয়ে কাজ করছিলাম। ফ্যান্টাসিটা ছিলো আসল নির্মাণকারী বা নির্মাণকারীদের, পারিবারিক ফ্যান্টাসি যা আমার বাড়িওয়ালা পেয়েছিলো উত্তরাধিকার সূত্রে এবং যা এখন, আমি অনুভব করি, যতো বেশি আমি এর মধ্যে প্রবেশ করি, তার চরিত্র প্রকাশ করে চমৎকারভাবে।

প্রাঙ্গনের বাকি অংশ - ফলের বাগান, প্রধান বাড়ির পিছনের অংশের বাগান, জলজ তৃণভূমি, নদীর পাড়ে হাঁটার জায়গা এগুলোর সব এসেছিলো পরে, বসন্তের শেষদিকে অথবা গ্রীষ্মের আগে, যখন আমি অসুস্থ ছিলাম এবং রাস্তা দিনে অনেক দূর পর্যন্ত পরিব্রাজনে যেতে পারতাম না। এই সময়েই আমি সেই ঋতুটাকে নির্ধারণ করতে শিখেছিলাম, তার সঙ্গে যোগ করতে শিখেছিলাম ফুল, বৃক্ষ, নদী।

BanglaBook.org

আমার বইটা শেষ করার পর (যেটার মধ্যে আফ্রিকার বিষয় ছিলো) আমি বাইরে গিয়েছিলাম সাংবাদিকতার কিছু কাজ করতে, টাকার জন্যে, ইংল্যাণ্ডের বাইরে ভ্রমণ, এবং আত্মিক উজ্জীবনের জন্যে। ফেরার সময় ধীর গতির কারণে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি, নানা প্রকার আবহাওয়ার কারণে।

আমার মাথাটা হালকা হয়েছিলো যখন আমি উপত্যকার কুটিরে ফিরে আসি। আমি এর নিমন্ত্রণ, এর সুরক্ষা অনুভব করতে পারি, আর আলোড়িত হই আমার কুটিরের চারপাশের প্রতিটা বস্তুর অপার্থিব (যেমন মনে হতো আমার কাছে) সৌন্দর্যে। বসার ঘরের জানলার নিচে জন্মানো গুল্ম এক বিশেষ ভাবাবেশ সৃষ্টি করতো। আমার ফ্যান্টাসি, জাগ্রত ও ঘুমন্ত উভয় অবস্থায়, এসব নিয়ে সব সময় খেলা করতো অবিরাম।

ডাক্তার পরীক্ষা করে সিরিয়াস কিছু পায়নি আমার, ফুসফুস বা রক্তে কোনো ইনফেকশন ঘটেনি। সে বললো আমি ক্লান্ত। সে বললো (আর আমরা তখন ছিলাম একটা সামরিক এলাকায়): 'ব্যাট্‌ল ফেটিগ।'

আর সপ্তাহগুলো অতিক্রমের সাথে সাথে আমার অসুস্থতা মনে হয় কেটে যাচ্ছিলো; এক বিশাল ক্লান্তি, খুব অস্বস্তিকর নয়, সামান্য ঘোর-লাগা ক্লান্তি যেটা শৈশবে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় 'জ্বর' হিসেবে এসেছিলো, এই জ্বরের সাথে সম্পর্ক ছিলো বর্ষা ঋতুর, নাটকীয় আবহাওয়ার ঋতু, যার ফলে নিয়মে বাধা পড়ে, বৃষ্টি ও বন্যায় স্কুল বন্ধ থাকে, আর কাশি ও জ্বর তাতে যোগ করে আরেক মাত্রা। শৈশবে এই জ্বর হতো আমার প্রায়ই, সেই জ্বরের অভিজ্ঞতা আবার নিতে হলো আমাকে ঃ কোমলতার অনন্যসাধারণ অনুভূতি, এবং তার সাথে, মানুষের কণ্ঠস্বর ও কথাবার্তা মনে হতো যেন অনেক দূরের। আমি ঘন ঘন জ্বর চাইলেও আমার কখনো তা হতো না। বরং বড় হয়ে ওঠার সাথে সাথে জ্বরের স্থান নিয়েছিলো ব্রনকাইটিস ও অ্যাজমা।

এখন, আমার কুটিরে, চমৎকারভাবে, আমার শৈশবের পর এই প্রথম আবার আমি সেই 'জ্বর' অনুভব করলাম। কাজ আর ভ্রমণ থেকে এর উদ্ভব ঃ ডাক্তারের রোগনির্ণয় ঠিকই ছিলো।

আমার কুটিরে, যেটা সরকারি সড়ক থেকে আড়াল ছিলো ইউ ও বিচ গাছে, আমি গত কুড়ি বছরের শ্রমের চাপ অনুভব করতে লাগলাম। যে শ্রম যুক্ত ছিলো লেখার সঙ্গে, আকাংখার সঙ্গে।

সমস্ত কাজ, সমস্ত হতাশা ও তা কাটিয়ে ওঠা, এখন মনে হলো একত্রিত হয়ে বসে আছে আমার মাথার কাছে। কিন্তু নদীর তলদেশে লাশ হয়ে ডুবে থাকার সেই দৃশ্য আমার এখন আর ছিলো না; মাথার মধ্যে বিস্ফোরণের স্বপ্ন ছিলো না। সবকিছু 'জ্বরে' পরিণত হয়েছিলো। সুতরাং আমার কুটিরে আমি

BanglaBook.org

আবারও একটা শিশুতে পরিণত হয়েছিলাম। যেন বা অবশেষে আমি, কুড়ি বছর পর, বাড়ি ছাড়ার সময় আমার মনের মধ্যে থাকা ফ্যান্টাসির সমান ফ্যান্টাসিতে ভ্রমণ করেছিলাম।

এবং এই মেজাজেই আমি যখন বাইরে যাবার জন্যে যথেষ্ট সুস্থ হয়ে উঠলাম, তখন, মি. ও মিসেস ফিলিপ্‌স-এর উৎসাহে, বাগানে বসন্ত অভিযান শুরু করলাম। আমার বসন্ত শুরু হয়েছিলো, এবং আমার জন্যে নির্ধারিত ছিলো, পিওনি লতা উপর দিকে বেশ শক্ত করে ঠেলে বাধা, আমার জানলার নিচে বেশ ঝোপের মতো হয়ে উঠেছিলো।

ইংল্যাণ্ডে আমার কুড়ি বছর থাকা না-থাকার মধ্যে আমি অবশ্যই অসংখ্য পিওনি দেখেছি। এগুলো সাধারণ ফুল, সচরাচর দেখা যায়, বাসে চড়ে স্যালিস বারিতে যাবার সময় আমি প্রচুর দেখতাম। পুরো উপত্যকা জুড়ে, একেবারে খোলা জায়গায়, রোদ-লাগা বাগানে, ছোট-বড়, পল্লী কুটির অথবা শহর প্রান্ত স্টাইলের বাগানে, আমি এই ফুল ফুটতে দেখতাম অতি ঘন ঘন উজ্জ্বল আলোয়। আগের দেখা সে সব পিওনি ফুল এই বসন্তে আর আমার ওপর কোনো ছাপ সৃষ্টি করলো না; তাছাড়া এ ফুলের 'পিওনি' নামটাও আমার কখনো ভালো লাগেনি। আমার কুটিরের সঙ্গে এই পিওনিগুলো ছিলো আমার প্রথম; এবং তারা আমার নতুন জীবনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলো।

বসার ঘরের জানলার বাইর এই ফুল গাছের ঝাড় ছিলো কুটিরের উত্তর দিকে; আরো একটা ঝাড় ছিলো আমার ও ফরেস্টারের কুটিরের মাঝখানে ইউ গাছের ছায়ার নিচে। সেগুলো বেড়ে উঠেছিলো ধীরে ধীরে, বিশেষ রকম গাঢ় রঙে ফুটে উঠেছিলো। ইউ ও বিচ গাছের নিচের সরুপথ থেকে, আমার কুটিরের পিওনি দুটো গভীর রঙ ধারণ করেছিলো সবুজের ছোঁয়া লাগা।

একদা এখানে ছিলো ষোলজন মালী। আর এখন আছে মাত্র একজন, তার নাম পিটন। দেয়ালঘেরা বাগানে সে সবজির চাষ করতো; সেখানে সে নির্দিষ্ট কিছু ফুলও ফলাতো ম্যানোরের জন্যে এবং আমার বাড়িওয়ালার জন্যে; প্রাঙ্গনের এক জায়গায় আমার বাড়িওয়ালার ব্যক্তিগত লন দেখাশোনার কাজও করতো সে। পিটন ছিলো জ্যাকের মতো, পতিত জমির মাঝখানে চাষাবাদের জমি চিহ্নিত ও সংরক্ষণ করা। কিন্তু পিটন যা করতো তার বেশিরভাগটাই গোপন ছিলো আমার কাছে। আমি প্রধানত যা দেখি তা হলো চাষবাসহীন নির্জন প্রান্তর, যার ভিতর দিয়ে পিটন প্রতি মৌসুমে একবার বা দুবার তার জন্যে বা আমার জন্যে সংকীর্ণ পথ কেটে বের করতো।

BanglaBoi.org

পিটনের কাটা এই পথ শুরু হয় লনের শেষ প্রান্ত থেকে, সরকারি সড়ক থেকে বেরিয়ে আসা ছায়াছন্ন সরু পথের প্রায় বিপরীতে। পথটা চলে গেছে ঝোপে ঘেরা একটা জায়গার ভিতর দিয়ে, ঝোপগুলো অবশ্য এখনো বড় গাছ হয়ে গেছে। ঘেরাও জায়গাটা শূন্য, সেখানে কোনো ফুলের বেড অথবা উদ্ভিদ লাগানোর পুরনো কোনো চিহ্ন ছিলো না। এক কোণে একটা সাইকামোর গাছ লাগানো হয়েছিলো অথবা এমনিতেই হয়েছিলো; আর এই সাইকামোর গাছের গায়ে কেউ তুলে দিয়েছিলো একটা উইস্টেরিয়া আঙ্গুর লতা— সেটাও এখন পুরনো বস্তুতে পরিণত হয়েছে, আর তাতে প্রকাশ পায় পুরনো দিনের কথা, আর অনেক মালী ও লোকজনের সময় ছিলো একটা গোপন কোণে এমন কিছু উদ্ভিদ লাগানোর।

শীতকালে ঘেরাও জায়গাটা ভরে যেতো শুকনো আগাছায়, উঁচু উঁচু শুকনো সব উদ্ভিদ লতা-পাতার স্তুপ, আর লম্বা লম্বা ঘাস। এখন আগাছা আবার লম্বা হয়ে বাড়তে থাকে। কিন্তু ওইসব আগাছা ও বুনো ঘাস থাকা সত্ত্বেও পিটন সমান করে ঘাস কেটে পথ বানিয়ে ফেলতো।

এই ঘেরাও জায়গাটা মনে হতো ম্যানোরের বাগানের এক অংশ। কিন্তু ভাড়াগাড়ির লোক ব্রে বলেছিলো, এটা আরো অনেক কালের পুরনো; ম্যানোরের আগে এখানে যে বাড়িটা ছিলো এই ঘেরাও ছিলো সেই বাড়িটার সম্পদ, ব্রে বলেছিলো। এবং তারও আগে এখানে ছিলো একটা মঠ। এ রকম ধারণা মোটেও অলীক ছিলো না। মধ্যযুগে সব কিছু গড়ে উঠেছিলো ছোট নদীটার তীর ঘেঁষে; মাত্র কয়েক মাইল দূরে, এমস্‌বারিতে, নদীটা যেখানে চওড়া হয়ে গেছে এবং অগভীর ও স্বচ্ছ, সেখানে একটা অ্যাবি ছিলো এবং হয়তো গির্জার একটা স্মৃতি যেখানে রাজা আর্থারের রাউণ্ড টেবিল ভেঙে যাবার পর উইনচেস্টার— ক্যামেলট থেকে এসেছিল গিনেভের।

একটা ঘেরাও, সেক্ষেত্রে, গাড়ি চলাচলের পথে আর্দ্র পাথরের ধ্বংসাবশেষে মানুষের উপস্থিতি ধারণ করে ছিলো। পাথরের এই ধ্বংসাবশেষে পরিবেষ্টিত ছিলো সাইকামোর গাছে, এই গাছগুলো বেড়েই চলেছিলো মৃত্যু ও ক্ষয় উপেক্ষা করে, কালো ঘাসহীন মাটিতে ঠাণ্ডা ছায়া ফেলে উঁচু ঝোপের মধ্যে এই শূন্যতা, আমার কুটির থেকে সামান্য কয়েক পা দূরে, যেখানে (যদি ব্রের কথা ঠিক হয়) ধর্মবিশ্বাসী নারী ও পুরুষেরা, সেই আরেক যুগের বাতাস নিতো, অথবা আলাপ করতো, জীবন নির্বাহ করতো, যাতায়াত করতো মধ্যযুগের গ্রামগুলোর মধ্যে।

BanglaBook.org

এই ঘেরাওয়ের শেষে ছিলো একটা ফলের বাগান। পুরনো, এমন কি ক্ষয়ে যাওয়া পুরনো বনের গাছগুলোর মধ্যে ছিলো সেটা এখান থেকে জলজ তৃণভূমির ওপাশে দেখা যেতো নদীটা ও উইলো গাছগুলো খড় তখনো কেটে নেওয়া হয়নি, কোনো ব্যস্ততাও নয়, এমন কি গবাদি পশুর নিকটবর্তী। নদীর দিকে যাবার জন্যে জলজ তৃণভূমির ওপর দিয়ে শর্টকাট করারও প্রশ্ন ওঠে না। ভূমি স্থায়ী ভাবে জলে ডোবা।

বলা হয়ে থাকে যে জলে ডোবা ও নিষ্কাশন রহস্য এখন হারিয়ে গেছে। একদা উপত্যকার সম্পদ ছিলো সিক্ত তৃণভূমি। আর এখন সম্পদে পরিণত হয়েছে প্রশস্ত উঁচুভূমি। ফল বাগানের ওপাশে ম্যানোরের তৃণভূমিতে এখন শুধু জন্মায় বুনো হলুদ আইরিস।

ফল বাগানের এক দিকে, ঘেরাওয়ের ভিতর থেকে তুমি এটার দিকে এলে, একটা বনের মতো ছিলো। সেখানে ছিলো অসংখ্য উঁচু বৃক্ষ আর নিচের মাটি ঢাকা পড়ে থাকতো আগাছা ও গাছের ঝরা পাতায়। এখানেই ছিলো বাচ্চাদের খড়ের ছাউনিওয়ালা দোতলা বাড়িটা। আমি বসন্তে সেখানে যেতে পারতাম না। কোনো পথ ছিলো না সেখানে যাবার। পিটন একটা পথ কেটে বের করে দিয়েছিলো অনেক পরে। বাগানের ঝরা পাতা বা আবর্জনা কুড়িয়ে ট্রলি বোঝাই করে নিয়ে যেতো পিটন ঘাস-পাতা-ফুলের কবরখানায় কবর দিতে, সেটা সে বানিয়েছিলো নিজেই, সবার চোখের আড়ালে, শিশুদের বাড়িটার পিছন দিকে।

পিটন ওই জায়গাটিকে বলতো 'বাগানের আশ্রয়স্থল'। আমি বিশ্বাস করতাম ওই রকম দু-তিনটে আশ্রয়স্থল সে বানিয়ে রেখেছে বাগানের বিভিন্ন স্থানে। পতিত কোনো বিচ গাছের শাখা অথবা ঘাসের স্তূপ দেখে সে হয়তো বলতো ঃ 'ওগুলো আশ্রয়স্থলে যাবে।' অথবা, 'আমি এখনই এগুলো আশ্রয়স্থলে নিয়ে যাবো।'

আমি প্রথমে মনে করতাম পিটনই হয়তো এভাবে শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলতো। কিন্তু পরে আবিষ্কার করি যে উপত্যকায় সাধারণভাবে কথা বলার ধরনটাই এই রকম। পিটনের প্রতিবেশী ব্রের মুখ থেকেও এ ধরনের কথা আমি শুনি। কাউন্সিলের কর্মীরা এক সপ্তাহের জন্যে ধর্মঘট করলে তার কাছ থেকে এ জাতীয় কথা শুনতে পেয়েছিলাম।

আমি এ ছাড়াও মি. ফিলিপ্স-এর বাবার কাছ থেকেও এ কথা শুনেছিলাম। তার বউয়ের মৃত্যুর পর বৃদ্ধ মানুষটা বেড়াতে আসতো শনিবার বিকেলে, সে বাগানেও হেঁটে বেড়াতো (ওই দিন সাপ্তাহিক ছুটির কারণে উপস্থিত থাকতো না পিটন), কথা বলার জন্যে সে কোনো কোনো সময় আমার কুটিরের সামনে

BanglaBook.org

থামতো। ক্যারিয়ারের বালক হিসেবে সে জীবন শুরু করেছিলো, আর পুরনো দিন সম্পর্কে সে ছিলো তথ্যের ভান্ডার। সে আমাকে বলেছিলো সরকারি রাস্তার পাশে শ্রমিকদের কুটিরগুলো অতোটা সংকীর্ণ কেন। পুরনো কোচ আর শকটের পথটা হতো চওড়া। সেগুলো পেভমেন্ট দিলে সংকীর্ণ হয়ে যেতো। আর ওই রাস্তার দু'পাশে ফিতের মতো যে জায়গা ছিলো তা কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিলো না। শ্রমিকরা ওই জায়গায় দখল নিয়ে কুটির বানাতো। এ জন্যেই কুটিরগুলো হতো খুব সংকীর্ণ।

এবং আমি এ কথা শুনেছিলাম নিখুঁত সুসজ্জিত পোশাক পরা এক লোকের কাছ থেকেও, সে এসেছিলো আমার বেডরুমের সিলিং-এ ইঁদুরের বংশ নিপাত করতে। সেই লোক আমাকে বলেছিলো ইঁদুর ও ছুঁচো সম্পর্কে জানা তার সব কথা। ছুঁচোরা হয় সন্ত্রাসী; কিন্তু তারাও স্বভাবের প্রাণী। ইঁদুররা বাস করে দেয়ালের ফাটলের মধ্যে, তারা কখনো আলোয় আসে না অথবা, মুক্ত ভাবে চলাফেরা করতে পারে না; তাদের দৈনিক এক গ্রাম খাবার হলেই চলে কিংবা এক টুকরো বিস্কুট। কিন্তু লোকটা এসব কথা বলছিলো তার শ্রোতার দিক থেকে প্রচন্ড সাড়া পেয়েই। এই ইঁদুর-বিশেষজ্ঞ উদ্বিগ্ন ছিলো নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে। কিছু ইঁদুরের জন্যে কিছু বিষ রাখার সময় একদিন সে আচমকা হার্ট-অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছিলো। সে উদ্বিগ্ন ছিলো, সর্বোপরি, তার কাজ সম্পর্কে, উদ্বিগ্ন ছিলো যে সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তার ছোট দপ্তরটি হয়তো পুরোপুরি বন্ধ করে দিতে পারে এবং ইঁদুর মারার কারবারটা ছেড়ে দিতে পারে চুক্তির ভিত্তিতে কোনো ব্যক্তি-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ওপর।

হঠাৎ করে কথার মধ্যে সে বলেছিলো, 'তুমি জানো পরে কি হবে? পরে এখানে আর সরকারি আশ্রয়স্থল বলে কিছু থাকবে না।'

এক পাশে, সেক্ষেত্রে, তুমি যেমন ফলের বাগানে এসে পড়বে, ছিলো শিশুদের বাড়ি আর পিটনের আশ্রয়স্থল, তখনো কোনো পথ নেই পৌঁছানোর, যেহেতু পথ করা হয়নি জঙ্গল কেটে। অন্যদিকে ছিলো ম্যানোরের বিশাল বাগান, প্রথমে পূর্ণ করেছিলো জলজ তৃণভূমি ও সবজি বাগানের মাঝখানের জায়গা এবং পরে জলজ তৃণভূমির ও ম্যানোরের মধ্যবর্তী স্থান।

জলজ তৃণভূমি এর মধ্যেই পরিষ্কারভাবে চাষকৃত বাগানের অংশ হিসেবে দখল করা হয়েছিলো। নির্দিষ্ট অলংকরণের গাছ, বিশেষ করে গোলাপি হথর্ন, জলাভুমিতে জন্মেছিলো আর চারপাশে জমেছিলো জলাভূমির আবর্জনা। জলাভূমির অনেক উদ্ভিদের পাতা ছিলো বর্শা আকৃতির। পিটন রাস্তা কেটে বের করার জন্যে সিক্ত তৃণভূমি পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করলেও সেগুলো আবার লাফিয়ে এসে জায়গা পূরণ করে ফেলতো।

BanglaBook.org

লনটা ঢালু হয়ে উঠে গিয়েছিলো বাড়িটার দিকে। মাঝখানে ছিলো একটা বড় চিরহরিৎ গাছ যেটা ওই বাড়িটার চেয়েও অবশ্যই পুরনো হয়ে থাকবে। মি. ও মিসেস ফিলিপ্‌স-এর কোয়ার্টার ও ছোট বারান্দা এক পাশে। বাড়িটা পুরনো ছিলো না। শতাব্দীর প্রথম দিকে এটা তৈরি করা হয়েছিলো, কিন্তু বানানো হয়েছে এমন ভাবে যে পুরনো দেখায়। আমার কুটির থেকে লনের ওপাশে পুনর্নির্মিত গির্জার মতো। বাড়িটার পিছন দিকটা ধূসর চিত্র তৈরি করেছিলো।

আমি পিছনের ওদিকটায় খুব কম গিয়েছি। আমি অভ্যন্তরীণ অবস্থাটা জানতাম না, এবং জানতাম না কোন জানলা থেকে আমার বাড়িওয়ালা তার সীমাহীন সময় নিয়ে, তার দীর্ঘ, শূন্য দিনগুলো – আমাকে দেখতে পাবে।

সে কোনো কিছু দেখতো আগ্রহ নিয়ে ঃ পুরোভাগে বিশাল গাছওয়ালা লন, এক পাশের বন বা জঙ্গল, তার লনের ও পাশের জলজ তৃণভূমি। নদী, উইলো, প্রণালী, সকালের আলোয় জলমলে জলে ডোবা মাঠ, অনেক দূরে, সন্ধ্যার আলো; তারপর উন্মুক্ত নিম্নভূমি আবার।

ম্যানোরের সঙ্গে এখন সংযুক্ত ছিলো সামান্য কয়েক একর জমি মাত্র। নদীর ওপরের জমির মালিকানা এখন আরেক মালিকের। কিন্তু ধারাবাহিক দুর্ঘটনা – জলজ তৃণভূমি চারণের জন্যে আর প্রয়োজন ছিলো না, গত শতাব্দীর শেষ দিকে ছোট উপত্যকার গ্রামটিতে কৃষির যান্ত্রিকীকরণ, অসংখ্য কৃষি কুটির অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, সামরিক বাহিনীর জায়গা নিয়ে নেওয়া –– এই সব এবং অন্য দুর্ঘটনা, ম্যানোরের পিছন দিকে দৃশ্য, যার ভিতর দিয়ে আমি হাঁটতাম, ছিলো কন্‌স্ট্যাব্‌ল -এর সময় থেকেই অপরিবর্তিত এক প্রকৃতি। বাড়িহীন একটা দৃশ্য, মধ্য যুগের নদীর জীবন অথবা চাষী জীবনবিহীন, অথবা নিম্নভূমিতে হালচাষ শুরুর আগের যুগ, প্রায় নেচার পার্কের মতো এক দৃশ্য। আর এ সমস্তই ছিলো বিখ্যাত ছোট শহর স্যালিসবারি ও উইলটন থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে, আধুনিক মহানগরগুচ্ছ সাউদ্যাম্পটন ও অ্যান্ডোভার, লাল, ইট, পুরনো ও নতুন, ভিক্টোরিয়ান যুগের রেলওয়ে শহর ব্যাসিংস্টোক, এবং ভিক্টোরিয়ান গথিক কালো ইটের রং প্রাচীন উইনচেস্টারের ক্যাথিড্রাল হৃদয়ে।

যেখানে আমার কুটির গঠিত হয়েছিলো সেই খেলনা গ্রাম ছিলো ম্যানোর প্রাঙ্গনের বিশাল নকশার অবয়ব পথহীন বনে শিশুদের খড়ের ছাউনিওয়ালা বাড়ি। কিন্তু আমার বাড়িওয়ালা যে বিশুদ্ধতা খুঁজতো তাতে দুর্নীতি ছাড়া আর কিছু ছিলো না। সেই দৃষ্টি ভঙ্গিতে কিছুই থাকে না যা শুধু সন্দেহকে উৎসাহিত করে; সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুই ছিলো না যা একজন মানুষকে অ্যাকশনে উৎসাহিত করবে যে কি না এরই মধ্যে আত্মিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে ব্যক্তিগত হতাশা,

BanglaBook.org

সর্বোপরি, নিজের বিশাল নিরাপত্তার জ্ঞান। দৃশ্যটা – যেমন সম্পূর্ণ, তেমনি সাদামাটা – মনে হয় যেন বলবে বা বলার জন্যে আবির্ভূত হয়েছে ঃ 'এটা জগৎ। দুশ্চিন্তা কিসের? কেন হস্তক্ষেপ?'

লনের একেবারে শেষ প্রান্তে, যেখানে নতুন এক বাদাড় শুরু হয়েছে, এমন এক বাদাড় যেখানে আমি কখনো অভিযানে যাইনি, লনের সেই শেষ প্রান্তে ছিলো বিশাল এক গ্রীনহাউজ। সেটার কাঠের ফ্রেম ছিলো সলিড, এতটা সলিড যে দূর থেকে সেটা সম্পূর্ণ দেখাত। কিন্তু কাচের ভিতরে যে সবুজ উদ্ভিদ অস্বাভাবিক লম্বা দেখাত তা ছিলো আগাছা; এবং গ্ল্যাস প্যানেল অনেকগুলো খশে পড়েছিলো। আমার কাছে (আমি যা জানতাম পুরনো ত্রিনিদাদ এস্টেট হাউজ সম্পর্কে, ফরাসি ক্যারিবিয়ান স্টাইলের এস্টেট হাউজ সম্পর্কে এই গ্রীনহাউজ ছিলো সম্পদের তো কিছু।)

পাহাড়ের ওপর, জ্যাকেরও একটা গ্রীনহাউজ ছিলো, তার কুটিরের পিছন দিকে (অথবা সামনের দিকে), পুরনো খামার-প্রাঙ্গনের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো। সেই গ্রীনহাউজ ক্যাটালগ থেকে কেনা যেতে পারতো, রেডিও বা টেলিভিশন অনুষ্ঠানে বিজ্ঞাপন দেওয়া হতো যেগুলোর, ঠিক তার মতো। কিন্তু জ্যাকের গ্রীন-হাউজ কতোটা ভঙ্গুর ছিলো, তেমনি পাতলা কাঠামো, আর কংক্রিটের মেঝে! আর সময় পেরিয়ে যাবার সাথে সাথে কী দ্রুতই না তার গ্রীনহাউজটাও অদৃশ্য হয়ে গেল! দুই দশকের অবহেলার পরেও, এখনো জব্দ অবস্থায় আছে। ভিতরটা পরিষ্কার করা এক দিনের কাজ, আর পুনরায় চালু করা এক সপ্তাহেরও কম সময়ে সম্ভব।

বিশাল গ্রীন হাউজের ভিতরে ঝোপ, বাইরে ঝোপ। মৌসুমের শেষ দিকের আগে পর্যন্ত পিটন তার লন-মোয়ার নিয়ে আসতো না এখানে।

লনের আরেক প্রান্তে, জলজ তৃণভূমি যেখানে মিলিত হয়েছিলো ফলের বাগান, সেখানে একটা গর্তে ছিলো কাঁটাতারের বেড়া। এর শেষে ছিলো কেবল ঝোপ-ঝাড় আর বনের আবর্জনার মতো কিছু পদার্থ। কিন্তু এখানে, ম্যানোরের পুরনো জীবনের দিনগুলোয়, প্রণালীর ওপর কাঠের সেতুর ধারাবাহিক রেলিং ছিলো-- প্রণালীর পানি কাদার মতো কালো দেখাত, যতক্ষণ না চোখে পড়তো পাতার পরিষ্কার রঙ এবং পানিতে প্রতিফলিত আকাশের ছবি।

হাঁটার জন্যে আমাকে যে অনুমতি দেওয়া হয়েছিলো তা একটা সমাপ্তিতে পৌঁছে গেছে। তার ওপাশে অন্য এক নদীর 'স্পন্দন', সেটা আরেক মালিকের, এবং যদিও বেড়ার ওপর ওঠা সহজ ছিলো তবু সে কাজ আমি করিনি।

BanglaBook.org

নদী এখানে বেঁকে গেছে। বিপরীত দিকের পাড় একটা বাদাড়ময় চূড়ায় উঠে গেছে। সেটা ভীষণ এক গভীরতা দিচ্ছে, এবং চারপাশের বনের এক আভাস, নদীর রঙের দিকে। খালি নিম্নভূমি থেকে এখানে একটা নতুন প্রণালীও ছিলো। সুতরাং আবার, এই নিখুঁত, খোঁড়া, কোমল ভূ-প্রকৃতি, এখানে ছিলো জলশক্তি স্মারকচিহ্ন।

পানিতে এখানে ছাড়া পেতো তরুণ ট্রাউট মাছ, আর ওগুলো বেশি দূর পর্যন্ত যেতো না। অপ্রত্যাশিতভাবে ওগুলো ছিলো অনাকর্ষণীয়, ছুঁচোর মতো সন্ত্রস্ত, তারা নদীর গাঢ় পানির মধ্যে ক্যামোফ্লেজ নিতো।

এই নদী পাড়েই হাঁটাহাঁটি করা হয়, বড়জোর দশ মিনিটে, বেশির ভাগ দিনের হাঁটা হতো দেড় ঘন্টা। কিন্তু হাঁটা ছিলো নতুন বিষয়; নদী এবং আমি যা দেখতাম সব সময় বদলে যেতো। আমার এখানকার প্রথম বসন্তে আমি একটা নীল আইরিস দেখেছিলাম। আগাছার মধ্যে নিঃসঙ্গ এবং জলজ তৃণভূমির কিনারে দাঁড়ানো। জায়গাটায় আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো, যদি আমি কখনো নিজের করে একটা বাগানে গাছ লাগাতাম, ওই ক্রিয়াকে তবে অর্জনের চেষ্টা করতাম। এবং তারপর, আমি শুরু করেছিলাম আইরিসের ভিতর দিয়ে আবারও হাঁটা, যেন আমি যা ভিতর দিয়ে আবারও হাঁটা, যেন আমি যা দেখেছি তার সৌন্দর্য পড়ে আছে ওই আইরিসে।

বুনো গোলাপের বেড়ে ছিলো সুগন্ধময় গোলাপ। এবং আমার সেই প্রথম গ্রীষ্মে দেখা গোলাপ ছিলো শেষ দেখা ঃ আমি ঠিক সেই নির্দিষ্ট মৃত্যুর কাছে দাঁড়ানো। কেননা শরৎ কালে মিসেস ফিলিপ্‌স সেগুলো তুলছিলো, 'এগুলো কেটে ফেলুন।' সে বলেছিলো। আর ওই পুরনো গোলাপ ঝোপ দ্রুত কেটে সাফ করে ফেলা হয়েছিলো।

গ্রীষ্মে বা বসন্তে – প্রতি বছর – নীল বিবর্ণ লন থেকে আগাছা তুলে ফেললে তা শূন্যে ভাসতে থাকে নীল কুয়াশার মতো। এবং সবসময় সেখানে নদী ছিলো। এই নদীই আমাকে বলতে শিখিয়েছিলো, উদ্ভিদ আর মৌসুমের সুর যখন আমি অনুভব করছি তারও অনেক আগে ঃ 'অন্তত দুটো বছর আমি পেয়েছি।'

এবং জ্যাকের কুটির অতিক্রম করে হাঁটার সময়গুলোতে আমি খরগোশ খুঁজতে থাকি, উষ্ণ বাদামি লোমের, নদীতীরে এই সংক্ষিপ্ত পদচারণার সময় আমি নদীতলের শাদা চকের মধ্যে স্যামন মাছের বাসা খুঁজি এবং অনুসন্ধান করি উদ ও জলইঁদুর। আমি জানি নদীর ওপর এসে পড়া নিচু শাখার ওপর ইঁদুরটা রোদ পোয়াতে পছন্দ করে। আমি প্রায়ই সেটাকে দেখি সাঁতার কেটে নদী পার

BanglaBook.org

হচ্ছে; এবং একবার সেটা এমন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন ছিলো যে আমি তার একেবারে কাছাকাছি গিয়ে পড়েছিলাম – আমি ভেবেছিলাম ইঁদুরটা মনে হয় মারাই গেছে।

প্রতি শীতে প্রণালীর ওপরকার সেতুগুলো ক্ষয় হয়ে যেতো। একদম শেষের (অথবা একদম প্রথম) সেতুর গেট ঘটনাক্রমে এক বছর খোলা ছিলো আর পচে গিয়ে ভেঙে পড়েছিলো। নদীর প্রবাহ কয়েক ফিট বদলে গিয়েছিলো, তার মধ্যে ভেঙে পড়া সেতুর তক্তাগুলো পড়েছিলো। নতুন একটা সেতু তৈরি করা হলো।

এই পথে হাঁটার সময় আমার মাথায় শুধু ক্ষয়ের চিন্তাই আসে না – ওই চিন্তা আমি দ্রুত মুছে ফেলি -- আমার মাথায় আসে পরিবর্তনের চিন্তা। আমি পরিবর্তনের চিন্তা নিয়ে জীবন কাটাতে থাকি, এবং এ জন্যে দুঃখ না করতে শিখি। আমি মানুষের দুঃখবাদিতার সহজ বিষয়টিকে ছুড়ে ফেলে দিই কিন্তু যখন বাইরে ষোলোজন মালী কাজ করেছে তখন আমি কুটিরে থাকার ব্যাপারটাকে খুব কেয়ার করতাম কি? এমন কি প্রতিটা ব্যর্থতা বেদনা সমালোচনা? এই স্থানটায় থাকা আমার জন্যে কি সম্পূর্ণ হয়েছিলো না? নিজেকে কোথায় আছি খুঁজে পেয়ে, আমি মনে করেছিলাম -- বহু দিন আগে শুরু হওয়া সেই ভ্রমণের পর -- যে আমি আশীর্বাদ পেয়েছি।

এবং তারপর একদিন, একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে, ম্যানোরের পিছনে স্বাধীনভাবে হাঁটার সময়, জলজ তৃণভূমি ও ম্যানোরের আগাছায় ছাওয়া লনের প্রান্তে হাঁটার সময়, আমি আচমকা দেখলাম আমার বাড়িওয়ালাকে।

এটা ছিলো দ্বিতীয় বার। আর প্রথম বারের মতোই বিভ্রান্তিকর ছিলো, সেবার তাকে আমি দেখেছিলাম গাড়িতে মি. ফিলিপ্‌স -এর পাশে বসা, তার বাবার লাগানো বিচ গাছের নিচের রাস্তা দিয়ে গাড়িতে করে সে যাচ্ছিলো। সেবার গাড়ির ভিতর তাকে আমি স্বল্পক্ষণ দেখতে পেয়েছিলাম। গাড়িটা চলে গিয়েছিলো দ্রুত। আর রেখে গিয়েছিলো মি. ফিলিপস-এর বিস্ময়কর, মূল্যবান এক ছবি – সুখী, প্রভুর সাহচর্যে মোটেও পীড়িত দেখাচ্ছিলো না।

আমি বাড়িওয়ালাকে দেখেছিলাম অনেক দূর থেকে। পুরনো গোলাপের বেড অতিক্রম করে যাবার পর এবং লনে পা দেবার কিছুক্ষণের মধ্যে, ও জায়গাটা এখন পূর্ণ হয়ে আছে ডেইজি ফুলে।

BanglaBook.org

সে বসে ছিলো সূর্যালোকের মধ্যে, বিশাল চিরহরিৎ বৃক্ষ যা লনের বেশির ভাগ জায়গায় ছায়া দিয়ে রেখেছিলো এবং বাড়ির পাশের বাদাড়ের মাঝখানে; ওই বাদাড়ের ভিতর দিয়ে যাওয়া ছোট ছোট পথ আমি দেখেছিলাম, যা আমি কখনো আবিষ্কার করতে যাইনি, আমার বাড়িওয়ালাকে বিরক্ত করা হবে মনে করে, ঠিক এই মুহূর্তটার মতো কোনো সময়ের ভয়ে।

সে বসেছিলো (যেমনটা পরে আমি ভেবেছিলাম বা অনুভব করেছিলাম) ক্যানভাসের ইজি-চেয়ারে, সূর্যালোকে, দক্ষিণে মুখ করে, আমার দিকে পিঠ দিয়ে। তার মাথায় পরা ছিলো চওড়া কিনারওয়ালা একটা হ্যাট। তাতে ঢাকা পড়েছিলো তার ন্যাড়া মাথা বা অন্য কিছু, ঠিক যেমনটা তার পিঠ ঢাকা ছিলো ইজি- চেয়ারে।

আমি দেখতে পেলাম তার ভাঁজ করা পা আর অনাবৃত হাঁটু– রোদে চকচক করছে। তার পরনে শর্টস; উরুর কাছে টাইট। নগ্নতার জন্যে আমার বাড়িওয়ালার এই আকাংখা নিয়ে গল্প শুনেছিলাম ফিলিপ্‌সদের কাছ থেকে এবং এ নিয়ে ব্রেও আমাকে গল্প শুনিয়েছিলো। তরুণ বয়সে আমার বাড়িওয়ালার দৈহিক সৌন্দর্য বিষয়ক গল্প কিন্তু সেই সৌন্দর্য চাপা পড়ে গেছে এখনকার স্থূলতার মধ্যে।

নির্জনতার মধ্যে সূর্যালোক, মোটা চকচকে হাঁটুর ওপর রোদ– এই বিস্তারিত দৃশ্য আমার মৌসুম সেবার নির্ধারণ করে দিয়েছিলো। আমি জানতাম অবশ্য যে ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় সে ঘরের ভিতরে থাকতো আর কেবল ভালো আবহাওয়াতেই বাইরে বের হতো। তার জন্ম হয়েছিলো এক বিশাল বাড়িতে, কাউন্টির সবচেয়ে স্যাঁতসেঁতে অংশের বিস্তীর্ণ দৃশ্যপটে, নদী পাড়ে, এক উপত্যকায় (বেশির ভাগ সময় যেটা আমি কুয়াশাচ্ছন্ন দেখতাম)। কিন্তু তার সহজাত প্রবৃত্তি ছিলো ভূমধ্যসাগরীয়, উষ্ণমণ্ডলীয়; সে রোদ ভালোবাসতো। অভ্যাস, বন্ধুত্ব, যেখানে তার মূল্য রয়েছে সেখানে থাকার ইচ্ছা– হয়তো এগুলো তাকে তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বাড়িতে ধরে রাখতো। হয়তো যদি সে বন্ধু নিতে পারতো আর সামাজিক যোগাযোগ থাকতো, তার সামাজিক মূল্য সম্পর্কে অন্যদের জ্ঞান, সেইসব যা তাকে রক্ষা করে, তাহলে হয়তো সে কোথাও যেতে পারতো। কিন্তু সে তার বাড়িতেই ছিলো, যেটা ছিলো তার আবাসন, এবং স্বপ্ন দেখতো অন্য কোনো জায়গার, নিজের মতো করে স্বপ্ন দেখতো।

সে আমাকে কবিতা পাঠিয়েছিলো– তার ভাড়াটে হিসেবে আমার প্রথম বছরে– কৃষ্ণ এবং শিব সম্পর্কে। মিসেস ফিলিপ্‌স কবিতাগুলো টাইপ করেছিলো তারপর ব্যক্তিগতভাবে সেগুলো নিয়ে এসেছিলো কুটিরে। এটা ছিলো আমাকে

BanglaBook.org

আমার বাড়িওয়ালার স্বাগত জানানোর ভঙ্গি; এবং তেমনি মিসেস ফিলিপ্স আচরণ করেছিলো, ওই ভঙ্গির সঙ্গে সে আরো যোগ করেছিলো কবিতা তৈরি করা সম্পর্কে তার বিস্ময়। মিসেস ফিলিপস আরো কবিতা টাইপ করে নিয়ে এসেছিলো। আমার বাড়িওয়ালা ও আমার মধ্যে সে পরিণত হয়েছিলো যোগাযোগের জীবন্ত মাধ্যমে। আমি মনে করি না আমার বাড়িওয়ালা উদ্দেশ্য করেছিলো সৌজন্য এই রকম হবে; কিন্তু এতে করে কুটিরে আমার থাকাটা অত্যন্ত সহজ হয়েছিলো।

কৃষ্ণ এবং শিব! সেখানে, ওই নদীটা ছাড়াও (কন্‌স্ট্যাবল্ ও শেপার্ড), ছিলো ওইসব ভূমি! আমার বাড়িওয়ালার এসব ধর্মশাস্ত্রবিষয়ক বস্তু ব্যবহার সমকালীন ধর্ম বিশ্বাস বা ফ্যাশনের মতো কিছুই ছিলো না। তার ভারতীয় রোমাঞ্চ ছিলো বস্তুত অনেক পুরনো দিনের ব্যাপার, তার উত্তরাধিকারের মতো কিছু, তার বাড়ির মতো, উপনিবেশিক গৌরবের দিনগুলোর মতো কিছু, যখন ক্ষমতা ও গৌরব ভিতর থেকে আলগা হয়ে যেতে শুরু করেছিলো। আমার বাড়িওয়ালার ভারতীয় রোমাঞ্চের শিকড় ছিলো ইংল্যান্ডে, সম্পদ, সাম্রাজ্য, গৌরবের ধারণা, একটা অত্যন্ত বিশাল নিরাপত্তা।

তার ভারতীয় রোমাঞ্চ– যার সঙ্গে আমার, আমার অতীতের, আমার জীবন বা আমার আকাঙ্খার কোনো সম্পর্ক ছিলো না– খাপ খেয়ে গিয়েছিলো তার আবাসনের সঙ্গে। তার কৃষ্ণ ও শিব ছিলো নাম এবং তার কবিতায় তারা ছিলো ছিলো গ্রীক দেবতার মতো, প্রাচীন ভাস্কর্যের রঙ দিয়েছিলো, নৈশ-নীলের স্পর্শ ছিলো তাতে, প্রতিশ্রুতি এক আনন্দের (এবং সৌন্দর্য ও কিটসীয় সত্য) যা চেতনাকে ঘুরিয়ে দেয়।

রং করা মূর্তিগুলো সম্পর্কে আত্মগর্ব ছিলো আনন্দদায়ক (আমি ভেবেছিলাম এটা ছিলো একটা পুরনো কবিতা)। এবং জ্ঞান ছিলো একটা নীল, হিন্দু মন্দিরের আদিম দেবতা সম্পর্কে, কামুক কৃষ্ণ, মাদকসেবী শিব (নীল রং, বস্তুত ভারতীয় আদি অধিবাসীদের কালো রংটিকেই প্রকাশ করতো)। কিন্তু পরবর্তী কবিতাগুলোর– কিছু কবিতা টাইপ করেছিলো মিসেস ফিলিপ্স্, কয়েকটি ছাপা হয়েছিলো (আলাদা এক একটি কাগজে, অলংকরণ সহ)– প্রতিভাসিত হয়েছিলো পূর্ববর্তী শতাব্দীর ইতালীয় তরুণরা অথবা পেরু, মালয়েশিয়া বা ব্রাজিলের বন্দরের তরুণ কনরাডিয়ান নাবিকরা।

তার ফ্যান্টাসি (চেতনাগত যতোটা না যৌনতাকে, কবিতা বিচার করে অন্তত তাই মনে হয়) দৃষ্টির আড়ালে ছিলো। এমন কিছু যা অদৃশ্য হয়ে যেতো হয়তো সংজ্ঞার সাথে ঃ আত্মার কৌতূহলজনক মৃত্যু যেটা তার ওপর পতিত হয়েছিলো

BanglaBook.org

তার জীবনের একেবারে শুরুর দিকে। তার নোঙ্গর ছিলো তার বাড়ি, সামাজিক মূল্য সম্পর্কে তার জ্ঞান। তার অসুস্থতার ওঠা-নামার ভিতর দিয়ে, সে যে কে সেই জ্ঞান তার মধ্যে রয়েই গিয়েছিলো। মিসেস ফিলিপ্সকে দিয়ে যেসব কবিতা সে পাঠিয়েছিলো তার প্রতিটাতে তার স্বাক্ষর ছিলো। তার স্বাক্ষর আকৃতি ছাড়াও – কোনো বালকের পরীক্ষামূলক প্রকৃতির স্বাক্ষরের মতো লাগতো।

আর এখন সে আমার সামনে বসে আছে, তার বাড়ির আঙিনায় রোদের ভিতর, সেই বাড়ি যেটাকে সে সারা জীবন চিনেছিলো, ভাঙা শার্সিওয়ালা, আগাছাপূর্ণ গ্রীন হাউস, তার বাগানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে। অর্ধনগ্ন, আড়াআড়ি করা পা, স্থূল ডান উরু (ওই উরু তোলা ছিলো, এবং সেটা আমি দেখতে পেয়েছিলাম) শক্ত শর্ট্সের মধ্যে ঢোকানো হয়েছিলো।

ফিলিপ্সরাই আমাকে উৎসাহ দিয়েছিলো নদীতীর বরাবর পিছন দিকের বাগানের ভিতর দিয়ে হাঁটার। আমার বাড়িওয়ালার ছিলো তার নিজের অংশ, তারা আমাকে বলেছিলো; বাড়ির একেবারে দূরের বাদাড়ের ভিতর দিয়ে সে সব হাঁটা পথের কোথাও; আমি স্বাধীনভাবে হাঁটতে পারতাম। আর তেমন আমি করেছিলাম কয়েক বছর। ম্যানোরের জানলাগুলোর একটা দিয়ে আমার বাড়িওয়ালা আমাকে নিশ্চয় পর্যবেক্ষণ করেছিলো। এবং আমি বিশ্বাস করি যে, যেখানে সে আছে সেখানে তার উপস্থিতি ইচ্ছাপূর্ণতার একটা উপাদান। বাড়ির বাইরে তার চলাফেরা ছিলো বিশাল ঘটনা। কেউ একজন তার চেয়ারটা বাইরে নিয়ে গিয়েছিলো। এবং হয়তো তাকে 'দেখানোর' জন্যে মি. ফিলিপ্স বা মিসেস ফিলিপ্স আমাকে বলেনি যে আমার বাড়িওয়ালা এদিন পিছনের বাগানে বসে আছে।

তার বাড়ি, তার বাগান, তার দৃশ্য, তার নাম। সে কি দেখেছিলো? সে যা দেখে তা নিশ্চয় আমার দেখার চেয়ে আলাদা। আর তাই হঠাৎ করে একদিন আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম যখন ভাড়া গাড়ির লোক ব্রে বিশেষ নস্টালজিক এক মেজাজে (সে তার বউ ও পিটনের সঙ্গে ঝগড়া করে চলেছিলো, পিটন ছিলো তার নিকট প্রতিবেশী) ১৯২০ সালের একটা সামাজিক সাময়িক পত্রিকা আমাকে দেখালো, এবং আমি তাতে দেখতে পেলাম সেই সময়ের একদল সুদর্শন তরুণের ছবি, পিছনের লন ও নদীর মধ্যবর্তী খাঁড়ির ওপর একটা সেতুর রেলিং-এর ওপর বসে আছে তারা। আরেক দৃশ্য, আরেক স্থান!

সে কি দেখছিলো? সেখানে তার ক্যানভাসের ইজি চেয়ারে বসে সে কি দেখছিলো গ্রীন হাউজের লম্বা আগাছা, যার কিছু কাচের গায়ে লেগে চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছিলো? তার কি মনে হয়েছিলো সবকিছু ঠিকঠাক রাখার কথা, অথবা যেমন

BanglaBook.org

অযত্ন অবহেলায় পড়ে আছে তেমনি পড়ে থাকার কথা? বাগানে লাগানো অসংখ্য গাছকে যে আইভি লতা মেরে ফেলছিলো তা কি সে দেখেছিলো? সে অবশ্যই আইভি লতা দেখেছে। মিসেস ফিলিপ্‌স একদিন আমাকে বলেছিলো যে বাড়িওয়ালা আইভি ভালোবাসে এবং সে নির্দেশ দিয়েছিলো আইভি কখনো না কাটার জন্যে।

তাহলে যখন একটা গাছের পতন ঘটে তখন তার কেমন লাগে? অসংখ্য গাছের পতন ঘটেছিলো। জলজ তৃণভূমি এখন বিশাল জায়গা জুড়ে আধিপত্য বিস্তার করে আছে।

সে ফুল ভালোবাসতো। দেয়াল ঘেরা সবজি বাগানের এক কোণে তার জন্যে কিছু ফুল গাছ লাগিয়েছিলো পিটন। এবং আমি যা শুনেছি, আবহাওয়া উজ্জ্বল হয়ে ওঠার সাথে সাথে ফুলের প্রতি তার কামনা তীব্র হয়ে ওঠে। পিটনের লাগানো ফুলের জন্যে সে সব সময় অপেক্ষা করতে পারতো না। সে তখন ফুল কেনার জন্যে স্যালিসবারি ও অন্যান্য শহরের ফুলের দোকানে যেতো, কোনো কোনো সময় ফুল আর পাত্রে রাখা চারা কিনতে অনেক দূরের নির্দিষ্ট বাগানগুলোতেও সে চলে যেতো।

পিটনই আমাকে একদিন জানালো যে, ফুল কেনার একটা অভিযান থেকে ফেরার পথে, বাড়িওয়ালা আমার জানলার নিচে এবং ইউ গাছের ছায়ায় জন্মানো পিওনি দেখেছে এবং আমারই মতো অনুভব করেছে সেগুলোর রঙের গভীরতা।

আমার বাড়িওয়ালার সমস্যা ছিলো 'পিওনি' শব্দটার উচ্চারণ নিয়ে, সেটা বললো পিটন।

'উনি আমার বা আপনার মতো করে 'পিওনি' বলেন না,' পিটন বললো। 'উনি বলেন পি-ওনি।' অনেকটা শুনতে লাগে 'পনি' শব্দটির মতো।

কোথাও– অক্সফোর্ডে, অথবা সমারসেট মমের বইয়ের পৃষ্ঠায়– আমি এই এডোয়ার্ডিয়ান উচ্চারণ সম্পর্কে পড়েছিলাম। পিটন যা বললো তাতে আমি বেশ অবাক হলাম। আরেক যুগের সেই শিক্ষা এখনো টিকে আছে অসুস্থ মানুষটার মধ্যে।

কিন্তু তার নিজের বাগান যে ধ্বংস হয়ে গেছে, এখন তার কেমন লাগে ফুল দেখতে? ওই বাগানটার মধ্যে জানলা দিয়ে প্রায়ই সে আমাকে হাঁটাহাঁটি করতে দেখে। বস্তুত ক্ষয়টা কি তার চোখে পড়ে?

আমি ম্যানোরে এসেছিলাম নিজেকে সবকিছু থেকে প্রত্যাহার করে নেবার এক মানসিকতা নিয়ে। আমি বুঝেছি ওই মানসিকতায় একজন মানুষ কতোটা

BanglaBook.org

বানোয়াট অনুভব করতে পারে। এসব থেকেই আমার কুটিরের ভিতরটা আমি রঙ করে নিয়েছিলাম গাঢ় রঙে। এটা এসেছিলো আমার শৈশবের কিছু একটা থেকে।

পোর্ট অব স্পেইনে আমার এলিমেন্টারি স্কুলটা ছিলো ভিক্টোরিয়া এভিনিউয়ের একটা রাস্তায়, যে রাস্তাটা শেষ হয়েছে কবরখানায় গিয়ে। স্কুল শেষ হবার পর প্রায় প্রতিদিন বিকেলে আমি কবরখানার উঁচু দেয়ালের পাশ দিয়ে যাওয়া ঘোড়ায় টানা মুর্দাবাহী শকট আর পিছনে শোকার্ত শোভাযাত্রা দেখতে পেতাম, ওই কবরখানাটার নাম ছিলো লাপেইরুজ, শেষ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি বসতি স্থাপনকারীরা অভিযাত্রিক লা পেরুজ-এর নামানুসারে এই নামকরণ করেছিলো (এরা ফরাসি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় পালিয়ে এসেছিলো হাইতি ও অন্যান্য ফরাসি দ্বীপে)। লাশবাহী শকট টানা ঘোড়াগুলো ঢাকা হতো কালো রঙের কাপড়ে। ফলে ওই রঙটি আমার জন্যে কখনোই শক্তির প্রতীক ছিলো না। বরং ওই রঙটি ছিলো মৃত্যুর। আমি যে মানসিক অবস্থার মধ্যে কুটিরে এসেছিলাম, সে অবস্থায় অন্য কোনো রঙ হতো ছলনা করা।

আমার বাড়িওয়ালা পছন্দ করতো গ্রীষ্মকাল, সূর্য, ফুল, আইভি। হয়তো সে সবকিছু ঠিক রাখতে অসমর্থ ছিলো। অথবা হয়তো সে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো, এবং ভেবেছিলো আইভি তার বাগানটা যতোই ধ্বংস করে দিক না কেন, তারপরেও সেখানে তার দেখার কিছু থাকবে; থাকবে গ্রীষ্মের সূর্যকিরণ আর তার বসার জন্যে বাগানে কিছু পরিষ্কার করা জায়গা। কিছু গাছ আইভি লতায় এমনভাবেই ঢেকে গিয়েছিলো যে বলা মুশকিল সেগুলো কি গাছ– বিশেষ করে আমার পক্ষে, কেননা আমি এই বাগানের গাছগুলো সম্পর্কে জানতাম কম। এক বছর একটা গাছ মরে গেলে জানা যেতো সেটা চেরি গাছ ছিলো। আইভি লতার জাল ভেদ করে বেরোনো ফুল দেখে আমি গাছটাকে চিনতে পারতাম। পিটন এবং মি. ফিলিপ্স গাছের গুঁড়ি কেটে নিতো চাকতির মতো করে; এই কাজে তারা ব্যবহার করতো একটা চেইন শ, আর চাকতিগুলো হতো ছোট ছোট, খেলনার মতো। আমার ফায়ারপ্লেসের জন্যে আমাকে কিছু চাকতি দেওয়া হতো। সেগুলো আমি রেখে দিতাম আমার বাইরের ঘরে (সবজি বাগানের দেয়াল সংলগ্ন অর্ধ-কুটিরে) আর ওখানেই থাকতো সেগুলো শুকানোর জন্যে। ওগুলো শুকিয়ে গেলে আমি সবগুলোই পুড়িয়ে ফেলতে পারতাম না।

একটা চাকতি আমি রেখে দিয়েছিলাম, এবং আমি সেটা মসৃণ করে বার্নিশ লাগিয়ে রেখেছিলাম। বাকলসহই সেটা শুকানো হয়েছিলো; কাঠ ও বাকলের মধ্যে জায়গা ছিলো সামান্যই; আর খুব ধীরে ধীরে শুকিয়েছিলো বলে ফাটতে

BanglaBook.org

পারেনি। শুধু করাতের দাগ দেখা যেতো, আর নির্দিষ্ট কোনো রঙও ছিলো না তাতে, আমার বাইরের ঘরে তাতে ধুলো পড়ে যাচ্ছিলো, চেরি-কাঠের চাকতিগুলো খুব সুন্দর লাগতো মসৃণ করার পর। আমি চাকতিগুলো গুনে রেখে ছিলাম। সাতচল্লিশটা ছিলো।

অংকুরোদ্‌গমের পর প্রথম দুই বা তিন বছর চেরি গাছ নার্সারিতেই বড় হয়। সুতরাং এগুলো লাগানো হয়ে থাকবে ১৯৩০ সালের শরতে। প্রথম ছাব্বিশ বছর বেশ জোরেশোরে বাড়তে থাকে। আর কাঠের রঙ মাঝখানে হয় সোনালি। কিন্তু তারপর, শেষ একুশ বছর, এর বাড় ধীর হয়ে যায়। চাকতির বাইরের দিককার কাঠের রঙ গাঢ় হয়।

এখানে বাগানের চেরি গাছের এই গোপন জীবনে নিশ্চিত করার মতো কিছু ছিলো যা আমি শুনেছিলাম আমার বাড়িওয়ালার জীবন সম্পর্কে। ১৯৪৯ বা ১৯৫০ সালে– ১৯৫০ হলো সেই বছর যখন আমি নিজের দ্বীপ দেশ ত্যাগ করি, ইংল্যান্ডে আসি, লেখার উপাদান খুঁজি, এবং লেখক হিসেবে অনেক বেশি জ্ঞান অর্জন করি একজন ব্যক্তির চেয়ে, আমার আসল অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখি, নিজের অভিজ্ঞতা লুকিয়ে রাখি নিজের কাছ থেকে ১৯৪৯ বা ১৯৫০ সালে আমার বাড়িওয়ালা জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলো, সেই জগৎ সম্পর্কে অতিরিক্ত জ্ঞান মাথায় চেপে যাবার কারণে। সম্ভবত ওই সময়েই সে হুকুম দিয়েছিলো, যেন আইভি লতায় হাত দেওয়া না হয়। সেই সময় পর্যন্ত তার বাবার লাগানো এই বাগান কম-বেশি যত্ন নেওয়া হয়েছিলো, সবকিছু সত্ত্বেও, যুদ্ধ সত্ত্বেও। চার বা পাঁচ বছর পর, আমার চেরি কাঠের চাকতির প্রমাণ দেখে, আইভি সরিয়ে ফেলা হয়েছিলো; এবং একুশ ছর পর কেটে ফেলা গাছ পরিণত হয়েছিলো বাগানের আবর্জনার অংশে, জীবনের আবর্জনা।

যে সময়ে আইভি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিলো বা চেরি গাছের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, আমার বাড়িওয়ালার তরুণ বয়সেই যখন অ্যাকসিডিয়া স্থায়ী হয়েছিলো, আমার মনে হয়েছিলো আমি অক্সফোর্ড ছাড়তে পারতাম তখন। আর যেহেতু আমাকে কিছু করতে হয়েছিলো, যেহেতু লেখক হবার জন্যে আমি বাড়ি ছেড়েছিলাম, আর অন্য কোনো প্রতিভা যেহেতু আমার মধ্যে প্রকাশ হয়নি, আমি নিজেকে লেখক হিসেবে বিন্যস্ত করে নিয়েছিলাম। ওই সিদ্ধান্তে কোনো আনন্দ ছিলো না। সেটা ছিলো আমার জীবনের সবচেয়ে শূন্য আর সবচেয়ে শংকাজনক একটা বছর। এবং একদিন উপত্যকায়, কোনো কারণ ছাড়াই, হয়তো কেবল রোমাঞ্চের জন্যেই, মাঠের গোলাপ হথর্ন বিচ ও পাইন গাছের উইন্ডব্রেকের পাশ দিয়ে পাহাড়ের উপর দিকে উঠছিলাম আমি, সেই আবাসনের দিকে উঠছিলাম যা

BanglaBook.org

আমাকে এমন আনন্দ দিয়েছিলো যে আনন্দ দুনিয়ার অন্য আর কোনো জায়গা আমাকে দিতে পারেনি, আমি নিজের ব্যক্তিসত্তার পঁচিশ বছর আগের ভাবনায় আত্মমগ্ন ছিলাম, এবং আবারও এক আতংক অনুভব করেছিলাম যে আমি পুরোপুরি বিস্মৃত হয়েছি, আর একটা ইচ্ছা জেগেছিলো, পালানো ও আত্মগোপনের ঃ কোনো টাকা পাচ্ছিলাম না, না কাজ, প্রতিভার উন্নতি ঘটছিলো না, সেই সন্ধ্যায় ফিরে যাবার মতো কোনো জায়গা ছিলো না কেবল এক কাজিনের ভাড়া করা স্যাঁতসেঁতে বেজমেন্ট ফ্ল্যাট ছাড়া; পরিবারকে দেবার কিছুই ছিলো না, যারা আগের বছর আমার বাবার মৃত্যুর পর থেকে আমার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলো মানসিকভাবে।

কোনোভাবে আমি লেখার কাজ করেছিলাম। কোনোভাবে— এবং কুড়ি বছর পর, এটা ভাগ্যের মতোই মনে হয়েছিলো– আমি নিজেকে জগতের সাথে সংযুক্ত করেছিলাম। এবং আমার বাড়িওয়ালার বিপরীত আমার কুড়ি বছরের জীবনটা তার বাগানের আবর্জনার সান্ত্বনার কাছে নিয়ে এসেছিলো।

নিজের সম্পর্কে সাধারণ ধারণা বহনকারী এক মানুষ, তার নামের এক সাধারণ ধারণা, দেখতে পেতো তার সম্পত্তির বিশাল মূল্য, আর সাড়ম্বরে বাস করতো কোথাও। কিন্তু যা সে জানতো তাই নিয়ে থাকতেই পছন্দ করতো আমার বাড়িওয়ালা। সে নিজে কখনোই ভাবেনি তার বাড়ি ও বাগান থেকে দূরের কোনো জীবনের কথা, যেটা হয়তো সে অব্যাহত দেখতো তার নিজের ধরনে, হয়তো সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ হিসেবে দেখতো, আমরা যেভাবে দেখতে ব্যর্থ হতাম যা ক্রমান্বয়ে আসতো ফ্ল্যাটে বা বাড়িতে যেখানে আমরা বাস করেছিলাম লম্বা একটা সময়।

ম্যানোরটা খুব বেশি নিজের মতো ছিলো, সেখানে সবকিছুর স্টাইল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো, এসব এমন ব্যাপার ছিলো যে ক্ষয়ের সাম্প্রতিকতা ছিলো বিস্ময়কর এক ঘটনা। আর সেটা দেখতে শেখার পর, এটা আমি অন্যান্য স্থানেও দেখেছি। আমি এটা ঠাণ্ডা ফ্রেমের মধ্যে দেখেছি ঠিক আমার কুটিরের বাইরে।

এই ফ্রেমগুলোর ছিলো ইটের নিচু দেয়াল; উত্তরের দেয়ালগুলো ছিলো দক্ষিণের দেয়ালগুলোর তুলনায় এক দু ফুট উঁচু; বিশাল কাঠের ফ্রেমের কাচ ঢাকা ছাদ ছিলো ওগুলোর, কবজা আটা ছিলো উত্তরের উঁচু দেয়ালে। আচ্ছাদন তুলে ফেলা সহজ ছিলো না। ম্যানোর প্রাঙ্গনের আরো অনেক জিনিসের মতো, সেগুলো অতিরিক্ত জায়গা নিয়েছিলো; ভারী কাচ, অতি ঘন কাঠের ফ্রেম। কোনো পর্যায়ে শীতল ফ্রেম পরিত্যক্ত হয়েছিলো, এবং ভারী আচ্ছাদন স্থাপিত ছিলো উঁচু সবজি-বাগানের দেয়ালের পাশে। ওখানেই আমি তাদের খুঁজে পেয়েছিলাম।

BanglaBook.org

তাদের খুব বেশি বৃদ্ধ দেখাচ্ছিলো, তাদের চারপাশে বেড়ে উঠেছিলো ঘাস আর আগাছা কিন্তু যখন গ্রীষ্মে, আমার বাগানের দেয়াল ও পিছনের দরোজার মাঝখানে ঘাস কাটা হয়েছিলো, যখন গ্রীষ্মে প্রথম আমি সেই ঘাস কাটি, আর ঘাস কাটার যন্ত্রটা সোজা বাগানের দেয়ালের কাছে আর কাছের আচ্ছাদনের কাছে নিয়ে যায়, কী দারুণ রূপান্তর! আঙিনার কোণে বহুদিন ধরে অবহলো করে ফেলে রাখা যা ঝোপ বলে মনে হতো তা কেটে ফেলার পর সমান আর চমৎকার লাগলো দেখতে। যেন দেয়াল ঘেঁষে কাচের আচ্ছাদন দেওয়া হয়েছে মাত্র কয়েক মাস আগে।

দেয়াল ঘেঁষা সেখানকার মাটি তৈরি হয়েছিলো আংশিকভাবে কাঠের ছাই ও কয়লার ছাই দিয়ে। এমন কি আমার নিজের কুটিরের ছাই দিয়েও হতে পারে। এই তৈরি হওয়া মাটি আর আমার বাইরের ঘরের দেয়ালের পাশে একটা ধাতব গ্রিল দেওয়া খোলা মুখ ছিলো; ওখান দিয়ে আঙিনায় জমা পানি বেরিয়ে গিয়ে পড়তো নিম্নভূমি, রাস্তা, সংকীর্ণ পথ ও নদীতে। এখানকার কিছুই প্রাকৃতিক ছিলো না, সবকিছুই বিবেচিত ছিলো।

আমার বাইরের ঘরের দেয়াল ঘেঁষা কাঠের ফ্রেমের ওপর কাচের আচ্ছাদন, ওই ফ্রেমের কাঠ এখনো শাদা দেখায়। কাচের কয়েকটি শার্সি ভেঙে গেছে; এবং মাটি যদিও খারাপ, এবং বাগানের দেয়ালের উত্তর পাশে, আর দিনের বেশির ভাগ সময় বিচ গাছের ছায়ায় ঢাকা থাকে, তবুও ঘাস ও আগাছা বেড়ে উঠেছিলো অস্বাভাবিক রকম লম্বা ও সুপুষ্ট হয়ে। কিন্তু এর বাইরেও জন্মায় এমন সব আগাছা যার নাম আমি জানি না, এবং অসংখ্য কাঁটাওয়ালা ব্ল্যাকবেরির ঝোপ, তবে মোয়ার মেশিন দিয়ে একবার সব কেটে পরিষ্কার করে ফেললেই দূর হয়ে যায় পুরনো ক্ষয়ের সব ধারণা– পাঁচ বা ছয় বছর পর চেরি গাছের চাকতিগুলোরও সেই দশা হয়।

আমার কুটিরের পিছন দিকের আঙিনা আবারও 'নতুন' দেখালে সেটা ভারি অস্থিরতা সৃষ্টি করে। এর ফলে জায়গাটা আশ্রয়স্থলে হিসেবে বেমানান হয়ে পড়ে আমার কাছে। আগের অবস্থাতেই আমি এখানে আরাম অনুভব করতাম। আমি এখানে আসার এক-দু বছর আগে জায়গাটা ওই রকমই ছিলো। এখানে আমার উপস্থিতি তার অংশ ছিলো।

ফিলিপ্সদের ক্ষেত্রেও তাই। তাদের সঙ্গে যখন আমার প্রথম দেখা হয় তখন মনে হয়েছিলো তারাও তাদের বসতির অংশ। আমি তাদের বসার ঘরে বসেছিলাম আর তাকিয়ে ছিলাম বাইরের পাথুরে বারান্দার দিকে, তার ওপাশে বাগান, বড় বড় গাছ, জলজ তৃণভূমি।

BanglaBook.org

এসব কিছুই মনে হয়েছিলো ম্যানোরের একটা টুকরো। এবং যেহেতু আমি বিশাল বাড়ির ভিতরের জীবন সম্পর্কে কিছুই জানি না, শুধু কল্পনা করতাম, এবং যেহেতু ইংল্যান্ডে অপরিচিত এক পরিবেশে এসে পড়েছিলাম, তাই নিজের মতো করে এখানকার জীবনের শ্রেণীবিন্যাস করে নিয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিলো বিশাল একটা বাড়ির স্টাফ কোয়ার্টারে বসবাসকারী কর্মচারি বা ভৃত্যদের উদাহরণ হলো ফিলিপ্‌সরা। ওই ধরনের লোকদের আচরণ আমি আরোপ করতাম তাদের ওপর।

আমার জন্যে এটা জানা খুব হতাশাজনক ছিলো যে আমার আসার মাত্র এক বছরেরও কম সময় আগে ফিলিপ্‌সরা এখানে এসেছিলো। এবং তাদের আচরণ মোটেও চাকর-বাকর বা কর্মচারিদের আচরণ নয়, বরং ওই আচরণ একান্তই তাদের নিজস্ব। ওই আচরণ ছিলো শান্তিকামী মানুষের আচরণ, যে শান্তি তারা পেয়েছিলো এই ম্যানোরে।

যদিও তারা ম্যানোরে বেশ আয়েশ করে গুছিয়ে বসেছিলো, এবং যদিও তারা ওই অঞ্চলের ছিলো, তবু তাদের 'পল্লীর মানুষ' বলা যাবে না। তারা ছিলো শহরের লোক। গ্রাম ও শহরের স্বাদ পাওয়া শহরের মানুষ। তাদের ম্যানোরের নিরংকুশ অংশ মনে হলেও আসলে তারা ছিলো শিকড়হীন মানুষ। পাহাড়ের ওপর জ্যাকের চেয়েও কম।

তাদের নিজস্ব কোনো বাড়ি ছিলো না, বাড়ির জন্যে তারা পরিকল্পনাও করছিলো না। তাদের কাজের সঙ্গে সংযুক্ত বাড়িতে তারা বসবাস করতো। এবং যদিও তাদের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি, যেমনটা আমি ভেবেছিলাম, তবু মনে হতো তারা নিজেদের বৃদ্ধ বয়স নিয়ে আদৌ চিন্তিত নয়– যে বয়সে তারা আর কাজ করতে পারবে না। তাদের নিয়োগকর্তা আমার বাড়িওয়ালার মতো মি. ও মিসেস ফিলিপ্‌সকে দেখে মনে হতো যে তারা মনে করে তাদের জন্যে সব সময় আশ্রয় মিলবে।

আমাদের কাছাকাছি তিন-চারটে শহরের যে কোনোটিতে কেনাকাটা, বেড়ানো বা গাড়ি চালিয়ে যাওয়া, ওই শহরগুলোর যে কোনোটিতে তাদের অতি-পরিচিত শুঁড়িখানাগুলোর যে কোনোটিতে সপ্তাহে দু-তিনবার ঢুঁ মারা– এই ছিলো তাদের অবসরের আনন্দ ঃ পল্লীর আনন্দ নয়, শহুরে আনন্দ। এবং বহুদিন ধরে নিজেদের কোয়ার্টারে আয়েশ করে গুছিয়ে বসার ওই ভঙ্গি (যেখানে বেশির ভাগ আসবাবপত্র ম্যানোরের হয়ে থাকবে), ওই ভঙ্গি যা আমাকে প্রথম দিন খুব আশ্বস্ত করেছিলো আর আমাকে স্বস্তিও দিয়েছিলো, ওটা ছিলো শিকড়হীন মানুষ হিসেবে তাদের প্রতিভার অংশ। এই প্রতিভা জ্যাকের প্রতিভার মতো ছিলো না, যদিও খুব দ্রুত এটা প্রতিভাত হতো না।

BanglaBook.org

নিজের কাজ ও কুটিরের অশ্চিয়তার মধ্যেও জ্যাক বাগান করতো, সবজি ও ফুল চাষের জন্যে মাটি খোড়াখুড়ি করতো এবং ভালো মনে রক্ষণাবেক্ষণ করতো তার প্লটগুলো। কিন্তু একই রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে থেকে— যেমন যে কোনো সময় নিয়োগ কর্তার মৃত্যু হতে পারে, নিজেদের সহায়-সম্বল নিয়ে কোথাও চলে যেতে হতে পারে অন্য কাজ আর অন্য আবাসের খোঁজে— ফিলিপ্‌সরা তৈরি করেছিলো তাদের আরামদায়ক ঘর। ফিলিপ্‌সদের ছিলো আলাদা ধরনের স্থিতিশীলতা। তাদের ঘরের বাইরের ঘটনা, বাইরের উৎসব তাদের শহুরে জীবনে ছন্দ আর দোলা দিয়ে যেতো ঃ বেড়াতে যাওয়া, শুঁড়িখানায় যাওয়া সপ্তাহে দু-তিনবার, দক্ষিণের একই হোটেলে তাদের বার্ষিক ছুটি কাটানো।

হয়তো জীবনের এই চেহারা ফিলিপসদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলো। গ্রামের সামাজিক অভ্যাসে অভ্যস্ত মানুষ ছিলো না তারা; তারা কোনো বিশাল বাড়ির ভৃত্যও ছিলো না চরিত্রে বা সহজাত প্রবৃত্তিতে; তারা ছিলো শহরের, বাইরের জগতের মানুষ।

আগে বাগানে গোলাপের ঝাড় থাকলেও পরে আর কোনো গোলাপ ছিলো না সেখানে। মিসেস ফিলিপ্‌স সব কেটে ফেলেছিলো। পরে আর তা হয়নি। এ বিষয় আর কখনো উল্লেখ করেনি সে। বাগানের মালী পিটন আসার পর আর হাতও দেয়নি। এখানে নতুন নতুন মানুষেরা এসেছিলো নতুন উদাহরণ নিয়ে। সে সব আমার মনোযোগ আকর্ষণ করে। তারা ছিলো বাইরের জগৎ থেকে আসা মানুষ যারা গৃহ ভৃত্য হিসেবে নিজেদের ভূমিকায় অভিনয় করছিলো। মি. ফিলিপ্‌স ছিলো একটা মানসিক হাসপাতালের মেল নার্স; তারপর সে একটা হোটেলেও কাজ করেছিলো। ওই জায়গাগুলোর একটিতে– একটা হাসপাতাল বা হোটেলে– মিসেস ফিলিপ্‌স স্নায়বিক সমস্যায় ভুগতে শুরু করে। আর ওই সমস্যার কারণেই তারা ম্যানোরে চলে আসে। আমার বাড়িওয়ালাকে দেখাশোনা করার জন্যে।

মি. ফিলিপ্‌স ভৃত্যের কাজ করা থেকে অনেক দূরে ছিলো। সে প্রধানত ম্যানোরের লোকজনের শৃঙ্খলা ও তাদের রাশ টেনে রাখার কাজ করতো। আর সে লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখতো। হয়তো এর মধ্যে অতিরিক্ত কিছু সুখ ছিলো, বাড়িটার তার কাছের পাশাপাশি। যা হয়তো বিদঘুটেভাবে প্রকাশ পেয়েছিলো তার চেহারায় যেদিন সে আমার বাড়িওয়ালাকে গাড়িতে করে নিয়ে গিয়েছিলো বিচ গাছের নিচের রাস্তা দিয়ে।

তার উচ্চতা ছিলো মধ্যম; হয়তো ছোটখাটোও বলা যায়। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় উপযোগী যে পোশাক সে পরে থাকতো তার নিচে ঢাকা থাকতো তার দেহ

BanglaBook.org

কাঠাম। আমার এখানে দ্বিতীয় গ্রীষ্মকালে শুধু আমি লক্ষ্য করেছিলাম তার উন্নত পিঠ, তার বিশাল কাঁধ ও শক্তিশালী বাহু। যেন ভারোত্তলনকারীদের মতে।

প্রতিদিন বিকেল প্রায় তিনটের দিকে আমি তার চিৎকার শুনতে পেতাম, সবজি বাগানের ওপাশে কোনোখান থেকে ভেসে আসতো আওয়াজটা। কয়েক দিন পর আমি জানতে পারি সে কি বলে চিৎকার করে। সে চিৎকার করতো ঃ 'ফ্রেড!' চা পানের জন্যে এভাবে সে পিটনকে ডাকতো। এটা বন্ধুত্বের ইঙ্গিত, না প্রয়োজন, না সবাই তারা এক সাথে ফিলিপসদের কিচেনে চা পান করতো নিয়ম অনুযায়ী, না কি পিটন শুধু ওখানে এসে চা নিয়ে চলে যেতো আমি জানি না। ওই চিৎকারের মধ্যে এমন এক কর্তৃত্বের সুর ছিলো যে তাতে আমার মনে চিন্তা আসতো অন্য 'ম্যানোর'-এর (স্থানীয়ভাবে যেমনটা পরিচিত) যেখানে মি. ফিলিপ্‌স— এবং মিসেস ফিলিপসও, স্নায়বিক সমস্যার আগে- কাজ করেছিলো।

একদা সেখানে ষোলোজন মালী ছিলো। আর এখন সেই জায়গায় মাত্র একজন, পিটন। সে যে এখানে কোনো বেড়াতে আসা লোক নয় তা জানতে এবং তাকে জানতে আমার কিছু সময় লেগেছিলো; তারপর সে যে বাগানোর মালী সে কথা বুঝতেও আমার কিছু সময় লেগেছিলো। সে ছিলো কিংবদন্তির ষোলোজন মালীর পর শেষ মালী। এই ভূমিকায় তাকে ঠিক খাপ খায় না। পিটনের চেহারায় সেকেলে বা শোকার্ত বা অভাগার কোনো ছাপ ছিলো না।

তার বয়স ছিলো মধ্য-পঞ্চাশের মধ্যে, বৃদ্ধ না হলেও মধ্য বয়সি তো বটে; সে ষোলজনের একজন ছিলো না অবশ্যই। শক্ত-সমর্থ, ঋজু একজন মানুষ দৃঢ় মুষ্টি আর নিজের পোশাকের প্রতি অসাধারণ দায়িত্বশীল। সে পরে ছিলো-আমি প্রথম যখন তাকে দেখি তখন শীতকাল ছিলো-একটা ফেল্ট হ্যাট, থ্রি-পিস টুয়িড স্যুট, এবং একটা টাই। (পিটন সব সময় টাই পরতো, শীত- গ্রীষ্ম সব সময়।)

তাকে যে ষোলো জনের একজনের মতো লাগতো না তাই নয়, তাকে এমন কি বাগানের মালীর মতোও লাগতো না। অন্তত তাকে মালী হিসেবে আমি ভাবতে পারতাম না। আর সেটা ছিলো বিষয়টাকে ঠিকভাবে দেখা, কারণ বাগান ও বাগানের মালীর এই কারবার আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতো ত্রিনিদাদের বিশেষ ছবি আর স্মৃতি, মনে পড়তো আমার নিজের ছোট্ট এশীয়-ভারতীয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস, শেষ ঊনবিংশ শতাব্দীর চাষী অভিবাসী। আর স্পর্শ করতো একটা তন্ত্রী।

BanglaBook.org

ত্রিনিদাদে শৈশবে আমি কয়েকজন মালীকে চিনতাম বা দেখেছিলাম। পল্লী এলাকায়, ভারতীয় বা প্রধানত সেখানেই বসবাস করতো, বাগান বলতে কিছুই ছিলো না। সমস্ত দেশটি ঢাকা ছিলো আখের ক্ষেতে। পুরনো ক্রীতদাসদের ফসল আখ এখনো লোকজন ফলায় এবং তাতে জীবন নির্বাহ করে। এতে ব্যাখ্যা মেলে আমদানি হওয়া এশীয় চাষী জীবনের উপস্থিতি। আখ ব্যাখ্যা করে দরিদ্র ভারতীয় ধাঁচের বাড়ি আর সংকীর্ণ অ্যাসফল্ট সড়কের পাশে খড়ের ছাউনিওয়ালা কুঁড়েঘর। ওই সব ছোট ছোট বাড়ির সামনে মসৃণ আঙিনায় বাগানের মতো কিছু ছিলো না। সেখানে থাকতে পারতো ঝোপ, প্রধানত হিবিস্কাস। পানির গর্তের পাশে। সেখানে থাকতে পারতো ফুলের এলাকা ইক্সোরিয়া, জিনিয়া, মেরিগোল্ড, লেডি'স স্লিপার, আর আমরা যাকে কুইন অব ফ্লাওয়ার বলি সেই রকম ফুল।

বাগান ছিলো পোর্ট অব স্পেইনে, কিন্তু শুধুমাত্র সমৃদ্ধ এলাকায়, যেখানে বিল্ডিং প্লটগুলো ছিলো অনেক বড়ো। ওই বাগানগুলোতেই শৈশবে, বিকেল বেলা স্কুল থেকে বাড়িতে ফেরার পথে, আমার হয়তো চোখে পড়তো একজন খালি-পা মালীকে। আর সত্যি কথা হলো বাগানের মালি হবার মতো জ্ঞান, মাটি, উদ্ভিদ ও সার সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিলো অত্যন্ত কম। তার চেয়ে বরং বেশি জ্ঞান রাখতো একজন আগাছা পরিষ্কার করার বা গাছে পানি দেবার লোক, খালি-পা লোক, হাঁটু পর্যন্ত গুটানো ট্রাউজার্স, ফুলে বেডে পানি ছিটাতো হোস পাইপ দিয়ে।

এই নগ্নপদ মালী হতো ভারতীয়-মনে করা হতো উদ্ভিদ ও মাটির ব্যাপারে ভারতীয়র আছে কিছু বিশেষ জ্ঞান। আর এই লোকটা হয়তো ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছে, এবং ত্রিনিদাদে নিয়ে আসা হয়েছে পাঁচ-বছরের চুক্তিতে। মেয়াদ শেষে ভারতে বিনা খরচে ফিরে যাবার প্রতিশ্রুতি অথবা ত্রিনিদাদে কিছুটা জমি মঞ্জুরের প্রতিশ্রুতিও থাকতো সেই চুক্তিতে। এই ধরনের ভারতীয় শ্রম চুক্তি শেষ হয়েছিল ১৯১৭ সালে-আমার কাছে প্রাচীনতার নির্দশন ১৯৪০ সালে, বলা যায়, কিন্তু বাগানে পানি দেবার খালি-পা লোকটা (তখনো হয়তো ভারতের একটা ভাষাই সে জানতো) ওই সময়ের কথা মনে করতে পারে অতি সহজেই। এ ধরনের বাগান করাটা ছিলো শহরের বৃত্তি।

যুদ্ধের পর একটা নতুন ধরনের কৃষিকাজ বিকশিত হচ্ছিলো। পোর্ট অব স্পেইন উৎপন্ন করেছিলো, এবং আরাঙ্গুয়েজ এস্টেটের জমি, জায়গাটা পোর্ট অব স্পেইন থেকে খুব বেশি দূরে নয়, আখ চাষ। আরাঙ্গুয়েজ নামটা দিয়েছিলো স্পেনিয়ার্ডরা, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তারা এ নামটি দিয়েছিলো স্পেনের আরানজুয়েজ শহরের নামানুসারে, ওই শহরের ছিলো বিখ্যাত রাজকীয় বাগান।

BanglaBook.org

আরাঙ্গুয়েজে নির্দিষ্ট পরিমাণ বসত-বাড়ি ছিলো; কিন্তু দক্ষিণে, নিচু জলাভূমির প্রান্তে, ভেনিজুয়েলায় ওরিনোকো নদী যখন ফুলে উঠতো পারিয়া উপসাগরের বন্যায় তখন ওই জায়গা তার প্রভাবে ভেসে যেতো, ওই ভূমিতে, হাইওয়ে এমব্যাংকমেন্টের দু'পাশে আমেরিকানরা যুদ্ধকালে তৈরি করেছিলো, এস্টেটের সাবেক কর্মীরা প্লট লিজ নিয়েছিলো এস্টেটের কাছ থেকে, প্রত্যেকে কয়েক একর করে, আর শুরু করেছিলো উৎপাদন করতে সবজি বাগান, ধীরে ধীরে জলা থেকে জমি উঁচু করে এনেছিলো তারা, তৈরি করেছিরো সেভাবে।

যে সব শাক-সবজি তারা জন্মাতো-বেগুন, শিষ ইত্যাদি-সেগুলোর জীবনচক্র ছিলো সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সেগুলোর চাহিদা ছিলো বিপুল।

সবজি উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন হতো যত্ন ও মনোযোগ। আর সবজিক্ষেত্রে প্রতিদিনই দেখা যেতো চাষীরা আগাছা পরিস্কার করছে অথবা মাটি খুঁড়ছে অথবা পানি দিচ্ছে এমন কি পোর্ট অব স্পেইনে যখন ঘোড়দৌড় অথবা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচ কিংবা বড় কোনো উৎসব হয় তখনো তারা এ রকম কাজ করতে থাকে, নিজেদের জন্যে কাজ করার সময় লোকেরা যেমন করে।

কোকো সৃষ্টি করে বনের পরিবেশ। আখ হচ্ছে লম্বা ঘাস। এই সবজি ক্ষেতের সোজা লাইনগুলো, সবুজের নানা রকম ঘনত্ব আর বুনন, আমাদের নতুন এক ধারনা দেয় কৃষিকাজ বিষয়ে এবং সেই সঙ্গে ভূদৃশ্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক নতুন ধারণা। সবজি চাষীরা ছিলো ভারতীয়, কিন্তু এই সবজি ক্ষেতগুলো আদৌ ভারতীয় সবজি ক্ষেতগুলোর মতো ছিলো না। দক্ষতা, চর্চা এসেছিলো ইম্পেরিয়াল কলেজ অব ট্রপিক্যাল এগ্রিকালচার-এর পরীক্ষামূলক প্লটগুলো থেকে—ওই প্রতিষ্ঠানটি সারা বৃটিশ সাম্রাজ্যে বিখ্যাত ছিলো—কলেজটির দূরত্ব এখান থেকে ছিলো মাত্র এক অথবা দুই মাইল। ভারতীয় সবজি-চাষীদের অনেকেই সেখানে বাগানের মজুর হিসেবে কাজ করতো এবং ইংলান্ডে আসার কয়েক বছর পর আমি দেখলাম যে দক্ষিণ আরাঙ্গুয়েজের হাইওয়ের দু'পাশে যে ভূদৃশ্য সৃষ্টি করেছিলো ভারতীয় সবজি-চাষীরা—এমন এক ভূদৃশ্য যার কোনো নকশা ছিলো না ত্রিনিদাদ বা ভারতে — সেই ভূদৃশ্য ছিলো ইংল্যান্ডে আমার দেখা অ্যালটমেন্টের মতো, শহরের প্রান্তে, রেলগাড়ি থেকে। গ্রীষ্মমন্ডলীয় ও উপনিবেশিক বসতিতে ইংরেজ অ্যালটমেন্ট! দুর্ঘটনাক্রমে সৃষ্ট, নকশা অনুযায়ী নয়; সৃষ্টি হয়েছিলো সাম্রাজ্যের আমলের শেষ দিকে।

তিরিশ বছর পর আরাঙ্গুয়েজের সবজি ক্ষেতগুলো ছড়িয়ে পড়েছিলো আরো অনেক বর্গ মাইল এলাকা, জলা জমি উদ্ধার করা হয়েছিলো, ঋতুর পর ঋতু ধরে, সৃষ্টি হচ্ছিলো একটা সমতল, প্রশস্ত, ডাচ প্রতিক্রিয়া।

BanglaBook.org

তিরিশ বছর পর, তেল আবিষ্কার হলে, সবজি চাষীদের অনেকেই কিংবা তাদের উত্তরসূরিরা, পরিণত হয়েছিলো ধনী ব্যক্তিতে। তাদের ছেলেমেয়েরা পড়তো ক্যানাডা বা যুক্তরাষ্ট্রের স্কুলে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু শুরুতে, যুদ্ধের ঠিক পরেই, তখনও যখন আমেরিকান হাইওয়ের পাশে জলাভূমি ঘেঁষে স্যাঁতসেঁতে খড়ের ছাউনিওয়ালা কুঁড়েঘরগুলো ছিলো, ওইসব সবজিক্ষেতের শ্রম, বৈজ্ঞানিক ছিলো যদিও, এখনো নির্মম আর কম মজুরিপ্রাপ্ত দেখায়, চাষাবাদী জীবনের এক বর্ধিত অংশ, কাদা রোদ নগ্ন পায়ের, স্যাঁতসেঁতে কুড়ে, তৈলাক্ত বা ঘর্মাক্ত ফেল্ট হ্যাট পিঠের ওপর ভাঁজ করা।

ফুলগুলো ছিলো সৌন্দর্যময়; সবাই ওগুলো ভালোবাসতো। পোর্ট অব স্পেইনে অনেক একর জুড়ে ছিলো রয়াল বোটানিক্যাল গার্ডেন, বৃটিশরা দ্বীপটি অধিকার করার পর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো; আর রক গার্ডেনের পদ্ম পুকুর। দুটো জায়গাই বিউটি স্পট হিসেবে পরিচিত ছিলো। কিন্তু 'মালী' বিষয়ক ধারণা বাগান বিষয়ক ধারণার সঙ্গে মিলতো না; বস্তুত, বাগানের ধারণার সঙ্গে সেটার বৈপরীত্য ছিলো। এই বাগান বলতো পোর্ট অব স্পেইনের কথা,আয়েশ ও অফিসের ভালো কাজের কথা এবং রবিবারে কুইন'স পার্ক সাভানায় গাড়ি চালানোর কথা। মালী যুক্ত ছিলো চারা রোপন কিংবা এস্টেটের অতীতের সাথে। সেই অতীত ছিলো পোর্ট অব স্পেইনের বাইরে, ভারতীয় পল্লী এলাকায়, ক্ষেতে, রাস্তায়, কুঁড়েয়। সাহিত্য বা সিনেমা (যদিও আমি নির্দিষ্ট কোনো ছবির কথা ভাবি না) শব্দটিকে আলাদা কোনো সম্বন্ধ দিতে পারতো না। কিন্তু সেই জ্ঞান-জলাভূমি, এস্টেট ও সবজি ক্ষেতের-ছিলো সেই জ্ঞান যা আমি ইংল্যান্ডে নিয়ে এসেছিলাম। ওই জ্ঞান যা আমি ইংল্যান্ডে নিয়ে এসেছিলাম। ওই জ্ঞান ছিলো পি.জি. উডহাউজের মালী ও তৃতীয় রিচার্ডের মালী সম্পর্কে পড়া আমার ধারণা। আর অপরিহার্য ভাবে নতুন জ্ঞান অর্জন করেছিলাম আমি। লন্ডনের বিশাল পার্কের মালীরাও ছিলো। আরো ছিলো আমার অক্সফোর্ড কলেজের একজন মালী, মৃদু, কৌতুক প্রিয়, পাইপে ধূমপায়ী এক লোক। এবং রেলওয়ের পাশের অ্যালটমেন্টে আমি বর্ধিত হতে দেখেছিলাম আরাঙ্গুয়েজের আসল প্লটগুলো।

কিন্তু পিটন, কিংবদন্তির ষোলোজনের শেষ ব্যক্তি, ছিলো পুরোপুরি আসল। প্রতিদিন সকাল নয়টায় তাকে দেখা যেতো লনের শেষ প্রান্তের চওড়া, শাদা রঙ করা গেটে। আর থ্রি-পিস টুয়িড স্যুটে তাকে মোটেও বাগানের মালীর মতো লাগতো না; আমার কুটিরের দিকে সচেতন ভাবেই সে তাকাতো না, খুব সতর্কতার সঙ্গে দূরত্ব রেখে চলতো, আমার কুটিরের থেকে সবচেয়ে দূরের পথটা দিয়ে সে যাতায়াত করতো; ম্যানোর প্রাঙ্গণে নির্দিষ্ট পরিমাণ লোকজনের

BanglaBook.org

আসা-যাওয়া ছিলো। তার সময়নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা যে পর্যন্ত না তাকে ছেড়ে গিয়েছিলো, আমি মনে করেছিলাম পিটন হয়তো ওই সব দর্শনার্থীদের একজন, যে কিনা পিছনের পথ দিয়ে খামার-প্রাঙ্গণ আর কবরখানার দিকে যেতে পছন্দ করতো; আমি আরো মনে করতাম যে ফার্মহাউজের মতো করে তৈরি করা স্কোয়াশ-কোর্টের পাশে বাগানের ছাউনির নিকটবর্তী পানির ট্যাপ ব্যবহারের অধিকার ছিলো তার।

আমাদের এখানে জীব-জন্তু দর্শনার্থীও আসতো। শাদা কালো রঙের একটা বিড়াল ছিলো, সেটা আসতো পিটনের পথ দিয়ে, পথটা ছিলো লম্বা ঘাস আর আগাছার মাঝে। বিড়ালটা বেশ দক্ষ এক শিকারিতে পরিণত হয়েছিলো। বিপরীত দিক থেকে আসতো একটা ল্যাবরাডোর কুকুর। উপত্যকার উপর দিকে একটা বাড়িতে সেটা থাকতো। সপ্তাহে তার প্রভু লন্ডনে ছিলো, আর সকাল বেলা কুকুর চলে আসতো এখানে। রৌদ্রোজ্জ্বল সকালগুলোয় আমার জানলা দিয়ে দেখতে পাই অনেক দূরে তার লেজ ওঠা-নামা করছে। জন্তটা আমার কুটিরের সামনে আসতো, জলজ তৃণভূমির ওপর দিয়ে আসার ফলে সেটার পেটের দিক ভিজে যেতো আর কালো দেখাত। থাবাও দেখাত একই রকম। পিটনের মতো সেটাও লনের অন্য পাশের দালানগুলোয় লেগে থাকতো। কুকুরটার চাউনি দেখে বোঝা যেতো যে সে জানতো এ জায়গাটা তার নিজের নয়। তাকে সবাই যে পছন্দ করতো তা নয়। সে ডাস্টবিনের শিকারও ছিলো। এই কুকুরটার ব্যাপারে ম্যানোরের ফিলিপসদের অভিযোগ ছিলো; এমন কি পিটন ও অভিযোগ করেছিলো। একটা হতাশা ছিলো, কুকুরটার ব্যাপারে। খানিকটা সেই হতাশার মতো যে হতাশা আমি দেখতাম স্বয়ং পিটনের মধ্যেই যখন সে আমার সাথে পরিচিত হয়েছিলো এবং পরে জানা গিয়েছিলো সে মালী।

শাদা-কালো বিড়াল এবং ল্যাবরাডোর কুকুরটা অভিযান করে আসতো বনপ্রান্তর দিয়ে, পিটনের বনপ্রান্তর ছিলো বাগানটা যেখানে প্রতিদিন সে প্রবেশ করতো মালী হিসেবে। কিন্তু ল্যাবরাডোর কুকুরটার মতো নোংরা হয়ে সে বেরিয়ে আসতো না কখনো; সে বেরিয়ে আসতো বিড়ালটার মতো পরিষ্কার হয়ে।

প্রধান কারণ ছিলো তার স্থিরতা, তাড়াহুড়া না করা। পিটন জানতো পা ফেলবে কিভাবে। জ্যাকের মতো কিছুই ছিলো না পিটনের শ্রমে। কোনো গ্রীষ্মের বিকেলে জ্যাক কাজ করতো খালি-গায়ে। পিটন কখনোই তা করতো না। পোশাকের ব্যাপারে পিটনের অতিরিক্ত সতর্কতা ছিলো।

তথাপি পিটনের এই ফ্যাশন প্রবণতা, তার সযত্ন কিন্তু ঋতুর সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো নিয়মিতভাবে পোশাক কেনা, এই অতিশয় স্থিরতা, বাতিলের এই

BanglaBook.org

অনুপস্থিতি, সবই ছিলো রেওয়াজের মতো কিছু একটা। কাপড়চোপড় আর ঋতু পিটনের বছরকে আচারনিষ্ঠ করে তুলেছিলো। ফেল্ট হ্যাট ও থ্রি-পিস স্যুটের জন্যে সময় ছিলো। একটা সময় ছিলো স্ট্র হ্যাটের; একটা সময় ছিলো যখন থ্রি-পিস স্যুট পরিণত হয়েছিলো টু-পিসে। এক সময়ে চলছিলো পুলওভার, একটা পুলওভার, দুটো পুলওভার। একটা সময় চলছিলো 'গ্রামীন' শার্ট, আরেক সময় হালকা শার্ট। এক সময়ে লেপের মতো জ্যাকেট ; আরেক সময়ে গাঢ়, পাতলা, প্লাস্টিকের রেইনকোট। যে কাজ সে করছিলো তার পক্ষে তার পোশাক ছিলো সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং বছরের ওই সময়েরও। পোশাক আর আবহাওয়ার এই চমৎকার হিসেব, তার স্থিরতার পাশাপাশি, এই হিসেবের মধ্যেই ছিলো পিটনের অনন্যসাধারণ নির্ভেজালত্ব।

এবং তার পোশাকে, তার চেহারা, বাগানের মালী বা খামার-কর্মি বা একজন শ্রমিকের মতো তাকে দেখতে লাগুক তা প্রত্যাখ্যান করায় বেশির ভাগটা ছিলো তার গৌরব। আমি মনে করেছিলাম যে অন্তত কিছু ভ্যানিটি পিটনকে তার স্ত্রী দিয়ে থাকতে পারতো। মহিলাটি দেখতে ছিলো চমৎকার সৌন্দর্যময়, যা তার পর্যায়ের কারো জন্যে ছিলো অনন্যসাধারণ; তার গায়ের রঙ ও অবয়ব এবং তার বাহন কিছু চমৎকার বন্ধনের নৈকট্য প্রকাশ করে।

পিটন আর তার বউ ভালো করে কথা বলতে পারতো না। তারা যা বলতে চাইতো তা বলার জন্যে কথা খুঁজে পেতে সমস্যা হতো তাদের। তাই মনে হতো তাদের কথা বলার আছে খুব কম। কিন্তু পিটনের বউয়ের সৌন্দর্য ছিলো এমনই যে তাতে চাপা পড়ে গিয়েছিলো তার বুদ্ধি বৃত্তিক মেধা, যা ছিলো তার সামাজিক অক্ষমতা। তাকে সব সময় দেখতে পাওয়াটা ছিলো ভালো ব্যাপার ; তার প্রায়-বধিরতা ছিলো এক বিস্ময়। সৌন্দর্য তবুও সৌন্দর্য। এবং সৌন্দর্য দুর্লভ। যার সৌন্দর্য আছে সে এর প্রতি উদাসীন থাকতে পারে না। এবং আমি ভেবেছিলাম যে পিটনের পোশাকের অর্থ ছিলো মিসেস পিটনের চোখে খাপ খাওয়ানো, উপযুক্ত করে তোলা।

তারপর অন্য আরেকটা ধারণা আমাকে দিয়েছিলো একজন মধ্যবয়সী ইংরেজ লেখক, আমার অনেক বছরের বন্ধু, একদিন আমার কাছে বেড়াতে এসেছিলো সে।

লেখক হিসেবে সে ছিলো সামাজিকভাবে বিস্ফোরকী, জানতো কিভাবে ইংল্যান্ডে দৃষ্টিপাত করতে হয় ব্যঙ্গচিত্র ও আত্মব্যঙ্গচিত্রের ভিতর দিয়ে।

পিটনকে দেখতে পেয়েছিলো সেই লেখক-তখন গ্রীষ্মকাল, আর পিটনের পরনে ছিলো গ্রীষ্মকালীন পোশাক আর মাথায় স্ট্র হ্যাট-পিটন ধীর গতিতে হেঁটে

BanglaBook.org

যাচ্ছিলো শাদা ফটকটার দিকে, পিটনের সকালের কাজ শেষ; এখন সে মধ্যাহ্ন ভোজের কারণে ঘরে যাচ্ছিলো। মধ্যাহ্ন ভোজের জন্যে তার প্রস্থানের নির্দিষ্ট সময় ছিলো, তাই এমনভাবে সে হাঁটছিলো যেন শাদা ফটকে গিয়ে পৌছায় কম-বেশি একটার সময়। লনের একেবারে দূরের দিকটায় ছিলো পিটন, আমার জানলার দিকে সে তাকাচ্ছিলো না, ল্যাবরাডোর কুকুরটার মতো তাকিয়েছিলো সামনের দিকে।

টনি বললো, 'ওই লোকটা কি তোমার বাড়িওয়ালা?'

'সে বাগানের মালী।'

টনি বললো, 'দীর্ঘকাল ধরে আমি যা মনে করে এসেছি এটা তাই প্রমাণ করে। লোকেরা এমন সাজার চেষ্টা করে যাতে তাদের দেখতে লাগে তাদের নিয়োগকর্তাদের মতো।'

আমি আসলে আমার বাড়িওয়ালকে দেখিনি এবং জানতাম না সে দেখতে কেমন। টনি হয়তো তাকে দেখেছিলো লন্ডনে, অনেক বছর আগে, সেইসব দিনে যখন আমার বাড়িওয়ালা সামাজিক ভাবে সক্রিয় ছিলো, শহরের লোক, নিজেকে গুটিয়ে নেবার আগে।

কিন্তু আমার বাড়িওয়ালার সঙ্গে পিটনের সাদৃশ্য—যদি সে রকম সাদৃশ্য থেকে থাকে—কখনো সেভাবে ফুটে উঠতো না যেভাবে টনি বলছিলো কর্মচারী অনুকরণ করছে নিয়োগকর্তাকে, এবং তারপর নিয়োগকর্তা অলসতায়, চাটুকারিতায়, অনুকরণ করছে, তার কর্মচারীর অনুকরণ। আমার বাড়িওয়ালার সঙ্গে পিটনের সাদৃশ্যটা হতে পারতো একটা দুর্ঘটনা, একটা কাকতালীয় ব্যাপার, কারণ পিটন এই ম্যানোরে এসেছিলো প্রায় সেই সময়ে যখন আমার বাড়িওয়ালা নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলো, আমার বাড়িওয়ালার প্রচণ্ড বিষণ্নতা শুরুর সময়ে। এমন কি এখনো, যেমনটা আমি শুনেছিলাম ফিলিপসদের কাছ থেকে, আমার বাড়িওয়ালা ও মালীর মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম-কিংবা, আরো নির্দিষ্ট ভাবে, বাগানের মধ্যে।

আমার বাড়িওয়ালা কখনো পিটনের মডেল হতে পারতো না। কিন্তু অবিলম্বে আমি অনুভব করলাম যে টনি যা বলেছিলো বা পিটন সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছিলো তার মধ্যে কিছু একটা ছিলো; সেটা হলো ঊর্ধতন একজনে মডেল করা হয়েছিলো স্টাইলের জন্যে। পিটন, যেমন আমি শুনেছিলাম, ম্যানোরে আসার আগে একটা ভালো অবস্থান নিয়ে সেনাবাহিনীতে ছিলো—আমরা একটা সামরিক এলাকায় ছিলাম। এবং টনির সফরের পর পিটনের মডেলের এই প্রশ্নে—বস্তুত, যতোদিন পিটনকে দেখেছিলাম তার মধ্যে কখনোই ধারণাটা ছেড়ে যায়নি আমাকে—

BanglaBook.org

আমি জানতে পারি যে পিটনের মডেল (মিসেস পিটনের উৎসাহে) হয়ে থাকবে কুড়ি অথবা পঁচিশ বছর আগের জনৈক সেনা কর্মকর্তা যার অধীনে কাজ করতো পিটন (যে ব্যক্তি এখনো বেঁচে আছে পিটনের স্মৃতিতে ঃ পিটনের অনুকরণ এই অফিসারের প্রধান স্মারক, হয়তো)।

সেনাবাহিনী এখনো পিটনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তার ছেলে সেনাবাহিনীতে ছিলো। এই ছেলের উন্নতি বা বদলি ছিলো একমাত্র বিষয় যা নিয়ে মিসেস পিটন, প্রথমে চোখ পিটপিট করে, একটা বা দুটো বাক্য উচ্চারণ করতো; স্বাভাবিক ভাবে সে শুধুমাত্র মৃদু হাসতো আর প্রীতিকর লাগতো তাকে। কোনো কোনো সময় আমাদের দেখা হতো বাসস্টপে, গাঢ় ইউ আর বিচ গাছের ছায়ায়। খুব বেশি বাস ছিলো না সেখানে; রাস্তাটা বেশির ভাগ সময় শান্তই থাকতো ; এবং বাস স্টপে মানুষের কণ্ঠস্বর শব্দ তুলতো ও প্রতিধ্বনিত হতো যেমন কোনো কামরায় হতে থাকে। তার ছেলেকে নিয়ে আমরা কথা বলতাম যেন ছেলেটা স্কুলে পড়া ছেলের চেয়ে বেশি নয়, যেন, বলা যায়, পাঠে সে বেশ ভালো করছিলো, কিন্তু একটু ভালো করছিলো সাঁতার ও খেলাধুলায়।

'স্কুল' শব্দটা বস্তুত মিসেস পিটনের কথায় এসেছিলো তার ছেলের সৈনিক জীবনের আলোচনায়। বাস স্টপে একদিন সে আমাকে বলেছিলো, 'তারা আমার ছেলেকে আর্টিলারি স্কুলে পাঠিয়েছে।' এটা হতে পারতো লার্কহিলে। এখন নিম্নভূমি সবুজ আর স্পর্শ না করা হলেও লার্কহিল হচ্ছে সেনাবাহিনীর আর্টিলারি স্কুলের নাম, দিনের বেলায় বিস্ফোরণের আওয়াজ হতো গুম গুম এবং কখনো কখনো রাতের বেলায় এবং কখনো কখনো, যদি বড় কোনো মহড়া হতো, রাতে ও দিনে।

যেহেতু পিটনের ছেলে ওখানে ছিলো, এবং যেহেতু পিটন বিশাল ব্যাপারটার কথা আমাকে বলেছিলো, আমার প্রথম গ্রীষ্মে আমি আর্টিলারি স্কুলের 'ওপেন ডেতে' গিয়েছিলাম। ব্যাপারটা ছিলো অক্সফোর্ডে একটা গ্রীষ্মকালীন নৌকা বাইচের ঘটনার মতো, যখন আন্ডার গ্রাজুয়েটদের পরিবারগুলো কলেজের বার্জগুলো দখল করে নিতো। সেটা ছিলো আমার স্কুলের ক্রীড়া দিবসের মতো, কুইন'স রয়াল কলেজ, উপনিবেশিক ত্রিনিদাদে। অনুষ্ঠানটা আমি অবিলম্বে চিনতে পারি। শিক্ষক ও বালকদের পরিবর্তে এখানে ছিলো অফিসার ও সৈনিকরা; খেলাধুলার পরিবর্তে দেখানো হচ্ছিলো অস্ত্রশস্ত্র, প্রচণ্ড দক্ষতা দেখানো হচ্ছিলো। কিন্তু এখানেও ছিলো মেলার সেই পরিবেশ, খাদ্য ও মহিলাদের পোশাকের মেলা, সাধারণ রঙের, স্বাভাবিকভাবে গুপ্ত পারিবারিক সম্পর্কের এখন যা জনসমক্ষে প্রকাশিত। সেই একই রকম অর্ধ-কৌতুককর লাউড স্পিকার থেকে

ঘোষণা, সাজগোজ করা আর অংশগ্রহণের সেই একই পরিবেশ, একটা সমাজের সেই একই পরিবেশ যা বিশেষভাবে মিশ্রিত হতো সেই দিন, স্কুলের খেলাধুলায় বালক ও শিক্ষকদের অংশগ্রহণ, এখানে অংশগ্রহণ লোকজন ও অফিসারদের, পুরো পরিবারের অংশগ্রহণ, নারী ও বালিকারা নিজেদের প্রদর্শন করছে।

পিটনদের জন্যে এ অনুষ্ঠানের আকর্ষণ আমি দেখতে পাই। আমি দেখতে পাই, এটা তাদের জন্যে হতে পারতো বছরে তাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান। আর ওপেন ডের কারণে বাস স্টপে মিসেস পিটনের সাথে কিছুটা অতিরিক্ত কথাবার্তা বলতে হয়।

তারপর সে একদিন আমাকে বললো যে তার ছেলে আর্টিলারি স্কুলের প্রশিক্ষণ শেষ করেছে । সেটা খুব চমৎকার হয়েছে। 'ওর বন্ধুরা ওকে একটা ছোট মোমেন্টো দিয়েছে।' এবং শব্দটা হয়তো সৈনিকদের ব্যবহৃত শব্দ, আরেকটা বিশেষ শব্দ মনে করে, যেমন তার কাছে তেমনি আমার কাছেও বিভ্রান্তিকর ভেবে, সে আবার পুনরুক্তি ও ব্যাখ্যা করলো। 'তাদের সঙ্গে যে সময় ও কাটিয়েছে তার ছোট একটা মোমেন্টো। হীরকের মতো পরিষ্কার একটা প্লাস্টিকের মধ্যে পুরনো—কেতার একটা পিতলের কামান।'

একটা শস্তা স্যুভেনির; মৃদু হাসি মাখা, শূন্য মুখের মহিলাটি এমন ভাবে কথা বলছিলো যেন তার ছেলেটি এখনো শিশু। 'মোমেন্টো', বাজে শিল্প ঃ বাস্তবতা যেটা— সেনাবাহিনী, সৈনিক পুত্র— তা খাপ খেয়ে যাওয়া উচিৎ। কিন্তু বাস্তবতাটা ছিলো আলাদা। বাস্তবতা ছিলো গুরুতর। পিটনপুত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছিলো একজন খুনী সৈনিক হিসেবে, নতুন-স্টাইলের বৃটিশ সৈন্য। আর তাতে সে খাপ খেয়ে গিয়েছিলো। সে ছিলো অত্যন্ত বিশাল পাওয়ালা এক দানব। মিসেস পিটনের অবয়ব থেকে যে সৌন্দর্য ছড়িয়ে পড়তো তা ঠিকরে পড়েছিলো তার ছেলের চেহারা থেকে।

এটা খুব বিস্ময়কর ছিলো যে—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিশাল কিন্তু নষ্ট হওয়া অর্জনের পরে, সাম্রাজ্যের গৌরবের শেষে—এটা খুব বিস্ময়কর ছিলো যে, যখন দেশের লড়াই করার মতো বড়ো কোনো যুদ্ধ ছিলো না, তখন বৃটিশ সেনাবাহিনী এ ধরনের এলিট সৈনিক তৈরি করছিলো। স্যালিসবারি প্লেইনের ছোট শহরগুলোয় মাঝে মাঝে দু-একটা ঘটনা ঘটতো; ট্যাক্সি চালকরা কখনো কখনো সমস্যায় পড়তো রাতের বেলা। কিন্তু আমাদের উপত্যকায় কোনো সৈনিককে অথবা সেনাবাহিনীর কোনো যানবাহন কদাচিৎ দেখা যেতো। মনে হতো সেনাবাহিনীর যাবনাহন সেখানে অনুমোদিত ছিলো না; আমাদের উপত্যকায়

BanglaBook.org

চারপাশের সবকিছু থেকে আমরা একটা সুরক্ষার মধ্যে বসবাস করতাম। ঠিক যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীতে বড় বড় শিল্পপতিরা বসবাস করতো শিল্প-শহরের বাইরে তাদের পল্লী জমিদারিগুলোয়।

এক উইকএন্ডে পিটনের ছেলে বাড়ীতে এলো তার 'মেয়ে' বন্ধুকে নিয়ে। রবিবার বিকেলে তাকে সে নিয়ে গেল দৃশ্য দেখার জায়গাটিতে। সেই সময় তাদের আমি দেখতে পাই। পরিব্রাজন শেষে আমি তখন পাহাড় থেকে নেমে আসছিলাম। ছোট খাটো আকৃতির মেয়েটা পিটনের ছেলের গায়ের সাথে এমনভাবে ঝুলে ছিলো এমন লোক দেখানোর ভাবে যা আমি কখনো এই উপত্যকায় দেখিনি। অথবা এমন হতে পারতো যে আমি এমন এক বয়সে ছিলাম যে বয়সে আমি এসব পর্যবেক্ষণে সক্ষম ছিলাম বিচ্ছিন্ন থেকে, সেই বিচ্ছিন্নতা যার প্রতি লক্ষ্যস্থীর করেছিলাম আমার আঠারো বছর বয়সে, আর আমার 'উৎসব রাত্রি'র খসড়া করেছিলাম। ছেলেটি, মেয়েটি; পিতা-মাতার ঘর; চা চক্রের আগে পদব্রজে বেড়ানো-উপজাতীয় রেওয়াজ, পর্যবেক্ষককে দূরে স্থাপন।

কিন্তু ছেলেটির অবয়ব ছিলো কি রকম অশান্ত! তার আকৃতি ছাড়াও,মি. ও মিসেস পিটনের ভদ্র দুটো অবয়বের থেকে কতো আলাদা। তারা পরস্পরের প্রতি অনুগত ছিলো— তাদের চেহারায় ফুটে থাকতো তা। কিন্তু মেয়েটির প্রতি প্রকাশ পাচ্ছিলো তাদের ছেলের বিপদজনক আনুগত্য।

পিটনের আনুগত্যের ওই মান তাকে পৃথক করেছিলো জ্যাকের থেকে। পাহাড়ের ওদিকে, অর্ধ-পরিত্যক্ত খামার ও গাড়ি চলাচলের রাস্তার পাশে এক রকম নো-ম্যান'স ল্যান্ডে, জ্যাক কম-বেশি তাই করেছিলো যা পিটন করেছে ম্যানোর প্রাঙ্গণের বনপ্রান্তরে। কিন্তু জ্যাক ছিলো মুক্ত, পিটন মুক্ত নয় এবং কখনো আর মুক্ত হতে পারবে না। হয়তো সেটা ছিলো জ্যাকের বুদ্ধিবৃত্তিক পশ্চাৎপদতা, তার বিশুদ্ধ বস্তুক প্রকৃতি, যা তার ছিলো তাকেই ধারণ করা। আর সেটাও কম ছিলো না। নিজের পরিস্থিতিতে জ্যাক ছিলো ভাগ্যবান ঃ তার কুটির, তার হালচাষের জমি, এবং, সর্বোপরি, তার বিচ্ছিন্নতা, সেই নীরবতা ও নিঃসঙ্গতা যা নিয়ে সে ঘুমাতে যেতো আর ঘুম থেকে জাগতো। ওইসব পরিস্থিতি, একত্রে, তার পশ্চাৎপদতাকে অগুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছিলো, এবং আদৌ বোঝা হয়ে ওঠেনি যা অন্য কোনো স্থানে আসলে বোঝাই হয়ে উঠতে পারতো। জ্যাকের ওইসব পরিস্থিতি, মানুষটার প্রকৃতির সাথে একত্রে, তার জীবনটাকে অবিরাম উৎসবের মতো করে রাখতো। তার বাগানের সেই শ্রম, খামারে তার মজুরির কাজ শেষে, তারপর খাদ্যের আনন্দ আর গাড়ি চালিয়ে

BanglaBook.org

শুঁড়িখানায় যাওয়া, দীর্ঘ, আস্বাদিত পান, বছরের পর বছর সৌন্দর্যমন্ডিত—এবং লাভ জনক—তার শ্রমের ফসল ঃ তাহলে, গ্রীষ্মে খালি পিঠ আর শীতে অগ্নিকুন্ড নয় কেন?

জ্যাকের মধ্যে এমন এক কঠোরতা ছিলো যা পিটন বা তার ছেলের মধ্যে ছিলো না। পিটনের ছেলের সৈনিকসুলভ কোলাহলময়তা ছিলো আমার অক্সফোর্ড কলেজের তলকুঠরিতে ডিনারের আগে কোলাহল করা আন্ডার গ্রাজুয়েটদের মতো।

জ্যাকের জীবন অনুসরণ করতে পারতো না পিটন—খাবার, কটেজ, বাগান, শুঁড়িখানা সব কিছুই কয়েক মাইলের মধ্যে। পিটন ছিলো অধিক বুদ্ধিমান, অনেক বেশি দেখেছিলো সে। তার মডেল ছিলো অনেক, কিন্তু জ্যাকের তা ছিলো না। পিটন নিজের জন্যে অনেক বেশি প্রত্যাশা করতো; সে অনেক বেশি দিতে চাইতো তার স্ত্রীকে, তার সৌন্দর্যে (যদিও আমি কখনো তাকে এ নিয়ে বলতে বা আভাস দিতে শুনিনি) সে গর্ব করতে পারতো। কিন্তু উপরের এই জ্ঞান আর বুদ্ধি পিটনকে শুধু উচ্চাকাংখীই করেনি, তাকে অনুগতও বানিয়েছে। তার জীবনকে তুলে দিয়েছে অন্যদের হাতে।

সুতরাং পিটন আমার মনের ওপর প্রথম যে ছাপ ফেলেছিলো তার মধ্যে কিছু একটা ছিলো। তাকে দেখতাম প্রতিদিন সকালে শাদা গেট দিয়ে প্রাঙ্গণে প্রবেশ করছে।

তাকে ঠিক বাগানের মালীর মতো দেখাত না। ফেল্ট হ্যাট আর টুয়িডের স্যুটে তাকে দর্শনার্থীর মতো লাগতো, এখান দিয়ে যাওয়া লোকের মতো। সে বস্তুত যাচ্ছিলো বাগানের ছাউনির দিকে, যেটা তার চেঞ্জিং রুম হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। ওখানে সে ঢুকতো টুয়িড স্যুট পরে, দর্শনার্থীর মতো; আর বেরিয়ে আসতো বাগানের মালী হয়ে, সকালের কাজ আর আবহাওয়ার উপযোগী পোশাকে। কিন্তু কিংবদন্তীর ষোলোজনের সর্বশেষ হিসেবে নিজের সম্পর্কে কোনো আইডিয়া তার ছিলো না। তার নিজের সম্পর্কে ছিলো আরেক রকম ধারণা, রোমাঞ্চের অন্য আরেক ধারণা। এবং যদিও (যেমন আমরা দেখেছিলাম, যখন সেই সময়টা এসেছিলো) সে ম্যানোরে তার কাজ ও কাজের স্বাধীনতাকে মূল্য দিতো— তাকে তত্ত্বাবধান করা হতো না, আর চুক্তি মোতাবেক সময়ের

BanglaBook.org

কাজ সে করতো ইচ্ছামাফিক। এবং যদিও সে শিকারী ও শনিবার-বিকেলে কিঞ্চিৎ শুটিং সন্ধানি স্থানীয় কিছু ভদ্রলোকের দিকে চোখ অন্ধ করে রাখার ক্ষমতায় ছিলো; তথাপি ম্যানোর কোনো অংশ ছিলো না তার রোমাঞ্চের।

আর সেটা আমার কাছে হতাশাজনক ছিলো ঃ ম্যানোরে পিটন, ফিলিপসদের মতো, এবং আমার মতো, ছিলো ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একজন ক্যাম্পার। সে যা খুঁজে পেয়েছিলো তার মধ্যে বসবাস করতো, চমৎকৃত ছিলো অতীত কালের জীবনের এইসব সাক্ষ্য প্রমাণের গ্লুকেস্টারশায়ারে প্রাচীন কোনো রোমান ভিলায় এসে পড়া একজন বারবারিয়ানের মতো। তার প্রয়োজন নেই বা সে বোঝে না এমন হিটিং সিস্টেমের ধ্বংসাবশেষে সে অভিভূত ঃ উত্তর আফ্রিকান বারবারিয়ানের মতো, দেবতাসহ মোজাইক ফ্লোর থেকে সে সরিয়ে দিয়েছে বালু যা এখন রহস্যজনক এবং অপ্রয়োজনীয়।

পিটনই আমাকে দেখিয়েছিলো খড়ের ছাউনিওয়ালা দোতলা শিশুদের বাড়িটা, যদিও সেটা ব্যবহার করতো বড়োরা, ফ্যান্টাসির একটা নিদর্শন। পিটন সেটা বুঝেছিলো, আর ভেবেছিলো শিশুদের বাড়িটা প্রদর্শন করাও অর্থ বহন করে। কিন্তু গত বছরগুলোয় বাগানের যে আবর্জনার আশ্রয়স্থলটা সে তৈরি করেছিলো সেটা ছিলো ঠিক ওই শিশুদের বাড়িটার পিছনেই। বস্তুত উঁচু মোচাকৃতি ছাদ সহ বাড়িটা ওই আবর্জনার স্তূপ আড়াল করে রাখতো দৃষ্টিপথ থেকে।

কিন্তু পিটন যদি যেমন ছিলো সে রকমই না থাকতে পারতো, ধ্বংসাবশেষের ধারণাটার মধ্যে সহজভাবে বসবাস না করতে পারতো, যদি সে আসল ষোলো জনের একজন হতো এবং বেদনাদায়ক ফ্যান্টাসির দ্বারা দুর্বল হয়ে পড়তো, তাহলে হয়তো সে যা করছে তা করতে সমর্থ হতো না।

সেই গ্রীষ্মে, আমার প্রথম, তার নিয়োগ কর্তা অর্থাৎ আমার বাড়িওয়ালার কাছ থেকে কথা এলো যে 'গোপন বাগান' কুলে দিতে হবে এবং পরিষ্কার করতে হবে। গোপন? প্রাঙ্গণে কি এমন কিছু ছিলো— বন, আঙিনা, আমার বাড়িওয়ালার বিশেষ বাড়িটা, তার অন্য পাশের হাঁটা পথ ইত্যাদি ছাড়াও যা আমার জানা ছিলো না? ছিলো। 'গোপন বাগান,' এমন সফলভাবে গোপন ছিলো যে, পরে যখন আবিষ্কৃত হলো, দেখলাম এর ঠিক পাশ দিয়েই আমি প্রতিদিন হেঁটে যেতাম। আমার কখনোই সন্দেহ হয়নি যে সেখানে অস্বাভাবিক কিছু আছে। সেটা ছিলো একটা চালাকি, তাকের ওপর রাখা ভুয়া বইয়ের মতো। সেটা ছিলো প্রধান গ্যারেজের পিছন দিকে; আর এতদিন যা গ্যারেজের পিছনে সবজি ক্ষেতের দেয়ালের মতো লাগতো তা আসলে ছিলো গোপন বাগানের বাইরের দিকের দেয়াল।

BanglaBook.org

ওই বাইরের দেয়াল আর সবজি ক্ষেতের আসল দেয়ালের পিছনে ছিলো গোপন বাগানটি। চারদিক থেকে সেটা বন্ধ ছিলো, আর একটা কাঠের দরোজা ছিলো ভিতরে ঢোকার। এই দরোজাটা, প্রতিদিন যেটা আমি পার হয়ে যেতাম, স্থায়ী ভাবে বন্ধ ছিলো আর বাইরে থেকে মনে হতো সবজি ক্ষেতের অনেকগুলো দরোজা বা গেটের একটা, সেটা ষোলোজন মালীর চলে যাবার সাথে সাথে চিরন্তরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো। সেই দরোজা এখন উন্মুক্ত, আর পিটন সেখানে কাজে মগ্ন হয়ে ছিলো। ওজনদার পুরনো ভেজা পাতা সরিয়ে নিচ্ছিলো শকটে করে। শকটের পর শকট ভর্তি করে এভাবে সে আবর্জনার জায়গায় সেগুলো ফেলতে লাগলো; এবং গোপন বাগানে, কুঁড়ি ফোটা উঁচু উঁচু গাছের শাখা-প্রশাখার নিচে, বেরিয়ে এলো একটা প্রায় নতুন ছোট বাধানো ঝর্না, সোনালী কাজ করা বিবর্ণ নীল রঙের টাইলে বাধানো ছিলো সেটা। কুড়ি অথবা তিরিশের দশকের জিনিস।

ফিলিপসরা জিনিসটা দেখানোর জন্যে আমাকে ডাকলো। পিটন আমাকে ডাকলো। আমরা বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলাম, আমরা সবাই, বাগানের গোপনীয়তায়। ফিলিপসরা বিস্ময়সূচক কণ্ঠে চিৎকার করলো যে এমন সুন্দর একটা জিনিস কি রকম অবহেলা করে ফেলে রাখা হয়েছিলো। আমরা বিস্ময় প্রকাশ করলাম যে কতো মানুষ এখান দিয়ে হেঁটে গেছে অথচ কিছুই পারেনি। আমরা অনুভব করলাম যে আমাদের সুবিধা ছিলো, সব কিছু দেখার। কিন্তু তখন কেউ মনে হলো বুঝতে পারেনি গোপন বাগানটা নিয়ে কি করা যেতে পারে। দরজাটা বন্ধ, বাগান আর টাইল করা ঝর্নাটা আবারও গোপন হয়ে যায়; এবং কোনো সন্দেহ নেই আবারও ঢেকে যাবে ঝরাপাতার আবর্জনায়।

আমার বাড়িওয়ালার জন্যে গ্রীষ্মের এক ফ্যান্টাসি। একদিন কোনো একটি কিছু আলোর কিছু মান, বাড়রি কোনো বস্তু, কোনো চিঠি—হয়তো তাকে তার শৈশবের ওই বাগানের কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিলো। বাগানটা সে দেখতে চেয়েছিলো। সে নির্দেশ পাঠিয়েছিলো। পিটন এক সপ্তাহ ধরে কাজ করেছিলো। আর যখন সে সেটা দেখতে পেয়েছিলো তখন আবারও ভুলে গিয়েছিলো। (সে কি দেখেছিলো? তার স্বাভাবিক, সুরক্ষিত এলাকার চেয়ে সে কি অনেক দূর পর্যন্ত হেঁটে গিয়েছিলো? সে কি আমার কুটিরের খুব কাছে এসেছিলো আর সেখানে যেটাকে সে প্রাঙ্গণের সবার জায়গা বলে বিবেচনা করতো? মি. বা মিসেস ফিলিপ্স কে আমি কখনো বলতে শুনিনি যে আমার বাড়িওয়ালা আসলেই সেখানে দেখতে গিয়েছিলো।)

BanglaBook.org

আমাকে যা হতাশ করেছিলো তা আর হতাশ করেনি আমাকে পরে। পিটন যে কাজ করেছে সে কাজ করতে পারতো না, তার শ্রম ভেংচি কাটছে বা বাজে খরচ হচ্ছে এমন জ্ঞান নিয়ে সে কাজ করতে পারতো না, এক রকম নির্দেশ পালন করতে পারতো না, বাগানের ক্ষয় ঠেকিয়ে রাখতে পারতো না, যদি পুরনো ম্যানোরের বাগান ও প্রাঙ্গণ তার রোমাঞ্চের অংশ হতো, যদি সে কিংবদন্তীর ষোলোজনের একজন হতো। পিটন যা করেছে তা করতে পেরেছে তার কারণ, তার বাইরের, সেনা অথবা সেনা-অফিসারের ফ্যান্টাসি তার ছিলো বলে।

এবং ফল হিসেবে, হয়তো এই বাইরের জীবনের বিক্ষুব্ধতার কারণে, পিটনের এই স্বয়ংসম্পূর্ণতা, অথবা হয়তো তার আচরণের বিক্ষুব্ধতার কারণে, বাগান করা বিষয়ে কিছু না জানলেও পিটন তা করতে পেরেছিলো। বাড়ির চাহিদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট ধরনের ফুল ও সবজি উৎপাদন করতো সে— আর বাড়ির চাহিদা মানে তার নিয়োগকর্তার চাহিদা। কিন্তু কোনো ভাবেই, এ সব সত্ত্বেও, সে সত্যিই জানতো না, প্রকৃত মালী ছিলো না সে রহস্য ধরে রাখা একজন মানুষ।

এবং পিটনের এই বিক্ষুব্ধতায় মালীর একটা ধারণা ছিলো যেটা আমার কাছে খুব বেশি পুরনো বলে অনুভূত হতো, সেই সব অতীতে যখন অর্চনা শুরু হয়েছে আর উর্বরতার ধারণা জন্মাচ্ছে। বাগানের মালী হচ্ছে জাদুকর ভেষজবিদ, বীজ আর শেকড়ের রহস্যময় সংস্পর্শে থাকা একজন মানুষ এবং যে রহস্য আমরা আবিষ্কার করেছিলাম শৈশবে—আমি, ও আমার বোন আর আমার কাজিনরা আবিষ্কার করেছিলাম, যখন আমাদের পোর্ট অব স্পেইনের হলুদ শক্ত মাটিতে, আমরা, জাদুর নিমিত্তে, গর্ত খুঁড়ে শক্ত কঠিন ভুট্টা আর তিনটে বীজ পুঁতে ছিলাম, ছোট ছোট কাঠি দিয়ে গর্তের চারপাশে বেড়া দিয়েছিলাম (আঙিনায় মুক্ত ভাবে ঘুরে বেড়ানো মুরগির বাচ্চার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে), আর তিন দিন পর, সকাল বেলায়, স্কুলে যাবার আগে, অলৌকিক ঘটনাটা আমরা আবিষ্কার করলাম ঃ মাটি ফুঁড়ে ভুট্টার চারা গজিয়েছে, ঘাসের মতো, আখের মতো, তারপর তা ক্রমাগত বেড়েই চলে, বেড়েই চলে।

এই ছিলো শৈশবের উত্তেজনা, ইংল্যান্ডে যা স্পর্শ করেছিলো আমাকে যখন আমি শহর-প্রান্তে সবজির ক্ষেতগুলো দেখেছিলাম, রেললাইনের পাশে। ওইসব ক্ষেতে কাজ করা লোকগুলোর ওপর আমি শৈশবে অনুভব করা কিছু গুণ আরোপ করেছিলাম, অনুভব করেছিলাম পুরনো হিসেবে, সেই আবেগ, সেই প্রয়োজন, এখানে, উপস্থিত হয়েছিলো, ইংল্যান্ডে, প্রথম শিল্প রাষ্ট্র, রেলওয়ে টার্মিনালের দূষিত বাতাস আর কৃত্রিম আলোর মধ্যে জন্মানো আগাছার মতো টিকে যাওয়া।

BanglaBook.org

উদ্ভিদ রোপন, শস্যের বেড়ে ওঠা দেখার ওই প্রবৃত্তি হতে পারে চিরন্তন, এমন একটা ব্যাপার মানব হৃদয় যেখানে ফিরে যেতে চায়। কিন্তু আমি যেখান থেকে এসেছি সেই কৃষি উপনিবেশে— কৃষির জন্যে, নির্দিষ্ট শস্য উৎপাদনের জন্যে, আখের সমতল জমির জন্যে সৃষ্ট এক উপনিবেশ, যা ছিলো সব কিছুর ব্যাখ্যা, ঘরবাড়ি, সরকারের স্টাইল, মিশ্র জনগোষ্ঠী— সেই উপনিবেশে, শিল্প রাষ্ট্র ইংল্যান্ডের ধন ও ক্ষমতায় সৃষ্ট, সেই প্রবৃত্তি উন্মূলিত হয়েছিলো।

ত্রিনিদাদে আরাঙ্গুয়েজের সবজিক্ষেতগুলো, আমেরিকান হাইওয়ের উভয় পাশেই, দুর্ঘটনাক্রমে সৃষ্টি হয়েছিলো, আবর্জনা নিয়ে, শ্রমিকদের মধ্যে দুর্ঘটনামূলক বিভাজন, ইম্পেরিয়াল কলেজ অব ট্রপিক্যাল এগ্রিকালচার-এর শিক্ষার। সেগুলো দেখাতো ইংল্যান্ডের অ্যালটমেন্টের মতো, আর তার সঙ্গে যোগ ছিলো শিক্ষার ও বিজ্ঞানের। কিন্তু পোর্ট অব স্পেইন-এর প্রান্তে আরাঙ্গুয়েজের প্লটগুলো এবং ইংলিশ শহরের প্রান্তবর্তী অ্যালটমেন্টগুলো এখন বলতো আলাদা প্রবৃত্তি, প্রয়োজন ও আলাদা হৃদয়ের কথা। পুরনো জগৎ, চারা রোপন ও উর্বরতার, একেবারে প্রাথমিক যুগের জগৎ, হয়তো বিদ্যমান আছে উপনিবেশে, এবং শুধু মাত্র স্বল্প সময়ের জন্যে, শিশুর হৃদয়ে। প্রাপ্তবয়স্ক চোখ কৃষিতে জাদু দেখে না, দেখে কদর্যতা। আর সে কারণেই ইংলিশ অ্যালটমেন্ট স্পর্শ করে যার অনেক ছোট অনেক দূরের অনেক ঝাপসা আমার তিনটি ভুট্টার বীজ লাগানোর সেই স্মৃতিকে, যে বীজ আমি পুঁতেছিলাম পোর্ট অব স্পেইনে আমাদের পারিবারিক বাড়ির আঙিনায়।

পিটন যা জানতো না সেই ধারণা ম্যানোরের বাতাসে ভাসছিলো। সেই ধারণা আমার কাছে এসেছিলো, ক্রমান্বয়ে, আমার চারপাশের বস্তুগুলোর জ্ঞানসহ। আমার মনে পড়ে না যে মি. ও মিসেস ফিলিপস এটা বিবৃতি হিসেবে তুলে ধরেছিলো। সুতরাং আমার অনুমান, ধারনাটি মি. ও মিসেস ফিলিপ্‌স পরোক্ষে দিতে চেয়েছিলো আমার গুছিয়ে বসা ও চারপাশ দেখে নিজেই বিচার করার আগেই।

এই ধারণার কারণেই, পিটন যা জানতো না, আমার প্রথম শুরুতে, মিসেস ফিলিপ্‌স বেড়ে ওঠা গোলাপের ঝাড় কেটে ফেলেছিলো। কিন্তু বসন্ত এলেও কেটে ফেলা গোলাপের গাছগুলো আর বাড়লো না, তখন আর সে কোনো কথা বললো না। পরিবর্তনের ধারণার সেটা ছিলো আমার প্রথম দিককার একটা শিক্ষা এই উপত্যকায়। আর প্রত্যেক মে মাসে, পরবর্তী প্রতিটা বছরে, আমি জাদু দেখার আশায় কেটে ফেলা গোলাপ ঝাড়ের মুথাগুলোর দিকে তাকাতাম, গোলাপ সম্পর্কে এই নীরবতা আমার কাছে ছিলো গোলাপের অদৃশ্য হয়ে যাবার একটা প্রতিচ্ছবি।

BanglaBook.org

গোলাপ নিয়ে আর কিছু হয়নি, তারপর। কিন্তু এই সময়ে পিটন তার 'চরিত্র' দিয়েছিলো। আর ক্রমবর্ধমান ভাবে আমি অনুভব করি যে মানুষ হিসেবে পিটনের এই বিক্ষুব্ধতা সেই মানুষদের ভিতর থেকে আসা উচিৎ যারা নোঙ্গরহীন, ভাসমান।

ফিলিপস্‌দের ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই প্রভাবদায়ক মনে হয়েছিলো, কেননা আমি বেঁচেই ছিলাম উদ্বেগ আর উচ্চাকাংখা নিয়ে। আমি আবিষ্কার করলাম ফিলিপ্‌সদের ভবিষ্যতের জন্যে কোনো পরিকল্পনা ছিলো না, তাদের কোনো কিছুরই পরিকল্পনা ছিলো না, আর তারা সব সময় এই ভাবনা নিয়ে থাকতো যে কোনো না কোনো ধরনের কাজ সর্বদা আছেই, সেই সাথে কোয়ার্টার, তাদের জন্যে কোনোখানে। এটা ছিলো আমার জন্যে প্রভাবদায়ক ঃ পরিবর্তনের জন্যে এই প্রস্তুত থাকা, যা আসে তাই নিয়ে বেঁচে থাকা। কিন্তু এতে অর্জনের কোনো বিষয় নেই।

ব্রের বেলাতেও একই কথা সত্য, সে ছিলো পিটনের সবচেয়ে নিকট প্রতিবেশী। ব্রে ছিলো ভাড়া গাড়ির লোক; এবং গ্রামের যে কারো চেয়ে এখানে তার শিকড় ছিলো অনেক গভীরে প্রোথিত এবং সে ম্যানোরের খুব কাছাকাছি থাকতো আগেকার দিনে তার বাবা ম্যানোরের কাজ করতো সেও বাগানের ব্যাপারে কিছুটা অনুভূতি প্রবন ছিলো আর উপত্যকার প্রতিও তার টান ছিলো অনেক বেশি। নিজের বাড়ির সামনের অংশটা সে কংক্রিটে বাধিয়ে নিয়েছিলো তার অহরহ বদলানো গাড়িগুলোর জন্যে।

ফিলিপ্‌সরা পিটন সম্পর্কে সরাসরি কোনো বিবৃতি আমাকে দেয়নি কখনো। ব্রে সে রকম ছিলো না। ব্রে ছিলো আরো খোলামেলা। সেটা ছিলো তার 'স্বাধীন' স্টাইল; এই স্টাইল নিয়ে সে গর্ভ অনুভব করতো। সে খোলামেলা কথা বলতো আমার বাড়িওয়ালা সম্পর্কেও সে চাইতো তার ওই খোলামেলা কথা বলার বিষয়টা বিখ্যাত হোক। সে বলতো, বিষয়টা নিজেই উথাপন করে, 'তাকে গাড়িতে নিতে পারবো না। জঘন্য পাখির মতো। সামনের আসনে বসতে চায়। তারপর বসতে চায় পিছনের আসনে। তারপর আবার সে সামনের আসনে বসতে চায়।' আর পিটন সম্পর্কে ব্রে অনেক বার বলেছে, 'সে অত্যন্ত উদ্ধত মানুষ।'

'সাধারণতম' শব্দটির মতো 'উদ্ধত' শব্দটিও ছিলো ব্রের একটা শব্দ। 'উদ্ধত' ছিলো প্রাথমিক ভাবে ব্রের 'অজ্ঞ' শব্দটির সংস্করণ; কিন্তু এতে 'উদ্ধত' শব্দটির অর্থও বোঝানো হতো; এবং এই শব্দ, ব্রে যখন ব্যবহার করতো, তখন উভয় অর্থই প্রকাশ করতো আর আওয়াজটা শোনাতো আগ্রাসী, অত্যন্ত দৃঢ়।

BanglaBook.org

সরকারি সড়কের পাশে প্রায় সংলগ্ন দুটো কুটিরে থাকতো পিটন ও ব্রে। কুটিরগুলোর ছাদ ছিলো স্লেটের, দেয়াল চকমকি পাথর ও লাল ইটের। কুটির দুটোই একদা ম্যানোরের ছিলো; এবং ম্যানোরের মতো, অনতি দূরে অবস্থিত ছবির মতো খড়ের ছাউনিওয়ালা কুটিরে মতো, এ দুটো তৈরি করা হয়েছিলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে, ম্যানোর এস্টেট এগুলো তৈরি করেছিলো। পিটনের কুটিরটা এখনো ম্যানোরের রয়েছে; কিন্তু ব্রে তার কুটিরটার মালিকানা পেয়েছে। এটা যে পেয়েছে তার বাবার কাছ থেকে, যে তার সারাটা জীবন কাজ করে কাটিয়ে দিয়েছিলো ম্যানোরে আর সামান্য পয়সায় কুটিরটা কিনে নিয়েছিলো–বিক্রিটা ছিলো তাকে প্রতি সুবিধাদানের প্রকৃতিতে–যখন ম্যানোর এস্টেট ডুবতে শুরু করেছিলো, পরিবার তৎপর হয়েছিলো অন্য কোথাও।

ক্ষুদ্রতা, সমান রেখা আর উপাদান (লাল অথবা কমলা রঙের ইট আর চকমকি পাথর) ইত্যাদির কারণে ওই কুটিরগুলো আধা-শহুরে বলে আমি ভেবেছিলাম। কিন্তু তারপর ভিতরে দৃষ্টিপাত করে, অনেক মাইল জুড়ে এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা খামার বাড়িগুলোর স্টাইল আমি দেখেছি, এগুলো স্থানীয়ভাবেই তৈরি করা হয়েছিলো। আমি বুঝতে পারছিলাম যে কুটিরগুলো তৈরি করা হয়েছিলো নিরীক্ষাধর্মী 'উন্নত' কৃষি কুটির হিসেবে।

ব্রে তার বাড়ির মালিক ছিলো; সেটা সে জানান দিতেও চেয়েছিলো। তার সাথে সে যোগ করেছিলো এই ধারণা যে সে ছিলো একজন মুক্ত মানুষ, একজন মানুষ যে কাজ করে নিজের জন্যে। পিটনের দিকটায় ছিলো স্টাইলের আইডিয়া। পিটনের বাড়িতে ছিলো একটা বাগান, একটা ঝোপ, এক টুকরো লন, আর ছোট ছোট ফুলের গাছ। ব্রের বাগান বলতে ছিলো তার কার ও মিনি-বাসের জন্যে কংক্রিটের আঙিনা। আর ওটাই ছিলো দুই লোকের মধ্যে সমস্যার কারণ।

পিটন কিছুই বলতো না ব্রে সম্পর্কে। দু'জনের মধ্যে চলমান বিবাদ সম্পর্কে যা কিছু শুনেছিলাম সব আমাকে বলেছিলো ব্রে-আমি তার গাড়ি ব্যবহার করতাম। ব্রে তার নিজের ধরনে গল্পটা বলতো। সে চেপে গিয়েছিলো নিজের অ্যাকশন ও প্ররোচনা; সে শুধু পিটন কি করেছে তার রিপোর্ট দিয়েছিলো। আর এর প্রতিক্রিয়া সুন্দর পোশাক পরা, স্থির ও হিসেবি মানুষটি যে বাড়িতে পাগল সেটাই পরিগণিত করেছিলো।

আমাকে রেলস্টেশনে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবার সময় ব্রে বলতো, 'আমাদের বন্ধু ইদানীং দালান উঠিয়েছে। রাত তিনটের সময় দেয়ালে ফুটো করে। এ ব্যাপারে তুমি কি ভাবো?'

BanglaBook.org

সুতরাং এই চিত্র কল্পনা করার সুযোগ দিতো ব্রে যে পিটন বাড়িতে একটা পাগল, ইলেকট্রিক ড্রিল দিয়ে দেয়াল ফুটো করছে রাতের বেলা, আধুনিক রে গান হাতে একজন মি. হাইড, আর দিনের বেলা সকাল নয়টার মধ্যে সুবেশধারী ভদ্রলোক, ম্যানোর প্রাঙ্গণের একজন ড. জেকিল, লনের শাদা গেটে।

এবং ব্রের গাড়িতে চড়ে আসার পর, অথবা পরবর্তী আরোহনের সময়, অথবা তারও পরবর্তী সময়ে, আমি জেনেছিলাম যে, প্রতিটা ভালো কারণে-তার কাজের আকাংখা, তার আত্ম-নির্ভরতা, কুড়েমির প্রতি-তার ঘৃণা, অন্য মানুষের অবিশ্বস্ততা-এইসব ভালো কারণের জন্যে ব্রে তার বাধানো আঙিনায় গাড়ির ইঞ্জিন চালু করে রাখতো মধ্যরাতের পর পর্যন্ত।

ব্রের মধ্যে বিকৃতির একটা উপাদান ছিলো। সে জানতো যে তার তেলের দাগ লাগা বাধানো আঙিনা এবং অর্ধেক চালু মোটর কার মানুষকে আক্রমণ করে। সে জানতো এতে বিশেষ করে আক্রান্ত হতো পিটন, যে বসবাস করতো পাশের দরোজাতেই; সে আরও জানতো যে এটা ঠিক নয়, তার পর্যটক-যাত্রীর সংখ্যা এর ফলে কমে যাচ্ছে। কিন্তু ব্রে, এসব সত্ত্বেও, এবং যদিও অস্বীকার করেছিলো, সঠিক ব্যবহার ও রীতি বিষয়ক পিটনের ধারণাকে আঘাত করতে চাইতো। ব্রে আরো আনন্দ অনুভব করতো যে বাড়িটা ও আঙিনা তার নিজের এবং সে একজন মুক্ত মানুষ।

মুক্তি খুব জরুরি বিষয় ছিলো ব্রের কাছে। এবং যদিও সে ভাড়াগাড়ির কারবার করতো আর লোকজনকে নিয়ে যেতো অসংখ্য বিমানবন্দরের বিভিন্ন টার্মিনালে এবং বিমানবন্দর থেকে তুলে আনতে বিদেশী শিশুদের, যদিও এ কাজে ছিলো তার উচ্চ দক্ষতা, প্রায় একটা পেশা, সে হতে চায়নি যা তার বাবা ছিলো, 'সার্ভিসে' একজন মানুষ, একজন সার্ভেন্ট।

সার্ভিস—একটা বিশ্ব যা মরে গেছে এবং অতীত হয়ে গেছে। কিন্তু ব্রের কাছে নয়; তার শৈশব পড়ে আছে সেখানে, ঠিক যেমন আমার শৈশব পড়ে আছে আখের ক্ষেত কুড়ে ঘর ও খালি-পা শিশুর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া জগতে; গর্তে ও হিবিস্কাস ঝোপে; এমন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যা আমি গ্রহণ করতাম কিন্তু বুঝতাম না; এবং সন্ধ্যার প্রার্থনার পর বাতি জ্বালানোর সৌন্দর্য; এবং রামের দোকান, ঝগড়া ও হিংস্র লড়াইয়ের শংকা। ঠিক যেমন 'এস্টেট' 'শ্রমিক', 'মালী' ইত্যাদি শব্দগুলো আমার মনে বিশেষ ছবি ফুটিয়ে তুলতো, সুতরাং ব্রে উপত্যকার ছবির মধ্যে বাস করতো যে ছবি আমি খুব নিষ্প্রভভাবে দৃশ্যগ্রাহ্য করতে পারতাম।

সে প্রায়ই আমাকে অতীতের কথা শোনাতো। সে বলতো ফসল কাটার সময়ের কথা আর মাঠে কর্মরত বাবাদের কাছে বাচ্চাদের চা নিয়ে যাবার কথা।

BanglaBook.org

সে গল্প বলতো মেষ পালকদের ও নিম্নভূমিতে তাদের কুঁড়েঘর সম্পর্কে; শ্রমিকদের কথা যাদের প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ বিয়ার দেওয়া হতো; ছবির মতো শ্রমিকদের গুচ্ছ গুচ্ছ কুটিরের কথা, এখন মাটিতে মুখ থুবড়ে পতিত। সে সব সময় এসব স্মরণ করাতো নিজেকে বোঝাতে যে কতো দূর সে চলে এসেছে।

ব্রের বাবা কি ছিলো? প্রথমে সে বলেছিলো যে 'প্রধান মালী,' কিংবদন্তীর ষোলোজনের শীর্ষ ব্যক্তি। এবং হয়তো ওই রকম কোনো লোকই অত্যন্ত কম মূল্যে তার কুটির কেনার সুবিধা পেয়ে থাকতো। কিন্তু পরে সে এও বলেছিলো যে তার বাবা ছিলো বাটলার, শোফার (এবং কোনো কোনো সময় এমন কি 'কোচোয়ান'— আইভি আচ্ছাদিত শস্যগোলার পাশে ওয়াগনের ছাউনি ছিলো)। সুতরাং এটা সম্ভব যে তার বাবা কিংবদন্তীর ষোলোজনের প্রধান ছিলো এই দাবী করে ব্রে আসলে 'উদ্ধত' পিটনকে নিচে নামাতে চাইতো।

ম্যানোরে তার বাবা যাই করুক না কেন, ব্রে তাকে নিয়ে গর্ব করতো; তাকে বাতিল করে দেয়নি।

কিন্তু ম্যানোরে বাবার কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার স্মৃতি ব্রেকে স্পর্শ করতো আর সে যন্ত্রণা অনুভব করতো।

সে একদিন আমাকে বলতে শুরু করলো গ্রামের স্কুল বন্ধের সময়ে তার কাজ করতে যাবার কথা (সেটা এখন আর স্কুল হিসেবে টিকে নেই, টিকে আছে শুধুমাত্র একটা বাড়ি হিসেবে, একটা কুটির)। সেই স্মৃতিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ; এখনো তার কষ্ট হয়। সে এ নিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারতো কারণ আমি একজন আগন্তুক; কারণ আমি বুঝতে পারবো; এবং যেহেতু আমি আগ্রহী ছিলাম। ১৯৫০ সাল থেকে আমার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে; শিখেছিলাম কিভাবে কথা বলতে হয়, তদন্ত করতে হয়, এবং— এস. এস. কলাম্বিয়া ও আর্লস্ কোর্ট বোর্ডিং হাউজে— আমি সত্য বেরিয়ে আসার আশা আর করতাম না যেহেতু আমি ছিলাম একজন লেখক ও সংবেদনশীল। আমি নিজের মধ্যে আবিষ্কার করেছিলাম— সব সময়ই একজন আগন্তুক, একজন বিদেশী, এক লোক যে তার দ্বীপ ও সম্প্রদায় ত্যাগ করেছে পরিপক্কতার আগেই, সমাজে প্রাপ্তবয়স্কদের অভিজ্ঞতা অর্জনের আগেই— অন্যদের প্রতি এক গভীর কৌতূহল, তাদের জীবনের নিয়ম ও বিস্তারিত সব কিছু দৃশ্যমান করার এক ইচ্ছা, তাদের চোখ দিয়ে জগৎকে দেখা; এবং এই কৌতুহলের সাথে সাথে প্রায়ই একটা পর্যায়ে একটা চেতনা আসতো প্রায় একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়-কি একজন মানুষের ভাবনায় কি থাকতে পারে।

BanglaBook.org

সুতরাং ব্রে একদিন ম্যানোরে তার ছুটিকালীন কাজের কথা বলতে শুরু করলো। কিন্তু কিছু তখন ঘটেছিলো— হয়তো ট্রাফিকের আলোয় থামতে হয়েছিলো, হয়তো অন্য কোনো গাড়িচালকের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছিলো সে। আর তারপর সেই স্মৃতির যন্ত্রণা এমনভাবে চেপে বসেছিলো যে গল্পটা আমাকে বলার ইচ্ছা লোপ পেয়েছিলো ব্রের। ম্যানোরে চাকর হিসেবে তার কাজের দিনগুলো গোপনই থেকে গিয়েছিলো। হয়তো সে ব্যাপারটাকে দেখেছিলো তার নির্দোষিতা, তার শৈশব-অবস্থার সুযোগে তাকে ব্যবহার করা হিসেবে। শিশুদের অভিজ্ঞতা থাকে না বলে তাদের পীড়াদায়ক অবস্থার মধ্যে সহজেই ছুড়ে দেওয়া যায়। এমন কি এই পরিস্থিতির মধ্যে থাকা একটা শিশু অপর এক শিশুকে এর মধ্যে আসার উৎসাহ জোগাতে পারে।

আমার নিজের অতীতের কথা, আমার নিজের শৈশবের কথা ভাবলে- নিজেদের ভিতর দিয়ে অন্য মানুষের পরিস্থিতি বোঝার একমাত্র পথ, নিজেদের অভিজ্ঞতা ও আবেগের ভিতর দিয়ে আমার মনে পড়ে অনেক পীড়াদায়ক ঘটনার কথা। দরিদ্রের ধারণা, দেশগ্রামের রাস্তা আর শহরের শড়কগুলোয় শিশুদের বিবস্ত্র দশার ধারণা নিয়ে আমি সহজভাবে জীবন যাপন করেছি। শিশুদের ওপর নিষ্ঠুর আচরণের ধারণা, তাদের বিকৃত করে দেবার ধারণা নিয়ে দিব্যি জীবন যাপন করেছি। বিভিন্ন প্রকার কর্তৃত্ব ফলাতে দেখা গেছে আমাদের হিন্দু পরিবারকে এবং আমাদের কৃষি উপনিবেশের বর্নবাদী-উপনিবেশিক পদ্ধতির মাধ্যমে।

বিদ্রোহী হয়ে কেউ জন্মায় না। এবং এমন কি আমার বাবার ক্রোধের উৎসাহ ছাড়াও— তার ক্রোধ ছিলো রাজনৈতিক ক্রোধ, পাশাপাশি তার পরিবার ও নিয়োগকর্তা বিষয়ক ক্রোধ— আমাদের পারিবারিক জীবন ও মনোভাব ও আমাকে প্রভাবিত করেছিলো এমন কিছু পরিস্থিতি গ্রহণ করে নিতে।

সবচেয়ে বেশি স্পন্দন ছিলো আমার লেখক হওয়ার ইচ্ছা, এই ইচ্ছাই আমার জীবনকে শাসন করেছিলো। মনের কর্মতৎপরতার একটা ধারণা এ থেকে আমি পেয়েছিলাম। আমি যা হতে চেয়েছিলাম তা হওয়ার জন্যে আমি যা ছিলাম তার বাইরে যাবার প্রয়োজন হয়েছিলো আমার।

সুতরাং— লেখক ও উপনিবেশ কবলিত হিসেবে— আমার জন্যে অতীত ছিলো লজ্জায় পরিপূর্ণ। তবু লেখক হিসেবে সেগুলো মোকাবেলা করার জন্যে আমি নিজেকে প্রস্তুত করতে পারতাম, অবশ্য সে সব আমার বিষয় বস্তুতে পরিণত হয়েছিলো।

BanglaBook.org

ব্রের ওই ধরনের প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিলো না। যুদ্ধ-পূর্ব চাপ, যুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর সংস্কার ও বিস্ফোরণ ইত্যাদি বিরাজমান ছিলো তার অতীত ও তার মাঝখানে। যতো সে সেই অতীত থেকে দূরে সরে গেছে, ততো বেশি বদলে গেছে জগৎ, এত বেশি যা হয়তো তাকে আরো যন্ত্রণাবিদ্ধ করেছে।

রাজনৈতিক দিক থেকে সে ছিলো রক্ষণশীল। 'তুমি আমাকে জানো,' সে বলতো। 'আমি মনে-প্রাণে একজন টোরি।' রক্ষণশীল হবার অর্থ তার কাছে ছিলো তার নিজের জন্যে কাজ করা আর স্বাধীন থাকা। অন্য লোকদের (যেমন পিটন) প্রতি তার কোনো শ্রদ্ধা ছিলো না যারা কাজ করতো অন্যদের জন্যে আর নিজেদের স্বাধীন রাখার ইচ্ছা পোষন করতো না। আর রাষ্ট্রের যা পরগাছা সেই সব মানুষদের প্রতিও তার কোনো শ্রদ্ধা ছিলো না। সে এই লোকদের সহায়তার জন্যে ট্যাক্স দেবার ধারণাটিকে অতিশয় ঘৃণা করতো। এই টোরিইজ্‌ম এবং লেবার দলের ও 'সাধারণ' মানুষদের প্রতি তার ঘৃণা থেকে তৈরি হয়েছিলো তার মধ্যে দৃঢ় রিপাবলিকানিজ্‌ম। নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্যে সে নির্ভর করতো টাকাওয়ালা মানুষদের ওপর; ধনী লোকদের বিদঘুটে পন্থা সে পছন্দ করতো এবং সে সব নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করতো। কিন্তু একই সময়ে সে ঘৃণা করতো সেই লোকদের যারা রোল্‌স-রয়েস চালাতো; ভূমিমালিকদের সে ঘৃণা করতো, ঘৃণা করতো খেতাবধারী লোকদের, রাজতন্ত্র, আর সেই সমস্ত লোকদের জীবিকার জন্যে যাদের কোনো কাজ করতে হতো না।

খেতাবধারী লোকদের ও পুরনো পরিবারগুলোকে এবং উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধনশালী লোকদের সে এমনভাবে ঘৃণা করতো যে তা কোনো ইংরেজ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব বলে আমি ভাবতে পারতাম না, যদি না আমি উইলিয়াম কবেটের লেখা পড়তাম। একশ' পঞ্চাশ বছর আগের কুসংস্কার আর মৌলবাদের মধ্যে আমি ব্রের মনোভাবের অনেক কিছু খুঁজে পেয়েছিলাম—ফরাসি বিপ্লবের ভাবধারায় পুষ্ট হয়েছিলো ওই মৌলবাদ (কবেটের লেখায় তা একেবারে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছিলো, তার লেখা ছিলো দারুন গতিশীল)। একটা সাম্রাজ্য হস্তক্ষেপ করেছিলো, বিত্ত ও ক্ষমতার বিশাল এক নতুন জোয়ার; কিন্তু ব্রের আকাংখা ছিলো, আলৌকিকভাবে, কৃষি ভিত্তিক দেশের আকাংখার মতো, সে আকাংখা যুক্ত ছিলো ম্যানোর ও বড় খামার এবং নির্ভরশীল শ্রমিকদের সঙ্গে। এর বেশির ভাগ শিকড় গেড়েছিলো তার নিজের পরিবারের মধ্যে। পিটন পোশাক পরতো যত্ন করে; তার লক্ষ্য ছিলো এক ধরনের পল্লী-ভদ্রলোক স্টাইল ধারন করা। ব্রে পরতো ড্রাইভারের পিকড্‌ ক্যাপ। সে বলতো (যখন সে কয়েক মাস আমাদের ব্যবসায় সম্পর্কের মধ্যে জড়িত ছিলো) যে এই ক্যাপটা সে

BanglaBook.org

পরতো কারণ এতে পুলিশের ব্যাপারে কাজ হয়। এবং সে ঠিকই বলেছিলো, যেমন অনেক ঘটনাতেই আমি দেখেছিলাম, বিশেষ করে বিমানবন্দরে। উর্দিধারী পুলিশরা পিক্‌ড ক্যাপটা চিনতো, আর বাণিজ্যের এই ব্যাজের জন্যে (সব দিকেই) তারা সব কিছু সহজ করে দিতো।

সে আরেকবার এও বলেছিলো যে, ক্যাপটা সে পরতো সাধারণ ট্রাক্সি-চালকদের থেকে নিজেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে তোলার জন্যে। ওইসব ট্যাক্সি-চালকরা বেশির ভাগ সময় কাটিয়ে দিতো অলসভাবে আর পাখির মতো কিচিরমিচির করে। ওই ট্যাক্সিচালকরা ওই ক্যাপটির জন্যে ব্রেকে ভেংচি কাটতো, আর কম চার্জ নেওয়ার জন্যে তার সমালোচনা করতো। আর পরিষেবা দান আর পুরনো কেতার কারণে অনেক মক্কেল তৈরি করতে পেরেছিলো ব্রে-এবং ট্রাক্সিচালকদের ওই আচরণের কারণেই একজন ট্যাক্সিচালক রাখতে পারেনি সে। তার নিয়োগ করা চালকদের কাছ থেকে খুব বেশি রোজগার চাইতো সে; নিজে যতো ঘন্টা কাজ করে সে চাইতো তারাও ততো ঘন্টা কাজ করবে; সে চাইতো তারা আনুষ্ঠানিক পোশাক পরবে, এমন কি উর্দিও পরতে হবে।

ব্রে নিজে কখনো আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতো না। সে পিক্‌ড ক্যাপ পরতো। তার পোশাকের আর সব ছিলো আলাদা। অধিকাংশ সময় পরতো একটা কার্ডিগান; মাঝে মাঝে জ্যাকেট। একটা কার্ডিগান বিভিন্ন ভাবে বোতাম লাগানো বা না লাগানো হতে পারে; এতে ফর্মালিটি, ক্যাজুয়াল ভাব সবই প্রকাশ পায়। আর পিক্‌ড ক্যাপ— সেটা স্থাপন করা যায় নানারকম কোণ থেকে ঃ এতে প্রকাশ পায় শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা। ঠিকঠাক মতো ক্যাপটি পরলে (বোতাম-আঁটা কার্ডিগানের সঙ্গে) তাতে মনে হয় মানুষটা নিজেকে চালায় যথেষ্ট সযত্নে ঃ সম্মানিত মানুষের চেয়েও অনেক বেশি আত্মমর্যাদাশীল।

যাদের সংস্পর্শে সে আসতো তাদের সম্পর্কে মতামত বা রায় দিতে পারতো ব্রে ওই ক্যাপটার জন্যে। ক্যাপ ছাড়া চলা তার পক্ষে কঠিন হতো।

বস্তুত ব্রের ছিলো তার বাবার থেকে আলাদা রকম ব্যক্তিত্ব ঃ নানা প্রকার উচ্চারণ ভঙ্গি, কণ্ঠস্বর, অভিব্যক্তি। ব্রের কোনো মডেল ছিলো না। আর নিজের ওপরই সে নির্ভর করতো।

এবং ব্রের ওই ব্যক্তিত্ব সম্ভবত মৌলিকভাবেই ছিলো অস্থির। সে ম্যানোরে কাজ করতো না। (হয়তো সেখানে কিছু ঝগড়া হয়ে থাকবে, সে সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না ; ফিলিপসরা এ ব্যাপারে কখনোই কিছু বলেনি, আর ঝগড়াটাও হয়ে থাকবে সম্ভবত তাদের সময়ের আগে।) তথাপি পিটনের ব্যাপারে

BanglaBook.org

তার ক্ষোভ ছিলো আংশিক ভাবে এমন কারো প্রতি ক্ষোভ যাকে সে অনধিকার প্রবেশকারী বলে মনে করতো। কারণ সে, ব্রে, অনুভব ও দাবী করতো যে পিটনের চেয়ে আমাদের বাড়িওয়ালা ও ম্যানোর সম্পর্কে সে অনেক বেশি জানতো।

সুতরাং যেখানে থাকতো আর যেখানে কাজ করতো সবখানেই পিটনকে ঘিরে ছিলো উৎকণ্ঠা। বোতাম আঁটা কার্ডিগান আর কম কথা বলা সত্ত্বেও পিটনের নিজস্ব উপায় ছিলো তার 'অনুভূতি' প্রকাশের; আর ফিলিপস্‌রা হয়তো ইঙ্গিত করতে পারে যে সে তেমন কিছু জানে না, সে তাদের বলতে পারতো তারা শহুরে, ম্যানোরে নবাগত।

সুতরাং এই তিন সেট মানুষ, বস্তুগতভাবে অতোটা নিকটবর্তী, আর কাজের ক্ষেত্রে সবাই আছে পৃথক পথে, তারা জীবন কাটাতো পারস্পরিক বিক্ষুব্ধতার এক জালে। তাদের একটা বিদঘুটে ব্যাপার ছিলো যে, কি ভাবে একে অন্যের থেকে আলাদা পোশাক তারা পরবে। পোশাক পছন্দ—স্টাইলিশ পোশাকের শস্তা সংস্করণ—ছিলো খুব সীমিত, কারণ স্যালিসবারির দোকানগুলোয় বেশি পোশাক পাওয়া যেতো না। এবং শীগগিরই আমি জানতে পেরেছিলাম, পিটন 'আউটফিটারস্‌' দোকানে তার পল্লী-ভদ্রলোকের পোশাক কিনতো (সেগুলো অবশ্যই শস্তা ছিলো না), আর 'স্পোর্টস' দোকান থেকে ফিলিপ্‌সরা কিনতো প্যাডেড অ্যানোরাকস্‌ ও জিপ-আপ পুলওভার। যদিও স্যালিসবারির দোকান গুলো একটা আরেকটার খুব কাছাকাছি ছিলো, তবু তাদের পোশাকের সেই 'পার্থক্য' খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিলো তাদের কাছে।

আর এসব লোকেরা ছিলো কঠিন অথবা জড়—চেতন, অথবা নিজেদের অবস্থার প্রতি আংশিক অন্ধ; তাদের অবশ্য তাই প্রয়োজন ছিলো। যে স্বাধীনতা নিয়ে গর্ব করতো ব্রে, সেই স্বাধীনতা সে অর্জন করে নিয়েছিলো। কখনোই কোনো কাজ সে ফেলে রাখতো না আর কাজ করে যেতো ঘন্টার পর ঘন্টা; সংযুক্ত ব্যক্তিগত জীবনের মতো কিছুই তার ছিলো না, আর পুরো একটা রাত সে ঘুমাতো কদাচিৎ। ফিলিপ্‌সরা ছিলো কঠিন, এমন ভাবে জীবন যাপন করতো যেন তাদের কিছুই করার নেই এবং এই ধারণা নিয়ে যে, যে কোনো সময় এখান থেকে তাদের চলে যেতে হতে পারে আর অন্য কোথাও বসবাস শুরু করতে হবে, অন্য লোকদের সাথে, অন্য সম্পর্কে, অন্য পরিস্থিতিতে।

BanglaBook.org

এবং পিটন শুধু যে ব্রে আর ফিলিপসদের যন্ত্রণার মধ্যে বসবাস করতো তাই নয়, তাকে এ ধারণা নিয়েও চলতে হতো যে সবজি ক্ষেত ছাড়াও তার সমস্ত শ্রম দিতে হতো ম্যানোর প্রাঙ্গণের বনে বারবার নিষ্ঠুর শ্রম দিতে হতো, কেউই তা লক্ষ্য করতো না, শরতের ঝরা পাতা পরিষ্কার করার মতো; গোপন বাগান পরিষ্কার করার মতো, যা সাধারণভাবে আবারও বন্ধ হয়েছিলো; প্রাঙ্গণের শ্রম অপেক্ষা করছিলো একজন উত্তরাধিকারীর জন্যে।

তার উন্নত কৃষি কুটির; বাগানের ছাউনি; ম্যানোর প্রাঙ্গণ। এই ছিলো তার স্বল্পপরিসরের চলাফেরার জগৎ— যদি এই তার সব হয়ে থাকে। তার আরেকটা যে আইডিয়া ছিলো সেটা তার দরকার ছিলো, পল্লী-ভদ্রলোকের আইডিয়া। তত্ত্বাবধানহীন, নির্ধারিত ঘন্টা ছাড়াই, সে হয়তো, সেই অন্য আইডিয়া ছাড়া আর সেটা থেকে পাওয়া 'টেম্পারামেন্ট' বাদ দিলে, পরিণত হতো উৎসাহ ছাড়া রূঢ়তা ছাড়া জীবন ছাড়া একজন জ্যাকে।

পিটনের টেম্পারামেন্টের স্বাদ আমি নিজেও পেয়েছিলাম আমার দ্বিতীয় গ্রীষ্মকালে। আমি বাইরে গিয়েছিলাম, কিছু ভ্রমণ করেছিলাম, আর ফিরে এসেছিলাম গ্রীষ্মের শেষ দিকে। আমি দেখতে পেলাম আমার কুটিরের চার পাশের ঘাস কাটা হয়নি আমার অনুপস্থিতির পুরোটা সময়ে। এই কাজ করতে ঘাস-কাটার মেশিন নিয়ে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় খরচ করার দরকার হতো না। কিন্তু পিটন এইটুকু সামান্য কাজ ফেলে রেখেছিলো, যদিও এর ফলে লনের জায়গা নষ্ট হচ্ছিলো।

মিসেস পিটন বললো, 'মানুষ খুব মজার প্রাণী।' যেন অবশেষে আমি একটা আইডিয়া দিয়েছিলাম যা তাদের উপস্থিত করতে হতো।

আমার অনুপস্থিতির সময়ে সে লক্ষ্য করে থাকবে ঘাস আর আগাছার বেড়ে ওঠা। আমি যখন ফিরে আসবো তখন আমার কি প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্যে সে হয়তো অপেক্ষা করে থাকতে পারে।

ম্যানোরে ক্ষোভ দেখানো বা ঝগড়া করার কোনো ইচ্ছে আমার ছিলো না। প্রাঙ্গনে যখন পিটনকে দেখি তখন কাছে গিয়ে তার ঘাস-কাটার যন্ত্রটা ধার চাই। সে কুণ্ঠিত হয়। সে কিছু ঝগড়া করেছিলো আর কয়েক সপ্তাহ ধরে কাজ করেছিলো ফিলিপসদের জায়গায়। আর এখন—যা হতে পারতো ক্লাইমেক্স, ঝগড়ার সময়—সে কুণ্ঠিত। সে যা করেছে তা করেছে ফিলিপসদের জায়গায়। কিন্তু সে জানতো না আমার সঙ্গে কিভাবে ঝগড়া করতে হবে, যেহেতু আমি একজন আগন্তুক। ব্যাপারটা ছিলো মর্মস্পর্শী। সে বিড় বিড় করে কিছু ব্যাখ্যা দিতে শুরু করেছিলো, তারপর তার চেয়ে ভালো কিছু তার মনে এসেছিলো। সে

BanglaBook.org

সরাসরি ছাউনিতে গিয়ে ঘাস-কাটার যন্ত্র আর জ্বালানি স্ক্রিচারের মিটনটা বের করে এনেছিলো। সে আমাকে একটা ন্যাকড়াও দিয়েছিলো, ট্যাংক ভরার পর কেসিং মোছার জন্যে।

ঘাস-কাটার যন্ত্র নিয়ে কাজ করা যখন আমি শেষ করলাম তখন খুব যত্ন করে ওই যন্ত্রটা আর জ্বালানির টিন তার বাগানের ছাউনির তালাবদ্ধ দরোজার বাইরে রেখে এসেছিলাম—যেন এই বোবা প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাকে জানাতে চেয়ে ছিলাম (তার ঘাস-কাটার যন্ত্র যখন ব্যবহার করেছিলাম তখন অতোটা সতর্ক আমি ছিলাম না আগে) যে বিনা বিচারে তাকে আমি স্বীকার করে নিচ্ছি না। এবং সে জবাব দিলো এমন পন্থায় যা আমি কখনোই আশা করিনি। বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে সে আমার ডাস্টবিনটা নিয়ে গের ম্যানোরের আঙিনায় শুক্রবার সকালের ডাস্টবিন সংগ্রহের জন্যে। সে ভর্তি ধাতব পাত্রটার মাত্র একটা হাতল ধরে শূন্যে ওঠালো, এ কাজে ব্যবহার করলো মাত্র একটা হাত, আর নিজের স্বাভাবিক হাঁটার পদক্ষেপ বদল করলো না—তার বিশাল শক্তির একটা প্রদর্শনী, তার বয়স আর ধীর হাবভাব সত্ত্বেও।

সুতরাং আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয়েছিলো। এবং শেষ গ্রীষ্ম আর প্রথম শরতের কিছু বিকেলে—সূর্যকিরণ আর আঙিনায় ছায়া—আমরা কাজ করতাম এক সাথে। লনের শেষ ঘাস কাটায় সাহায্য করার সুযোগ দিতো সে আমাকে—আমি লনে ঘাস কাটা সর্বদা পছন্দ করতাম। আর আমি পাতা জড়ো করার কাজেও সাহায্য করতাম—মধ্য বিকেলের আরামদায়ক একটা কাজ (এক ঘন্টা বা ওই রকম সময়ে জন্যে), দুই চাকার একটা খাচাওয়ালা ট্রলিতে পাতা গাদা করতাম, সেটা ঠেলে নিয়ে যেতাম ফল বাগানের ভিতর দিয়ে এবং শিশুদের বাড়ি অতিক্রম করে ঠেলে আনতাম 'আশ্রয়স্থলে' ট্রলির সামনে থেকে সরিয়ে, তারপর সেটা সামনের দিক কাত করে পাতা ঢেলে দিতাম।

বড় দিনের অল্প কয়েকদিন আগে আমি পিটনের বাড়িতে গিয়েছিলাম তাকে এক বোতল হুইস্কি দিতে। আবহাওয়া দিলো স্যাঁৎসেঁতে ও শীতল; রাস্তাটা ছিলো ভেজা; পাতাবিহীন বিচ ও সাইকামোর গাছগুলো তখন লাগছিলো রোদের বাইরে। ব্রের বাড়ির তুলনা পিটনের গেট ও বাধানো পথটার আকৃতি ছিলো অনেক বেশি সুন্দর প্রথমবারের মতো আমি লক্ষ্য করলাম পিটনের দরোজাটা আর বুঝলাম দরোজাটায় প্রচন্ডভাবে পেইন্ট করা প্রয়োজন; এবং সামনের কেসমেন্ট জানলাগুলো অর্ধেক পচে গেছে।

BanglaBook.org

অনেক সময় পর পিটন দরোজায় এলো। হয়তো তার প্রস্তুতির ব্যাপার ছিলো, পোশাক পরার। এবং তার সম্পর্কে একটা দায়বদ্ধতা ছিলো, তার মুখের শক্তভাব, যাতে করে আমি জানতে পারি যে বাড়িতে সে 'বন্দি' থাকতে পছন্দ করতো না।

আমি যা কল্পনা করেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশি গরিব ছিলো বাড়িটা। বিদঘুটে ষাট বছর আগের উন্নত কৃষি কুটিরটা ছিলো ভিতরে ছেড়াখোঁড়া আর ধসকানো। সংকীর্ণ হলঘরটা ঘষে চকচকে রাখা হয়েছিলো, রংটা বোঝার কোনো উপায় ছিলো না। সামনের ছোট রুমটা অগোছালো ছিলো।

আসবাবপত্র দেখলেই বোঝা যেতো কোন কোন দোকান থেকে ওগুলো কেনা হয়েছিলো; টেলিভিশন আর হাই-ফাই দেখেই ধারণা জন্মাতেণ কোন শস্তা দোকান থেকে তা কেনা হয়েছিলো; পর্দাগুলোও ছিলো শস্তা। কেবল ফটোগুলো—পিটন ও তার বউয়ের এক সাথে তোলা, তরুণ বয়সের; মিসেস পিটনের একক, কুড়ি বছর আগের (তার স্পষ্ট সুখী চেহারার একটা ছবি, কাঁধের ওপর দিয়ে সে তাকিয়ে আছে); ছেলের একটা আলোকচিত্র—কেবল এই ফটোগুলোর জন্যে রুমটা, যা অনেক দিন ধরে পিটন ব্যবহার করছিলো, ব্যক্তিগত বলে মনে হতো।

কেসমেন্ট জানলাগুলো, ভিতর থেকে আরো পরিষ্কারভাবে আমি দেখতে পেয়েছিলাম, আবরণ দিয়ে ঢাকা ছিলো; রুমটা ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন। পিটন কিছু একটা করতো না কেন সাজানোর জন্যে? আমি জানতাম এর উত্তরে সে কি বলবে। সাজানোর দায়িত্ব এস্টেটের; বাড়িটা তার নয়। সে অপেক্ষা করছিলো এস্টেট তার সামনের রুমটা এবং সন্দেহাতীত ভাবে তার বাড়ির অবশিষ্ট অংশ সাজিয়ে দেবে। বিষয়টা ছিলো হতাশাজনক। এখানে দেখা যাচ্ছিলো মানুষটার সত্যিকার আনুগত্য। তার গাম্ভীর্য, তার মাপা চলাফেরা, তার গুরুগম্ভীর আচরণ ইত্যাদির মুখোমুখি হবার পর তার অন্য ধরনের মানসিকতা দর্শন করাটা সত্যিই কঠিন। যতো টাকা সে উপার্জন করতো, সব চলে যেতো তার ও মিসেস পিটনের কাপড়চোপড় কেনার মধ্যে, তারা কিসে নির্দিষ্ট তা বাইরের লোকদের সামনে ফুটে উঠতো এই ব্যাপারে।

আমি তাকে হুইস্কি দিলাম। সে আমাকে ধন্যবাদ জানালো, কিন্তু বিশেষভাবে তাকে আনন্দিত দেখাল না; তার শক্ত অভিব্যক্তি মুছে গেল না বা ঢিলে হলো না। সেই অভিব্যক্তি কোমল হলো, তার মুখের মাংসপেশী ঢিলে হলো, কেবল তখনই, কথাবার্তা বলার সময় যখন আমি, আমার আসার ভুলটা ঢাকা দেবার জন্যে, উল্লেখ করেছিলাম তার হাইফাই যন্ত্রটা সম্পর্কে। আমি

BanglaBook.org

বললাম ওই রকম কোনো কিছু আমার নেই। পিটনের শক্ত অভিব্যক্তি পরিণত হলো বোকা ধরনের আত্মসন্তুষ্টির হাসিতে। সে খুশি হয়েছিলো—ব্যাপারটা ছিলো বিস্ময়কর –সে খুশি হয়েছিলো যে তার সম্পত্তি আমাকে বিস্মিত করেছে।

এবং পিটনের ওই বোকা ধরনের হাসি আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো প্রথম শৈশবে— এখানে এই উপত্যকায়, পিটনের এই বাড়িতে, একটা স্বপ্নের মতো— আর ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো বেদনার্ত স্মৃতির কাছে। আমাদের বর্ধিষ্ণু পরিবারের ভিতর আমাদের ছোট ইউনিটটা ছিলো গরিব; এবং আমার মনে আছে, একটা বা দুটো ঘটনায় যখন দূরবর্তী, ধনী শাখাগুলো বেড়াতে এসেছিলো আমাদের কাছে, তখন আমরা যে আরো ধনী তা প্রকাশের জন্যে প্রদর্শনের জন্যে কি প্রাণান্ত ভানই না আমরা ধরেছিলাম। এইরকম একটা প্রবৃত্তি ছিলো আমাদের। কৌতূহলকর প্রবৃত্তি ঃ আমাদের চেয়ে গরিব লোকদের কাছে আমরা এমন কিছু ভান করতাম না; আমরা ধনীর ভান করতাম আমাদের চেয়ে ধনীদের কাছে, যারা সহজেই আমাদের ভিতরটা দেখতে পারতো। আমি অন্যদের মধ্যেও এটা দেখেছিলাম; শিশু হিসেবে আমার প্রারম্ভিক পর্যবেক্ষণ ছিলো দারিদ্র্যের মিথ্যা সম্পর্কে, সেই মিথ্যা দারিদ্র্য যা জোর করে চাপাতো মানুষের ওপর। বিশাল এক বিশ্ব মন্দার শেষ দিকে আমাদের কৃষি উপনিবেশটা ছিলো অত্যন্ত গরিব। খুব কম লোকের কাছে টাকা ছিলো; বিশাল বিশাল এস্টেট বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিলো নামমাত্র মূল্যে; আর শ্রমজীবীদের মধ্যে ছিলো চরম দুর্দশা। তবু সেই শৈশবেই আমি দেখেছিলাম, লোকজন তাদের নিয়োগকর্তাদের কাছে ভান ধরছে, সেই ব্যক্তিদের কাছে ভান ধরছে যারা তাদের পাওনা মেটায় প্রতি সপ্তাহে, ভান ধরেছে যে নিয়োগকর্তারা যতটুকু জানে তার চেয়েও বেশি ধনী তারা; এমন ভান ধরেছে যেন তারা, দৈনিক ও সাপ্তাহিক মজুরি পাওয়া এই লোকেরা, যারা এক ডলারেরও কমে দৈনিক আট ঘন্টা বা তার বেশি সময় কাজ করতো, তাদের একটা গোপন অবলম্বন ছিলো এবং প্রায়—একটা সম্পূর্ণ গোপন জীবন।

এরই কিছু একটা—আমার শৈশবের কিছু আর্দ্রতা অথবা জন্মভূমি—আমার কাছে এসেছিলো বড়দিনে, উইল্টশায়ার উপত্যকায়, পিটনের উন্নত কৃষি কুটিরে। সে গরিব ছিলো। আমি এখন আবিষ্কার করেছিলাম যে সে আহত হয়েছিলো তার দারিদ্র্যের দ্বারা, এতে সে লজ্জিত হয়েছিলো। আমি এখন আবিষ্কার করেছিলাম যে তার স্নায়ু অনেক বেশি স্পর্শকাতর ছিলো, ব্রে কিংবা ফিলিপস্‌দের চেয়েও। সে অনেক বেশি মর্মে আঘাত-যোগ্য ছিলো তাদের চেয়ে।

BanglaBook.org

'ফ্রেড!' চিৎকারটা এসেছিলো ম্যানোরের কোনো জায়গা থেকে বেলা তিনটের দিকে। শব্দটা প্রথম দিকে মনে হতো পল্লীর অসংখ্য আওয়াজের মতোঃ কোনো জন্তর চিৎকার। রাখালদের কোকিলের মতো দূরবর্তী আওয়াজ জলজ তৃণভূমি থেকে গরুগুলোকে ফিরিয়ে আনতো দুধ দেয়ানোর ছাউনিতে; আওয়াজ হতো খামারের যন্ত্রপাতির; পাখিদের; পায়রার পাখা ঝাপটানির; গির্জারি কবরখানার ওপাশে খামার থেকে ভেসে আসা দুধ দোয়ানোর যন্ত্রের আওয়াজ–এই যন্ত্রটা থেমে যাবার আগের মুর্হূতে জোর আওয়াজ করে উঠতো; এবং সামরিক বিমানের গর্জন।

আমার ভাবনা শেষ হবার পর মি. ফিলিপ্‌সের কাছ থেকে আসা 'ফ্রেড!' চিৎকার থেমে গিয়েছিলো; আর আমি ভেবেছিলাম এটা ছিলো পুরনো একটা রুটিনের অংশ, এমন কিছু যেটা আমি এখানে আসার বহু আগে থেকেই চালু আছে। আমি শীগগিরই আবিষ্কার করলাম, ব্যাপারটা মোটেও ওইরকম ছিলো না।

চিৎকারটা করা হতো বিকেলে। কিন্তু কখনো কখনো এবং বিশেষ করে বসন্তে-সকাল বেলাতেও শোনা যেতো। তার অর্থ ছিলো মি. ফিলিপস্ আমার বাড়িওয়ালা ও পিটনের মধ্যবর্তী ব্যক্তি হিসেবে কাজ করছিলো। বসন্তকালে আমার বাড়িওয়ালা ফুল দেখতে ভালোবাসতো; সে তখন কেনাকাটা করতে যেতে চাইতো; কোনো কোনো সময় দুটোরই সমন্বয় চাইতো। সে অন্য বাগান দর্শন করতে চাইতো না (সেটা তার জন্যে হতো খুবই বিরক্তিকর, অন্য লোকের বাড়িতে বা এলাকায় প্রবেশ করা)। সে পছন্দ করতো ফুলের দোকানে আর গার্ডেন সেন্টারে যাওয়া; এবং সে চাইতো পিটন আর সঙ্গে যাক।

এইসব অভিযানে, পিটনকে যখন নিয়ে যাওয়া হতো, তখন কোথায় সে বসতো ম্যানোরের গাড়িতে? সে কি সামনের আসনে বসতো, ম্যানোরের আরেক কর্মচারী মি. ফিলিপসের পাশে? না কি সে একা পিছন দিকে বসতো, অন্য দিক থেকে ভিন্ন এক মানুষ?

আমার মনে হয় পিটনকে নেওয়া হতো দলের জন্যে এবং দলটিকে রক্ষা করার জন্যে। পিটনকে বাগানের মালী হিসেবে পরামর্শ দেবে বলে নেওয়া হতো না সঙ্গে, কারণ যে সব চারা কেনা হতো—পিটনকেই যা দেখাশোনা করতে হতো— তা সব সময় উপযুক্ত ছিলো না। একবারের কথা মনে আছে আমার, অ্যাজালিয়া আমাদের মাটিতে খাপ না খাওয়ায় পিটন সেগুলো বালির পাত্রে রোপণ করেছিলো। আমি তার কাছে জানতে চেয়েছিলাম কারণটা কি, এবং সে

BanglaBook.org

অনেক বিব্রত অবস্থার ভিতর থেকে মুখ তুলে বলেছিলো, 'খনিজ পদার্থ।' তারপর সে ব্যাখ্যা করেছিলো বিষয়টা, ব্যয়বহুল 'লৌহ' প্রয়োজন হয় অ্যাঞ্জেলিয়ার বেঁচে থাকার জন্যে, সেটা এভাবে পাত্রে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

এখানে আমার তৃতীয় বছরে, আমার তৃতীয় বসন্তে, আগের তুলনায় অনেক বেশি বেশি সেই ডাক শোনা যেতে লাগলো সকালবেলায়। আর এতে বোঝা যাচ্ছিলো আমার বাড়িওয়ালার অবস্থার পরিবর্তন। অত্যন্ত অসুস্থতা ও প্রায় অচল অবস্থা থেকে সে ধীরে ধীরে সুস্থ হতে শুরু করেছিলো। তার অসুস্থতার চলৎশক্তি হীনতার প্রকৃতি নিরাময় করার জন্যে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিলো কিছু ওষুধ বা ভেষজ পদার্থ, এবং এতে তার ব্যক্তিসত্তা আবার ফিরে আসছিলো।

আমার বাড়িওয়ালার বিশেষ জগতে ও জীবনের মধ্যে এই পুনর্জাগরণে ফিলিপসদের বিশাল এক ভূমিকা ছিলো। মি.ফিলিপস ছিলো পেশাদার, বুঝদার, একজন রক্ষাকারী, একজন শক্তিশালী মানুষ যার ওপর আমার বাড়িওয়ালা নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলো সম্পূর্ণ আস্থা সহকারে। স্বামীর শক্তির সাথে মিসেস ফিলিপস যোগ করেছিলো মমতা ও নিয়োগকর্তার শৈল্পিক দিকের প্রতি অনুরাগ—তার নিয়োগকর্তা কবিতা লিখতো, আর এখন শুরু করেছিলো চিত্রাংকন। তার আঁকা ড্রয়িংগুলো ছিলো অত্যন্ত সাবলীল, অনুশীলিত, সহজ, যেন ওগুলো বহুবার আঁকা হয়েছিলো।

এই ড্রয়িংগুলোর কয়েকটি সে আমার কাছে পাঠিয়েছিলো মিসেস ফিলিপসকে দিয়ে, আমার প্রথম বছরে তার পাঠানো কবিতার জায়গায়।

তার পুনর্জাগরণে, তার পুনর্জন্মে, আমার বাড়িওয়ালা স্বয়ং সাক্ষাৎ করলো ফিলিপসদের সাথে। তাদের সঙ্গে সে মমতাময় ব্যবহার করেছিলো, তারা পরে আমাকে জানালো। যে জীবনকে সে বিদায় জানানোর কথা ভেবেছিলো, তারা ছিলো সেই জীবনের অংশ। ফিলিপসরা হয়তো এর আগের কাজগুলোয় এই রকম কিছু অনুভব করেনি। এবং এর বদলে ম্যানোরে তাদের অবস্থা হয়েছিলো আরো নিরাপদ। ফিলিপ্সরা এখানে আর আগন্তুক ছিলো না, তারা সুখী হয়ে উঠেছিলো। গ্রীষ্মে তাদের নিয়োগদাতা যেমন সুখী হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি সুখী। সকালের পুনঃ পুনঃ 'ফ্রেড!' চিৎকার সে কথাই বলতো বলে মনে হয়। সেটাই যেন এক ঝলক ফুটে উঠেছিলো একজন সুখী মি. ফিলিপসের চেহারায়—সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজকের মতো—যখন সে একদিন তার নিয়োগকর্তাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল পুরনো বিচ গাছের নিচের রাস্তা দিয়ে।

সেই মেজাজ পরবর্তী গ্রীষ্ম পর্যন্ত স্থায়ী হলো। পিটন প্রায়ই কোনো অভিযানে যেতো আর ফিরে আসতো আমার জন্যে ছোট ছোট সংবাদ নিয়ে।

BanglaBook.org

'আজ আমি প্রায় কিছুই করিনি। আজ খুব সকালেই আমাকে ডেকে নেওয়া হয়েছিলো।' সে অভিযোগ করছিলো না; 'ডেকে নেওয়া'র আইডিয়া সে পছন্দ করতো; নতুন অলসতায় সে নিজের আনন্দ ধারণ করছিলো, তার নিয়োগকর্তার সাথে নতুন নৈকট্য, আর সেই নৈকট্য থেকে পাওয়া হঠাৎ বিলাসিতা ঃ গাড়িতে চড়া, কেনাকাটা করতে বেরোনো, দর্শনীয় স্থান দেখতে যাওয়া। 'উনি বললেন, "পিটন"-ওভাবেই উনি আমাকে ডাকেন, তুমি জানোঃ উনি আমাকে মি. পিটন বলে ডাকেন না।' আমি তাকে মি. পিটন বলতাম; সে জন্যেই সে এই ব্যাখ্যা দিয়েছিলো। "পিটন, আমার মনে হয় এই সকালে আমাদের উলওয়ার্থ'স এ যাওয়া উচিৎ। আমি শুনেছি, তাদের একটা চমৎকার গার্ডেন ডিপার্টমেন্ট আছে।" উলওয়ার্থ'স', পিটন বললো, চমকিত কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্ণ। 'উলওয়ার্থ'স-এ তাকে কল্পনা করো।'

আমার বাড়িওয়ালার এইসব গ্রীষ্মকালীন অভিযান সম্পর্কে আমি দ্বিতীয় সাক্ষ্য শুনতে পেতাম মি. ফিলিপসের কাছ থেকে কখনো কখনো। এবং কোনো কোনো সময় তৃতীয় সাক্ষ্য। সেটা বলতো অ্যালান, সে ছিলো লন্ডনের একজন সাহিত্য জগতের মানুষ, আমার বাড়িওয়ালার অনেক দূরের আত্মীয় ছিলো সে, কোনো কোনো উইকএন্ড কাটাতে আসতো সে এই ম্যানোরে, যেটা সে ছোটবেলা থেকেই চিনতো বলে আমাদের জানিয়েছিলো, সেই যুদ্ধের সময় থেকে।

অ্যালানের বয়স ছিলো শেষ তিরিশের দিকে। সে ছিলো ছোটখাটো একটা মানুষ, আমার মতো। তার দৈহিক আকৃতি তাকে পীড়া দিতো। আমাদের দেখা হওয়া মাত্রই সে আমাকে বলেছিলো–যেন আমার আগেই বিষয়টি তোলার জন্যে – সে স্কুলে কেউ একজন, শিক্ষকদের কেউ, আমার বিশ্বাস, তাকে 'বামন' বলে উল্লেখ করেছিলো। তার শারীরিক গঠন সম্পর্কে এই উদ্বেগ থেকে হয়তো অ্যালানের ভাঁড়ামির ব্যাখ্যাটা মেলে, বিস্ফোরণের আওয়াজের মতো তার প্রগু হাসি, লন্ডনের পার্টিতে তার পরা জাঁকালো ও চোখ ধাঁধানো পোশাক, সেখানে সময়ে সময়ে আমাদের দেখা হতো। তার পোশাকের জাঁক আর হৈচৈপূর্ণ আচরণের থেকে বিপরীত ছিলো তার চোখের নার্ভাস প্রকৃতি।

ম্যানোরে বেড়াতে এলে অ্যালান অধিকাংশ সময় মনে হতো একাকি থাকতো। অসময়ে তাকে ঘুরতে দেখা যেতো প্রাঙ্গনে, সর্তকতার সাথে পোশাক পরা, আর সে পোশাক হতো পল্লী অঞ্চলের উপযোগী কিন্তু তার মন-মেজাজ অথবা পোশাকের জাঁক দেখার জন্যে সেখানে দর্শক থাকতো না। এই বেড়ানো

BanglaBook.org

থেকে সে কি পেতো? সে বলতো তার ভালো লাগে এই বাড়িটা, আর এখানকার পরিবেশ; এবং আমার বাড়িওয়ালার ব্যাপারে সে খুবই বিস্ময়াভিভূত ছিলো।

আমার বাড়িওয়ালার কাছ থেকে সে পিটনের সঙ্গে উলওয়ার্থ্'স-এ যাবার কথাটা শুনেছিলো। আমাকে এ কথা বলার সময় হাসিতে ফেটে পড়েছিলো সে। 'সে বলছিলো যে পিটন দোকানটার ভিতরে ঢুকতে লজ্জা পাচ্ছিলো, এবং তাকে টেনে ঢোকাতে হয়েছিলো।'

পিটনের কাছ থেকে শোনা গল্পটা এ ভাবে রূপান্তরিত করার আইডিয়া এসেছিলো কার মাথা থেকে—আমার বাড়িওয়ালা, না অ্যালান?

অ্যালানের নিজের নামে কোনো বই ছিলো না। সে মাঝে মাঝে বইয়ের রিভিউ লিখতো আর মাঝে মাঝে বইয়ের রিভিউ ও চলচ্চিত্র অন্যান্য সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে লিখতো রেডিওর জন্যে। তার রেডিওর কাজ অনেক বেশি ভালো হতো তার মুদ্রিত কাজের চেয়ে। চল্লিশের কাছাকাছি বয়সের কোনো ব্যক্তির এমন সামান্য অর্জন আমাকে ভাবাতো।

তার নাম জানতে, তার করা সামান্য কাজগুলো উল্লেখ করতে তার কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হবার ভয় ছিলো না। এতে বরং নিজের কাজ নিয়ে কথা বলতে সে উৎসাহিত হতো। নিজের সৃষ্ট সব বাক্য সে স্মরণ করতে পারতো। সে বলতো, 'মন্টগোমারি বিষয়ক বইটির রিভিউতে যেমনটা আমি বলেছি, লেখককে মনে হয়েছে একটা শিশু যাকে একজন সৈনিক মাথা হেঁট করে ফেলে দিয়েছে'—নিজের কৌতুকে হাসির গর্জন তোলার জন্যে তাকে থামতে হতো–তার নিজের, অথবা আমার বাড়িওয়ালার কৌতুক–উলওয়ার্থ'স-এর দরোজার বাইরে পিটনের লজ্জিত চেহারা ও ভিতরে ঢুকতে দ্বিধা করা বিষয়ক।

'ধনী বন্ধু থাকাটা চমৎকার নয়?' অ্যালান এক উইকএন্ডে বললো। এবং সে কিছু মজাদার ও খোলামেলা বলেছে অনুভব করতে পেরে, সে চোখ পিটপিট করলো; এতে করে তার অসন্তোষ আর অসম্পূর্ণতার আরেকটি উন্মোচিত হলো।

অ্যালান, ধনী বন্ধুদের সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে, একজন লেখক হিসেবে নিজেকে নিয়েই ভাবছিলো অনেক বেশি। তবে সেই গ্রীষ্মে আমরা সবাই উৎফুল্ল ছিলাম, আমাদের মাথা হালকা ছিলো, তার কারণ আমার বাড়িওয়ালা আবার ফিরে আসছিলো জীবনে, তার বিলাসিতার চেতনা পুনর্জাগরিত হচ্ছিলো, প্রতিটা মুহূর্তকে উঁচুতে তোলা ও কাজে লাগানোর অবিরাম ইচ্ছা।

এখন মিসেস ফিলিপ্স আমার কুটিরে নিয়ে এসেছিলো ছাপানো নতুন ড্রয়িং, একটা শপিং বাস্কেট, ফুল—এমন এক উপহার যাকে স্বীকৃতি দেওয়া অসুবিধাজনক বলে আমার মনে হয়েছিলো।

BanglaBook.org

এক রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে, কফি পানের সময়, আমি দেখতে পেলাম পিটন দাঁড়িয়ে আছে লনের পাশে জন্মানো চতুষ্কোণ ঝোপের বাইরে, একদা মাঝখানে ফাঁকা ওই চতুষ্কোণ ঝোপটা সংযুক্ত ছিলো বাড়িটার সাথে যেটা, আমাকে যেমন বলেছিলো ব্রে, সেখানে দাঁড়িয়েছিলো সাবেকি আমলে।

ঝোপটার ফাঁকা জায়গায় আগাছা বেড়ে উঠেছিলো ভীষণ লম্বা হয়ে, সেগুলোর শাদা ফুলও ফুটেছিলো। কিন্তু পিটন তার বার্ষিক পথ কেটে বের করে নিয়েছিলো আগাছার ভিতর দিয়ে ফল বাগানের দিকে। দুই দিকে ভাগ করে ঘাসগুলো বেঁধে পথ কেটেছিলো সে। একদিকের ঘাস কাটা হয়েছিলো, অন্যদিকের তখনও হয়নি। কাটা দিক ফেলে রেখে অন্য দিক কাটতে গিয়ে আগের কাটা ঘাস শুকিয়ে ধূসর হয়ে গিয়েছিলো।

আর পিটন এখন, মাঝ সকালে, ঠিক ঝোপটার বাইরে লনে দাঁড়িয়ে আছে, একেবারে অনড় হয়ে, চোখ নামিয়ে তাকিয়ে ছিলো ঘাসের দিকে। ঝোপের মধ্যে প্রবেশ পথের ওপর বেড়ে ওঠা গাছের শাখা-প্রশাখা একটা ধনুকের মতো তোরণ নির্মাণ করেছিলো। এই বুনো সবুজ তোরণের ফ্রেমে আটকে ছিলো পিটন। তার পিছনে ছিলো ফল বাগানে যাবার পথটা, শাদা ফুল যুক্ত আগাছায় ভর্তি। সে সামনের দিকে ঝুঁকেছিলো, স্থির চোখে তাকিয়ে ছিলো নিচের দিকে, বিদঘুটে ভাবে পা ফাঁক করে, যেন নড়বড়ে কোনো স্থানে সে দাঁড়িয়ে ছিলো। তার উলে বোনা টাই—শীত গ্রীষ্ম সব ঋতুতেই পিটন টাই ব্যবহার করতো—সোজাসুজি ঝুলে ছিলো নিচের দিকে দেহ থেকে আলাদা হয়ে।

তার এই রকম দৃশ্য দেখে আমার মনে পড়ে গেল তের বছর আগে দেখা এক লোকের কথা, দক্ষিণ আমেরিকার গায়ানা উচ্চভূমিতে নতুন এক বসতিতে এক ফরেস্ট ইন্ডিয়ান। বসতিটা ছিলো একটা নদীর তীরে, বিশাল মহাদেশীয় নদীগুলোর একটা ছিলো না সেই নদীটা, এই পাহাড়ি উচ্চভূমির সংকীর্ণ একটা নদী, তীরে ছিলো বড় বড় বোল্ডার, এবং নদীর তলদেশেও মসৃণ কখনো বা ভাঙা বড় বড় বোল্ডার।

সেদিন ছিলো বুধবার সকল, আর ইন্ডিয়ানটা আনুষ্ঠানিক পোশাক পরে ছিলো এখন যেমন পরে আছে পিটন। তার পরনে ছিলো নীল সার্জের ট্রাউজার। ও শাদা শার্ট। মিশনের চ্যাপেলে সে গিয়েছিলো রবিবারে সকালের সার্ভিসে। সেটা শেষ করে সে ফিরে যাচ্ছিলো তার বনভূমির প্রান্তে, ঠিক নদীর পাশ দিয়ে সে যাচ্ছিলো, নদীর রং সূর্যালোকে বিবর্ণ মদের মতো লাগছিলো, এবং সন্ধ্যার আঁধারে কালো হয়ে গিয়েছিলো। রাত এখানে উদ্বেগ সৃষ্টি করতো। দিনের আলো ছিলো নিশ্চয়তার।

BanglaBook.org

পথের ওপর কোনো একটা কিছু লোকটার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো, তার মন তাকে সতর্ক করে দিলো; আর কি দেখছে তা বোঝার জন্যে লোকটা থেমে দাঁড়ালো, জিনিসটা পথের কিছু ছিলো না—একটা ক্ষুদ্র ডাল হয়তো, একটা পাতা, একটা ফুল—এবং হয়তো ভয়ংকর কোনো বিপদের আভাস দিচ্ছিলো। এখানকার ইন্ডিয়ানদের জন্যে স্বাভাবিক মৃত্যু বলে কোনো ব্যাপার ছিলো না। বাইরে সব সময় একজন খুনী ছিলো, *কানাইমা,* দেখতে অন্য আর সবার মতোই ছিলো লোকটা, কিন্তু সে হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত ছিলো না বা তাকে সন্দেহও করা হতো না; এবং সে-ই সবাইকে হত্যা করেছিলো। নদীর ওপর পথটায় ইন্ডিয়ান অনড় দাঁড়িয়ে ছিলো সকালের সূর্যালোকে, ভাবছিলো পথের ওপর যা সে দেখেছে তা কানাইমার কোনো চিহ্ন বহন করে কি না (মিশনারিরা ও তার সহ গামীরা যা তাকে বলেছিলো তা সত্ত্বেও) , বড় বড় বোল্ডারের মাঝে পথটা ছিলো সংকীর্ণ; আমি যখন তার কাছে এসে পৌছলাম সে পাশ কাটিয়ে আমার চলে যাবার জায়গা দিতে পারলো না। আমি চক্রাকারে তার দিকে হেঁটে গেলাম; সে আমার দিকে তাকালো না।

ঠিক সেই রকম ভাবেই নৈর্ব্যক্তিকতা নিয়ে পিটন দাঁড়িয়ে ছিলো ঝোপটার বাইরে। কিন্তু সে জানতো যে সে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, আর সে আমার তার কাছে যাওয়ার অপেক্ষা করছিলো। আমি যখন প্রায় এসে পড়েছি তার ওপর, তখন সে তাকালো আমার দিকে আর বাম পা একটু দুলিয়ে নিলো যাতে ঠিক ভাবে দাঁড়াতে পারে। কিন্তু আমার দিকে তোলা তার মুখটা ছিলো আকাংখায় আলোকিত। তাকে এমন আলোড়িত হতে আমি আগে আর দেখিনি। তার চোখ উজ্জ্বল, আর্দ্র, অপলক; তার নাসা রন্ধ্র ফুলে ফুলে উঠছে। সে পূর্ণ হয়ে ছিলো খবরে। খবরে সে ফেটে পড়ছিলো।

সে বললো, 'আমি শ্যাম্পেন পান করছিলাম। উনি আমাকে ওনার বাগানে ডেকেছিলেন আর আমাকে শ্যাম্পেন দিয়েছিলেন।'

আর পিটনকে একেবারে হতবিহ্বল করে দিয়েছিলো মদ। তখন ছিলো সূর্যালোক, ঘটনা, বিলাস, সকালের প্রহর, এই অদ্ভুত গ্রীষ্মের অপ্রত্যাশিত অগ্রসরতা, নাটকের পর নাটক। যদি আমি তার কাছে এসে না পড়তাম, তাহলে সে, আমার মনে হয় সে, বাড়িতে গিয়ে বউকে এই খবরটা দিতো।

সে আবার বললো, আরো বেশি আচ্ছন্ন হয়ে, প্রায় বন্য চোখে, 'শ্যাম্পেন।'

অ্যালানের কাছ থেকে এই ঘটনার আরেকটা সংস্করণ আমি শুনেছিলাম এক মাস পর। গ্রীষ্ম শেষ হয়েছিলো, কম-বেশি। অ্যালান প্রাঙ্গণে ঘোরাঘুরি করছিলো

BanglaBook.org

নাবিকদের মতো ফিগার নিয়ে, আমার কাছে পাঠানো আমার বাড়িওয়ালার প্রথম কবিতাগুলোয় এ রকম ফিগারের উল্লেখ ছিলো, সেটা আমার প্রথম গ্রীষ্মকালের কথা, আর কবিতাগুলো ছিলো শিব ও কৃষ্ণকে নিয়ে।

অ্যালান বললো, 'সে অতি জরাগ্রস্ত অবস্থায় আছে। আমি শুনেছি সে পিটনকে গোলাপি শ্যাম্পেন খাওয়াচ্ছে।' আর এই আইডিয়া অ্যালানকে এতটাই আমোদিত করলো যে হাসিতে তার দম আটকে গেল। একটু আত্মস্থ হয়ে সে বললো, 'সকাল দশটায় গোলাপি শ্যাম্পেন। সে আমাকে বলেছিলো যে পিটন চরমভাবে খুন হয়েছিলো। চরমভাবে খুন হয়েছিলো।'

এবং আমি এখন অনুভব করি যে ওই গল্পটা, উলওয়ার্থ'স বিষয়ক, অ্যালান তৈরি করেনি, সেটা তৈরি হয়েছিলো আমার বাড়িওয়ালার দ্বারা। শ্যাম্পেন আর পিটনের গল্পটা সে জমা করে রেখেছিলো, যেমন ভাবে জমা করে রেখেছিলো পিটন স্বয়ং (এবং সন্দেহ নেই তার স্ত্রীও) । অ্যালানের মতো বেড়াতে আসা লোকদের কাছে বলার জন্যে গল্পটা সে জমা করে রেখেছিলো। তথাপি সেই সকালের স্পন্দন, সে মুহূর্তের উৎসবের প্রয়োজন, নির্ভেজাল হতে পারতো। পরে তার নিজস্ব রোমাঞ্চের আইডিয়া আসতে পারতো; পরে তার ইচ্ছা আসতে পারতো গল্পটা তৈরি করার, গল্প বলার, তার কিংবদন্তী ছড়িয়ে দেবার।

দীর্ঘ মরণাপন্ন প্রত্যাহার থেকে, আত্মার প্রায়-মৃত্যু থেকে সে জেগে উঠেছিলো। কিন্তু আরো যা জেগে উঠেছিলো তার সঙ্গে তাহলো এই আইডিয়া যে সে কে। সেটা প্রকাশ পেয়েছিলো নতুন ড্রয়িংগুলোর ওপর তার স্বাক্ষর দেবার মধ্যেই। এই স্বাক্ষরগুলো অনেক বেশি বড় ছিলো তার মুদ্রিত কবিতাগুলোয় করা স্বাক্ষরের চেয়ে, যে কবিতাগুলো লেখা হয়েছিলো শিব ও কৃষ্ণকে নিয়ে। ওই সময় তার অবস্থা খারাপ ছিলো। অসুস্থতা থেকে বেঁচে যাওয়া ব্যক্তিটা এখন স্বল্প পরিসরের একটা জায়গা পেয়েছিলো খেলার জন্য; ব্যক্তিত্বটাও ছিলো ক্ষুদ্র। অ্যালানের মতো লোকদের নিয়েই সে খেলতে পারতো—অ্যালানের মতো খুব ছিলো না, খুব বেশি লোকজন ছিলো না যারা জানতো তাকে, আমার বাড়িওয়ালাকে, কিংবন্তী এখন—এবং পিটনকে।

'ধনী বন্ধু থাকা মজার ব্যাপার না?' অ্যালান বলেছিলো। কিন্তু সেটা ছিলো অ্যালানের নিজের ফ্যান্টাসি; যেখানে সে থাকতে এসেছে সেই জায়গায় এমন একটা দৃশ্য সে পছন্দ করতো। ফিলিপ্সরা জানতো ভালো করে। তারা জানতো ম্যানোরে কতো কাজ করার দরকার আছে; তারা জানতো কতো কম কাজ করা হবে।

BanglaBook.org

সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও সম্পদের প্রাচুর্যের চরম সময়ে ম্যানোরটা সৃষ্টি করা হয়েছিলো, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যন্তরীণ স্থাপত্যকলার রমরমা যুগে। আধুনিক সব ব্যবস্থা যেমন প্লাম্বিং, হিটিং, লাইটিং বিল্ডিংটা নির্মাণের সময় তৈরি করা হয়েছিলো। ম্যানোরটা তৈরি করা হয়েছিলো একটা বাষ্পীয় জাহাজের মতো করে। একদিন ম্যানোরে একটা বয়লার বিস্ফোরণ ঘটেছিলো; আরেকবার ছাদের একটু অংশ উড়ে গিয়েছিলো। প্রতিটা দুর্ঘটনাতেই কয়েক হাজার মুদ্রা খরচ করতে হয়েছিলো মেরামতির কাজে।

রাতের শেষ দিকে ম্যানোরে কিছু পানি ব্যবহার করা হতো, সিস্টার্ন আবার ভরা শুরু হতো, তখন আমার কুটিরের ধাতব পাইপ থেকে অবিরাম গুঞ্জন ধ্বনি উঠতো, চারপাশের একেবারে মৃত্যুর মতো নীরবতার মধ্যে। দিনের বেলা ওই আওয়াজ চাপা পড়ে থাকতো অন্য শব্দে। আমার কুটিরের দেয়ালের মধ্যে বসানো ধাতব পাইপ ও দেয়ালগুলো স্যাঁতসেঁতে করে তুলতো।

সত্তর বছরের বৃষ্টি আর কাদা-পাথরের কারণে ড্রেনের কোনো কোনো জায়গা প্রায় বুঁজে গিয়েছিলো। লনটা একেবারে সমতল ভূমির সমান ছিলো না বলে মনে হতো। এডোয়ার্ডিয়ান ড্রেইনেজ পাইপ তার নিচে ঢাকা ছিলো, মাটির নিচে কোথাও যা ভেঙে গিয়েছিলো, কিন্তু সঠিক ভাবে কেউ জানতো না কোথায়। বিশাল বন্যার এক শীতকালে একটা ছোট গর্ত, খরগোশের গর্তের মতো, অকস্মাৎ লনে উন্মোচিত হয়েছিলো প্রচন্ড বৃষ্টির এক সকালে।

সময়ে সময়ে একজন এজেন্ট এসে দেখা দিয়ে যেতো আমাদের। এটা ছিলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া যে অন্যরা যেখানে বাস করে সেই বিশ্ব থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন নই; যে ঘটনার একটা বাস্তব দিক ছিলো, উপার্জন, হিসাব, আয় ও ব্যয়ের প্রয়োজনীয় ভারসাম্য।

ফিলিপসদের কাছ থেকেই আমি শুরুতে জানতে পারি এই ভিজিট সম্পর্কে। সেই সব দিনে, ফিলিপসরা স্থির হবার আগে, তারা এজেন্টের এই ভিজিটকে তদন্ত হিসেবে মনে করতো আর নিয়ম অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়েছিলো।

পরে এজেন্টকে দেখা গেল একজন অতি তরুণ, একজন জুনিয়র, সদ্য স্কুল অথবা কলেজ থেকে বেরিয়েছে, মাত্র হয়তো ফার্মে যোগ দিয়েছে আর আমাদের এস্টেটে ব্যবহার করছে তার ভূমি-এজেন্টিং কারবারে দাঁত কাটার জন্যে। এজেন্টরা কারবার করে মাইলের পর মাইল জোড়া মাছ শিকার নিয়ে, হাজার হাজার একর জমি নিয়ে, হাজার হাজার একর বনভূমি নিয়ে। আমাদের কয়েক

BanglaBook.org

একর পতিত জমি, দৃশ্যত হালচাষ না করা, যদিও আমাদের কাছে একটা জগৎ, কোনো এজেন্টকেই আকৃষ্ট করেনি। আর প্রায়ই যে সব তরুণ এজেন্ট আসতো, তারা দ্রুত চলে যেতো এবং আর কখনোই ফিরতো না। ফলে তাদের নাম জানাও কঠিন ছিলো।

মোটর-কার চালানো, ফুল আর শ্যাম্পেনে সেই চমৎকার গ্রীষ্মের পর আমরা অত্যন্ত উদ্যাম হতে শুরু করলাম। লনের প্রান্তে তিনটে বিচ গাছকে বিপদজনক বলে রায় দেওয়া হলো, কারণ সেগুলো ম্যানোরের আঙিনায় পড়তে পারে। আর এক সপ্তাহের ভিতর সেগুলো কেটে ফেলা হলো এবং সেগুলো শাখা-প্রশাখা কেটে দড়ি দিয়ে বাঁধা হলো, কিছু রাখা হলো বাইরের ঘরগুলোর একটায়, কিছু শকটে করে নিয়ে গেল গাছ-কাটা লোকগুলো তাদের মজুরি-হিসেবে। অতএব অতিশয় দ্রুত, এক সপ্তাহে, আমি কিছু সবুজ ছায়া হারালাম, কিছু সবুজ ইষদন্ধকার যার কাছে এলে আমি নৈকট্য অনুভব করতাম কোনো পরিব্রাজন থেকে ম্যানোরে ফেরার পথে, সে পরিব্রাজন সংক্ষিপ্ত বা দীর্ঘ যাই হোক।

শুধু ইউ আর বাড়ির সামনের বিচ গাছগুলো আমাকে আলাদা করে রাখতো রাস্তা থেকে আর বিচ গাছগুলো যদিও শব্দ প্রতিরোধ করতে পারতো না, তবু আমার মনে হতো ওই তিনটে বিচ গাছ কেটে ফেলায় রাস্তার শব্দ যেন আরো জোরালো হয়ে উঠেছিলো, বিশেষ করে পাঁচটার পর—কাজেই, এখানে প্রথমবারের মতো, দিন-শেষের চলাচল সম্পর্কে আমি সতর্ক হয়ে উঠেছিলাম। আর আমার মনে হতো সামরিক বিমানগুলোর আওয়াজ যেন আরো পরিষ্কারভাবে শুনতে পেতাম।

এখানে আমার ক্ষুদ্র জগৎটা কতোই না ভঙ্গুর ছিলো! শুধু পাতা আর শাখা। শুধু পাতা আর শাখা সৃষ্টি করেছিলো আমার বসবাসের এ জায়গার রঙ ও ঘেরাও করা স্থান। এগুলো সরিয়ে দিলে—এবং সেটা চেইন শ নিয়ে এক সকালের কাজ—সরকারি রাস্তা একেবারে যেন একাকার হয়ে যাবে আমার কুটিরের সঙ্গে, একশ' গজেরও কম দূরে, আর সব কিছু উন্মুক্ত ও আবরন হীন হয়ে পড়বে।

পিটনের ঘাস-কাটার যন্ত্র দিয়ে প্রায়ই আমি ওই বিচ গাছগুলোর নিচে জন্মানো পাতলা নিষ্প্রভ-সবুজ ঘাস কাটতাম, সেগুলো লনের প্রান্তে ধা ধা করে বেড়ে উঠতো, ইউ গাছগুলোর পাশে। ওখানে ঘাস কাটার যন্ত্র ব্যবহার করে কখনো সন্তুষ্ট হওয়া যেতো না; কিন্তু সেটা দরকারি ছিলো, কারণ এতে কাজটা সম্পূর্ণ হতো। ওখানে একবার ঘাস কাটার একদিন বা দুইদিন পর কি করেছি সেটা দেখার মধ্যে আনন্দ ছিলো।

BanglaBook.org

এখন তিনটে বিচ গাছ কেটে ফেলার পর সৃষ্ট উনমুক্ততায় ঘাস বেড়ে উঠতে লাগলো এমন কি শরতেও। আর সেই শীত ও বসন্তকাল জুড়ে লনের ওপর বিচ গুলোর পতনের চিহ্ন রয়েই গিয়েছিলো।

বিচগুলো কাটার সিদ্ধান্তটা ছিলো দূরদর্শী। বসন্তে সাধারণের চেয়ে অধিক কঠোর হয়ে উঠেছিলো প্রবল বায়ু প্রবাহ। এত কঠোর যে সামনের বিচ (একটা নিচু জানলার ভিতর দিয়ে) এবং পিছনের গাছগুলো (আমার রান্নাঘরের ওপরের একটা কাচের ভিতর দিয়ে) তার প্রতিক্রিয়া কি অবস্থা হয়েছিলো দেখার জন্যে আমি আমার রান্নঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। ব্যাপারটা অদ্ভুত, কিন্তু আমার নিজের ক্ষেত্রে, আমার কুটিরে, আমি কখনো ভয় পেতাম না। এবং বাস্তবিক আমি দেখতে পেয়েছিলাম ম্যানোর প্রাঙ্গণের পিছন দিকে অবস্থিত দুটো বিশাল অ্যাস্পেন গাছের মাথার দিকটা প্রথমে ছিঁড়ে গেল দু'ভাগ হয়ে, তাপর নিচের অংশ। যেন কোনো মানুষ বা প্রাণীকে দ্বিখন্ডিত করে ফেলা হলো। আমি ওই গাছগুলো লাগাইনি; কিন্তু আমি ওগুলো ধ্বংস হতে দেখলাম।

বসন্ত ও গ্রীষ্মে অ্যাস্পেন গাছ তিনটে, রোপণ করা হয়েছিলো দশ ফুট পর পর, বাগানের দেয়ালের ওপর বিশাল সবুজ পাখা সৃষ্টি করতো। এখন তিনটে অ্যাস্পেনের মধ্যে দুটো ভেঙে পড়েছে। সেগুলোর ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়ে ছিলো জলজ তৃণভূমি ও সবজি ক্ষেতের দেয়ালের মধ্যবর্তী এলাকায়।

ওই ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার করা একা পিটনের পক্ষে তার হাত-করাত দিয়ে সম্ভব ছিলো না। আমি তাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু যখন আমরা একটা ছোট কান্ড কাটছিলাম তখন মাঝে মাঝেই তার করাতটা আটকে যাচ্ছিলো।

পিটন বললো, 'বেধে যাচ্ছে। আমাদের একটু থামা ভালো।'

'বেধে যাচ্ছে, মি. পিটন?'

শব্দটা আমি পছন্দ করেছিলাম। এই রকম আগে আর শুনিনি; কিন্তু শব্দটা যথাযথ বলে আমার মনে হয়েছিলো।

এখন বিশাল বাধায় পরিণত হয়েছিলো পতিত গাছগুলো, যদি আমি নদীর দিকে হাঁটতে যাই। অ্যাস্পেন গাছের শাদা কান্ড আর পনের বা কুড়ি ফুট উঁচু শাখা-প্রশাখা ভেদ করে ওদিকে যাওয়া খুব মুশকিল ছিলো।

অ্যাস্পেন গাছ তিনটের বেড়ে ওঠা আমি লক্ষ্য করতাম প্রতি বছর। এগুলো আমার বাড়িওয়ালার জমিনেও পাখা মেলে ছিলো নিশ্চয়। সে নিশ্চয় দেখে থাকবে যে দুটো অ্যাস্পেন আর ওখানে নেই; পিছনের বাগানে বিপুল পরিমাণ

BanglaBook.org

ধ্বংসাবশেষ পড়ে থাকতেও দেখেছে নিশ্চয়। কিন্তু আমার বাড়িওয়ালা দেখেছে কিনা বা কোনো মন্তব্য করেছে কি না সে সম্পর্কে মি. বা মিসেস ফিলিপ্‌সের কাছ থেকে কোনো কথা আমি শুনতে পেলাম না।

গ্রীষ্মের শুরুর দিকে একদিন, মধ্য-সকালে, আমাদের এখানে দুই ভিজিটর এলো, আগের দুই এজেন্টের একজনের সাথে নতুন আরেকজন। এই নতুন মানুষটা বয়স্ক, লম্বা, বিশালদেহী, ও চল্লিশ বা পঞ্চাশের মধ্যে তার বয়স।

মি. ফিলিপ্‌সের সঙ্গে লোক দুটোকে আমি লনে দেখতে পেলাম-তাদের থেকে খাটো দেখাচ্ছিলো মি. ফিলিপসকে, কিন্তু অনেক বেশি পেশীবহুল, তা ফুটে উঠেছিলো তার উইন্ডচিটার আঁটো করে পরার জন্যে ঃ বয়স্ক লোকটার সাথী অপেক্ষাকৃত তরুণটি পরে ছিলো নেভি-ব্লু ব্লেজার; এজেন্টের বিশালদেহী লোকটার পরনে ছিলো চমৎকার ধূসর স্যুট, একটা পল্লী উপযোগী শার্ট, আর বুক-পকেট থেকে বেরিয়ে ছিলো পুরনো কেতার একটা পলকা-ডটেড রুমাল।

তারা তাকিয়ে ছিলো শস্যগোলার দিকে। তার পাশের গ্যারেজ বা ওয়াগনের ছাউনির দরোজা তারা খুলে রেখেছিলো। তার ফার্মহাউজটা খুলে তার ভিতরটা দেখলো। তারা এগিয়ে গেল দূরে, বাক্স-আকৃতির ঝোপের ঘেরাও দেওয়া জায়গাটার কাছে। তারপর আবার ফিরে এলো। তরুণটা দেখতে এলো আমাকে। বয়স্ক লোকটা মি. ফিলিপসের সাথে চলে গেল সংকীর্ণ পথ ধরে ম্যানোরের দিকে, তারা বড় হয়ে ওঠা ইউ গাছের ঝোপ আর কেটে ফেলা বিচ গাছের ফাঁকা জায়গা অতিক্রম করে গেল।

পিছনের বাগানের পরিত্যক্ত অবস্থা সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে তরুণটি বললো, 'কথাটা বলা নিষ্ঠুরের কাজ। কিন্তু সর্বোত্তম কাজ হলো সমস্ত বিচ আর অন্যান্য সব গাছ কেটে পরিষ্কার করে ফেলা।'

কথাটা বলা নিষ্ঠুরের কাজ। এতে আমি যেখানে বসবাস করছি সে জায়গার অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে পড়ে যায়। কিন্তু তরুণটি বিশাল কোনো দায়িত্ব থেকে কথা বলছিলো না। এখন তার চোখ আনন্দে উজ্জ্বল। সারা সকালে ঊর্ধতনের সঙ্গে থেকে থেকে সে বিরক্ত, ধূসর স্যুট পরিহিত লোকটা তার ঊর্ধতন; এবং এখন, কুটিরের ভিতর, তাকে অনেক বেশি ঢিলেঢালা আর কৌতুকপ্রবনে মনে হচ্ছিলো—দূর থেকে যতোটা তরুণ বলে মনে হয়েছিলো তাকে, সে আসলে তার চেয়েও তরুণ। মোটেও এজেন্টের মতো লাগছিলো না, আমি ভেবেছিলাম। আবু শীগগিরই দেখা গেল কারবারে কোনো মন নেই তার।

গাছ বিষয়ে তার মন্তব্য এসেছিলো অন্য জায়গায় এজেন্সির অন্য লোকদের কাছ থেকে এ ধরনের কথা শোনা প্রবৃত্তি থেকে। তার আরো মন্তব্য এসেছিলো

BanglaBook.org

ক্ষুদ্র গো-চারণ ক্ষেত্রটির লক্ষ্য করে, যেখানে পাশের খামারের গোয়ালা তার টাট্টু ঘাড়াটাকে চরতে দিতো এবং যেখানে একদা-বিখ্যাত ঘোড়ার দৌড় এসে শেষ হতো ঃ 'ওখানে তুমি এক জোড়া গরু ছেড়ে দিতে পারো মোটা-তাজা করার জন্যে।'

এক জোড়া গরু—ওটাই কি তার ভাষা ছিলো আসলে, অথবা তার স্টাইলে? তা ছিলো না; আসলে কথাবার্তা শুরু করার জন্যে এভাবে বলতো সে। একটা যথাযথ এস্টেটে তার বাবা ছিলো একজন শিকারভূমির রক্ষক, সে জায়গাটা এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয়। তার বাবার নিয়োগকর্তার সুপারিশে এজেন্সি তাকে কাজে নিয়েছে পরীক্ষাকালীন ভিত্তিতে; এবং অফারটা সে গ্রহণ করেছিলো—এই পাতলা গড়নের হাসি-মাখা মুখের তরুণটি—তার বাবার ও বাবার নিয়োগকর্তাকে খুশি করার জন্যে। কিন্তু তার মন ছিলো অন্য কোথাও: সে জানতো না সঠিকভাবে আসলে কোথায়। সে চাকরি জীবন পছন্দ করতে পারতো, অফিসার হতে পছন্দ করতে পারতো। কিন্তু কিছু শারীরিক অক্ষমতার কারণে-এবং হয়তো কিছু পরীক্ষায় ব্যর্থতার কারণেও—ওই চিন্তা থেকে তাকে দূরে থাকতে হয়েছিলো।

সে বললো, 'তুমি কখনোই তাদের একজনের মতো নও।'

তাদের? তার এই 'তাদের' কারা? দিন শেষে ওরা ফিরে গেল একেবারে সাদামাটা ভাবে। শুঁড়িখানায় যাবার কোনো প্রশ্ন ছিলো না।

আর খুব ধীর ভঙ্গিতে কয়েক মিনিটের জন্যে সে ব্যক্তিত্ববান হয়ে উঠেছিলো। বলার মতো আর বেশি কিছু ছিলোও না যখন সেখানে ধূসর স্যুট পরিহিত লোকটা এসেছিলো মি. ফিলিপসের সঙ্গে। ব্লেজার পরা তরুণ তখন কথা বলা থামিয়ে শুধু মৃদু হাসি ফুটিয়ে রেখেছিলো তার শূন্য মুখে।

আমার জীর্ণ হাতলওয়ালা চেয়ারে বসেছিলো প্রকান্ড দেহী লোকটা আর তাকে সত্যিকার ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো, মনে হচ্ছিলো বসতে পেরে আসলেই সে সুখী, আর সে আনন্দিত তাকে দেওয়া কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে পেরে। সে বোঝাতে চেষ্টা করছিলো যে, না তাকিয়েই, সে আসলে তাকাচ্ছে; কিন্তু আমি অনুভব করিনি যে সে এখন তাকিয়ে ছিলো; আমার মনে হচ্ছিলো সে এর মধ্যেই অনেক কিছু দেখে ফেলেছে। তাকে ফোলা ফোলা লাগছিলো, কর্মঠ একটা দেহের ওপর স্থূলতার একটা ব্যাপার। চল্লিশের শেষের দিকে তার বয়স; তার শ্বাস-প্রশ্বাসে অসুবিধা আছে; এবং তার চুল পাতলা ও সমান। পলকা-ডটেড রুমালটা তার পকেটে বেমানান লাগছিলো।

BanglaBook.org

সে আদৌও উৎসাহিত ছিলো না আমার ব্যাপারে—আমি কে, কি আমার অতীত, কিংবা আমি কি কাজ করি। মি. ফিলিপসের প্রতি আগ্রহে সে আচ্ছন্ন হয়েছিলো। সে এরই মধ্যে, যদিও আমার হাতওয়ালা চেয়ারে বসা, চলে গিয়েছিলো বহু দূরে, নিজেকে নিয়ে, তার একাকীত্বে। এইরকম একজন মানুষের আগ্রহ জন্মাতে পারে কি? কি ধরনের বস্তু তার মনে বিস্ময় জাগাতে পারে? হয়তো এখন সে মানসিক এক বিষণ্ণতায় ভুগছিলো তার কর্মতৎপর জীবন এত তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে। হয়তো ম্যানোরে বা ম্যানোর প্রাঙ্গণে যা দেখেছিলো তার পরিত্যক্ত অবস্থার কারণে সে আলোড়িত হয়েছিলো।

সে বললো, কোনো সন্দেহ নেই মি. ফিলিপসের কাছ থেকে জানার পর, 'লেখালেখির জন্যে চমৎকার স্পট।'

আমি বললাম, 'জায়গাটা চমৎকার। কিন্তু আমি জানি এটা টিকবে না।'

সে বললো, শান্তভাবে, 'কোনো ব্যাপারেই কেউ নিশ্চিত হতে পারে না।' এবং তার কথাগুলো, যদিও খুব সাধারণ, মনে হলো আমার উদ্দেশ্যে তার নিজেকে, নিজের সম্পর্কে বলা হলো।

খুব শীগগিরই তদন্ত—যদি অবশ্য তদন্ত হয়ে থাকে শেষ হয়ে গেল। তিনজনই আমার কুটির ছেড়ে চলে গেল বাইরে। কুটির ও সবজি ক্ষেতের মাঝখানের সরু পথ দিয়ে তারা ফিরে গেল ম্যানোরে। ধূসর স্যুট পরিহিত লোকটা বিপুল ভঙ্গিতে হাঁটছিলো, সতর্কতার সাথে, তার পায়ের চাপে মাটিতে গেঁথে যাচ্ছিলো পাথরের টুকরো অংশ। তারা অতিক্রম করে গেল গোপন বাগান, কয়েক গ্রীষ্ম আগে যেটা পরিস্কার করতে এক সপ্তাহ সময় খরচ করেছিলো পিটন—মি. ফিলিপস্ হেঁটে যাচ্ছিলো পেশীবহুল শরীরটা সোজা রেখে, তার বাম পাশে ধূসর স্যুট পরিহিত লোকটা; আর ব্লেজার পরা, হালকা গড়নের, শিকার ভূমির রক্ষকের ছেলেটি ছিলো তার ডান দিকে।

আধ ঘন্টা মতো পর, মধ্যাহ্নভোজের আগে, মিসেস ফিলিপস্ দেখা করতে এলো আমার সাথে। তার পরনে ছিলো নীল রঙা প্যাডেড কার্ডিগান বা জ্যাকেট যা তাকে ফুলিয়ে রেখেছিলো এবং তাকে দেখাচ্ছিলো জরুরি লাইফ জ্যাকেট পরিহিত মানুষের মতো—যেন একটা বিমান সংস্থার কার্ডে আঁকা ছবির মতো যে বিমান পানিতে পড়তে গেলে কি করতে হবে। তার চোখের নিচের কালো দাগ মিলিয়ে গিয়েছিলো। তার চুল পাতলা হয়ে গিয়েছিলো, কপালের দিক থেকে মাথার পিছনের দিকে ক্রমাগত পাতলা হয়ে চলেছিল। তার চেহারা এর ফলে

BanglaBook.org

এলিজাবেথীয় তৈলচিত্রের কোনো লেডির মতো হয়ে উঠেছিলো। সে রান্নাঘরের দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকলো, ভিতরে ঢুকলো না। তার পিছনে, পাথুরে গলি, পরিত্যক্ত শীতল কাঠাম, সবজি-ক্ষেতের দেয়াল, আর দেয়ালের দু'পাশে গত পাঁচ পছরের জন্মানো ব্লাকথর্ন দেয়ালের ওদিককার সূর্যালোকিত স্থানে বাড়-বাড়ন্ত হয়েছে, উঠে গেছে দেয়াল ছাড়িয়ে। ওই ব্ল্যাকথর্ন ফিলিপসদের জন্যে উদ্বেগের কারণ হয়ে পড়েছিলো। যদিও তারা এখানে বসবাস করেছিলো, এই অঞ্চলে, তাদের সারাটা জীবন (মি. ফিলিপসদের বাবা জন্মগ্রহণ করেছিলেন এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে), তবু পল্লী এলাকার বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে তাদের জ্ঞান ছিলো সীমিত।

মিসেস ফিলিপস বললো, 'আমি ভাবলাম তোমাকে জানানো দরকার।'

এটা ছিলো তার সেবিকার আচরণ, যা সে ভাগ করে নিতো মি. ফিলিপসের সাথে। তার এই আচরণের আরেকটা দিক ছিলো মি. ফিলিপ্সের, তার কর্তৃত্ব, তার ক্ষমতা, তার উত্তেজনা।

সে বললো, 'আমি ভাবলাম তোমাকে জানানো দরকার। আমি জানি তুমি তার অনেক ঘনিষ্ঠ। তারা মি. পিটনকে কাজ থেকে ছেড়ে দিচ্ছে।'

'মিস্টার' শব্দটা ছিলো আমার সৌজন্যে। আমি পিটনকে ওভাবেই সম্বোধন করতাম আর তার প্রসঙ্গে ওভাবেই উল্লেখ করতাম। সে এবং মি. ফিলিপস তাকে ফ্রেড বলে ডাকতো। 'অবশ্য' সে বললো, কিছুটা উচ্ছল ভঙ্গিতে, 'কিছু সময়ের মধ্যে এটা ঘটতোই।'

এবং সেটা সত্যি, যদিও আমি এই সত্যের মুখোমুখি হতে চাইনি বা সতর্কতার সাথে এটা তদন্ত করতে চাইনি। আমি জানতাম যে ম্যানোরে রাখার জন্যে পিটনের জন্যে টাকা খরচ হচ্ছে, তার বাড়িটার জন্যেও খরচ হচ্ছে; টাকা খরচ হচ্ছে ফিলিপসদের জন্যেও; এবং ম্যানোর রক্ষণাবেক্ষণও অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে পড়েছে, যেভাবে চলছে তাতেও। আর এস্টেট থেকে খাজনাও আসতো অতি সামান্য—এটা কাজ করার যোগ্য জমি যতোটা যা ছিলো, তার চেয়ে বেশি ছিলো প্রকৃতি-সম্পদ।

আমার-বাড়িওয়ালার উপার্জন যাই হোক না কেন তা কেটে নিতো মধ্য-সত্তুরের ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি। আর ম্যানোরের প্রতি আরো মনোযোগ দেওয়া দরকার হয়ে পড়েছিলো। এটা এমন জায়গা ছিলো না যে এমনিতেই চলতে পারে। এটা আমার কুটিরের মতো ছিলো না; এর পরিমাপ ছিলো মানুষের চেয়েও বেশি। ম্যানোরের মতো বিল্ডিংগুলোর ব্যবহার করা শিখতে হতো

BanglaBook.org

লোকদের; আর সে কারণেই— গ্লুকেস্টারশায়ারের চেডওয়ার্থে অবস্থিত প্রাচীন রোমান ভিলার মতো—এইসব বিল্ডিং ছিলো সহজেই বিনাশশীল। এগুলো ছাড়াই মানুষ চলতে পারতো।

ম্যানোরে যখন বয়লার বিস্ফোরণ ঘটেছিলো, এবং যখন এক দিকের দেয়াল ঘেঁষা লম্বা ধাতব চিমনির সিরামিকের বা কংক্রিটের বা অ্যাসবেস্টোসের কেসিং হাজার হাজার টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো ম্যানোরের আঙিনায়, আমি শুনেছিলাম— হয় ফিলিপসদের কাছ থেকে, অথবা মাইকেল অ্যালানের কাছ থেকে, অ্যালান ছিলো সেন্ট্রাল হিটিং-এর সেই যুবক , সে তার ভ্যান নিয়ে এসেছিলো আর আঙিনায় অনেক দিন কাটিয়ে দিয়েছিলো— তো শুনেছিলাম যে ম্যানোরের হিটিং খরচ ছিলো বছরে চার থেকে পাঁচ হাজার পাউন্ড। সেটা অন্যায়ভাবে বাড়ান হয়ে থাকতে পারে। মাইকেল অ্যালানের মতো লোকেরা তাদের দক্ষতা ও বাণিজ্যের গুণে প্রথমবারের মতো প্রবেশ করছিলো ধনীগৃহে, তারা হয়তো তাদের কাউন্টি মক্কেলদের গুরুত্ব অতিরঞ্জিত ভাবে বাড়াতে পছন্দ করতো। তবু, হিটিং বিল হিসেবে পাঁচ হাজার পাউন্ড—এতে দেখা যায় কতোটা অস্থির মূল্য, এবং আমাদের জগৎ, পরিণত হয়েছিলো।

১৮৫৭ সালে, *মাদাম বোভারি* উপন্যাসে, ফ্লবেয়ার দেখিয়েছেন পেডলারের অত্যাচারের দাবীতে শতকরা ছয় ভাগ ক্ষতিপূরণ আদায়। এখন আমরাও সহজভাবে বসবাস করছিলাম ওই ধরনের চার্জের মধ্যে। ১৯৫৫ সালে, আমি যখন খুবই তরুণ আর লন্ডনে নবাগত এবং লেখালেখির চেষ্টা করছি, তখন আমি সারা বছরের জন্যে পাঁচশ পাউন্ডের বেশি কিছুই চাইতাম না। এবং, তিরিশ বছর আগের ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-এর চেয়েও অধিক নম্র হয়ে, আমার ওই পাঁচশ' পাউন্ডের ভিতর থেকে আমার রুম ভাড়া পরিশোধ করতাম। ১৯৬২ সালে, একজন হাস্যরসিক লেখক ও একজন কার্টুনিস্টের সঙ্গে লন্ডনের একটা ক্লাবে মধ্যাহ্নভোজনের সময়, আমি বলেছিলাম— ওই দুই ব্যক্তি জিজ্ঞেস করায়—বছরে আমার প্রয়োজন দুই হাজার পাউন্ড ঃ আমি এক ভাড়া করা রুম থেকে আরেক ভাড়া করা রুমে থাকি। আর ঠিক তিন বছর পর, যখন আমি একটা বাড়ি কিনেছিলাম আর একটা মর্টগেজ নিয়েছিলাম, তখন বিবেচনা করেছিলাম যে ঠিক পাঁচহাজার টাকা হলে সারা বছর আমি ভালোভাবে চালাতে পারি। এখন ওই পরিমাণ টাকা নিয়ে আলোচনার বিষয় ছিলো হিটিং চার্জ। অতো খরচ করার সামর্থ অনেকেরই ছিলো না, এবং আমার বাড়িওয়ালা দুনিয়াদারী থেকে অবসর নিয়েছিলো ১৯৪৯ বা ১৯৫০ সালে, যে সময়ে আমি ভেবেছিলাম আমার প্রয়োজনের জন্যে পাঁচ হাজার টাকা যথেষ্ট সেই সময়ের অনেক বছর আগে।

BanglaBook.org

আমি পিটনকে খুঁজছিলাম। তার অভ্যাস ছিলো একটা বাজার কিছু আগে বা পরে লনের শেষ প্রান্তে শাদা গেটের কাছে পৌঁছানো।

আমার কুটিরের সামনে লনে তার আবির্ভাব ঘটতো, তার সকালে কাজ শেষে, সেই ঘন্টার চার পাঁচ মিনিট আগে। বাগানের ছাউনিতে তার যা করার থাকতো তা সে করতো—যন্ত্রপাতি সরিয়ে রাখা, সরকারী রাস্তা ধরে কিছুটা হেঁটে তার বাড়িতে ফেরার আগে পোশাক পরিবর্তন করে নেওয়া; ছাউনি তালা মেরে দেওয়া; এবং তারপর, হাতে থাকা সময়ের সাথে পদক্ষেপ মিলিয়ে, গেটের দিকে সে হাঁটতে শুরু করতো। কখনো কখনো সে লনে প্রবেশ করতো সবজি ক্ষেতের দিক থেকে, বাগানের দেয়ালের একটা কাঠের পুরনো গেটের ভিতর দিয়ে। কখনো কখনো একেবারে বেড়ালের মতো বেরিয়ে আসতো গ্রীষ্মকালীন ঝোপের ভেতর দিয়ে।

এই সকালে সে ঝোপের বেষ্টনি থেকে বের হয়ে এলো। সেখানে জন্মানো আগাছা কেটে গ্রীষ্মকালে চলাচলের পথ বের করেছিলো সে গত সপ্তাহে। তার পরনে ছিলো না প্লাস্টিকের রেইনকোট অথবা তার ওয়েলিংটন্স। একেবারে আনুষ্ঠানিক পোশাক পরা ছিলো সে, জ্যাকেট বিহীন, কিন্তু একটা কান্ট্রি শার্ট ও তার উলের তৈরি টাই। তার এসব বদলানোর দরকার ছিলো না। বাগানে যা সে করে তা আর বেশিদিন করতে হবে না। গেটের দিকে তার হাঁটার ধরন ছিলো অত্যন্ত ধীর গতির হাঁটা। সকাল নয়টার সময় ধাক্কা দিয়ে গেট খোলার সময়কার হাঁটার মতো নয়; যখন কাজ করে তখনকার মতোও নয়। এই রকম ধীরে হাঁটার ধরনটা ছিলো তার কাজ শেষ হাঁটার মতো, যখন তার সময় আবার তার নিজের সময়ে পরিণত হতো। আর এখনো তার হাঁটার মধ্যে এমন কিছু ছিলো না যাতে বোঝা যায় তার রুটিন শেষ হয়ে গেছে; এমন কিছুই ছিলো না যাতে বোঝা যায় আধঘন্টা আগে মিসেস ফিলিপ্স আমাকে যে খবরটা দিয়েছে তার মধ্যে সত্যতা আছে।

দুটোর সময় সে ফিরে এলো। সে শাদা গেটটা খুললো যেটা ম্যানোরের উন্মুক্ত লন থেকে আলাদা করেছিলো ছোট, ছায়াচ্ছন্ন লেনটা, ভিতরে ঢুকে আবার গেটটা বন্ধ করে দিয়েছিলো সে; এবং তার হাঁটার ভঙ্গি থেকে বোঝা যাচ্ছিলো সে আবারো কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আমি ভেবেছিলাম যে কোথাও একটা ভুল হয়েছিলো; ভেবেছিলাম যে মিসেস ফিলিপস হয়তো ভুল শুনেছে, বা আমার কাছে সিদ্ধান্ত হিসেবে যা বলেছে তা আসলে একটা ধারণা মাত্র, যা হয়তো আলোচনা করা হয়েছিলো আর পরে

BanglaBoi.org

বাদ দেওয়া হয়েছে। পিটনকে এমন চিন্তাভাবনাহীন নিরুদ্বিগ্ন ঝামেলামুক্ত দেখাচ্ছিলো ঃ আমি ভেবেছিলাম মিসেস ফিলিপসের চেয়ে সে-ই তো বেশি ভালো জানে।

দেড় ঘন্টা পর, নিম্নভূমিতে আমার পরিব্রাজন শেষে, জ্যাকের কুটির অতিক্রম করে, স্টোনহেঞ্জের দৃশ্যের দিকে ওপরে শৈলগিরির মধ্যে, দেড়ঘন্টা পর. আমি ফিরে আসছিলাম প্রাঙ্গনের দিকে, তখন আমি ফিরে আসছিলাম প্রাঙ্গণের দিকে, তখন আমি শুনতে পেলাম 'ফ্রেড!' বলে মি. ফিলিপসের চিৎকার, ম্যানোর থেকে পিটনের উদ্দেশে সে চিৎকার করছিলো, পিছনের বাগানে থাকা পিটনের উদ্দেশে চিৎকার করছিলো। কিন্তু কোনো উত্তর শোনা গেল না। এটা স্বাভাবিক ছিলো। এবং তারপর পাঁচটার সময় ছিলো পিটনের কাজ শেষে প্রস্থানের আচারানুষ্ঠান-বাগানের ছাউনিতে তালা লাগানো, এবং দিনের শ্রম শেষে সামনের গেটের দিকে যাবার সময় তার অত্যন্ত ধীরে হাঁটা প্রদর্শন।

কিন্তু পরদিন সকাল নয়টায় তাকে আসতে দেখা গেল না গেটের সামনে। সে আবির্ভূত হলো না সাড়ে নয়টা বা দশটাতেও। আরো পরে, সকাল বেলা প্রায় শেষ হয়ে যাবার দিকে, ঠিক এগারোটার আগে, আমি তাকে দেখতে পেলাম। সে আমার রান্নাঘরের দরোজায় দুম-দড়াম আওয়াজ করছিলো জরুরি ভঙ্গিতে।

তার বাড়িতে যখন তাকে দেখেছিলাম আর প্রশংসা করেছিলাম তার হাই-ফাই যন্ত্রের তখন সে বোকাটে গর্ব প্রদর্শন করেছিলো; তার মালীর কাজের উপার্জন ছাড়াও টাকা-পয়সার বড় একটা উৎস তার আছে এ রকম ভাব ধরেছিলো; গোলাপি শ্যাম্পেন পান করার সেই সকালে তার আকাংখা; তার চাউনি, বিস্ফারিত চোখ, ফুলে ওঠা নাসারন্ধ্র যখন সে বিদঘুটে ভঙ্গিতে নত হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, তার গলা থেকে টাই ঝুলছিলো, বেড়ে ওঠা বাক্স গাছগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে সে আমার অপেক্ষা করছিলো—সেই সব কিছু, বোকাটেপনা, গর্ব, বন্যতা, আকাংখা, সব কিছুই এখন দেখা গেল তার অবয়বে। কিন্তু বিস্ময়ের পরিবর্তে তার চেহারায় ছিলো ক্রোধ, যে ক্রোধ তাকে অনুভূতির এমন এক গভীরতায় নিয়ে গিয়েছিলো যার জন্যে সে প্রস্তুত ছিলো না, এমন ক্রোধ যা তাকে পাগলামির খুব কাছে নিয়ে গিয়েছিলো।

সে বললো ঃ 'তুমি শুনেছো? তুমি শুনেছো?'

সে কোনো টাই পরেনি। আগের দিনের শার্ট পরেছে, কিন্তু টাই নেই। আমি তাকে টাই ছাড়া দেখেছি শুধু মাত্র কোনো কোনো রবিবারে, গ্রীষ্মকালে, যখন আইসক্রিমের ভ্যান মধ্যাহ্নভোজের আগে বাজনা বাজাতে বাজাতে চলে যেতো, আর আমরা দু'জনেই বাইরে যেতাম আইক্রিম কিনতে।

BanglaBook.org

সে চেয়েছিলো কাউকে তার ক্রোধের সাক্ষী ও ভাগীদার করতে; নিজে সে এ অবস্থা বহন করতে পারতো না। কিন্তু তার কথার ফুলঝুরি নেই, ছিলো না কখনো। সব যন্ত্রণা এসে জমা হয়েছিলো তার মুখে—এবং তার নড়াচড়ার মধ্যে।

আমি পুরোপুরি দরোজাটা খুলে রেখেছিলাম তার ভিতরে আসার জন্যে। কিন্তু সে, যেন এটা উপলব্ধি করতে পেরে যে তার বলার আর কিছু নেই, বাইরেই দাঁড়িয়েছিলো। আকস্মাৎ সে ঘুরে দাঁড়ালো আর দ্রুত গতিতে হাঁটতে লাগলো ঝাঁকুনির ভঙ্গিতে—যেন হঠাৎ করে আসা পরিষ্কার কোনো উদ্দেশ্যে—আমার কুটির ও ইউ কোপের মাঝখানের লেনে এবং এক পাশে 'ফরেস্টারের কুঁড়ে' ও অন্য পাশে বাগানের দেয়াল সংলগ্ন অর্ধ-কুটিরের মধ্যে, ওই অর্ধ-কুটিরে আমি জড়ো করে রাখতাম কয়লা, কাঠ ও অন্যান্য বস্তু। এই অর্ধ-কুটিরের কিছুটা ওপাশেই ছিলো সবজি ক্ষেতের দেয়ালের উঁচু গেট।

এটা ছিলো পিটনের গেট। প্রত্যেক সন্ধ্যায় শিকল তুলে তালা লাগিয়ে দেওয়া হতো, চাবিটা থাকতো পিটনে কাছে। গেটটা ছিলো সমান পুরনো, ভারী কাঠ আর লোহার বার দিয়ে তৈরি।

এই গেটের দিকে গিয়েছিলো পিটন, দ্রুত হাঁটছিলো, ঝাঁকুনি খাবার মতো। তার নিজের গেট, তার নিজের এলাকার প্রবেশের রাস্তা। কিন্তু তার কাছে চাবি ছিলো না। সেটা ছিলো বাগানের ছাউনিতে। সে লন অতিক্রম করে গের 'ফার্মহাউজের' পাশ দিয়ে। সবুজ রঙ করা বিবর্ণ দরোজার পাশে ছিলো গোলাপের একটা পুরনো গাছ। সামান্য কয়েকটা গোলাপ ধরতো গাছটিতে, কিন্তু সেগুলো হতো বড় আকারের, নিস্প্রভ গোলাপি রঙের। বাগানের ছাউনির চাবি পিটনের কাছেই ছিলো। একটা চেইনের সঙ্গে আটকানো ছিলো সেটা; চেইনটা লটকানো ছিলো তার ওয়েস্টব্যান্ডের একটা লুপে। সে ধাক্কা মেরে সবুজ দরোজাটা খুললো। ছাউনির ভিতরটা ছিলো অন্ধকার। বাগানের গেটের চাবি কথা ভুলে গিয়েছিলো। ছাউনির দরোজাটা সে খুলে রেখেই হেঁটে পার হয়ে এলো লনটা-সেই জায়গা দিয়ে যেখানে কেটে নেওয়া তিনটে বিচ গাছ ছিলো—তারপর এসে পড়লো ম্যানোরের আঙিনার খোলা জায়গায়।

বাগানের ছাউনির হা করে খোলা দরোজা, ওইভাবে খুলে রেখে যাওয়া পিটনের পক্ষে ছিলো অস্বাভাবিক। কিছুক্ষণ পর সে আবার আমার কুটিরের পাশ দিয়ে বাগানের দেয়ালের ভারী গেটের কাছে হেঁটে এলো। আবারও ভুলে গিয়ে ছিলো যে তালার চাবিটা তার কাছে নেই। অথচ ওই চাবিটা আনতেই সে ছাউনিতে গিয়েছিলো এবং বিক্ষিপ্ত চিত্ত হয়ে পড়েছিলো।

BanglaBook.org

সে কিছু বুঝতে পারছিলো না, তার উন্মাদের মতো অভিব্যক্তি থেকে প্রকাশ পাচ্ছিলো রুটিন মতো তার বাগান দেখাশোনার আকাংখা, তার বাগান পরিচর্যার ইচ্ছা, সেই সকালে করবে বলে পরিকল্পনা করা তার কাজ করতে চাওয়ার ইচ্ছা; তারপর সে ক্ষতিটার মধ্যে জেগে ওঠে। একটা পিঁপড়ের মতো যার বাসা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই রকম সে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছিলো। এক পর্যায়ে সে বাগানের ছাউনির দরোজা বন্ধ করেছিলো; এবং তারপর চলে গিয়েছিলো— কিন্তু শাদা গেট দিয়ে নয়।

লাঞ্চের সময় মিসেস ফিলিপস্ আমার কাছে এলো। তার ভিতরে হাসপাতালের আচরণ ছিলো। যে বললো, যেন এক রোগীর সঙ্গে কথা বলছে অপর এক রোগী সম্পর্কে সে খুবই খারাপ আচরণ করেছিলো, 'তোমার মি. পিটন তো আজ সকালে সম্পূর্ণ অন্য এক মানুষ হয়ে গিয়েছিলো। সে এসে সূর্যের নিচের সব কিছুর বিরুদ্ধে চিৎকার করছিলো। সে আমাদের বিরুদ্ধে দোষারোপ করছিলো। যেন কোনো ব্যাপারে আমাদের কোনো কিছু করার ছিলো। সে খুব ভালো করেই জানতো কি ঘটতে চলেছে। সব কিছু সে গত কালই জেনেছিলো। আমি জানি না কেন সে না জানার ভান করছিলো। এটা ছিলো ভনিতা, তুমি জানো। সে একটা কথাও বলেনি, সকালবেলায় সে কিছুই বলেনি, লাঞ্চের সময়ও না, যখন আমাদের সঙ্গে তার চা পান করেছিলো তখনও না। পিটন হলো ওই রকম।'

সে এমনভাবে কথাগুলো বললো যেন আগের দিন নোটিশটা বা খবরটা পিটনের জানতে না পারার যে ভাব পিটন দেখাচ্ছিলো তা ছিলো চালাকি, আর এ জন্যে তার শাস্তি পাওয়া উচিৎ। সে এমন ভাবে কথা বললো যেন পিটনের এই চালাকিপনা সব কিছু ব্যাখ্যাসাধ্য করে তুলেছে।

এবং ব্যাপারটা ছিলো অদ্ভুত, আগের দিন পিটনের নীরবতা। সে কি বুঝতে পারেনি, যা তাকে বলা হয়েছিলো তা কি সে উপলব্ধি করতে পারেনি? সে কি তাদের কথা শুনতেই পায়নি? ধূসর স্যুট পরিহিত লোকটার কথাগুলো কি ছিলো পরোক্ষ? পিটনের পক্ষে কথাগুলো বিশ্বাস করা কি খুব বেশি আঘাতপূর্ণ ছিলো? না কি এটা ছিলো তার নিজের জাদুর একটা ধরন? আমার মনে পড়ে, জ্যাক যখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো এবং তার বাগানটা আগাছায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিলো, আর চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছিলো গ্রীষ্মকালে, আর শয়নকক্ষে জ্যাক গরম হবার চেষ্টা করছিলো, বরফের ব্লক গলানোর চেষ্টা করছিলো যার মতো নিশ্চয় তার ফুসফুস অনুভব করতো, আমার মনে পড়ে কি ভাবে জ্যাকের বউ অস্বীকার

BanglaBook.org

করেছিলো যে বাগানে কোনো কিছু বেঠিক চলছে না; এবং তার ব্যবহারে মনে হয়েছিলো যে আমি খুব অভদ্রের মতো ভুল কিছু কথা বলেছি।

সুতরাং একেবারে আচানক, এক দিন থেকে অপর এক দিনে, আমার নতুন জীবন ও স্বস্তির, আমার ব্যক্তিগত, জীবন্ত বুক অব আওয়ারস্ বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

আমি আর কখনোই পিটনকে ভারী চওড়া শাদা দরোজাটা খোলার জন্যে লনের শেষ প্রান্তে আসতে দেখিনি সকাল নয়টায়, কিংবা সেটার দিকে একটার সময় ফিরে যেতে দেখিনি আর বিকেল পাঁচটায় দিনের শ্রম শেষে বিশেষ ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে আসতেও দেখিনি কখনো। তার ব্যক্তিগত জিনিসগুলো কি সে ফেলে গিয়েছিলো বাগানের ছাউনিতে—ওয়েলিংটন্‌স, একটা প্লাস্টিকের রেইন কোট, একটা জ্যাকেট? সে কি এ সব জিনিসের জন্যে পরে ফিরে এসেছিলো, অথবা এগুলো সে পরিত্যাগ করেছিলো, বাগানের ছাউনির চাবিসহ? সেই চাবিটা সে বয়ে বেড়াতো খুব ঘনিষ্ঠ ভাবে, তার ওয়েস্টব্যান্ডের একটা লুপ থেকে আটকানো চেনের সঙ্গে। চাবিটা তার দিয়ে যাবার কথা মি. ফিলিপস্‌কে।

এবং এরপর মুছে যাওয়া সবুজ রঙা বাগানের ছাউনির দরোজা (পুরনো মোটা গোলাপ গাছটার পাশে, এখন প্রায় ছোট্ট একটা গাছে পরিণত হয়েছে, পিটন যেটার যত্ন নিতো), এরপর দীর্ঘকাল ধরে খোলা অবস্থায় থাকা সেই দরোজাটা—পিটনের ছাউনি তাতে প্রকাশ হয়ে পড়েছিলো, যদিও পিটনের এলাকা আর পিটনের ছিলো না (না ছাউনি, না চাবি, না যন্ত্রপাতি; না সবজি ক্ষেতের ভারী গেট)। সেই খোলা বাগানের ছাউনির দরোজা, সেটা আমার রুমের জানলা থেকে দেখতে পেতাম, আর সেটা ছিলো অমীমাংসিত। আমার ইচ্ছা হতো সেটা বন্ধ করে দিতে; ব্যাপারটা ছিলো দেয়ালে ঝোলানো ভাঙা কোনো আয়না বা ছবি এক সাথে জোড়া লাগিয়ে রাখার ইচ্ছার মতো।

যখন জ্যাক—পাহাড়ের ওপর—অসুখে পড়েছিলো, তখন তার ফুল ও ফলের বাগান পরিচর্যায় অভাবে বন্য হয়ে উঠেছিলো; এবং তার সবজি ক্ষেত—বিচ গাছের নিচে ফার্মইয়ার্ডের ধাতুর গাদা আর চষা জমির শুরুর মাঝখানের পতিত জায়গায় সেটা তৈরি করা হয়েছিলো— পেকে সব বীজ হয়ে গিয়েছিলো। পিটনের সবজি ক্ষেত বীজ হতে পারেনি। গ্রীষ্মে এবং উৎপন্ন সবজি কেটে একত্র করা হয়েছিলো। এখন ম্যানোর প্রাঙ্গণে আরো অনেক আগন্তুক আসতো, কাজ

BanglaBook.org

করত অনিয়মিত ভাবে; পিটন তার কাজ করতো ধীর পদ্ধতিতে, কাজটাকে ঘিরেই সে তৈরি করেছিলো তার সকাল ও বিকেল, তার সপ্তাহ, তার বছর, প্রতি স্তরের সমাপ্তি সে চিহ্নিত করতো তার নিজের নিয়মানুযায়ী।

ম্যানোরের আগন্তুকদের মধ্যে কয়েকজন ছিলো ক্যাজুয়াল শ্রমিক, ঘন্টা বা দিন হিসেবে তাদের মজুরি দেওয়া হতো, মি. ফিলিপস্ তাদের নিয়ে এসেছিলো আমি জানি না কোত্থেকে, হয়তো মি. ফিলিপ্স আগে যেখানে কাজ করতো সেখান থেকে। কয়েকজন ছিলো বন্ধু। একজন ছিলো মি. ফিলিপসের বিপত্নীক পিতা।

সে ছিলো তার ছেলের চেয়েও ছোটখাটো, এবং পাতলা। দৈহিক ভাবে সে ছিলো আরেক প্রজন্মের, আরেক বিশ্বের; তার ভিতর যে কেউ দেখতে পাবে পুরনো আলোকচিত্রের কৃষি কর্মীদের ছবি। তার স্ত্রীর মৃত্যুর সময় থেকে, মানুষটা নির্জনতার মধ্যে ছিলো। ম্যানোর প্রাঙ্গণের এই উন্মুক্ততা তার কাছে (যেখানে আগে সে ছিলো কেবলমাত্র শনিবার বিকেলের একজন দর্শনার্থী), এবং হালকা এবং এক আধটু কাজের সুযোগ, লোকটার জন্যে আশীর্বাদ হয়েই এসেছিলো।

সে বেশিরভাগ সময় বসবাস করতো অতীতের মধ্যে, আর অতীতের কথা বলতেও পছন্দ করতো। সে ছিলো সামাজিক। নিঃসঙ্গতা এমন কিছু ছিলো না যা সে পছন্দ করেছিলো। সেটা ছিলো পুরনো যুগের মতো ঃ কোনো কিছু যা বেঁচে থাকার জন্যে তাকে শিখতে হবে। তার জন্ম হয়েছিলো এখান থেকে খুব বেশি দূরে নয় এবং সারা জীবন সে কাউন্টিতেই কাটিয়ে দিয়েছে। আমাদের প্রথম সাক্ষাতে সে বলেছিলো, আমার রান্নাঘরের ঠিক বাইরে, যে সে জীবন শুরু করেছিলো একজন ক্যারিয়ারের ফুটফরমাশ খাটার বালক হিসেবে— সেই ক্যারিয়ার লোকটা জীবিকা নির্বাহ করতো এমসবারি ও স্যালিসবারির মধ্যে আট মাইল এলাকায় বসবাসকারী মানুষদের মালপত্র ও পার্সেল বহনের মাধ্যমে। বৃদ্ধ এই কাজটা সম্পর্কে বললো, তার প্রথম কাজ, যেন অবর্ণনীয় ও উত্তম ফলদায়ক ছিলো কাজটা, একটা মোহনীয় বিষয়।

নিখুঁত ভাবে পোশাক পরেছিলো সে, জ্যাকেট ও টাই, পিটনের মতো, এবং তার পুত্রের মতো নয়, যে পছন্দ করে ক্যাজুয়াল ও 'স্পোর্টি' পোশাক। এবং তার পুত্রের বিপরীতে বুড়ো মানুষটা পরেছিলো খুব নিষ্প্রভ রঙের পোশাক ঃ যেন চকের গুঁড়ো, সারা জীবন যার মধ্যে সে ছিলো, সেটা তার রঙের ওপর প্রভাব ফেলেছিলো। বুড়ো মানুষটা প্রায়ই হাঁটতে আসতো প্রাঙ্গণে; এই ব্যাপারে সে

BanglaBook.org

ছিলো পিটনের মতো, পিটনের প্রথম দিককার স্মৃতির সঙ্গে তা মিলে যেতো। কোনো কোনো সময় একটা লাঠি নিয়ে হাঁটতো বৃদ্ধ, এমন ধরনের আগে আর দেখিনি কখনো ঃ কাঁধ পর্যন্ত উঁচু, শীর্ষে ফর্ক লাগানো।

গ্রীষ্মকালীন কাজ শেষ হয়েছিলো। চেইনশ দিয়ে পতিত অ্যাস্পেন গাছগুলো কেটে ফেলা হয়েছিলো এবং কেটে রাখা টুকরোগুলো জড়ো করা ছিলো পিছনের বাগানে। কাঠের গাদার চারপাশে এখন ঘাস গজিয়ে গেছে লম্বা লম্বা হয়ে। সেই লনের ঘাস কাটা হয়ে ছিলো অ্যাস্পেন পতনের জায়গায় ঘাস হয়নি, আর জায়গাটা পরিত্যাগ করা হয়েছিরো আগাছা জন্মানোর জন্যে আমার কুটিরের সামনের লন থেকেও ঘাস কাটা হয়েছিলো। এবং সবজি ক্ষেতও পরিচর্যা করা হয়েছিলো।

এই ক্ষেত আমার কুটির থেকে লুকিয়ে ছিলো একটা উঁচু দেয়ালের কারণে। আমার বাইরের ঘর অর্ধ-কুটির টার ওপাশে ধাতব বার লাগানো বিশাল ভারী দরোজাটা ছিলো, ওই দেয়ালের গায়ে লাগানো। দরোজাটা বন্ধ করার ন্যাক উন্নত করেছিলো পিটন। তার উত্তরসুরীদের ওই ন্যাক ছিলো না। গেট প্রায় সময় এখন খোলাই থাকতো ঃ পিটনের বাগান, তার গোপন শ্রমের দৃশ্য, এখন সহজেই দৃশ্যমান।

অবাক হতে হয় এখন, যখন আমি দেখতে গিয়েছিলাম, সব সময়ের মতোই অবাক হতে হয়, স্থান বিষয়ক পৃথক পৃথক বোধ, বাগানের দেয়ালের অন্য পাশের উন্মুক্ততা। দেয়ালের ওপাশে উষ্ণতা, সূর্যালোক। আমার দিকের দেয়াল আর্দ্র, সব সময় ছায়াচ্ছন্ন। যে দেয়ালটা আমি আমার কুটির থেকে দেখতে পাই সেটা ছিলো উত্তরের দেয়াল। অন্য দিকের দেয়াল ছিলো ভূমধ্যসাগরীয়। পিটন সমর্থ হয়েছিলো কেবল বাগানে যাবার অংশটা ঠিক রাখতে; কিন্তু সে সম্মানিত করেছিলো এর আনুষ্ঠানিকতা, নকশা ও মর্যাদা। এখন, তার সবজি ক্ষেতের শ্রীবৃদ্ধির পর, তার উত্তরসুরীরা সৃষ্টি করছিলো কেবলমাত্র একটা অ্যালটমেন্ট।

ম্যানোরের জীবনচক্রে একটা সমাপ্তি নেমে এসেছিলো। হয়তো কোনো একদিন আবার শুরু হবে নতুন জীবনচক্র। কিন্তু এই সময়ে কিংবা সামনের বছরগুলোয় বিশাল দেয়াল ঘেরা বাগান, অসংখ্য হাতের শ্রমের জন্যে যে আহবান করছিলো, ফিরে গিয়েছিলো এক নম্র মানব পরিমাপে, একটা সেটিং-এ পরিণত হয়েছিলো ছোট একটা অ্যালটমেন্টের জন্যে।

লনের শেষ প্রান্তে চওড়া শাদা গেটটা—ওটা ছিলো পিটনের গেট—তালা মেরে দেওয়া হয়েছিলো, নিরাপত্তার জন্য। এবং যেহেতু নদী বরাবর এস্টেটের রক্ষাব্যবস্থা ছিলো অতি সামান্য, অতো উন্মুক্ত, আর এলাকাটা এখন নানারকম

BanglaBook.org

সম্প্রদায়ের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলো, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় ইংল্যান্ডের শূন্য জায়গার ওপর ভেসে এসেছিলো অলসতার এক নতুন জোয়ার, বৃহত্তর নিরাপত্তার জন্যে কাটা শাখা-প্রশাখা যা খুব দ্রুত বাদামি রঙ ধারণ করেছিলো আর মরে গিয়েছিলো, তা গেটের গায়ে গাদা করে রাখা হয়েছিলো।

আমি ক্ষয়ের আইডিয়া সরিয়ে রেখেছিলাম, আদর্শের আইডিয়া যা বিপুল যাতনার কারণ হতে পারে। আমি পিটনের হাতের স্পর্শ দেখতে পাই স্যানোরের বহু জায়গা— 'আশ্রয়স্থলে', তার পাতা রাখার সেই জায়গাটা; সেই খোলা বাগানের ছাউনির দরোজায়; বাগানের দেয়ালের গায়ে ভারী গেটে যা আর বন্ধ হয় না। তবু আমি এও জানি যে যা আমার উৎফুল্লতার কারণ হয়েছিলো, যখন আমি ম্যানোরে প্রথম আসি, তা হয়তো যাতনার কারণ হয়ে থাকবে আমার আগের কোনো ব্যক্তির কাছে।

পিটনের স্মৃতি ছিলো এমন এক মানুষের স্মৃতির মতো যে মারা গেছে। তথাপি সে এখনো রয়েছে আমাদের সাথে, এখনো সে বসবাস করছে ব্রের বাড়ির পাশে তার উন্নত কৃষি কুটিরে। ওই কুটিরের কারণেই তার কাজটা চলে গিয়েছিলো। কুটিরটা মূল্যবান হয়ে উঠেছিলো—আগ্রহ জাগানোর মতো স্টাইলে তৈরি করা হয়েছিলো; এবং ব্যবস্থাযোগ্য আকার। এটার মূল্য অনেক হাজার, ব্রের পিতা দুই-তিনশ' পাউন্ড যে পরিশোধ করেছিলো তার কুটিরের জন্যে তার চেয়ে শতগুণ বেশি; এবং এস্টেটের প্রয়োজন ছিলো ওই টাকা। কিন্তু পিটন এটা বিশ্বাস করতো না। স্যালিসবারিতে এক শনিবার সকালে তার সাথে আমার দেখা হয়েছিলো। তার চেহারায় ফুটে উঠেছিলো পল্লী-ভদ্রলোকের ছায়া—স্যুট, শার্ট, জুতো, হ্যাট, সাবধানে নির্বাচিত পোশাক যাতে প্রচুর টাকা খরচ করতে হতো তাকে। পিটনের স্যালিসবারি হ্যাট! এমন কেতাদুরস্ত, এমন ভদ্রলোক সুলভ দেহভাষা প্রয়োগ যে মাথাটা সামান্য তুলে অভিবাদন!

তাকে বলা হয়েছিলো যে, সে বলে, এস্টেট তার বাড়িটা নিতে চেয়েছিলো বিক্রি করার জন্যে। কিন্তু ওই গল্পটা সে বিশ্বাস করতে পারেনি। ব্রের মতো লোকের পাশের বাড়িটা কিনতে চাইবে কে? সেটা ছিলো একটা কৃষি কুটির, বাঁধা কুটির, বাগানের মালীর জন্যে কিছু একটা, এমন একটা কিছু যার প্রতি কেউই যত্ন নেয়নি। আর ঠিক যখন আমি তার বাড়িতে গিয়েছিলাম বড়দিনের সময় আর আমাকে সে বলেছিলো যে মালীর কাজের পারিশ্রমিক ছাড়াও তার টাকা রোজগারের অন্য একটা উৎস আছে, যে বাড়িতে সে বসবাস করে আসছিলো পঁচিশ বছর ধরে, আর এখন অন্য একটা বাড়ি খুঁজে বের করা সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা বিষয়। আর প্রায় যেন সে বলতে চেয়েছিলে তার সত্যিকার একটা

BanglaBook.org

বাড়ি আছে অন্য কোথাও। তবুও সে তার কৃষি কুটির ছাড়তে চায়নি। এবং যদিও ম্যানোরে কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবার পর অনেকগুলো মাস অতিক্রান্ত হলেও বাস্তবিক সে অন্য কাজ খোঁজার কোনো চেষ্টাই করেনি। যেন সে অনুভব করতে শুরু করেছিলো যে যদি আরেকটা কাজ সে খুঁজতে শুরু না করে তাহলে হয়তো আরেকটা কাজ সে খুঁজে পাবে না।

সে বিভ্রান্ত ছিলো। নানা দিকের টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলো। অসহায়। মনে হচ্ছিলো মিসেস ফিলিপ্‌সের মন্তব্যটাকেই প্রমাণ করতে চাইছিলো সে। পিটন জানতো না বলে যে কথা বলেছিলো তার এমন ব্যাখ্যা সে দিয়েই চলেছিলো যা মেনে নেওয়া সবার পক্ষে সহজ ছিলো। আর মিসেস ফিলপ্‌স এই ধারণা প্রায় দৃঢ় করে তুললো যে, গত বছর ম্যানোরে পিটন খুব অদ্ভুত আচরণ শুরু করেছিলো, কাজ করার ভান করে বনের নির্জনতায় আসলে সে অলস সময় কাটাতো, এবং 'টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিলো'।

মিসেস ফিলিপ্‌স তার আগের কাজে, মিসেস ফিলিপ্‌স বললো, এ রকম 'টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া' অনেক লোককে দেখেছিলো; এদের কথা শুধু তুমি খবরের কাগজে পড়তে পাও তাই নয়, বাস্তবেও এদের দেখা পাওয়া যায়। আমি ভেবেছিলাম যে মিসেস ফিলিপ্‌স পিটনের ব্যাপারে একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর কঠিন চেষ্টা চালাচ্ছিলো। কিন্তু তারপর, উপত্যকার বাস স্টপে পিটনের সঙ্গে সাক্ষাতে এবং কোনো কোনো সময় স্যালিসবারিতে, এবং তার সমস্যা নিয়ে আলোচনায়, যা সমাধানযোগ্য নয় বলে সে মনে করেই চলেছিলো, আমি ভেবেছিলাম এটা সম্ভব যে মিসেস ফিলিপ্‌স পিটনের আকাংখা, কাজ, অনুরাগ, গৌরব ও স্বাধীনতার বিদঘুটে মিশ্র ব্যক্তিত্বের জবাব দিচ্ছিলো।

আবারো সে বাগানের মালী হতে চায় না, পিটন বলেছিলো আমাকে। ম্যানোরে সে কাজটা করতে পারতো; কিন্তু এ কাজ অন্য কোথাও বা অন্য কারো জন্যে সে করতে পারতো না—সেটা হতো খুবই অমর্যাদাকর। সে শহুরে কাজও চায়নি। তার ভিতরের পল্লী-ভদ্রলোক, কিংবা তার ভিতরের স্বাধীন, পল্লী শ্রমজীবী, ভয় পেতো শহর-শ্রমিকের শূন্যতা।

পিটনের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিলো উপত্যকার বাস স্টপে। বাস না আসা পর্যন্ত আমরা কথা বলেছিলাম। বাসে আমরা কখনো কথা বলতাম না। আমরা বসতাম আলাদা আলাদা আসনে। স্যালিসবারিতেও আমাদের দেখা হতে লাগলো; এবং কোনো কোনো সময় আমাদের সাক্ষাৎ হতো গ্রামে সরকারী রাস্তার ওপর আমার পরিব্রাজন থেকে ফেরার পথে। আমাদের কথাবার্তা ছিলো

BanglaBook.org

বৃত্তাকার। সে কি করতে পারে তার ধারণাটা দিতো আমাকে; আমি তাকে উৎসাহিত করতাম; এবং তারপর সে আমার উৎসাহদান বাতিল করে দিতো, ফিরে যেতো তার বিরুদ্ধে 'বিবাদের' ধারণা।

পিটনের সমস্যা–তার জায়গায় নিজেকে স্থাপন করে এবং নিজেকে ও নিজের শংকাগুলো পরীক্ষা করে যেমনটা আমি বুঝেছিলাম—কাজের সংস্পর্শে থাকার ধারণা সে হরিয়ে ফেলেছিলো। বস্তুত, ম্যানোরের পর, সেখানে স্বাধীনতা ছিলো, রুটিন তৈরি করেছিলো সে নিজে, শান্ত একটা অবস্থা সে প্রতিষ্ঠা করেছিলো নিজের জন্যে, ঋতুগুলোর সঙ্গে তার সম্পর্ক, বছরের সঙ্গে, সময়ের সঙ্গে, যা নিয়ে সে শংকিত ছিলো তা কাজ নয় বরং চাকরি–এবং হয়তো চাকরির চেয়েও বেশি চাকরিদাতা।

শেষ পর্যন্ত, শান্ত ভাবে, কুণ্ঠিত চিত্তে, সে একটা কাজ নিয়েছিলো। সে একটা লন্ড্রি ভ্যান চালাতো। এটা আমি কেবল তখনই জানতে পারি যখন তাকে ভ্যানটা চালাতে দেখি, লন্ড্রির চামড়ার টাকার থলি যোগ হয়েছিলো তার পল্লী-ভদ্রলোক পোশাকের সঙ্গে এবং সেটা ঝুলতো তার কাঁধ ও বুকের ওপর। এবং শেষে তার কুটিরটা সে ছেড়ে দিয়েছিলো আর তাকে দেওয়া হয়েছিলো শহরে একটা কাউন্সিল ফ্ল্যাট, পুরনো লন্ডন কোচ-রোডে।

শেষ দিকে কুটিরে সে আর আনন্দ পাচ্ছিলো না, যখন সেটা ছেড়ে দেবার চাপের মধ্যে সে ছিলো, এস্টেটের সম্পদ ও পুঁজিকে যা উপস্থাপন করতো। আমি আশা করেছিলাম যে আরেক স্থানে কাজ পাওয়ায় সে খুশি হয়ে থাকবে। কিন্তু, এখন তার মধ্যে স্থায়ী হয়ে যাওয়া ব্যাকুলতা ও আবেগ নিয়ে, সে অনুযোগ করে ছিলো। ফ্ল্যাটটা ছিলো দুর্দশাগ্রস্ত। কোন দিক থেকে? সেটা ডেকোরেশন করা ছিলো না। তারা আশা করেছিলো নিজের ডেকোরেশন সে নিজেই করে নেবে। ওইভাবে তার সাথে আচরণ করা হচ্ছিলো।

এটা সব সময়ই বোঝা দুষ্কর ছিলো যে সে বাধ্য একজন মানুষ, বাধ্য এক সৈনিকের পিতা; যে—তার সব ব্যাকুলতা সহ—কাজ করা, বা নির্ভরশীলতা, তার প্রকৃতির গভীরে ক্রিয়াশীল ছিলো।

ব্রে বললো, 'তাহলে আমাদের বন্ধু চলে গেছে।'

তার গাড়িতে তার পাশে আমি বসেছিলাম, আর সে মুখের কোণ দিয়ে কথা বলছিলো, আমার দিকে ছিলো কোণটা।

ব্রে বললো, 'একজন উদ্ধত মানুষ।'

BanglaBook.org

তার গাড়িচালকের ক্যাপের নিচে ব্রের চোখ, একই সাথে প্রকাশ পাচ্ছিলো রাস্তার ওপর একাগ্রচিত্ততা ও ভিতরকার আনন্দ, সেই চোখ ছিলো সরু সরু। এবং তারপর, ম্যানোর পরিবার সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে যেন তারা সবাই এখনো সেখানে আছে, যেন ম্যানোর সংগঠন যার আংশিক গঠন করেছিলো তার বাবা এখনো বিদ্যমান রয়েছে, ব্রে বললো, 'তারা খুব মজাদার এক পরিবার। তার শব্দগুলেয় ছিলো প্রশংসা এবং গৌরব।

ড্যাশবোর্ডের নিচের তাকে রাখা একটা বইয়ের দিকে সে হাত বাড়ালো এবং সেটা নিয়ে আমাকে দিলো। সে বললো, রহস্যজনক ভাবে, 'যখন বাড়িতে যাবে তখন এটা একটু দেখো।' যেন রহস্যজনক বইটা অনেক কিছুর ব্যাখ্যা দেবে; যেন আরো কথা বলার থেকে বইটা রেহাই দেবে ব্রেকে।

বইটা লিখেছিলো আমার বাড়িওয়ালা। প্রায় পঞ্চাশ বছরের পুরনো, ১৯২০-এর দশকের কিছু। কবিতায় লেখা একটা ছোট গল্প, সেই সাথে প্রচুর অলংকরণ। কাগজটা ভালো ছিলো, বাঁধাই করা হয়েছিলো ব্যয়বহুল কাপড়ে; এবং যদিও বইটাতে সেই সময়ের লন্ডনের এক বিখ্যাত প্রকাশকের নাম ছিলো, তবু এটা পরিষ্কার যে এ ধরনের হালকা কাজ এমন জাঁকালো ভাবে প্রকাশ করার খরচ বহন করেছিলো লেখক স্বয়ং। বইয়ের গল্পটা শাদামাটা। একজন তরুণী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে ইংলিশ সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে—১৯২০ -এর দশকের রীতিরেওয়াজ সম্পর্কে ছবি আঁকার অনেক সুযোগ এতে লেখক পেয়ে যাচ্ছে। সেই মেয়ে সিদ্ধান্ত নেয় মিশনারি হয়ে আফ্রিকায় চলে যাবে। বিদায় বলা হলো; প্রেমিকরা যারা পিছনে পড়ে ছিলো তারা যার যার মতো দারুন মর্মজ্বালায় ভুগতে লাগলো। একটা জাহাজ; মহাসাগর; আফ্রিকান উপকূল; একটা বন নদী। তরুণ মিশনারিকে আটক করলো স্থানীয় আফ্রিকানরা। সে কল্পনা করেছিলো তাকে চিফের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়েছে আর চিফ তাকে নিয়ে যৌন লালসা চরিতার্থ করেছে; তারপর তাকে হারেমে রাখা হয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ খোজাদের পাহারায়। কিন্তু তা ঘটলো না, তাকে কেটে কুটে রান্না করে খেয়ে ফেললো মানুষখেকোরা।

এই ছিলো সেই কৌতুক-জ্ঞান যেখানে পৌছেছিলো আঠারো বছরের তরুণটি; এই ছিলো সেই জ্ঞান যা খাওয়ানো হয়েছিলো ম্যানোর ও প্রাঙ্গণের দ্বারা। আর পরবর্তী জ্ঞানও ছিলো এর ধারাক্রম ঃ ইংল্যান্ড ও ইউরোপের বাইরে, একটা অলীক আফ্রিকা, একটা অলীক পেরু অথবা ভারত অথবা মালয়। আর বইটার মধ্যে অংকিত ছবিগুলোতেও তার প্রকাশ ছিলো মোহনীয়। হয়তো সেই মোহেই ব্রে বইটা সংরক্ষণ করেছিলো।

BanglaBook.org

আগের গ্রীষ্মকালে আমার বাড়িওয়ালার উপহার হিসেবে যে ড্রয়িংগুলো আমাকে দিয়ে গিয়েছিলো মিসেস ফিলিপস, তা আঁকা হয়েছিলো বইটার অলংকরনের স্টাইলে। একেবারে প্রথম দিকেই আমার বাড়িওয়ালা তার ফর্ম আর স্টাইলের অনুরাগ জয় করে নিয়েছিলো; সে প্রথম থেকে বুঝতে পেরেছিলো সে কে, তার মূল্য কি আর তার সংবেদনশীলতা; আর সেখানেই সে থিতু হয়েছিলো। হয়তো সে জায়গাটিতে সে থিতু হয়েছিলো যেটাকে বিশুদ্ধতার স্তর বলা যেতে পারে। কিন্তু সেই বিশুদ্ধতা পরিণত হয়েছিলো অসুস্থতায়, আত্মার মরণে।

সেই বিষাদপূর্ণতা পরিণত হয়েছিলো একটা দীর্ঘ নিদ্রার মতো। তারপর আচমকা সে অলৌকিক ভাবে জেগে উঠেছিলো, এবং সে নিজের সেই জগৎটাকে তার চারপাশে খুঁজে পেয়েছিলো। সে জানতো যে আগেকার দিনের স্থানবহুলতা অতীতে চলে গেছে। কিন্তু যা সে পেয়েছে তা নিয়েই জীবন যাপন করতে সে প্রস্তুত হয়েছিলো, যেমন সে প্রস্তুত ছিলো সব সময়–এভাবেই আমি তাকে পড়ে ছিলাম।

সে আইভি পছন্দ করতো। তার বাগানের গাছগুলোর যখন পতন ঘটছিলো তখন সে অভিযোগ করেনি। সে আইভি উপভোগ করেছে অনেক বছর ধরে, আর এখন তাকে ধারণ করতে হবে অন্য কিছু। সুতরাং তা হবে মানুষ; যখন তাদের সময় আসবে, তখন এটা আসবে। সে কোনো মন্তব্য করেনি–ফিলিপসদের কাছ থেকে যা আমি শুনেছিলাম—অ্যাস্পেন গাছগুলোর ভেঙে পড়া সম্পর্কে, যে গাছ সে দেখে আসছিলো অন্তত পনেরো বছর। কাজেই, এটা বুঝে যে এখন আর কোনো মালী ছিলো না, সে কখনোই—ফিলিপস্‌রা যা বলেছিলো—পিটনের কথা জিজ্ঞেস করেনি, যার সঙ্গে আগের গ্রীষ্মে সে খেলা করে ছিলো আর যার সম্পর্কে সে গল্প তৈরি করেছিলো, তার সঙ্গে থাকা অ্যালানের মতো অবশিষ্ট লোকদের কাছে সে গল্প বলার জন্যে। (দুই-তিন বছরের বাচ্চার মতো যে তার দাদীর সাথে প্রতিদিন খেলা করতো; কিন্তু হঠাৎ তার দাদী মারা গেল, তারপর থেকে সে আর দাদীর কথা জিজ্ঞেস করে না।)

আমি কখনো কখনো পিটনকে তার লণ্ড্রি ভ্যান চালাতে দেখতাম। তার মধ্যে সেই মানুষটাকে চেনা মুশকিল হতো যার রুটিন, যার শাদা গেটে আবির্ভাব ছিলো নুতন জীবনের অংশ।

কখনো কখনো শনিবারে আমাদের সাক্ষাৎ হতো স্যালিসবারিতে। একবার সে পিছন দিক থেকে এসে আমার নাম ধরে আমাকে ডাক দিয়েছিলো। বোতাম আঁটা, গোছালো পোশাক পরিহিত, কথাহীন মানুষটার এই ব্যবহার সত্যিই

BanglaBook.org

অদ্ভুত। কিন্তু তার গৌরবে তাকে আমি চিনতাম; আমি ম্যানোরের প্রধান বাগানে সাহায্য করেছিলাম, ঘাস কাটা, বিচ গাছের ঝরা পাতা সারানোয় সাহায্য করেছিলাম। এবং আমি তাকে সম্বোধন করতাম মি. পিটন বলে।

সে আরো জীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। তার পল্লী-ভদ্রলোকের পোশাক ফেটে গেলেও টিকে ছিলো, অন্য অবস্থায়; কিন্তু তার স্টাইল বদলে গিয়েছিলো। লন্ড্রি মালিক উপত্যকায় যাতায়াত করতো আর পিটনকে চিনতো, সে পিটন সম্পর্কে, ভদ্রভাবে ও বুঝতে পারার ভঙ্গিতে, বলেছিলো, 'সে কিছুটা বদমেজাজি

কিন্তু পিটন বদলে গিয়েছিলো। উপত্যকার লন্ড্রি-মালিক—সহনশীল, ছন্দ নিয়ে চলতো সে প্রতিটা বিষয়ে, সপ্তাহে একদিন ঘুরতে যেতো উপত্যকায়, বার্ষিক দু'সপ্তাহের দুটি কাটাতো—উপত্যকার লন্ড্রি-মালিকও পিটনের এই পরিবর্তন বুঝতে পেরেছিলো, এবং পিটনের উন্নতিশীল ব্যবহার ও বদমেজাজ কমে যাওয়া নিয়ে সে বলেছিলো, 'তুমি এতে অভ্যস্ত হবে।'

তারও চেয়ে বেশি দেখতে পাওয়া গিয়েছিলো। পিটন, সক্রিয় জীবনে এই শেষ দশকে, সে যা ছিলো তাই হয়ে উঠলো। আরো বেশি লোকের সঙ্গে তার জানাশোনা হয়েছিলো, কর্মক্ষেত্রে, এবং যেখানে থাকতো সেই কাউন্সিল এস্টেটে। যেখানে সে ভয় পেতো অপ্রকাশিত অবস্থার, সেখানে সে পেয়েছিলো জন-সম্প্রদায় এবং কিছুটা শক্তি। সে তার সাবেক জীবনটাকে দেখতো যেন দূরত্ব থেকে। যা ছিলো তার থেকে এই দূরত্ব সব সময় সে রক্ষা করে চলতো—তার পোশাকে, তার স্ত্রীর দৃষ্টিতে তার গর্বে, রোজগারের অন্য উৎসব বিষয়ে তার বিদঘুটে দরিদ্রের ভানে। এখন আর কোনো অভাব ছিলো না। ক্রমে ক্রমে লন্ড্রি-ভ্যান থেকে আমাকে চিনতে পারার ব্যাপারটা সে থামিয়ে দিয়েছিলো। এক দিন স্যালিসবারিতে সে আমাকে দেখতে পেয়েছিলো। কিন্তু তারপর—এই নতুন মানুষটি—দেখেও আমাকে আর 'দেখতে' পেতো না।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

Rooks

রুক পাখি

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

অ্যালান বললো, 'তাহলে পিটন চলে গেল। আমার শৈশবের ভয়ংকর চেহারা।'

এই ছিলো লেখক অ্যালান, শৈশবের মানুষ, সংবেদনশীলতার মানুষ। আমি লেখকের এই আইডিয়া বুঝেছিলাম কেননা আমি প্রথম যখন ইংল্যান্ডে এসেছিলাম তখন আমারও এমন মনে হয়েছিলো। তারপর যে সব বস্তু তার কাছে সুলভ ছিলো তার জন্যে তার প্রতি আমার ঈর্ষা জাগতে পারতো ঃ আমার বাড়িওয়ালা, ম্যানোর, আবাসন, আবাসন সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান; লন্ডনের পার্টিগুলোয় তাকে আমি দেখতাম মাঝে মাঝে। কিন্তু মনে হতো অ্যালান তার লেখকের আইডিয়া আর উপাদান নিয়ে যথেষ্ট সমস্যায় ছিলো।

প্রথমে সে আভাস দিতো যে একটা বই নিয়ে সে কাজ করছে—ইঙ্গিত দিতো যে লোকে তার সে অংশ দেখে, যে অংশ সে প্রদর্শন করেছিলো ম্যানোর প্রাঙ্গণে অথবা লন্ডনের পার্টিতে তা ছিলো তার ব্যক্তিত্বের একটা ভগ্নাংশ অথবা এমন কি একটা ছদ্মবেশ; ইঙ্গিত দিতো যে তার প্রকৃত ব্যক্তিত্ব উন্মোচিত হবে সেই বইতে যেটা সে লিখছে। তার রেডিও রিভিউ ও আলোচনা এবং তার সংক্ষিপ্ত মুদ্রিত রচনাগুলো থেকে বোঝা যেতো যে সে অন্য কোথাও জড়িত আছে, বড়ো কোনো কাজে।

কিন্তু অ্যালানের কোনো বই এলো না। না কোনো উপন্যাস, না আত্মজৈবনিক উপন্যাস (রেকর্ডটা সোজা বিন্যাস করে, চকচকে উজ্জ্বল কাপড়-চোপড় ও ভাঁড় সুলভ আচরনের পিছনে সত্যকে দেখাচ্ছিলো); সমকালীন সাহিত্য নিয়ে কোনো সূক্ষ্ম অধ্যয়ন ছিলো না তার (যে কথা সে মাঝে মাঝে বলতো); যুদ্ধোত্তর জার্মানি সম্পর্কে ইশারউড ধরনের কোনো বই নয়, যা নিয়ে অন্য সময়ে সে কথা বলেছিলো। হঠাৎ করেই, আমার সঙ্গে, সেই ইঙ্গিত দেওয়া বন্ধ করলো যে সে লেখালেখি করছিলো। কিন্তু তারপরেও সে কথা বলতো একজন লেখকের মতো এবং আচরণও করতো একজন লেখকের মতো।

এবং অ্যালানের ওই লেখকের ব্যক্তিত্ব আংশিক খাঁটি ছিলো, আর আমার নিজের চরিত্রের চেয়ে বেশি প্রতারণাপূর্ণ ছিলো না, লেখক হিসেবে নিজের

সম্পর্কে আমার আইডিয়া, ১৯৫০ সালে হয়েছিলো। ঠিক যেমন, সেই সব দিনে আমার লেখায়, আমার নিজের কাছ থেকেই আমার অভিজ্ঞতা লুকাচ্ছিলাম আমি, আবার একই সাথে সেগুলো উন্মোচিত করছিলাম যে কোনো ব্যক্তির কাছে যে প্রচলিত শব্দ, গঠন ও মনোভাব ছাড়িয়ে আরো গভীরে দৃষ্টিপাত করেছিলো ঠিক সেখানে আমার যেখানে লক্ষ্যস্থীর ছিলো। কাজেই অ্যালান তার চরিত্রের সাহিত্যিক যে দিকগুলো প্রদর্শন করতো, যে সব বই লিখছে বলে সে ইঙ্গিত দিতো, তাতে সে আসল ইঙ্গিত দিতো সেই সত্যের যার মুখোমুখি হওয়া তার পক্ষে ছিলো অত্যন্ত কঠিন, কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে যেমন অবস্থা ছিলো আমার।

যুদ্ধোত্তর জার্মানি সম্পর্কে সেই ইশারউড ধরনের বইটা ইঙ্গিত দিতো তার আবেগী জীবনের পীড়া ও অসন্তোষের এবং একজন জার্মান তরুণের সঙ্গে তার সম্পর্কের, যার কারণে কিছু সময়ের জন্যে জার্মানিতে সে বসবাস করতে গিয়েছিলো। সে এই অনুরাগের কথা তির্যকভাবে বলতে শুরু করেছিলো, যেন তার ব্যাকুলতার স্বীকারোক্তির প্রতি আমার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করছিলো। আমার কোনো প্রতিক্রিয়াই তাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, কিংবা সে মন পরিবর্তন করেছিলো; অথবা আমার মতো আগন্তুকের কাছে এ বিষয়ে কথা বলা শুরু করার পর এই অসুখী ঘটনার প্রতি তার মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিলো। বিষয়টা সে বাদ দিলো; জার্মান তরুণের স্কেচ অসমাপ্তই রয়ে গেল; এবং জার্মান বিষয়ক অ্যালানের কথাবার্তা এরপর ছিলো সরাসরি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক।

এবং তার আত্মজৈবনিক উপন্যাস, তার শৈশব ও চেতনা বিবর্ধনের গল্প। দুনিয়াকে তার বলার ইচ্ছা ছিলো (আমি খুব ভালো করেই যেমনটা বুঝেছিলাম)ঃ 'আমিও এই সব বস্তু প্রত্যক্ষ করেছি আর অনুভব করেছি এইসব আবেগ।' কিন্তু সে যা ইচ্ছা করতো তা অনেক আগেই করা হয়েছিলো। তার শৈশবের বা বেড়ে ওঠায় বা পারিবারিক জীবনে এমন কিছু ছিলো যা গভীর ভাবে তাকে বিক্ষত করেছিলো; এবং তাকে নির্জনতা, অনিশ্চয়তা ও অশুদ্ধ একটা জীবনের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলো।

তার অভিজ্ঞতার প্রতি তার সাহিত্যিক মনোভাব, যা 'খোলামেলা ভাবে' প্রকাশিত হতে পারতো (সমকাম, হস্তমৈথুন, সামাজিক আরোহণ), তার নিজের কাছ থেকে তার অসম্পূর্ণতার কারণ হয়তো তাতে লুকানো ছিলো। এবং প্রায়ই লন্ডনে, পার্টিগুলোতে তার হাস্যকর পোশাক, যে লোকদের সে পছন্দ করতো তাদের সামনে তার উদ্বিগ্নতা, ওইসব লোকদের ব্যাপারে তার চাটুকারিতা, ইত্যাদি চিন্তা করলে কয়েক বছর আগের আমার নিজেরই চেহারা আমার চোখে ভেসে উঠতো। অ্যালানের অত্যুজ্জ্বল মুহূর্তগুলোর সাথে আমার ঘনিষ্ঠতা ছিলো,

BanglaBook.org

তার কামরায় বা ফ্লাটের নিঃসঙ্গতায় যা প্রায়ই তাকে নিয়ে যেতে পারতো আত্মবিড়ম্বনা, ক্রোধ ও দুর্দশার মধ্যে। এবং আমি দেখতে পেতাম ম্যানোরের নির্জনতা, বিধ্বস্ত বাগানে পায়চারি অ্যালানের জন্যে ছিলো এক প্রকার থেরাপি। তার 'ধনী বন্ধু' প্রাপ্তির আনন্দের ঊর্ধে থেরাপি (যেহেতু সিরিল কনোলি বলেছেন, লেখকদের ধনী বন্ধু থাকা উচিৎ); আমাকে বলার তার আনন্দের ঊর্ধে (যেহেতু এটা ছিলো পুরনো রেওয়াজ)ঃ 'আমি টেলিফোন করেছিলাম আর ফিলিপসরা আমার সঙ্গে স্টেশনে দেখা করেছিলো'—বলতো না 'মি. ফিলিপস' বা 'স্ট্যানলি' বা স্ট্যান।

এবং সেখানে সেই বাড়িটা। বাড়িটা তখনো কাজ করতো বিশাল একটা বাড়ি হিসেবে, কম বা বেশি। সেখানে একটা রুম ও একটা বাথরুম তাকে দেওয়া হয়েছিলো। তাতে ছিলো পিছনের একটা জানলা (আমি ওই রকম ভেবেছিলামঃ কখনো দেখিনি) যেটা দিয়ে দেখা যেতো বাগান, নদী, নদীর উভয় তীরে জলজ তৃণভূমি, তার ওপাশে খালি নিম্নভূমির দৃশ্য ঃ না-ছোঁয়া এক দৃশ্য, অন্য কোনো বাড়ি বা মানুষবিহীন এক দৃশ্য, শান্ততায় পূর্ণ এক দৃশ্য। অ্যালানের জন্যে সেটা হয়ে থাকতে পারতো কোনো রকম বংশধর ছাড়া একটা বাড়ি, যেখানে তার ওপর কোনো দাবী আসতো না, নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির রক্ষা করার চাহিদাও তৈরি হতো না।

তারপর আমার বাড়িওয়ালা। আমার পক্ষে তার সাথে এক বাড়িতে থাকাটা খুব জোরাজোরির বিষয় হতে পারতো; অনিচ্ছার সাথে সাক্ষাৎ করতে হতো তার সাথে। কিন্তু আমার বাড়িওয়ালা 'উপাদান' হিসেবে অ্যালানের কাছে তার সাহিত্যিক মূল্য যোগ করে—সে ছিলো সেই ব্যক্তি যার কাছে প্রায় কর্তৃত্বের অবস্থানে দাঁড়িয়েছিলো অ্যালান। আমার বাড়িওয়ালার কাছে অ্যালান—ছিলো সেই জগৎ থেকে আসা একজন দুঃসাহসিক অভিযাত্রী যে জগৎ থেকে সে নিজে সরে এসেছে। আমার বাড়িওয়ালা ছিলো একমাত্র ব্যক্তি যার কাছে অ্যালান সংবাদ নিয়ে যেতো। তাদের সাক্ষাৎ হতে পারতো স্বল্প আর স্বল্পস্থায়ী। মি. ফিলিপসের কাছ থেকে আমি শুনেছি যে সামাজিক দেখাসাক্ষাৎ, মানুষজন আর আলাপচারিতায় আমার বাড়িওয়ালা দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়তো, সে হঠাৎ অস্থির হয়ে পড়তো আর এমন কি পুরনো বন্ধুদের বিদায় করে দিতো। আমি শুনেছি-পরোক্ষ ভাবে—ফিলিপসদের কাছ থেকে যে অ্যালান সাধারণত ম্যানোরে খাওয়াদাওয়া করতো একা একা (এবং আমার মনে যে ছবিটা ভেসে ওঠে তা এমন ছিলো না যে ট্রে ভর্তি খাবার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অ্যালানের কামরায়, বরং তার কামরায় সিলিং থেকে একটা বাল্‌ব আলো ছড়াচ্ছে একটা পুরনো লেসের টেবিল-ক্লথের ওপর আর কামরার মধ্যে পুরনো সিডার গাছের গন্ধ।)

সুতরাং যে নির্জনতা আমি দেখেছিলাম তা প্রকৃতই ছিলো নির্জনতা।

অ্যালানের সাথে আমার অনেক মাস দেখাও হতো না—সে হয়তো আসতো না, কিংবা সে যখন বাইরে বের হতো আমি তখন বেরোতাম না। একদিন হঠাৎ করে সে টেলিফোন করে আমাকে লন্ডন থেকে; আর তখনই আমার মনে পড়ে যে তার সঙ্গে এক বছর বা তারও বেশি সময় আমার দেখা নেই। নেপথ্যে সঙ্গীতের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিলো। সে শব্দ অত্যন্ত জোরালো ছিলো; তাতে আমি জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলাম সে ফোন করছে কোত্থেকে। জানলাম তার ফ্ল্যাট থেকে। সে বললো, 'তুমি কথা বলে আমার প্রতি বেশির মতো। অবশ্যই আমি হাসি চাপতে পারছি না।' এবং তার হাসির আওয়াজ শোনা গেল। এ হলো পুরনো অ্যালান, মনে হতো পারতো। কিন্তু তা নয়। সে মাতাল ছিলো; আর সে কথা বলা শুরু করলে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিলো যে সে খুব বেশি মাতাল হয়ে পড়েছে। অ্যালকোহল ও সঙ্গীত ঃ নির্জনতার অবলম্বন। এটা ছিলো আমার কাছে নতুন ঃ নির্জনতা নয়, মদ্যপান। অ্যালানকে আমি কখনোই মদ্যপায়ী হিসেবে ভাবিনি। কিন্তু মাতলামিও বদলাতে পারেনি অ্যালানের চরিত্র।

কয়েক মাস পর আবার অ্যালানের আবির্ভাব ঘটলো ম্যানোরে। তার বিশাল পরিবর্তন ঘটেছিলো। তার চোখ দুটো আগের সেই অবিশ্বস্ততা হারিয়ে মৃতের মতো হয়ে গিয়েছিলো। সেখানে ছিলো অতি পুরনো এক বিমর্ষতা। তার ছোট মুখটা শাদা আর নরম হয়ে গিয়েছিলো। বিশেষ করে আমার চোখে পড়ে ছিলো তার গালের চামড়া। তা খুবই শাদা হয়ে গিয়েছিলো আর অত্যন্ত পাতলা। মনে হচ্ছিলো যেন চামড়া আর মাংসের মাঝখানে খালি ছিলো জায়গা কথা বলার সময় তা ফুটে উঠতো।

লোকটা বদলে গিয়েছিলো।

ফিলিপস্‌দের কাছ থেকে আমি পরে জানতে পেরেছিলাম যে, আমাকে মাতাল হয়ে ফোন করার সময়েই অ্যালান ফোন করেছিলো ম্যানোরেও। তার প্রথম তিন চারটা ফোন ধরা হয়েছিলো। কিন্তু তারপর থেকে অসময়ে ফোন করা শুরু করেছিলো সে, হয়তো সেই সব কথা বলেছিলো যা আমাকে বলেনি–আমার বাড়িওয়ালা সতর্ক হয়ে পড়েছিলো তাতেই। অ্যালানের সমস্যা আমার বাড়িওয়ালাকে ক্ষণিকের জন্যে নিজের নারকীয় অসুস্থতার কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছিলো। ওই ধরনের অসুস্থতাকে ভয় পাওয়ার অর্থই হচ্ছে আবারও ওই অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়া। আর কিছু সময়ের জন্যে আমার বাড়িওয়ালা আবার রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো।

BanglaBook.org

এরপর অ্যালানের টেলিফোন কল প্রত্যাখ্যান করা হয়; মি. ফিলিপস্ আর কখনো ফোন না করার নির্দেশ দেয় অ্যালানকে। ম্যানোরে আসা তার জন্যে নিষিদ্ধ করার হয়। নিয়োগকর্তার প্রতি মি. ফিলিপসের রক্ষামূলক অনুভূতি আবারও জেগে ওঠে। অ্যালানের আগমনের ওপর থেকে কেবল তখনই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হয় যখন মি. ফিলিপস নিশ্চিত হয়েছিলো অ্যালান মদ্যপান থামিয়েছে।

কিন্তু ম্যানোরে আবারও আবির্ভাব ঘটলো যে অ্যালানের সে ছিলো একেবারেই বিধ্বস্ত ও সর্বস্ব-লুণ্ঠিত। তার মুখটা ছিলো চিকিৎসার অতীত এক বৃদ্ধার মুখের মতো। সে শুধু একবার সেই জগৎটাকে দেখতে এসেছিলো যে জগৎ সে ছেড়ে যাচ্ছে আর বলতে এসেছিলো তার বিদায়।

সে বিদায় জানিয়েছিলো। সে আর কখনো ফিরে আসেনি। আমি আর দু-একবার রেডিওতে তার কণ্ঠ শুনেছিলাম—সেই শেষ। এর কিছু দিন পর আমি শুনলাম যে, এক রাতে প্রচুর পান করার পর সে কয়েকটা ঘুমের বড়ি খেয়েছিলো এবং তাতেই তার মৃত্যু হয়েছিলো। এটা নাটকীয় ধরনের মৃত্যু ছিলো। খবরটা আমার বাড়িওয়ালার কাছে গোপন রাখা হয়েছিলো। মি. ফিলিপস মনে করেছিলো এ খবর তাকে জানানো খারাপ হবে। কিন্তু কোনো ভাবে আমার বাড়িওয়ালা তা জানতে পেরেছিলো।

মি. ফিলিপস্ অ্যালানের মৃত্যুর কথা উল্লেখে চেহারায় দুঃখের ছাপ ফুটিয়ে তুলেছিলো। কিন্তু অনতিবিলম্বে তার মুখের ওপর জমা হয়েছিলো যন্ত্রণাদায়কতার মেঘ, আমি ভেবেছিলাম জনসমক্ষে এটা তার গতানুগতিক অভিব্যক্তি। এই যন্ত্রণাদায়কাতা ছিলো ব্রের পিকড্ ক্যাপের মতো। এর ফলে অনেক বিষয় প্রকাশ করতে অসমর্থ হতে মি. ফিলিপস। অ্যালানকে সে দ্রুত শনাক্ত করতে পেরেছিলো, সে বললো। সে অ্যালানের বিষণ্ন প্রকৃতি শনাক্ত করতে পেরেছিলো। ম্যানোরে অ্যালানকে প্রবেশে বাধা দেওয়ায় সে ঠিকই করেছিলো। তার মাতলামি আমার বাড়িওয়ালার জন্যে ক্ষতিকর হতে পারতো।

অ্যালানকে এভাবেই স্মরণ করা হয়েছিলো সেই স্থানে যেটাকে সে নিজের বিশেষ স্থান বলে মনে করতো। 'আমি ফিলিপসকে টেলিফোন করেছি এবং স্টেশনে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে।' এভাবেই ভেবেছিলো অ্যালান অথবা ম্যানোরে তার সময় ও অবস্থানের কথা ভাবতে চেয়েছিলো। এটা ছিলো অর্ধেক সামাজিক ধারণা অর্ধেক সাহিত্যিক ধারণাঃ 'স্টেশনে' সাক্ষাৎ হওয়া, 'মিস্টার' ছাড়াই

BanglaBook.org

ফিলিপসের নাম ব্যবহার করা—যদিও অ্যালান বলতো মি. ফিলিপস স্ট্যানলি অথবা স্ট্যান, এবং মি. ফিলিপস তাকে ডাকতো অ্যালান।

মি. ফিলিপসের বুড়ো বাবা আমাকে বললো, 'তো তোমার বন্ধু অ্যালান মারা গেল। চমৎকার মানুষ। আমি তাকে খুব সামান্য চিনতাম। আমি কয়েকবার মাত্র তাকে দেখেছি। সব সময় সে উৎফুল্ল থাকতো।'

সে, বৃদ্ধ মি. ফিলিপস, ছোট-খাটো, পরিচ্ছন্ন মানুষ, তার লম্বা লাঠিটা নিয়ে প্রাঙ্গণে হাঁটছিলো। সে এখানে এসেছিলো হাঁটতে, কাজ করতে নয়।

বুড়ো মানুষটা বললো, 'যখনই আমি এ ধরনের কিছু শুনি তখনই আমার কাজিনের কথা ভাবি। আট বছর বয়সে সে মারা যায়। ১৯১১ সালে।'

আমার কুটিরের বাইরে বিচ গাছের নিচে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম। বুড়ো মানুষটা তার মুখ খানিকটা উপরে তুললো। সে মৃদু হাসছিলো, তার চোখ দিয়ে পানি গড়াচ্ছিলো। অভিব্যক্তিটা আমার চেনা। হাসিটা আসলে হাসি ছিলো না, অশ্রুও অশ্রু ছিলো না। যখনই সে নিজের শৈশব কিংবা প্রথম জীবনের কথা বলে তখনই তার চেহারার এই দশা হয়।

কিন্তু ওই সময় সে আমাকে তার কাজিনের বিষয়টা বলতে পারেনি। প্রচণ্ড এক আওয়াজে আমরা দুজনেই চমকিত হয়েছিলাম। আওয়াজটা করেছিলো মাথার ওপর চক্রাকারে উড্ডয়মান একঝাঁক রুক পাখি। বিশাল কালো চঞ্চু, বিশাল কালো ডানা। এর আগে এখানে আর কখনো এদের আমি দেখিনি। মাঝে মাঝে ডাক ছাড়তে ছাড়তে স্টার্লিং পাখির দল উড়ে আসতো, গাছের ওপর বসতো কালো পাতার মতো। কিন্তু এক সাথে এত বিপুলসংখ্যক রুক পাখি আর কখনো দেখিনি।

বৃদ্ধ মি. ফিলিপস বললো, 'ওরা উপত্যকায় ঠিক ওদের বাসা হারিয়েছে। এল্‌ম গাছ মরে গেলে ওরা বাসা হারায়। ওদের দরকার উঁচু উঁচু গাছ। ওরা বিচ গাছ পছন্দ করে। তুমি জানো লোকেরা রুক সম্পর্কে কি বলে। এই পাখি নাকি বাড়িতে টাকা নিয়ে আসে। ম্যানোরের কারো কাছে টাকা আসছে। কার কাছে বলে তুমি মনে করো? অবশ্যই এটা একটা প্রাচীন জ্ঞানের কথা।' 'প্রাচীন জ্ঞানের কথা'—এই সে বলেছিলো। 'তুমি যদি মনে করো ওরা মৃত্যুর পাখি তাহলে তুমি ওদের আওয়াজ সইতে পারবে না। তুমি যদি মনে করো টাকার কথা, তোমার কিছু মনে হবে না।'

BanglaBook.org

আর ওই আওয়াজের মধ্যেই বুড়ো মানুষটা আমাকে শোনালো সেই মৃত্যু সম্পর্কে যা সে ভুলতে পারেনি, প্রথম একটা মৃত্যু যা দিয়ে সে পরিমাপ করতো অন্য সব মৃত্যু, সেই বেদনা যা ছিলো অন্য যে কোনোটির চেয়ে অধিক যন্ত্রণাকর এবং পঁয়ষট্টি বছর পরেও এখনো যা রয়েছে তার সাথে।

সে এবং তার কাজিন স্থানীয় খামারের ঘোড়ায় টানা একটা ভ্যানের পিছন পিছন দৌড়াচ্ছিলো। তারা লাফ দিয়ে উঠেছিলো পিছনের অ্যাক্সেলে ঝোলানো নোজ-ব্যাগে। ওতে চড়ে এক বা দুই মাইল পর্যন্ত তারা গিয়েছিলো, আপেল খাচ্ছিলো। তারপর তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। তারা নেমে আসে। একটা মোটর-কার গ্রামের রাস্তায় ধুলি উড়িয়ে আসছিলো। শাদা ধুলোর মেঘে বালক দুটো একেবারে ডুবে গিয়েছিলো। তারপর, আকস্মিকভাবে, আরেকটা কার ছুটে এলো এবং বৃদ্ধ মি. ফিলিপস দেখতে পেলো তার কাজিন ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেছে। একমাত্র এই দৃশ্যটাই সে দেখতে পেয়েছিলো, এবং সে শংকিত হয়ে পড়েছিলো। সে নদীপাড়ে লুকিয়ে ছিলো মধ্য-অপরাহ্ন পর্যন্ত। সেখান থেকে সে দেখতে পায় ধুলি -ধূসরিত বসতি। সে দেখতে পায় তার খালা, তার কাজিনের মা, বেরিয়ে এসেছে। সে দেখতে পায় বালকটাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে নিয়ে যাওয়া হলো। 'সামরিক হাসপাতালে–সেইসব দিনেও এখানে সেনাবাহিনী ছিলো।'

সেখানে ছেলেটি মারা যায়। বৃদ্ধ মি. ফিলিপস্‌কে ভূর্জবৃক্ষের ডাল দিয়ে পেটানোর কথা কেউ ভাবেনি—ওই উৎকণ্ঠা তার সঙ্গে ছিলো। সেই সন্ধ্যায় তার খালার বাড়িতে সে কাজিনের লাশ দেখছিলো—যার সাথে সেই সকালে সে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে ছিলো।

'এই সব ব্যাপার পরে তোমাকে আঘাত করে, বুড়ো মানুষটা বললো। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ছিলো পরদিন। 'তার ছোট কফিন,' বৃদ্ধ মি. ফিলিপস বললো, এবং এখন সেই মৃত্যুর জন্যে তার চোখে আসল পানি এসে পড়লো পঁয়ষট্টি বছর পর।

তারপর সে নিজেকে সামলে নিলো, তার স্বর পরিবর্তন করলো। 'না, ছোট নয়। বড় আকারের কফিন। আমার খালা আমাকে আর অন্য ছেলেদের ছত্রাক জোগাড় করতে বলেছিলো। ওভাবেই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিনটা আমি কাটিয়েছিলাম। ছত্রাক সংগ্রহ করে। কবরে দেবার জন্যে, চকের শাদাটে ভাব নরম করার জন্যে। এটা এখনো গোরখোদকরা করে থাকে। তারা একটা মাদুর টাঙায়, সবুজ রঙের আর দেখতে লাগে ঘাসের মতো, কবরের পাশে। অবশ্যই তারা পরে ফিরে আসে শব যাত্রীরা চলে যাবার পর, আর জিনিষটা নিয়ে যায়।

BanglaBook.org

ভেজা নদী তীর, নিম্নভূমি ঃ প্রত্যেকে দেখেছিলো আলাদা জিনিস। বৃদ্ধ মি. ফিলিপস্, তার চক ও ছত্রাকের স্মৃতি নিয়ে; আমার বাড়িওয়ালা, আইভি প্রেমিক ; ম্যানোর বাগানের নির্মাতারা; অ্যালান; জ্যাক; আমি।

রুক পাখির উড্ডয়ন ওইদিন অস্বাভাবিক ছিলো। এই বড় পাখিগুলোর আওয়াজ ছিলো যেন বা আলোচনার মতো; যখন আলোচনা শেষ হয়েছিলো তখন পাখিগুলো চলে গিয়েছিলো। বসতি স্থাপনকারিদের প্রথম দলটি যখন, প্রথম বাসা নির্মাণকারী, এসেছিলো, তখন তারা নির্মাণ করেছিলো মাত্র একটা বাসা। যেন তারা গাছ পরীক্ষা করছিলো,সেই সঙ্গে স্থান ও মানুষজন। এভাবে বাসা বানাতে থাকে রুক। প্রথমে একটা, তারপর আর একটা, তারপর অসংখ্য লন্ডনে যাবার ট্রেন থেকে, উইল্টশায়ার ও হ্যাম্পশায়ারের ভিতর দিয়ে, আমি একই রকম উপনিবেশ স্থাপন অব্যাহত দেখেছিলাম, যেখানে কিছুই ছিলো না সেখানেও রকের বাসা দেখা যাচ্ছিলো।

এল্‌ম গাছ শেষ পর্যন্ত মারা গিয়েছিলো উপত্যকায়। চূড়ান্তভাবে মরার আগে অনেকগুলো কেটে ফেলা হয়েছিলো; অন্যগুলো মরেছিলো দাঁড়ানো অবস্থায়। গ্রীষ্মের সবুজের মধ্যে কিছু গাছ ধূসর হয়ে গিয়েছিলো। আর উপত্যকার রাস্তা হঠাৎ খুলে গিয়েছিলো।

আর আমার জন্যে সময় পরিবর্তিত হয়েছিলো। প্রথমে, শৈশবের মতো, এটা বিস্তৃত হয়েছিলো। প্রথম বসন্ত এত বেশি ধারণ করেছিলো যা ছিলো পরিষ্কার ও তীক্ষ্ণ—গোলাপ, নীল আইরস, আর পিওনি ফুটেছিলো আমার জানলার নীচে। বছরটির পুনরাবৃত্তির জন্যে আমি অপেক্ষা করে ছিলাম। তারপর স্মৃতি গুলো তালগোল পাকাতে শুরু করেছিলো; সময় দৌড়াতে আরম্ভ করেছিলো; আমার পক্ষে ঘটনার তারিখ নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়েছিলো।

ব্রে, ভাড়াগাড়ির লোক, একদা বাগানের মালী পিটনের প্রতিবেশী, ব্রে আমার সাথে ধর্ম প্রসঙ্গে কথা বলা শুরু করে ছিলো। সেটা কি রুক পাখি আসার আগে না পরে?

BanglaBook.org

মিশর ও ভারতের সঙ্গে তুলনা করলে একটা ব্যাপারে মিল পাওয়া যাবে, এই অঞ্চল দুটো পবিত্র স্থানে পরিপূর্ণ। কাঠের বা পাথরের চক্র, মধ্যযুগীয়

ক্যাথিড্রাল ও অ্যাবি, আর গির্জা যা কম বড় ছিলো না। আর বিশ্বাস সেখানেই থেমে ছিলো না।

স্যালিসবারির কেন্দ্রে, একটা সুপরিচিত কেকের দোকান থেকে একটা সংকীর্ণ পায়ে চলা লেনের ওপাশে, ছিলো একটা চমৎকার জানলাওয়ালা গথিক গির্জা। দূর প্রান্তের চ্যান্সেলের দেয়ালে, আর ছাদের ঠিক নিচে, মহাপ্রলয়ের দিনের একটা আদিম তৈলচিত্র ঝুলানো ছিলোঃ ছবিটার রঙ ম্যাজেন্টা ও সবুজ, দুটোই বিবর্ণ ঃ বাম দিকে দেখা যাচ্ছে স্বর্গে মধ্যযুগীয় নগ্ন মূর্তি, ডান দিকে নরক, ছবিটার পেইন্টিং কোয়ালিটি আর শারীরবিদ্যার জ্ঞান খাপ খেয়ে যায় মধ্যযুগীয় অন্তরাত্মার সঙ্গে ঃ মানুষের একটা জগতে নগ্ন হয়ে আছে যে জগৎ তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই, সান্ত্বনাদাতা দেবদূতদের ডানা সমান ভীতিকর, পাপীদের গিলে খাওয়া সাপ বা পাখির মতোই। এই মধ্যযুগীয় স্মৃতিস্তম্ভের বিপরীত দিকেই ছিলো ব্যস্ত পিঠার দোকান। এর ভিতরের কামরাটা ছিলো একটা ভিক্টোরিয়ান সানডে স্কুল। একটা খাঁজকাটা পাথরে ভিক্টোরিয়ান গথিক অক্ষরে স্কুল প্রতিষ্ঠার তারিখ ইত্যাদি লেখা ছিলো। এখানে বাচ্চারা বাইবেলের গল্প আর স্তবক শিখতো শ্রদ্ধার সঙ্গে।

স্যালিসবারির বাইরে নদী উপত্যকাগুলোর একটিতে, নদী থেকে উঠে আসা একটা ফুটপাথের মাথায়, এখনো একটা ছোট, এক রুমের 'মিশনের কুঁড়েঘর' আছে। ঢেউ তোলা লোহা আর কাঠের ছাউনিওয়ালা এই ঘরটা তৈরি করা হয়েছিলো হয়তো ঠিক প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে। এখানে এখন আর কিছু হয় না। নদীর এই তীরে রাস্তা বরাবর আরো সামনে এগোলে একটা লাল ইটের দালান, ভিক্টোরিয়ান গথিক স্টাইলের জানলাযুক্ত। এই দালানের শীর্ষে এখনো লেখা আছে 'ওয়েসলেয়ান চ্যাপেল'। বহু বছর আগে নির্মিত এই বাড়িটা এখন একটা প্রাইভেট হাউজ।

এসব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ম্যানোর ও আমার কুটিরের কাছাকাছি গির্জাটা—শুধু এই কারণেই নয় যে সেটা এখনো ব্যবহৃত হয়। এই গির্জাটা এক যুগ দূরে ছিলো স্যালিসবারির সেন্ট টমাস গির্জায় মহাপ্রলয়ের তৈলচিত্রে অংকিত ধর্মীয় উদ্বিগ্নতা থেকে এক বিক্ষিপ্ত জগতের চিত্র, ত্রাসে পরিপূর্ণ, যেখানে মানুষেরা উলঙ্গ ও অসহায় এবং কেবলমাত্র ঈশ্বর রক্ষাকর্তা। এই অঞ্চলে ভিক্টোরিয়ান বাড়ি ও ম্যানোরগুলো যখন তৈরি হচ্ছিলো সেই সময় গির্জাটা সংস্কার করা হয়েছিলো।

এখানে কোনো জায়গা ছিলো না জ্যাকের, সে জীবনকে নিয়ে উৎসব করেছিলো, যখন বেঁচে ছিলো। জায়গা ছিলো না মি. ফিলিপসের জন্যে অথবা

BanglaBook.org

অদ্ভুত, শহুরে লোকদের যারা এখন কয়েক ঘন্টা কাজ করতে আসতো ম্যানোরের বাগানে। এবং জায়গা ছিলো না, আমি ভাবতে পরতাম, ব্রের।

আর সেই ব্রে এখন ধর্মের কথা বলে। তার কথা যেন আমার শরীরে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াল। 'সৎ গ্রন্থ' নিয়ে যখন সে কথা বলছিলো তখন কতোটা গুরুত্বের সঙ্গে বলছিলো তা আমি আমল দিইনি। আমি তার গাড়িতে তার পাশে বসে ছিলাম, তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছিলো সে চালাকি করছে।

সব প্রসঙ্গ নিয়েই সে কথা বলতো। রাজনীতি, রাজকীয় পরিবারে সদস্য, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি। লেবার দলীয় সরকার নতুন পাউন্ড নোট ছাড়লে সে মন্তব্য কলো 'এটাকে আমি বলবো মিকি মাউস টাকা।' সে সম্ভবত কাউকে ওই কথা বলতে শুনেছিলো।

যখনই আমি বুঝতে পারলাম যে ব্রে ধর্মের ব্যাপারে কথা বলছে অন্তর থেকে তখনই তার সম্পর্কে আমার দৃষ্টি বদলে গেল। তার কথা বলার ভঙ্গিতেই ফুটে উঠেছিলো ব্যক্তিগত অনুভূতি।

'এটা সব কিছুর সাথে থাকার মত,' ব্রে বললো। 'তুমি যা দিয়েছো কেবল তাই নিতে পারো। যতো বেশি তুমি রাখবে ততো বেশি নিতে পারবে। সৎ গ্রন্থ সব সময় তোমার জন্যে খোলা।'

মিসেস ব্রের কাছ থেকে আমি আরো অনেক কিছু শুনেছিলাম। তাকে আমি প্রায় চিনতামই না। কেবল টেলিফোনে তার কণ্ঠস্বর আমার শোনা হয়েছিলো।

ব্রে বাইরে থাকলে সে টেলিফোন ধরতো। ব্রে বাইরে থাকলে নিয়মিত তাকে টেলিফোন করতো। সে ছিলো দক্ষ। কোনো অতিরিক্ত কথা বলতো না। তার কণ্ঠস্বর ছিলো প্রফুল্ল। নিজের বাড়িতে সে থাকতো—বাড়িটার কোনো বাগান ছিলো না ঃ ব্রের বাধানো আঙিনায় ও জন্যে জায়গা ছিলো না। তার কেনাকাটার জন্যে ব্রে তাকে গাড়িতে করে নিয়ে যেতো স্যালিসবারি অথবা অ্যান্ডোভারে। বাসে খুব কমই চড়তো সে। আমি তাকে দেখেছিলাম, অত্যন্ত ছোটখাটো একটা মানুষ, হালকা-পাতলা। তার কাছ থেকেই আমি অনেক কিছু শুনেছিলাম ব্রের ধর্ম সম্পর্কে।

'এই দিনগুলোয় আমি তার পক্ষ থেকে কথা বলতে পারবো না। সে তার ধর্মীয় বৈঠকে যোগ দিতে গেছে। সে ডিপ ফ্রিজ খালি করে গেছে। আমি ওভাবেই জানি। তুমি ডিপফ্রিজ যেভাবে ব্যবহার করো সেই রকম নয়। আমি তাকে ঠিক বুঝি না। তোমার যদি একটা ডিপ-ফ্রিজ থাকে, তবে ভরে রাখবে। তুমি নিশ্চয়ই তা খালি রাখবে না।'

BanglaBook.org

ডিপফ্রিজ সম্পর্কে ব্রের কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম। এটা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। আমার ডিপ-ফ্রিজ ছিলো না এবং সে ডিপ-ফ্রিজের সাথে ধর্মীয় আচারের সংযোগের কথা বলেছিলো উৎফুল্ল চিত্তে।

মিসেস ব্রের নিজস্ব আইডিয়া ছিলো এ ব্যাপারে। সে চাইতো ডিপ-ফ্রিজ সব সময় পূর্ণ করে রাখবে শস্যের গোলা ঘরের মতো। এবং তার সাথে যখন একদিন আমার দেখা হলো বাস স্টপে—দৈবাৎ—তখনো সে ডিপ-ফ্রিজ নিয়ে রাগান্বিত হয়ে ছিলো।

সে বললো, আমাদের মাথার ওপর রুক পাখি পাখা ঝাপটে উড়ছিলো আর কাকা শব্দ করে ডাকছিলো ঃ 'তোমার যদি একটা ডিপ-ফ্রিজ থাকে, তবে ভরে রাখবে। তুমি নিশ্চয়ই তা খালি রাখবে না।' সে এখন সুরে কথা বলছিলো যেন সব সময়ের জন্যে তার ডিপ-ফ্রিজ পূর্ণ করে রাখবে এবং কখনোই ছোঁবে না। সে আবার বললো, 'তুমি ভরে রাখবে।'

রাস্তার শেষ মাথায় লাল বাসটার আবির্ভাব ঘটলো। বাসটা না থামা পর্যন্ত সে অপেক্ষা করলো। সে বললো, 'তার ওই বারবনিতা।'

শব্দগুলো বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে এলো তার মুখ দিয়ে। বাসটা এসে থামলো। সে বাসে উঠে পড়লো। ড্রাইভারের পাশে রাখা ছোট স্ট্যান্ডে কয়েন ফেললো, এবং তার ক্রোধের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের সব চেষ্টাই করলো।

সামনের একটা আসনে সে বসলো আর আমার দিকে একবারও তাকালো না। তার স্বামীর 'বারবনিতা' বিষয়ে তার উচ্চারিত শব্দগুলো আমাকে নাড়া দিয়েছিলো। সেই মহিলাটির সঙ্গে ব্রে মিলেছিলো কিভাবে? ব্রের প্রতি আকর্ষিত হতে পারে কে? আমি অন্য কারো সঙ্গী হিসেবে ব্রেকে কল্পনা করতে পারতাম না। প্রথম দিকে এই মহিলার অস্তিত্ব সম্পর্কেই আমার সন্দেহ ছিলো। কিন্তু তারপর, বেশ দ্রুতই, মিসেস ব্রের গল্প থেকে আমি ব্যাপারটা বিশ্বাস করেছিলাম।

দক্ষিণ থেকে একটা স্লো ট্রেনে গভীর এক রাতে স্যালিসবারি রেল স্টেশনে এসে থেমেছিলো সেই মেয়ে। টিকেট কালেক্টরকে সে বলেছিলো তার কাছে কোনো টিকেট নেই; রাত কাটানোরও জায়গা নেই কোথাও। টিকেট কালেক্টর অথবা তার একজন সহকর্মী ফোন করেছিলো পুলিশে; পুলিশ রাতের মতো তার বিছানা ও নাশতার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। তাকে নিয়ে কি করা যায় পরদিন সে সিদ্ধান্ত নেবার কথা ছিলো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের।

এবং পুলিশের অনুরোধে ব্রে ওই মেয়েটিকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌছে দেবার জন্যে স্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিলো। সেটা তার ওপর নিশ্চয় প্রভাব ফেলেছিলো—স্টেশনের উজ্জ্বল আলো, প্রায় জনশূন্যতা, মেয়েটির নিঃসঙ্গতা।

BanglaBook.org

পরদিন সকালে আবার মেয়েটিকে রাতের জায়গা থেকে পুলিশ স্টেশনে পৌঁছে দেবার জন্যে ট্যাক্সি নিয়ে গিয়েছিলো ব্রে। সামনের দরোজা থেকে সংক্ষিপ্ত বাধানো পথটুকু পেরিয়ে আসার সময় ব্রে তার মুখের দাগ দেখতে পেয়েছিলো, তার অতিরিক্ত-বড় ট্যুয়িড ওভার কোট (স্পষ্টই তা ছিলো অন্য কারো), ব্রের কাছে এলে তাকে ক্ষুব্ধ মনে হলো। সে বললো, প্রায় চিৎকার করে 'আমার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই, তুমি জানো।'

মিসেস ব্রের মতে ওই মুহূর্তেই মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলো ব্রে, মেয়েটির দুর্বলতা, দুর্দশা, আর ব্রের ওপর নির্ভরশীল অবস্থার দরুন। মেয়েটি তারপর জানতে চেয়েছিলো, 'তুমি জানো ওরা কোথায় আমাকে পাঠাবে, জানো না?' জেলে নয়; যদি তাই হতো তাহেল ব্রে সাড়া দিতো না। মেয়েটির মধ্যে শিশুর মতো কিছু দেখতে পেয়েছিলো সে।

ব্রে এ পর্যন্ত বলেছিলো তার বউকে। সরাসরি এরপর আর কিছু সে বলেনি। কারণ মেয়েটির চোখের পিছনে বন্দি আত্মার প্রতি প্রবল কামনা অনুভব করেছিলো সে। আমি যখনই ব্রে এবং ওই তরুণিকে নিয়ে ভেবেছি তখনই আমার মনে পড়েছে ওই কথাগুলো। 'আমার কাছে কোনো টাকা-পয়সা নেই, তুমি জানো।' 'তুমি জানো ওরা কোথায় আমাকে পাঠাবে, জানো না?'

পুলিশ স্টেশনে মেয়েটিকে নিয়ে যায়নি ব্রে। রাতে যেখানে ছিলো সেই বেড-অ্যান্ড-ব্রেকফাস্টের জায়গায় থাকার প্রস্তাব দিয়েছিলো। সেটা চালাতো যে লোকটা তার কারবার ছিলো ছবির ফ্রেম বানানোর। লোকটাকে চিনতো ব্রে। নিজের দোকানটাকে সে বলতো গ্যালারি।

এই লোকটা ছিলো অন্য আর সবার মতোই, স্যালিসবারির প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছিলো এর ভব্যতা, সম্পদ ও পল্লী অঞ্চলের কারণে। তবে এখানকার রাস্তার প্যাটার্ন, কার-পার্কের লোকেশন আর ওয়ান-ওয়ে স্ট্রিট পদ্ধতি নিয়ে সে খুব বেশি জানার চেষ্টা করেনি। মার্কেট স্কোয়ার থেকে একটা দোকান বড় জোর দুই-তিন মিনিট হাঁটার দূরত্বে, কিন্তু প্রধান শপিং ট্র্যাক থেকে তা অনেক দূরে হতে পারে। অনেক ছোট-খাটো ব্যবসা দ্রুত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলো।

স্যালিসবারিতে ছবির ফ্রেমের কাজ খুব বেশি ছিলো না, এর চাহিদাও তেমন ছিলো না। ফলে এখানে খুব বেশি দোকানের প্রয়োজন হয়নি। কারবারটা না জমার কারণে উপরের দুটো ফ্লোরে দোকানটার মালিক বেড-অ্যান্ড- ব্রেকফাস্টের ব্যবসা শুরু করেছিলো।

এইখানেই, মহিলা বা মেয়েটির মধ্যমে, অথবা দোকনের লোকটার মাধ্যমে ধর্মীয় বৈঠকের বিষয়টা জানতে পেরেছিলো ব্রে। আর বিষয়টা জানামাত্রই

BanglaBook.org

আমাকে সে বলেছিলো। প্রথম দিকে খুব বেশি কিছু সে বলতে পারেনি। সেটা ছিলো একটা কারণ যে কারণে আমার বুঝে উঠতে সময় লেগেছিলো যে সে গুরুত্বের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলছিলো কি না।

তারপর ক্রমে ক্রমে তার নতুন ধর্মীয় জীবন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো ঃ 'সৎ গ্রন্থের' কথা বলা হতো ও ব্যাখ্যা দেওয়া হতো শব্দগুলোর। ব্রের এই জগৎটা ছিলো সম্পূর্ণ আলাদা ঃ খৃস্ট ধর্মের একেবারে শুরুর দিকে প্রাচীন রোমান বিশ্ব যেমন ছিলো, দুঃখ আর কমুনিয়ন এসেছিলো এই অনুভূতি থেকে বিশ্ব এক সময়ে নিয়ন্ত্রণে ছিলো, কিন্তু তেমন আর ছিলো না।

আর এ সমস্ত কিছুর কেন্দ্রে ছিলো সেই মহিলা যাকে সে স্টেশনে দেখেছিলো, ঠিক পরদিন যে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলো তার অনুকম্পার ওপর, সেই মহিলা যে সম্পূর্ণ নির্ভর করেছিলো তার ওপর। যা কিছু শুনেছিলাম মেয়েটিকে দেখে তার বেশি নজরে এলো না আমার ঃ অতিরিক্ত বড় সাইজের ট্যুয়িডের কোট, অসুখী চোখ, খারাপ ত্বক। ব্রে এটাই বর্ণনা করেছিলো মিসেস ব্রের কাছে প্রথম দিন ও পরবর্তী দিন।

ওই নারীর মধ্যে সে দেখতে পেয়েছিলো এক নিষ্ঠুর জগতে একটা শিশুর অভাব। আর সেই অভাবের জন্যে ব্রে ভাবতে পারতো যে সে একাই দায়ী। আর সময়ে সময়ে ওই আগ্রাসী, অসুখী চোখের দৃষ্টিতে দেখা যেতো তাকে রক্ষা করার ব্রের সামর্থের স্বীকৃতি।

ব্রে সম্পর্কে মিসেস ব্রে বলেছিলো, 'আমি যদি ট্যাক্সি ইউনিয়ন বা কাউন্সিলকে জানাই তার বারবনিতাকে কোত্থেকে সে পেয়েছে, তাহলে আমার ধারণা তারা ওর লাইসেন্স কেড়ে নেবে।'

আমি ভাবিনি তার ক্ষমতা অতোদূর দৌড়াবে; আমি ভাবিনি সে নিজে ওইরকম ভেবেছে; এবং আমি বিশ্বাস করি না সে চায় ব্রের কোনো ক্ষতি হোক। ব্রে ভাব দেখাতো যেন বাড়িতে কেনো ঝগড়া ছিলো না। হয়তো তাই হবে; হয়তো মিসে ব্রের ক্রোধ ছিলো আমার মতো লোকদের জন্যে, যারা হয়তো জানতো ব্রের জীবনের আরেক দিক। কিন্তু মেয়েমানুষটার কথা আমি শুধু মিসেস ব্রের কাছ থেকেই শুনেছিলাম। ব্রের কাছ থেকে শুনেছিলাম শুধু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে। ধর্মীয় বৈঠকে তার সময় চলে যেতো প্রচুর। এখন নির্দিষ্ট সব বিকেল ও সন্ধ্যায় তাকে আর ফ্রি পাওয়া যেতো না। কিন্তু তার ট্যাক্সি চালানো আর ভাড়া গাড়ির জীবন আগের মতোই অব্যাহত ছিলো।

একদিন সে আমাকে গাড়ির ভিতর বললো, কিছুক্ষণ নীরবতার পর, হয়তো ওই নীরবতা পালন করেছিলো তার কথার গুরুত্ব বাড়ানোর জন্যে 'আমি গির্জায় বাৎসরিক ব্যায় নির্বাহের এক-দশমাংশ দিচ্ছি।'

BanglaBook.org

আনন্দ আর গৌরবে কথাগুলো সে বললো। পিটন সম্পর্কে যখন সে মুখের কোণ দিয়ে কথা বলে এবং ড্যাশবোর্ড থেকে আমার বাড়িওয়ালা বইটা দেবার আমাকে দেয় ঠিক সেই রকম ভঙ্গি ছিলো।

বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহ! অমন পুরনো ব্যাপার। একজনের রোজগারের দশ ভাগ গির্জাকে দেওয়া। এটা এমন কি মধ্যে যুগেও প্রতিরোধ করা হয়েছিলো। কিন্তু এখন ব্রে বাৎসরিক ব্যয় নির্বাহের কথাটা এমন ভাবে বলেছে যেন সে পৌঁছে গেছে কোনো পাহাড়ের চূড়ায় আর সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে।

সে বললো, 'আর সেটা হতে হবে ট্যাক্সের আগে, তুমি বোঝো। আমার মোট আয় থেকে দশ ভাগ দিয়েছি। এতে আঘাত লাগে। অবশ্যই আঘাত লাগে। এটা আঘাতই করতে চায়। তোমাকে আত্মত্যাগ করতে হবে।' এবং তারপর, জানতো না যে তার বউয়ের কাছ থেকে আমি সবই শুনেছি, সে বললো, 'একজনকে আমি চিনি। শুরু করেছিলো একটা ছোট সেকেন্ড-হ্যান্ড ব্যবসা। তেমন ভালো করতে পারেনি। বিদেশী ছাত্রদের একত্রবাসের কাজ শুরু করেছিলো সে। ফরাসি, জার্মান। এখানে এদের ছড়াছড়ি। কিন্তু এই কারবারেও সে সুবিধা করতে পারলো না। এজেন্সি চেয়েছিলো শিক্ষার্থীরা পরিবারের সঙ্গে থাক। সে চুলোয় মাথা রাখতে প্রস্তুত ছিলো। তখন সে দশ ভাগ দিতে শুরু করে। এতে আঘাত লাগে। এটা শেষ খড়ের মতো কিন্তু সে চালিয়ে যাচ্ছিলো কারবার। আর তুমি জানো কি? শেষ দুই মাসে সোস্যাল সিকুরিটি তার কাছে লোকজন পাঠাতে থাকে। কয়েক বছরের মধ্যে নিয়মিত অর্থ উপার্জন হতে থাকে তার। চার্চিল যেমন বলেছেন যুদ্ধকালে, মানুষের এক জোয়ার সৃষ্টি হয়। চলে যায়। কিন্তু আবার ফিরে আসে। এটা উপার্জনের দশভাগ গির্জায় দানের মতো একই ব্যাপার। যা তুমি দেবে কেবল তাই ফিরে পাবে। এতে আঘাত আছে। তারপর তুমি দ্বিগুণ পাবে।'

সুতরাং, রুক পাখির আওয়াজের নিচে—যেগুলোর আবির্ভাবে মৃত্যু অথবা টাকা আসে, মি. ফিলিপিসের বাবা তেমনই বলেছিলো—ব্রের জন্যে ভালো অবস্থাটা এসেছিলো। সে তখনো তার আনুষ্ঠানিক-আনুষ্ঠানিক পোশাক পরতো আর পিক্‌ড ক্যাপ ও কার্ডিগান; সে তখনও প্রচুর কথা বলতো গাড়িতে। সে ছিলো নিজের মধ্যে সহজ এক গোপন মানুষ।

মিসেস ব্রের ক্রোধের ব্যাপারে ব্রে ছিলো উদাসীন, কিন্তু আমার সন্দেহ, ওই ক্রোধ দেখানো হতো বহিরাগতদের প্রতিঃ একটা ক্রিয়া, একটা লক্ষণ, যা দিয়ে খুব সহজেই সে লোকজনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারতো। এবং যেহেতু মিসেস ব্রের এই লক্ষণে কোনো পরিবর্তন ছিলো না, যেহেতু আমি সব সময় বুঝতে

পারতাম তার কথা কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে, আমি তার সাথে সাক্ষাতে শংকিত হয়ে পড়তাম ঠিক যেমন কিছু দিন আগে শংকিত হতাম পিটনের সঙ্গে দেখা হলে, যার বাগানের কাজগুলো আমাকে আবিষ্ট করেছিলো তা পর্যবেক্ষণের জন্যে।

বাস স্টপে একদিন বিশাল একটা কার এসে থামলো আমার সামনে। গাড়িটা আমার নতুন প্রতিবেশীর। সার্ভেয়ারের চেয়েও নতুন। এবং এই নামা, স্যালিস বারি পর্যন্ত লিফ্ট দেবার এই প্রস্তাব, এই ছিলো তার নিজের পরিচয় দেবার ধরন। একটা বিশাল কার, একজন মধ্যবয়সী মানুষ, সম্ভবত পঞ্চাশের শেষ দিকে; একটা বড় বাড়ি (আমি শুনেছিলাম বাড়িটা বিক্রির জন্যে রাখা হয়েছিলো, কিন্তু কে কিনেছে তা জানা হয়নি এমন কি এই সময় পর্যন্ত আসার আগে আমি জানতাম না)। প্রতিবেশীর উচ্চারণ তখনো ছিলো পল্লী এলাকার মানুষের উচ্চারণের মতো। সে আমাকে বোঝাতে চেয়েছিলো যে সে স্থানীয় মানুষ, যে এই উপত্যকা সে চেনে বহুকাল ধরে, এবং সে এই এলাকার লোকজনের পরিচিত।

সে বললো, 'মিসেস ব্রেকে গত সপ্তাহে আমি একটা লিফট দিয়েছিলাম। আজকাল সে খুবই হিংস্র হয়ে উঠেছে। তুমি কি জন ব্রেকে চেনো? সে এত কম চার্চ নেয় কেন? না মরা পর্যন্ত লোকটা কাজ করে যাবে। সে বেশ ভালো সার্ভিস দেয়। সে বেশ নির্ভরযোগ্য; তার প্রচুর নিয়মিত যাত্রী আছে; লোকজন সবাই তাকে পছন্দ করে। আমি প্রায়ই তাকে বলেছি যে ভাড়া গাড়ির লোক হিসেবে তার চার্জ নেওয়া উচিৎ মার্কেট যতোটা সইতে পারবে ততো বেশি। কিন্তু সে নিজের মতো চলে।'

আমরা ছাড়িয়ে গেলাম একটা পুরনো খামার, বিধ্বস্ত পুরোনো দেয়াল, কর্দমাক্ত আঙিনা।

আমার নতুন প্রতিবেশী বললো, 'আমার মা ওই বাড়িতে বড় হয়েছিলো। এখন অন্য লোক থাকে নিশ্চয়ই।'

সে এভাবেই উপত্যকার মানুষদের সাথে তার আত্মীয়তার দাবী জানাতো। আমার মনে পড়তো মি. ফিলিপসের বাবার কথা, সে তার প্রথম দিনগুলোর কথা স্মরণ করতে গিয়ে চোখের পানিতে ভেসে যেতো, স্মরণ করতো তার সেই সব দিনের কথা যখন ক্যারিয়ারের বয় হিসেবে কাজ করতো। আমার এই প্রতিবেশীর কথাবার্তায় ঠিক ওই রকম ভাব ফুটে উঠতো।

'মিসেস ফিলপস কেমন আছে?'

BanglaBook.org

ওই মহিলার খারাপ কিছু ঘটেছে কি না আমার তা নির্দিষ্ট ভাবে জানার কথা নয়। তাকে ইদানীং দেখা যেতো কম। কারণ অনুসন্ধান করে দেখিনি আমি কখনো।

আমার প্রতিবেশী বললো, 'আমার বিশ্বাস তার নার্ভ তাকে ধরাশায়ী করছে।'

আমার প্রতিবেশীর এতদূর পর্যন্ত জ্ঞান দেখে আমি অবাক হলাম। তবে আমাকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলো সে, আমার ধারণা হলো।

আমরা গ্রামে গেলাম নদীর ওপরে ব্রিজ পার হয়ে। উপত্যকার প্রধান রাস্তা ছেড়ে দিয়ে আমার প্রতিবেশী তার বিশাল গাড়িটা অনায়াসে ঘুরিয়ে নিলো সংকীর্ণ ব্রিজের ওপর।

সে বললো, 'আমি প্রায়ই এ রাস্তা ব্যবহার করি।' উপত্যকায় এই নদীর ওপর এই ব্রিজটাই ছিলো একমাত্র ব্রিজ। গ্রাম আর ব্রিজ দুটোই পুরনো। এখানে কোনে গিরিশৈলী ছিলো না। গ্রামের বাড়িগুলো বেশির ভাগ এই শতাব্দীর তৈরি। বিশাল একটা মাঠের পাশ দিয়ে আমরা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলাম। এই মাঠটা আমি কখনো চাষ করতে দেখিনি। রাস্তার পাশের বিশাল বিশাল পুরনো ওক গাছ দেখে সহজেই অনুমান করা যায় এগুলো রোপণ করা হয়ে ছিলো একশ' বছরের বেশি সময় আগে।

রাস্তাটা চলে গেছে ক্রমশ নিচের দিকে। নদীটা ডান দিকে, খুব কাছে, এই আবার দূরে, কখনো রাস্তার সমান উঁচু আবার কখনো অনেক নিচে। একটা সরু নদী, বয়ে চলেছে প্রশস্ত এক উপত্যকায়। অনেক রকম দৃশ্য দেখা যায় এতে। এরপর রাস্তাটা উপর দিকে যেন উঠে গেছে নাচতে নাচতে।

আমার প্রতিবেশী বললো, 'আমার ছেলেবেলায় আমি এখানে ঘুরতে আসতাম। আমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠতে ভালোবাসতাম ওই যে এই সরু পথটা দিয়ে নামার জন্যে। ওটা গিয়ে শেষ হয়েছে নদীর ওপর একটা পায়ে চলার ব্রিজে।'

সে যখন বালক ছিলো ঃ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, হয়তো, ১৯৩০ -এর দশকে, সামনেই যুদ্ধ আসছিলো। শান্ত রাস্তা, প্রায় শূন্য আকাশ; সামরিক বাহিনীর কোনো সাড়াশব্দও নেই।

আমার প্রতিবেশী মাথা নেড়ে দেখালো সরু পথের দিকে দূটো লাল ইটের কুটির। এই পথে দুই দুটো ছাড়া আর কোনো কুটির ছিলো না।

সে বললো, 'আমি প্রায়ই ভাবি ওখানে বসবাস করাটা খুব চমৎকার। আগেকার দিনে মেষপালকরা ওখানে বসবাস করতো। তখন ভেড়াও ছিলো প্রচুর।'

BanglaBook.org

ম্যানোরের প্রাঙ্গণে আমার কুটির থেকে চলে আসার পর এই প্রথম আবার কোনো কুটির আমার চোখে পড়লো। তবে এগুলোর দিকে মনোযোগ দিতে পারিনি। আমার মনোযোগ ছিলো প্রতিবেশীর দিকে। সে এখানে বসবাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করছিলো।

আমি আরো অনেক দিন পর এই রাস্তা আর কুটিরের কথা স্মরণ করেছিলাম বেশি বেশি করে। তখন এই রাস্তায় আমি বসবাস করছিলাম। এক শনিবার বিকেলে একটা কার এলো রাস্তায়। আমার কুটির অতিক্রম করে যাবার পর আবার পিছিয়ে এসে আমার কুটিরের সামনে থামলো। গাড়িটা চালাচ্ছিলো এক তরুণ; তার যাত্রীটি ছিলো অতিশয় বৃদ্ধা এক মহিলা।

বৃদ্ধা গাড়ি থেকে নেমে এলো, কুটিরগুলো অতিক্রম করে এগিয়ে গেল। ঝোপঝাড়গুলোর মধ্যে এসে উঁকি মেরে দেখতে লাগলো। তরুণটি আমার কাছে ব্যাখ্যা করলো ঃ তার দাদী তার জীবনের সেই পুরনো জায়গাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছে, আর সেই কুটিরটা সে দেখতে এসেছে যেখানে সে শৈশবে তার মেষপালক দাদার সঙ্গে থাকতে আসতো। সেই কালে এই পথ দিয়ে ব্রিজ পার হয়ে নদীর ওপারে যেতো সে খামার থেকে দুধ আনতে। এই পথ সেটাই, তা ঠিক আছে। তবে সেই কুটিরটা সে চিনতে পারছে না।

এবং আমি ভয়ানক আলোড়িত হলাম।

অ্যাম্বুলেন্স এসেছিলো মিসেস ফিলিপসের জন্যে নয়; আমার বাড়িওয়ালার জন্যেও না। অ্যাম্বুলেন্স এসেছিলো মি. ফিলিপসের জন্যে। ম্যানোরে একদিন সে অজ্ঞান হয়ে পড়লো, এবং অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছানোর আগেই মারা গেল।

এবং সেই মুহূর্তেই বোঝা গেল ম্যানোরের সব কিছু কি প্রচণ্ডভাবে তার ওপর নির্ভর করতো। সে ছিলো একজন রক্ষাকারী, সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রশিক্ষণ থেকে। যে সব লোকের তার সাহায্যের প্রয়োজন হতো না তাদের প্রতি উন্নাসিক ভাব দেখাতো সে। এটা সে করতো ওইসব লোকদের থেকে দূরে থাকার জন্যে।

মিসেস ফিলিপ্‌স সিদ্ধান্ত দিলো যে, আমার বাড়িওয়ালার কাছ থেকে যেমন অ্যালানের মৃত্যুর খবর গোপন রাখা হয়েছিলো, তেমনি এখন মি. ফিলিপসের মৃত্যুর খবরও তার কাছে গোপন রাখা হবে। সে ভাবতে পারেনি যে আমার বাড়িওয়ালা এ খবর খুব শান্তভাবেই নিতে পারতো। এবং সে ভয় পেয়েছিলো যে

BanglaBook.org

আমার বাড়িওয়ালা যদি অস্বাভাবিক আচরণ করে তাহলে সে সামলাতে পারবে না। মিসেস ফিলিপস আবারও একবার সামনে এগিয়ে এলো এবং সব কিছুর দায়িত্ব গ্রহণ করলো।

সে আমাকে টেলিফোন করতো নিয়মিত। সে আমাকে বলেছিলো বার বার করে যে মি. ফিলিপস ছিলো তার দ্বিতীয় স্বামী। যদিও এ কথার অর্থ এই ছিলো না যে সে মি. ফিলিপসের স্মৃতির প্রতি অসম্মান দেখাচ্ছে, কিংবা স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা কম ছিলো।

আইভি খুব চমৎকার সুন্দর দেখতে। সেগুলো গাছে পরিণত করার জন্যে বড় করা হতো। গাছগুলো এক সময় মরে যেতো, কিন্তু অনেক বছর তার আনন্দ পাওয়া যেতো। আর আমার বাড়িওয়ালার সময়ে সেখানে আরো অন্যান্য গাছও ছিলো দেখার মতো। আর মানুষ ছিলো। তারা আসতো, সময় হলে চলে যেতো; তারপর আবার নতুন মানুষ আসতো। কিন্তু মি. ফিলিপসের মতো হতো না। আমার বাড়িওয়ালার কাছে তার গুরুত্ব ছিলো অন্য রকম। মি. ফিলিপসের সেবাযত্ন আর দায়িত্বশীলতার কারণে অসুস্থতা কাটিয়ে উঠেছিলো আমার বাড়িওয়ালা। এই মানুষটার মৃত্যুর খবর আমার বাড়িওয়ালার কাছ থেকে পনের দিনের বেশি আড়াল করে রাখা সম্ভব হলো না।

আমার বাড়িওয়ালা প্রচন্ড ক্রোধে ফেটে পড়লো খবরটা জানার পর। ক্ষুব্ধ হবার করণ, বেঁচে আছে মনে করে এতদিন যে মানুষটাকে নিয়ে সে কথা বলে ছিলো এখন দেখা যাচ্ছে তার মৃত্যু হয়েছে। সে ঝগড়া করলো আর অপ্রীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করলো। সে গ্লাস ভেঙে ফেললো, ছুড়ে দিলো ছাইদানি, বিছানা থেকে ফেলে দিলো খাবার ট্রে সাধারণভাবে চেষ্টা করলো গোলমাল বাধানোর।

স্বামীর মৃত্যুর পর এখন মিসেস ফিলিপস তার নিরাপত্তা হারিয়ে ফেলেছিলো। ম্যানোরের কাজ, বহুদিন ধরে যা এতোটা সহজ ছিলো, তা হঠাৎ করে ভয়ানক কঠিন হয়ে উঠলো। ম্যানোর পূর্ণ হয়ে উঠলো উদ্বিগ্নতায়। আমার বাড়িওয়ালার সঙ্গে কাজকর্মের বেলায় নার্সের মনোভাব নিয়ে তা সে করতো।

BanglaBook.org

কিন্তু এখন আর সেই শক্তি তার ছিলো না। লোকটা শিশু সুলভ, সে বলেছিলো মনোযোগের কারণেই মানুষটা মনোযোগ চাইতো। আগে সে জানতো এর সাথে কিভাবে কাজ করতে হয়, এখন আর পরছিলো না।

দেয়াল ঘেরা বাগানের মধ্যে সবজির জায়গাটা পরিত্যক্ত হয়েছিলো। কিন্তু প্রাঙ্গণে কিছু অদ্ভুত মানুষ তখনো আসছিলো, মিঃ ফিলিপস যাদের ডেকে নিতো সাময়িক, কিছু কাজের জন্য। মিঃ ফিলিপ্স জীবিত থাকাকালে এই সব লোকেরা হাঁটতো আর নড়াচড়া করতো দ্রুত, তাদের কাজ করতো আর চলে যেতো। কিন্তু এখন আর কর্তৃত্ব ছিলো না; আর এই লোকগুলোর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিলো। তারা হাঁটতো চলাফেরা করতো একেবারে শামুকের মতো। ধীর গতিতে। তারা আমার কুটিরের সামনে দিয়ে হেঁটে যেতো; তারা শোরগোল করে কথা বলতো।

পরিব্রাজন শেষে নদীর দিক থেকে ফিরে আসার পথে আমি বাগানের মধ্যে দুটো লোককে দেখতে পেল। তাদের কাছে ছিলো বিলহুক। করাত দিয়ে কাটা অ্যাস্পেন কাঠের পুরনো স্তূপের কাছে তারা দাঁড়িয়ে ছিলো। একজন ছোটখাটো আকৃতির অ্যালানের চেয়েও ছোট। (যে নিজের আকৃতি নিয়ে ভীষণ চিন্তিত থাকতো)। এই লোকটার মুখটা ছিলো বিপদজনক। অন্য লোকটা ছিলো লম্বা, খুব বেশি না হলেও, কালো চুল, আর চোখের চারপাশে কালো দাগ।

লম্বা লোকটা বললো, কোনো কিছু জিজ্ঞেস না করেই, 'আমরা পচা কাঠের খণ্ড নিয়ে যাচ্ছি। মার্গারেট জানে। সে অনুমতি দিয়েছে।' মার্গারেট মানে মিসেস ফিলিপস।

প্রাঙ্গণে যাদের দেখতাম সেই সব লোকদের হস্তক্ষেপ না করা ছিলো আমার নীতি; পাহারাদারের ভূমিকা না নেওয়া। কিন্তু বিলহুক, এবং ক্ষুদ্র মানুষটার নৃত্যরত নীল চোখ, আমাকে উদ্বিগ্ন করলো। কথা বলেছিলো যে, আমি তাকে বললাম, 'তোমার নাম কি?'

সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। দেহের দু'পাশে তার হাত শক্ত করে রাখলো। সে বললো, 'মি. টম। দুটো মা জার্মান।'

'জার্মান?'

'আমি একজন জার্মান। মি. টম।'

এভাবেই কি সব সময় সে নিজের পরিচয় দিতো?

একজন জার্মান হওয়াটাই কি তার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিলো; না কি সে কৌতুক করছিলো?

BanglaBook.org

সে বললো, 'আমার বাবা ছিলো যুদ্ধবন্দি। অক্সফোর্ডের কাছে একটা ফার্মে সে কাজ করতো। সেখানে সে থেকে গিয়েছিলো আর বিয়ে করেছিলো বুড়ো দারোয়ানের মেয়েকে। পাঁচ বছর আগে আমার বাবা মারা গেছে। গত বড়দিনে আমার মা বার্মিংহামে মারা গেছে। আমি সেখানে বসবাস করতাম। আমি আমার কাজ হারিয়েছিলাম আর আমার বউ আমাকে ছেড়ে গিয়েছিলো। সে কারণেই আমি এখানে এসেছি।' বিলহুক দিয়ে ঘাস কাটার ভঙ্গি করে দেখালো সে। 'আমি বাগান করতে ভালোবাসি। আমি শুধু এই কাজই করতে চাই। মায়ের কাছ থেকে এটা আমি পেয়েছি।'

আমি ছোট-খাটো আকৃতির মানুষটার দিকে তাকালাম, সে কোন গল্প তৈরি করছে তা দেখার জন্যে। সে আমাকে মাপছিলো উদ্দেশ্যমূলকভাবে। তার ছোট গাল দুটো কাজ করছিল। সে আমার সাথে কথা বলবে না। তার কবজি ও কনুইয়ের মাঝখানে আমি সবুজ, লাল ও ব্লু-ব্ল্যাক রঙের উল্কি দেখতে পেলাম। এই রঙিন উল্কি এ অঞ্চলে নতুন ক্রেজ হিসেবে দেখা দিয়েছে। কোনো প্রচারণা ছাড়াই ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। এ সম্পর্কে ব্রে আমাকে বলেছিলো।

আমি তাদের রেখে চলে এলাম। ঠিক বাক্স আকৃতির ঝোপের বাইরে দাঁড় করানো ছিলো একটা ছোট কিপ আপ ভ্যান, আমার কুটির থেকে দূরে নয়। শুধু কি পচা কাঠের খন্ডগুলো নেবার জন্যে? আমি অনুভব করলাম যে অন্যান্য বস্তু যেমন বাগানের মূর্তি, পাথরের পট, এমন কি গ্রীনহাউজের দরোজা এখন ঝুঁকির সম্মুখীন। লোক দুটো যতোটা না ময়লা পরিষ্কারকারী তার চেয়ে বরং পাকা চোর।

মিসেস ফিলিপস্‌কে বিভ্রান্ত মনে হলো যখন আমি টেলিফোন করলাম। কিন্তু জার্মানটার নাম সে জানতো। 'স্ট্যানের কাজ করতো সে। সে একজন জার্মান, তুমি জানো।'

অল্প কয়েক দিন পর পিক আপ ভ্যানটা আবার এলো। জার্মানটা নেমে এলো, এবং বড় আকৃতির, মোটা না কমানো একটা লোক, তার কাঁধ পর্যন্ত লম্বা লালচে সোনালি চুল। মোটা লোকটা পরে আছে জিন্সের বেলবটম এবং তার হাতে একটা খালি গোল করে পাকানো নাইলনের বস্তা যার রঙ প্রায় তার চুলের মতো। সে আমার দিকে তাকালো না, আমার প্রতি ছিলো একেবারে উদাসীন।

জার্মানটা বললো, 'ও আমার ভাই। ওর থাকার কোনো জায়গা নেই। গত সপ্তাহে এক বৃদ্ধা লেডির বাড়িতে সে থাকা-খাওয়ার কাজ পেয়েছিলো। সলিসিটর সেটা ব্যবস্থা করে দিয়েছিলো। কিন্তু তারা ওকে চাকর হিসেবে পেতে চেয়েছিলো। ভোর পাঁচটায় চায়ের জন্যে বেল বাজাতে শুরু করেছিলো বৃদ্ধা লেডি।'

BanglaBook.org

পিটনের দিনগুলোয়, পরিচিত ও অর্ধ-গ্রহণযোগ্য অনধিকারপ্রবেশকারীরা ছিলো স্থানীয় ভদ্রলোকেরা। এখন পিটন নেই। তার দিনগুলো আর শৃঙ্খলা এখন ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমি যখন প্রথম এসেছিলাম তখন আমার এই রকমই লেগেছিলো। এখন তো মি. ফিলিপসও নেই, বৃদ্ধ অথবা তরুণ। এবং মিসেস ফিলিপস সত্যিই জানতো না তার চারপাশে কি ঘটছে। লোকজনকে বিচার করা, মানুষের মুখ দেখে বিচার করার কোনো উপায় তার ছিলো না। নিজের উপর তাকে এখন নির্ভর করতে হয়েছিলো, লোকজন দেখলে সে অবাক হতো। এ ছিলো তার নতুন সুখহীনতা। আর যখন সে সাহায্য পেতে চেষ্টা করলো তখন আবার এটা চেপে ধরলো। ম্যানোরের কাজে সাহায্যের জন্যে যখন সে বিজ্ঞাপন ছিলো তখন তার নিজের মতো, ভাসমান, দুর্বল, মানুষকে বিচার করতে না পারা মহিলারা এসেছিলো।

এদের প্রথম একজনের সাথে আমার দেখা হয়েছিলো একদিন লাঞ্চের সময়, আমি যখন বাস স্টপে যাচ্ছিলাম। ইউ গাছের নিচে সে দাঁড়িয়েছিলো এবং তার পরণে ছিলো সবুজ রঙের পোশাক। নিজের যে মুখটা সে আমার দিকে ফেরালো সেটা সবুজ, নীল ও লালের স্পর্শ মাখা, তার চোখের পাতাও সবুজ। গ্রীষ্মের লাঞ্চ টাইমে মুখটায় অমন ভয়ানক রঙ লাগাতে সে কতো সময়ই না ব্যয় করেছিলো! কোথায়– এবং কার কাছে? –যাচ্ছে তার ছুটির দিনে?

এই মহিলার মধ্যে মিসেস ফিলিপস কি দেখতে পেয়েছিলো? কেমন করে সে ভেবেছিলো যে এই মহিলা, অন্য আর সব আবেদনকারিনীর তুলনায়, বাড়ি ও আমার বাড়িওয়ালাকে দেখা-শোনা করার কাজে লাগবে প্রচুর?

শীগগিরই অভিযোগ আসতে লাগলো। শীগগরিই, 'স্টাফের' অভিযোগে, মিসেস ফিলিপস আবার নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেল আমার বাড়িওয়ালার পাশে।

'সে বেল বাজিয়ে এক গ্লাস শেরি চেয়েছিলো। মহিলা তার কামরায় গিয়েছিলো এক হাতে একটা বোতল আর এক হাতে একটা গ্লাস নিয়ে। আর মনে হচ্ছিলো সে নিজেও একটু বেশি পান করে ফেলেছে। এক হাতে বোতল আর অন্য হাতে একটা গ্লাস– আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করি। সে তো এটা পছন্দ করতো না। 'একটু আনুষ্ঠানিকতা, মার্গারেট', সে আমাকে বললো। 'একটু আনুষ্ঠানিকতা। সেই আমি চাই। একটা ড্রিংক শুধুই একটা ড্রিংক নয়। এটা একটা ঘটনা।' আমি মহিলাকে বিষয়টা বললাম। ট্রে ছাড়া কিছুই আনবে না। আমি তাকে বলে দিয়েছি।'

সবুজ পোশাক পরিহিতা বেচারা মহিলা! সে শীগগরিই আরো একটা ভুল করেছিলো। আমার বিশ্বাস মিসেস ফিলিপস বলেছিলো, সে আবার ট্রে ছাড়াই

BanglaBook.org

একটা বোতল ও গ্লাস নিয়ে এসেছিলো। বিষয়টা শেখার পক্ষে সে খুব বেশি বৃদ্ধা হয়ে পড়েছিলো। তার মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেনি সে। তাকে আমি চলে যেতে দেখিনি। তবে সে চলে গিয়েছিলো।

তার একজন বা দু'জন উত্তরসুরীকে আমি দেখেছিলাম। নাও দেখতে পারি। আমি শুধু তাদের কথা শুনেছিলাম, আরো উত্তেজনাকর গল্প শুনেছিলাম মিসেস ফিলিপসের কাছ থেকে। কিন্তু তারা কেউই টেকেনি।

'সাহায্য' বা 'স্টাফ' নিয়ে পুরো পরিস্থিতি খুব বিরক্তিকর ও বাড়াবাড়ি রকমের হয়ে উঠেছিলো। রান্নাঘর ও কোয়ার্টারের ভাগাভাগি অসহ্য হয়ে উঠেছিলো। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিলো যে, বাইরের লোকদের জন্যে আলাদা কোয়ার্টার থাকা উচিৎ। ম্যানোরের একটা বা দুটো বন্ধ দরোজা খুলে দেওয়া হয়েছিলো। একজন ডেকোরেটরের আবির্ভাব ঘটেছিলো। এবং আমি অনুভব করেছিলাম যে কুটিরে আমার সময় শেষ হয়ে আসছে। অনেকগুলো দুর্ঘটনা আমাকে রক্ষা করেছিলো। এখন তাও শেষ হয়ে আসছে।

ম্যানোরের সাহায্যকারীরা আসতো, কিছুদিন থাকতো নতুন করে ডেকোরেশন করা কামরায় তারপর চলে যেতো। তবে কেউ একজন মনে হতো শেষ পর্যন্ত টিকে যাবে। মিসেস ফিলিপস্ আবার তার ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যেতে পারবে। এক পক্ষ কালের জন্যে সে ছুটি নিয়ে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলো।

তার অবর্তমানে তার সহকারী বেরিয়ে এসেছিলো ম্যানোরের ছায়া থেকে, নিজের দেখা দিয়েছিলো। প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সী পাতলা এক মহিলা। ম্যানোরের প্রচুর জায়গা আর নির্জনতায় সে আনন্দিত ছিল।মিসেস ফিলিপ্স যখন ফিরে এলো তখন এই বৃদ্ধাকে সরিয়ে দেওয়া হলো, সে নার্ভাস হয়ে পড়েছিলো। যেন তার সাথে মিসেস ফিলিপসের সম্পর্ক আমি পরিষ্কার দেখতে না পাই।

ছুটিতে গিয়ে উপকার হয়েছিলো মিসেস ফিলিপসের। তার কপালটা হয়েছিলো আরো মসৃণ। তার চোখের নিচের ত্বকে কম কালো দাগ। এবং তার কণ্ঠস্বর আরো পাতলা হয়েছিলো। এই কণ্ঠস্বর টেলিফোনে অনেক বেশি লক্ষ্যণীয়। সে ফোনে আমাকে দুষ্টুমির সুরে জানালো, আমার জন্যে একটা উপহার আছে, আর সেটা সে নিয়ে আসতে চায়। সে পরা ছিলো তার স্পোর্টি অ্যানোরাক। তার দুই হাতে ধরা ছিলো একটা ওয়াকিং স্টিক। সে বললো, 'আমি রবিবার স্ট্যানের বাবাকে দেখতে গিয়েছিলাম। সে তোমাকে তার এই স্টিক দিয়েছেন।'

BanglaBook.org

এই স্টিকটা নিয়েই একদিন ম্যানোরের প্রাঙ্গণে ঘুরছিলো বৃদ্ধ মানুষটি। এই স্টিকটা নিয়েই আমরা প্রথম পরস্পরের সাথে আলাপ শুরু করেছিলাম। আর এখন এটা তার আমাকে দেওয়া উপহার। আমি মিসেস ফিলিপসকে বললাম, 'যতো দিন বেঁচে থাকবো ততোদিন এটা আমি যত্ন করে রাখবো।'

মিসেস ফিলিপস বললো, 'মজার বুড়ো মানুষ।'

অদ্ভুত শব্দ; ব্‌দ্ধ মানুষটা আর তার মধ্যে অদ্ভুত দূরত্ব। সেই দূরত্ব পরিষ্কার ভাবে দেখা যাচ্ছে তার মুখেও; মসৃণ ত্বক, দৃষ্টির নতুন স্বচ্ছতা। এবং তার কথা বলার ধরনে জীবনের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পাচ্ছিলো। সে বললো, 'আমার মনে হয় অন্য কারো কাছ থেকে শোনার আগে আমারই উচিৎ তোমাকে বিষয়টা জানানো। তুমি তো জানো উপত্যকায় কানাঘুষা কেমন ছড়ায়। আমি আমার নোটিস দিয়েছি।'

তার মানে এই স্টিক উপহার দেবার সঙ্গে আরেকটা বিষয় জড়িত। তার ম্যানোর জীবনের সমাপ্তিও এর একটা কারণ। কতো সহজেই না সে এটা করতে পারে!

সে বললো, 'আমার বলার নেই তোমাকে। স্ট্যানের মৃত্যুর পর এখানে আর জীবন নেই কোনো। স্ট্যান ম্যানেজ করতে পারতো। আমি নিজে এটা পারি না। সে খুব আলাদা।' অর্থাৎ আমার বাড়িওয়ালা। 'আর ভালো হচ্ছে না কিছুই। এতে সব কিছু আরো কঠিন হয়ে উঠছে।'

সে দরোজার দিকে চলতে শুরু করলো। থামলো তারপর। রান্নাঘরের উঁচু কাচের শার্সি দিয়ে সে ভাঙা অ্যাস্পেন গাছের দিকে তাকালো। গোড়া থেকে নতুন করে জন্মাচ্ছে আবার।

সে বললো, এবং তার কণ্ঠস্বর ছিলো ঘনিষ্ঠ, কিছুটা জিজ্ঞাসার মতো, কিছুটা আশ্বাস প্রত্যাশার মতো—আমার একটা হয়তো সম্পর্ক রয়েছে তার সঙ্গে ঃ 'ছুটিতে একজনের সাথে আমার দেখা হয়েছে। একদিন ডিনারে আমাদের গ্রুপের সঙ্গে সে যোগ দিয়েছিলো। তো অনেক ঘটক থাকে একজনের বন্ধুমহলে। তুমি বিশ্বাস করবে না। যাই হোক। আমি ভাবলাম কোনো গালগল্প তোমার কাছে পৌঁছানোর আগে তোমাকে আমি বলি সব কিছু। স্ট্যান আর আমি এ ব্যাপারে একমত হয়েছিলাম। যে বেঁচে থাকবে সে আবার বিয়ে করবে।'

ব্যাপারটা ছিলো অদ্ভুত। সে আগে আর কখনোই আমার সাথে এমন সহজ ভাবে কথাবার্তা বলেনি। এবং আমি, যেন তার নতুন ব্যক্তিত্বের প্রতি সাড়া দিতে, তার প্রতি এতটা নৈকট্য অনুভব করিনি আগে কখনো।

BanglaBook.org

খবরটা, যেমন বলেছিলো মিসেস ফিলিপস, অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো সারা উপত্যকায়। খবরটা ব্রের কাছেও পৌঁছালো। তার প্রথম চিন্তা ছিলো আমার বাড়িওয়ালাকে নিয়ে, ম্যানোরের যে কি না প্রভু। সে বলল, যেন নিজেরই প্রতি, 'বৃদ্ধ বয়স একটা নিষ্ঠুর বিষয়। আমার ধারণা তারা সব কিছু বিক্রি করে দেবে। শেষ পর্যন্ত আর কিছুই থাকবে না।'

আমি বললাম, 'এটা টিকে গেছে তার সারাটা জীবন। খুব বেশি লোকের এ সৌভাগ্য হয়নি। এটাই সুখ।'

সে নিজের চিন্তা নিয়েই ছিলো। 'তুমি যখন তরুণ তখন লড়াই দিতে পারো। যখন তুমি বৃদ্ধ তখন তারা তোমাকে নিয়ে যা তাদের ইচ্ছা তাই করতে পারে।'

তার চোখ দুটো সরু হয়ে গেল। অশ্রু ঝরে পড়লো তার কোমল, মধ্যবয়সী গাল বেয়ে। বাড়িটার মর্যাদা তার কাছে সব সময় একটা ব্যাপার ছিলো। এর ঘটনাবলীর ব্যাপারে তার সব সময় আগ্রহ ছিলো। তার স্বাধীনতাকে মূল্য দিতো বাড়িটার মর্যাদা। এর বিপরীতেই সে মাপতো নিজের মর্যাদা। তার গভীরতর অংশ, গোপন স্মৃতিকে নিয়ে সেই অংশ, যে স্মৃতি তার সাথেই মারা যাবে, তা ছিলো তার চাকরের চরিত্র।

অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো ব্রের গাল দিয়ে, সে বললো,'সে চলে গেছে। সে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো আর বাড়িতে চলে যেতে হয়েছিলো তাকে।'

এই প্রথম সে সেই মহিলার কথা বললো স্যালিসবারি রেল স্টেশনে মধ্যরাতে যার সাথে তার দেখা হয়েছিলো, প্রায় শূন্য স্টেশনের উজ্জ্বল আলোর মধ্যে বড় আকারের ট্যুয়িড কোট পরিহিতা সেই নির্জন নারী।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

The Ceremony of Farewell

বিদায় অনুষ্ঠান

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

আমার তিরিশ বছর বয়সের শেষ দিকে হতাশার স্বপ্নটা ছিলো মাথার ভিতর বিস্ফোরণের স্বপ্ন ঃ মাথার ভিতর অত্যন্ত প্রবল শব্দে দীর্ঘ বিস্ফোরণের স্বপ্ন, মস্তিষ্ক টিকে থাকার কোনো কথা না তাকে; আমার মনে হতো যে এই বুঝি মৃত্যু। এখন, আমার পঞ্চাশ বছরের প্রথম দিকে, আমার অসুস্থতা, ম্যানোরের কুটির থেকে আমার চলে আসা আর আমার জীবনের ওই অংশটুকুর ওপর পরিসমাপ্তি টানার পর, আমি জেগে উঠতে শুরু করলাম মৃত্যুর চিন্তা নিয়ে। এবং কোনো কোনো সময় চেপে বসতো বিশাল এক দৌর্মনস্য। ঘুমানোর সময় এই বিষণ্নতা আমার মনকে চরম কষ্ট দিতো; আর আমার ঘুম ভেঙে তো ভীষণ বিষাক্ত মন নিয়ে।

অনেক বছর ধরে The Enigma of Arrival ধরনের একটা বই লেখার কথা চিন্তা করেছিলাম। ভূমধ্যসাগরীয় ফ্যান্টাসি আমার মাথায় এসেছিলো উপত্যকায় পৌঁছানোর এক বা দু'দিন পর। এ গল্পটা বছরের পর বছর ধরে রূপান্তরিত হয়েছিলো। ফ্যান্টাসি ও প্রাচীন-জগৎ বাদ গিয়েছিলো। গল্পটা পরিণত হয়েছিলো খুবই ব্যক্তিগত গল্পে ঃ আমার ভ্রমণ, লেখকের ভ্রমণ, তার দেখার পথ, তার ব্যক্তিগত অ্যাডভেঞ্চারের দ্বারা, লেখক ও মানুষ ভ্রমণ শুরুর আগে পৃথক হয়ে যাচ্ছে, আবার শেষ হয়ে যাবার আগে দ্বিতীয় জীবনে এসে একত্র হচ্ছে।

আমার থিম; সেটা এগিয়ে নিতে বর্ণনা, আমার চরিত্র সমূহ—কয়েক বছর আমি অনুভব করেছি ওগুলো আমার কাঁধের ওপর বসে আছে, নিজেদের অস্তিত্ব ঘোষণার জন্যে অপেক্ষা করছে। মৃত্যু ছিলো মোটিফ; মৃত্যু এবং সেটা ব্যবহারের পন্থা- জ্যাকের কাহিনীর ওটাই ছিলো মোটিফ।

একটা জার্নালিস্টিক অ্যাসাইনমেন্ট থেকে সব শুরু হয়েছিলো। ১৯৮৪ সালের অগাস্টে আমি New York Review of Books -এর পক্ষে ডালাসে গিয়েছিলাম রিপাবলিকান কনভেনশনে যোগ দিতে। লেখার কিছুই আমি খুজে পাইনি। শত শত ব্যস্ত সাংবাদিক কাহিনী তৈরির জন্যে নতুন নতুন শব্দ খুঁজে বের করছে- এই রকম একটা আইডিয়া আমাকে প্রায় আটকে

ফেলেছিলো। আমি তখন বুঝতে পেরেছিলাম যে আনুষ্ঠানিকতার বাইরে যা আছে আমার কাজে লাগবে সেগুলো। এক সপ্তাহের অভিজ্ঞতা, সবটাই নতুন, লিখে না রাখলে অদৃশ্য হয়ে যেতো।

আমি যেখানে কিছুই নেই ভেবেছিলাম সেখানে খুঁজে পেলাম অভিজ্ঞতা আর ভাষার বৈচিত্র্য। আমার বইটা লেখার দিকে আমি দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকি। আমি অনেক বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাগুলো লিখেছিলাম; থেমে গিয়ে আবার শুরু করেছিলাম। তারপর অনেক দূর থেকে আমার কাছে জ্যাকের স্মৃতি এসেছিলো। আর জ্যাককে দিয়ে শুরু করাটাই ছিলো সর্বোত্তম। কয়েক সপ্তাহ ধরে নানা রকম ভাবে আমি শুরু করে হাত চালু করেছিলাম, শুরু করেছিলাম বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে।

বাধাও ছিলো। একটা খারাপ মাঢ়ির দাঁত। আমি দাঁতের ডাক্তারের কাছে গেলাম। সেখানেই ক্ষয়ের ব্যাপারটা আমার মাথায় আসে। অনুভূতিহীন করে নেবার পর যন্ত্রণাহীন দাঁতটা শক্ত আঙ্গুলে ঠেশে ধরে ডাক্তার। মৃত্যুর চেতনা আমার সামনে ভেসে ওঠে। দুই দিন পর লন্ডনে ছিলো পুরনো এক লেখক বন্ধুর পুরস্কার প্রদান মধ্যাহ্ন ভোজ– এর সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো লন্ডনে একটা নতুন ফ্ল্যাট অনুসন্ধানের কাজ। ওই সময় মিসেস গান্ধী তার দেহরক্ষীর গুলিতে নিহত হন দিল্লীতে। এর পর পরই আমার প্রকাশকের জন্যে আমাকে জার্মানিতে যেতে হয়েছিলোঃ তখন পূর্ব বার্লিনে উন্মাতাল অবস্থা, চল্লিশ বছর পর অংশে অংশে বিধ্বস্ত হচ্ছে, কোনো কোনো দালানের ওপর ছোট চারা পরিণত হয়েছে বৃক্ষে। আমার কাছে এ দৃশ্য নতুন ছিলো ঃ ওখানে আরো আগেই আমার যাওয়া দরকার ছিলো দেখার জন্যে। জার্মানিতে আমার শেষ দিনের সকালে, পশ্চিম বার্লিনে, আমি গিয়েছিলাম মিশরীয় জাদুঘরে। উইল্টশায়ারে আমি ফিরে গেলাম এই খবর পেয়ে যে আমার ছোট বোন সতী ওই দিন ত্রিনিদাদে ব্রেন হেমোরেজে আক্রান্ত হয়েছে ঃ ঠিক যে সময় আমি জাদুঘরে ত্যাগ করছিলাম। সে কোমায় পড়েছিলো। প্রায় তিরিশ বছরের বেশি সময় ধরে, ১৯৫৩ সালে আমার বাবার মৃত্যুর পর থেকে, শোক-সন্তাপ ছাড়াই আমি জীবন কাটাচ্ছিলাম। আমি খবরটা গ্রহণ করলাম শীতলভাবে; তারপর আমার হিক্কা উঠতে শুরু করলো; তারপর আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম।

১৯৫০ সালে আমি যখন ত্রিনিদাদ ত্যাগ করেছিলাম, যখন প্যান অ্যামেরিকানস এয়ার ওয়েজ সিস্টেমের ছোট বিমান আমাকে নিয়ে আকাশে উড়েছিলো, তখন সতীর ষোলতম জন্মদিন পূর্ণ হতে আরো সাত সপ্তাহ বাকি ছিলো। পরবর্তী সময়ে আবার যখন তাকে আমি দেখি আর তার কণ্ঠস্বর শুনি

BanglaBook.org

তখন তার বয়স প্রায় বাইশ, এবং সে বিবাহিতা। ত্রিনিদাদ ততোদিনে আমার কল্পনার এক জায়গায় পরিণত হয়েছে, কিন্তু সতী সারাটা জীবন সেখানেই কাটিয়ে দিয়েছিলো, বাইরে ছুটিতে বেড়াতে যাবার ক্ষণস্থায়ী দিনগুলো বাদ দিলে। সে দেখেছে ১৯৫২ সালে বাবার অসুস্থ হয়ে পড়া থেকে ১৯৫৩ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত সময়কাল; রাজনৈতিক পরিবর্তন, ১৯৫৬ সালে বর্ণবাদী রাজনীতি, রাস্তা ঘাটের বিপদ, প্রায় বিপ্লব ও ১৯৭০ সালের নৈরাজ্য। তেল বিস্ফোরণের সময়টাও সে দেখেছে।

তার মৃত্যুর তিন দিন পর, ত্রিনিদাদে যে সময় তাকে দাহ করা হচ্ছিলো, আমি তখন উইল্টশায়ারে আমার নতুন বাড়ির বসার ঘরে নিচু কফি টেবিলের ওপর তার আলোকচিত্রগুলো মেলে ধরে রেখেছিলাম আমার চোখের সামনে। পারিবারিক ছবিগুলো আলাদা করে বেছে অ্যালবামে রাখার চিন্তা করেছিলাম আমি অনেক দিন ধরে। এই ছবিগুলোয় আমি ওর বয়স লক্ষ্য করিনি। এখন আমি দেখতে পাই ছবিগুলোতে এক পাতলা গড়নের তরুণীকে। আমি পঁয়ত্রিশ - চল্লিশ মিনিট ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি। তারপর বিশোধিত অনুভব করি।

দু'দিন পর আমি ত্রিনিদাদে গিয়েছিলাম। পরিবার চেয়েছিলো আমি তাদের সঙ্গে থাকি। আমার ভাই গিয়ে দাহকার্য সমাধার ছয় ঘণ্টা পর সে ফিরে এসেছিলো বাইরে থেকে, তাকে দাহস্থলে নিয়ে যাবার জন্যে সে বললো। আমার বড় বোন তাকে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল। তখন ছিল রাত; দাহস্থলে তখনও আগুনের আভা দেখা যাচ্ছিলো। আমার ভাই পায়ে হেঁটে ওখানটায় গেল একা, এবং আমার বোন, গাড়ি থেকে, তাকে লক্ষ্য করছিল।

দুই সপ্তাহ আগে, আমার ভাই দিল্লীতে ছিলো মিসেস গান্ধীর দাহকার্যে। লণ্ডনে, তখন, সে একটা বড় আর্টিকেল লিখেছিলো। এখন, সেই লেখা শেষ করেই, সে চলে এসেছে ত্রিনিদাদে। এই বিশাল ভ্রমণকে সম্ভবপর করে তুলেছে আধুনিক বিমান। ১৯৫০ সমালে আমি যখন ত্রিনিদাদ ত্যাগ করি তখনও বিমান ভ্রমণ ছিলো একটা ঘটনা যা সচরাচর ঘটে না। বাইরে যাওয়াটা জীবনকে ভাঙার মতো ব্যাপার ঃ আমার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আবার দেখা হলো ছয় বছর পর। তাদের জীবনের ছয়টা বছর আমি হারিয়েছি। ১৯৫৩ সালে যখন বাবা মারা যায় তখন আমার বাড়িতে আসার অবকাশ ছিলো না। আমার ভাইয়ের বয়স তখন আট বছর, ওই বয়সেই দাহকার্যের মতো ভয়ানক একটা ব্যাপার সম্পন্ন করতে হয়েছিলো তাকে। বিষয়টা তার মনে গভীর চিহ্ন হয়ে থেকে গিয়েছিলো। সেই মৃত্যু আর দাহ ছিলো তার ব্যক্তিগত ক্ষত। এখন বোনের এই দাহ ঃ লন্ডন

BanglaBook.org

থেকে বিমানে উড়ে এসে তাকে দেখতে হচ্ছে। শীগগিরই আরেকটা বিমান তাকে লন্ডনে ফিরিয়ে নিয়ে গেল। এবং পরিবারে অন্যান্য সদস্যদের অন্যান্য জায়গায়।

আমি ত্রিনিদাদে থেকে গেলাম বোনের মৃত্যু পরবর্তী ধর্মীয় ক্রিয়াদি সম্পন্ন করার জন্যে। সতী খুব একটা ধর্মভাবাপন্ন ছিল না; আমার বাবার মতো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তারও কোনো অনুভূতি ছিলো না। কিন্তু পরিবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো তার জন্যে হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী পালনীয় ক্রিয়াদির কোনো কিছুই বাদ দেওয়া হবে না।

বিশালদেহী পন্ডিত এই অনুষ্ঠানে এসেছিলো দেরি করে। আমি শুনেছি দাহকার্যেও সে দেরি করেছিলো আসতে। সে বললো তার ঘড়ি দেখতে ভুল হয়েছিলো; এবং স্থির হয়ে বসলো তার বর্তব্য পালনে। যা কিছু দরকার ছিলো তার সেগুলো প্রস্তুত রাখা হয়েছিলো। সতীর বারান্দায় একটা বোর্ডের ওপর মাটির বেদী রাখা ছিলো। আমার কাছে এ বিষয়টা ছিলো সম্পূর্ণ নতুন।

রেশমি টিউনিক পরিহিত পন্ডিত বেদীর এক পাশে আসন গেড়ে বসেছিলো পা ভাঁজ করে। সতি ছোট ছেলে তার দিকে মুখ করে অন্য দিকটায় বসেছিলো। সতীর ছেলের গায়ে জাম্পার ও জিন্স পোশাকে তার অনানুষ্ঠানিকতাও আমার কাছে ছিলো নতুন। পণ্ডিত যে আচার শুরু করলো তা ছিলো সতীর দাহকার্যের একটা অনুকরণ। অগ্নির পথ ধরে উর্বরতা নিয়ে এই পৃথিবীতে ফিরে আসার কথাই যেন প্রকাশ পায় এই আচার-অনুষ্ঠানে। ত্যাগ আর ভোজন–এই ছিলো থিম।

আরো অনেক হিন্দু আচার অনুষ্ঠানের মতো এতেও জটিল সব অনুষঙ্গ পালন করতে হলো। বেদীর ওপর পুষ্পার্ঘ্য, মন্ত্রোচ্চারণ ইত্যাদি পৌরোহিত্যের যান্ত্রিক সব ক্রিয়া। পণ্ডিত সতীর ছেলেকে বলতে বললো *স্বা-হা* যখন আঙ্গুল নিচের দিকে নাড়তে হলো আর *শ্রাদ্ধ* বলার সময় হাতের তালু উপর দিকে মেলে ধরতে হলো।

তারপর পণ্ডিত আরো কিছু ছোট খাটো বিষয় সম্পন্ন করতে লাগলো। বারান্দায় জমায়েত দর্শকদের উদ্দেশ্যে সাধারণভাবে কিছু ধর্মীয় উপদেশ দিলো সে। সতীর ছেলেকে তার জন্যে কামনা শীতল রাখা অতিশয় বাঞ্ছনীয়। পণ্ডিত আরো যা যা বললো তার সঙ্গে আমি ছেলেবেলায় আমার শোনা কথাগুলোর ধরন খুঁজে পেলাম না। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মানুসারি আছে মনে করে, এবং যেন এটা ত্রিনিদাদের জন-পরিষদ এই ভেবে, এক পর্যায়ে সে বললো গীতা

BanglaBook.org

হচ্ছে কোরআন বাইবেলের মতো। পণ্ডিত নিজের মতো করে যেন বলতে চাইলো যে আমাদেরও একটা গ্রন্থ আছে। পরিবর্তিত ত্রিনিদাদে আমাদের বিশ্বাস ও ধারা রক্ষা করার এটা ছিলো তার নিজের ধরন।

জিন্স পরা থাকলেও সতীর ছেলে ছিলো গুরুতর। পণ্ডিতের উপস্থিতি তাকে গম্ভীর করে তুলেছিলো, ওই লোক আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষিত নয়, ওসব পড়ার মতো সময় তার ছিলো না। সান্ত্বনার জন্যে পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে ছিলো সতীর ছেলে। আনুষ্ঠানিকতার চেয়ে ওই সান্ত্বনাটুকু ছিলো অনেক বেশি প্রয়োজনীয়। পণ্ডিতের প্রতিটা কথা সে মান্য করছিলো।

এরপর আচার-অনুষ্ঠান শেষ হলে পন্ডিতকে মধ্যাহ্ন ভোজ দেওয়া হলো। আগেকার দিনে মাদুরের ওপর বসতো পণ্ডিতরা পা ভাঁজ করে আর তাদের সমানে সযত্নে খাবার পরিবেশন করা হতো। কিন্তু এখন পরিস্থিতি পাল্টে গিয়েছিলো। বারান্দায় একটা টেবিলে পণ্ডিত খেতে বসলো। সে নিজেই খাওয়া শুরু করলো। বিপুল পরিমাণ খাবার সে সাবাড় করতে লাগলো। এই সময় সতীর স্বামী ও ছেলে তার পাশে বসেছিলো। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলো যে, সতীর পরজীবন কেমন হবে। এটা কোনো ভাবে হিন্দু শাস্ত্রীয় জিজ্ঞাসা নয়। আর এটা শুনতেও অদ্ভুত লাগলো।

সতীর স্বামী জিজ্ঞেস করলো, 'আমি আবার ওকে দেখতে চাই।' তার গলা পুরোটাই শোনা গেল, কিন্তু তার চোখে জল এসে গেল।

সোজাসুজি কোনো জবাব দিলো না পণ্ডিত। পুনর্জন্ম সম্পর্কে হিন্দু-বিশ্বাস শোকাভিভুত এই মানুষদের বোঝানো কঠিন ছিলো।

সতীর ছেলে জানতে চাইলো, 'মা কি আবার ফিরে আসবে?'

সতীর স্বামী জিজ্ঞেস করলো, 'আবার কি আমরা একত্রিত হবো ?'

পণ্ডিত বললো, 'কিন্তু তোমরা জানবে না সেই কিনা।'

পুনরুজ্জীবন সম্পর্কে এই ছিলো পণ্ডিতের বিশ্বাস। আর তাতে স্বস্তি পাওয়ার কথা নয়।

অনুষ্ঠানের সময় যে গীতা ব্যবহার করছিলো পণ্ডিত আমি সেটা দেখতে চাইলাম। গ্রন্থটা প্রকাশ করেছিল একটা সাউথ ইন্ডিয়ান মুদ্রণালয়। প্রতিটা শ্লোকের পরেই ছিলো ইংরেজি অনুবাদ। ধর্মীয় ক্রিয়াদি সম্পন্ন করার মধ্যে গীতা থেকে সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতো পণ্ডিত, তারপর এই ইংরেজি অনুবাদ শোনাতো।

সব কিছু শেষ করে একটা গল্প বললো পণ্ডিত। সেটা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কম্যুনিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি একদিন তাকে জিজ্ঞেস

BanglaBook.org

করেছিলো 'সর্বোত্তম হিন্দু ধর্মশাস্ত্র কোনটি বলে আপনি মনে করেন?' পণ্ডিত জবাব দিয়েছিলো, 'গীতা।' লোকটা তখন উপস্থিত কাউকে বলেছিলো, 'উনি, বলেছেন গীতা হচ্ছে সর্বোত্তম হিন্দু ধর্মশাস্ত্র।' গল্পটার আরো অনেক কিছু হয়তো থাকা উচিৎ ছিলো। কিন্তু আর কিছু সে বললো না। হয়তো ওখানেই শেষ হয়েছে– স্থানীয় বিখ্যাত লোকদের উল্লেখ করাই ছিলো উদ্দেশ্য। অথবা তার মনে হয়েছিলো গল্পটা তাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাবে যেখানে সে যেতে ইচ্ছুক না। অথবা গল্পের পয়েন্ট সে ভুলে গিয়েছিলো। অথবা পয়েন্ট এটাই ছিলো যে, সে গীতাকে শ্রেষ্ঠ হিন্দু ধর্মশাস্ত্র মনে করে। (যদিও চলে যাবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে বলেছিলো, পণ্ডিতি কাজকর্ম করে গীতা পড়ার মতো সময় আর তার হাতে থাকে না।)

এবং নিজের বুদ্ধিবৃত্তি প্রদর্শনের জন্যে পণ্ডিত কথা বলতে শুরু করলো হিন্দু ধর্মানুসারীদের অভ্যন্তরীণ মত-পার্থগুলো নিয়ে, রক্ষণশীল ও সংস্কারবাদীদের দ্বন্দ্বনিয়ে। সে ছিলো রক্ষণশীলদের দলে। সংস্কারবাদীদের সে ভন্ড বলে মনে করতো। আমি ভেবেছিলাম যে ত্রিনিদাদে এই ইস্যুর মৃত্যু হয়েছে পঞ্চাশ বছর আগে, এবং আমাদের পিতৃপুরুষদের অতীত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এখনো এর টিকে থাকার ব্যাপারটা আমি কল্পনা করতে পারিনি। পন্ডিত ছিলো একজন আত্মীয়।একজন প্রথম কাজিন। আর পরিস্থিতির বিশাল আয়রনি ছিলো এই রকম। লেখালেখির অ্যাডভেঞ্চারের ভিতর দিয়ে আমি আবিষ্কার করেছিলাম, আমার বাবার নানী ও বাবার মা অভীপ্সা করেছিলো যে আমার বাবা একজন পণ্ডিত হবে। আমার বাবা পন্ডিত হয়নি। তার বদলে সে হয়েছিলো একজন সাংবাদিক। এবং তার সাহিত্যিক আকাঙখা বীজ বপন করেছিল দুই ছেলের মধ্যে। কিন্তু যেহেতু তার পরিবারের ইচ্ছা ছিলো তাকে পন্ডিত বানাবে, তাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভয়ঙ্কর দারিদ্র্যের পরিস্থিতিতেও আমার বাবাকে কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়েছিলো। অন্যদিকে আমার বাবার ভাইকে ক্ষেতে পাঠানো হয়েছিলো দৈনিক আট সেন্টে কাজ করার জন্যে। পরিবারের দুটো শাখা বিভক্ত হয়ে পড়েছিলো। আমার বাবার ভাই এক ক্ষুদে আখ চাষীতে পরিণত হয়েছিলো। তার জীবনের শেষে আমার জার্নালিস্ট পিতার চেয়ে অনেক ভালো অবস্থা করেছিলো সে। আমার বাবা মারা যায় ১৯৫০ সালে। দীর্ঘ রোগ ভোগের পর তার মৃত্যু হয়। দাহের খর আমার বাবার ভাই টাকা দিয়েছিলো। কিন্তু আমাদের পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ খুব সামান্য ছিলো। শারীরিকভাবে আমরা ছিলাম আলাদা। আমরা (আমার ভাই ব্যতীত) ছিলাম ক্ষুদে মানুষজন। আমার বাবার ভাইয়ের ছেলেরা ছিলো ছয় ফুটের ওপর লম্বা। এবং এখন, ভাগ্যের ওঠা-

BanglaBook.org

নামার পর, পরিবারে উত্থান ঘটেছে এক পণ্ডিতের। এবং এই পন্ডিত, প্রকান্ড-দেহী ছয় ফুটের ওপর লম্বা এই মানুষটি যে আমার বোনের বারান্দায় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছিলো, সে এসেছিলো আমার বাবার ভাইয়ের পরিবার থেকে। এই পন্ডিত সেবা দিয়েছিলো আমার বাবার পারিবারকে, আমার বাবার সন্তানদের মধ্যে প্রথম মৃত্যুতে সে উপস্থিত হয়েছিলো।

অন্য একটি অভ্যন্তরীণ আয়রনি ছিলো যে আমার বাবা, যদিও হিন্দু মত ধারার প্রতি ছিলো নিবেদিত প্রাণ,ধর্মীয় আচার অপছন্দ করতো, এমন কি ১৯২০- এর দশকেও। আমার বাবা সংস্কারবাদী গ্রুপে যুক্ত ছিলো পন্ডিত যাকে ভণ্ড বলে অভিহিত করেছে। আমার বোনও আচার-অনুষ্ঠান একেবারে পছন্দ করতো না। কিন্তু তার মৃত্যুতে পরিবারের ইচ্ছা ছিলো বিষয়টিকে পবিত্রতার আনুষ্ঠানিকতার স্পর্শ দেওয়া, এমন কিছু করা যা আমাদের ও আমাদের অতীতকে উপস্থাপন করে। সুতরাং পন্ডিতকে ডেকে আনা হয়েছিলো।

আমরা স্মরণাতীত কাল থেকেই ছিলাম পল্লী অঞ্চলের মানুষ, ধর্মীয় সব অনুষ্ঠান পালন করতাম যা সব সময় আমরা বুঝতাম না। আর অসম্মান করতেও অনিচ্ছুক ছিলাম, কেননা তাতে অতীতের সঙ্গে আমাদের যোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। অতীতের সঙ্গে, পবিত্র পৃথিবীর সঙ্গে,দেবতাদের সঙ্গে। পার্থিব অনুষ্ঠানগুলো ছিলো আংশিকভাবে রহস্যময়। কিন্তু আমরা সেগুলোর কাছে আত্মসমর্পন করতে চাই না। আমরা আত্ম-সতর্ক হয়ে উঠেছিলাম। চল্লিশ বছর আগে,আমরা অতোটা আত্ম-সতর্ক হয়ে উঠতে পারতাম না। আমরা গ্রহণ করতে পারতাম।

গ্রহণ করা আরো সহজ হতে পারতো, কেননা চল্লিশ বছর আগে, এর সবকিছু আরো গরিব হতে পারতো, আরো ঘনিষ্ঠ হতে পারতো ভারতীয় অতীতের সাথে ঃ বাড়ি, সবুজ যানবাহন, পোশাক-আশাক। এখন টাকা আমাদের সবাইকে স্পর্শ করেছে- গাছের একটা শাখার মতো। নতুন ধরনের একটা শিক্ষার প্রজন্ম আমাদের আলাদা করেছে অতীত থেকে; এবং ভ্রমণ; এবং ইতিহাস। এবং টাকা যা আমাদের দ্বীপে এসেছিলো তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে।

সেই টাকা, সেই অপ্রত্যাশিত বাউন্টি, ভূ-দৃশ্যটিকে বদলে দিয়েছিলো যেখানে আমরা আমাদের জীবন শুরু করেছিলাম নতুন বিশ্বে। যখন আমি শিশু ছিলাম তখন নর্দার্ন রেঞ্জের পাহাড় আমি দেখেছিলাম, দশ-মাইল-প্রতি ঘন্টা গতির একটা ট্রেনে চেপে আমি যাচ্ছিলাম পোর্ট অব স্পেইনের দিকে। এখন

BanglaBook.org

ওসব পাহাড়ের আধাআধি এলাকায় দেখা যায় কুঁড়েঘর আর অন্যান্য দ্বীপ থেকে আসা অবৈধ অভিবাসীদের আস্তানা। ছোট দ্বীপগুলো থেকে আসা অভিবাসীরা বদলাতে থাকে আমাদের ভূদৃশ্য, আমাদের জনসংখ্যা, আমাদের মন-মেজাজ।

নর্দার্ন রেঞ্জের পাদদেশে ছিলো বড় একটা জলাভূমি;সেখানে ছিলো মাটির কুঁড়ে যার দেয়ালও মাটির । এখন সেখানে হল্যান্ডের ভূদৃশ্য ;একরের পর একর সবজি বাগানের প্লট। ভারতীয় কোনো গ্রামই আমার চেনা-জানা গ্রামের মতো নয়। নেই কোনো সংকীর্ণ রাস্তা; নেই অন্ধকার, ঝুলে থাকা গাছ; নেই কুঁড়েঘর। হিবিস্কাসের ঝোপ ছাড়া কোনো আঙিনা নেই। আলোর কোনো উৎসব নেই, দেয়ালে নেই ছায়ার খেলা;অর্ধেক দেয়াল ঘেরা বারান্দায় খাবার রান্না হয় না; আবর্জনার মধ্যে বা গর্তে ফুল ফোটে না যেখানে রাতের বেলা ব্যাঙ ডাকে।

আমরা নিজেদের নতুন করে তৈরি করেছিলাম। নিজেদের মধ্য যে জগৎ আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম— শহর প্রান্তিক ঘরবাড়ি সেইসঙ্গে বাগান,যেখানে আমার বোনের বিদায় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে— সে জগৎ ছিলো আংশিকভাবে আমাদের তৈরি। আমরা ফিরে যেতে পারতাম না। অ্যান্টিক আকারের কোনো জাহাজ আর ছিলো না এখন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমরা দুঃস্বপ্নের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছিলম; এবং আমাদের যাবার কোনো জায়গা ছিলো না।

পণ্ডিত তার শেষ নির্দেশ দিলো। পেতলের থালায় মন্ত্রপুত খাবার কোথাও রেখে দিতে হবে; আরেক থালা খাবার ভাসিয়ে দিতে হবে নদীতে যা আমার বোনের দেহভস্ম বয়ে নিয়ে যাবে নদীতে ঃ শেষ অঞ্জলি। রেশমি পোশাকপরা প্রকান্ডদেহী পন্ডিত তার মোটর কারে গিয়ে চড়লো আর গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলে গেল।(এ ধরনের স্মৃতি আমার ছিলো রবিবারের বেড়ানোয়, ছুটি অভিযানে, আমার বাবার সাথে তার পরিবারের বাড়িতে—আমার ভাইয়ের বাড়িতে—চল্লিশের বছরেরও বেশি সময় আগে ঃ চারপাশে সমতল আখের ক্ষেত, ক্ষেতের মাঝখান দিয়ে ঘাসের সরু পথ, জীর্ণ কুড়ে আর বাড়ি, রাতের বেলা অনুজ্জ্বলভাবে আলোকিত দেখায়, কোনো কোনো আঙিনায় গবাদিপশু, মশা তাড়ানোর জন্যে ঘাসের আগুনে পোড়া ধোঁয়া, ঢেউ তোলা টিনের চালের নিচে মুদি দোকান, এবং নীরবতা।)

একজন দর্শনার্থী, একজন বৃদ্ধ মানুষ, আমার বোনের এক দূরের আত্মীয়, আমাদের অতীত নিয়ে কথা বলতে শুরু করে, এবং আমাদের পার্থক্য সম্পর্কে,

BanglaBook.org

গাঙ্গেয় সমতল ভূমি থেকে ১৮৪৫ সালে নতুন বিশ্বে অভিবাসন পর্যন্ত, আর দ্বীপের অন্য অংশের অন্য ভারতীয় , বিশেষ করে পোর্ট অব স্পেইন থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকের গ্রামগুলোয় যারা বসবাস করে তাদের নিয়ে।

লোকটা বললো, 'ওই অন্য লোকেরা ১৮৪৫ সালের আগে থেকে এখানে নেই, তুমি জানো। তারা এখানে রয়েছে অনেক অনেক কাল আগে থেকে। তুমি কলম্বাস সম্পর্কে শুনেছো? বেশ, রানী ইসাবেলা এই জায়গা সবার জন্যে খুলে দিয়েছিলেন, তারা ছিলো ক্যাথোলিক। আর ওই সময়ে এখানে ফরাসিরা এসেছিলো। তারা ছিলো ক্যাথোলিক, দেখ তুমি। এখন, ভারতে পন্ডিচেরী বলে একটা জায়গা আছে তুমি শুনেছো? ওটা ছিলো ভারতে ফরাসিদের জায়গা। ওখান থেকেই তারা পোর্ট অব স্পেইনের কাছাকাছি এখন বসবাসরত এই ভারতীয়দের নিয়ে এসেছিলো। সুতরাং বোইসিয়েরে ও ওই রকম জায়গাগুলোর ভারতীয়রা, ওরা আমাদের মতো নয়- ওরা এখানে আছে চার, পাঁচশ, বছর ধরে।'

ইতিহাস! সে বলে চললো ১৪৯৮ সালের কথা, যখন কলম্বাস তার তৃতীয় সমুদ্রযাত্রায় রানী ইসাবেলার জন্যে আবিষ্কার করেছেন এই দ্বীপ। ১৭৮৪, যখন স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ, তিনশ' বছর অবহেলা করার পর, এবং তাদের সাম্রাজ্য রক্ষার ইচ্ছায়, দ্বীপটি উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো ক্যাথোলিক অভিবাসনের জন্যে, যারা দাস নিয়ে এসেছিলো তাদের জমি দিয়েছিলো বিনা মূল্যে। এবং ১৮৪৫, যখন বৃটিশরা, বৃটিশ সাম্রাজ্যে দাসপ্রথা বিলোপের দশ বছর পর, ভারত থেকে ভারতীয়দের আনতে শুরু করেছিলো এখানে কাজ করার জন্যে। সে একটা নিরেট ইতিহাস সৃষ্টি করলো। কিন্তু তার জন্যে এই ছিলো যথেষ্ট। মানুষের প্রয়োজন ইতিহাস; তারা কারা তার ধারণা পেতে এতে তাদের সাহায্য হয়। কিন্তু ইতিহাস, পবিত্রতার মতো, বাস করতে পারে হৃদয়ে; এইই যথেষ্ট যে কিছু একটা আছে।

আমাদের পবিত্র জগৎ—পবিত্রতাসমূহ যা আমাদের কাছে শৈশবকালেই হস্তান্তর করেছে আমাদের পরিবার, আমাদের শৈশবের পবিত্র স্থান, পবিত্র কারণ ওগুলো আমরা শিশু অবস্থায় দেখেছি আর পূর্ণ করেছি বিস্ময় দিয়ে, দ্বিগুণ তিনগুণ ভাবে আমার কাছে পবিত্র, কেননা সুদূর ইংল্যান্ডে আমি ওসব স্থানে বসবাস করতাম কল্পনায় আর যে কোনো কিছুর শুরুতে ওই স্থানগুলোয় ফ্যান্টাসি স্থাপন করতাম, যদিও আমি জানতাম ওসব জায়গার মাটি রক্তে রঞ্জিত, জানতাম

BanglaBook.org

একদা সেখানে আদিবাসী মানুষেরা বসবাস করতো, যাদের হত্যা করা হয়েছিল— আমাদের সেই পবিত্র জগৎ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। প্রতিটা প্রজন্মই এখন আমাদের ক্রমে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওই পবিত্রতা থেকে। কিন্তু নিজেদের জন্যে জগৎটা আমরা পুনরায় সৃষ্টি করেছি; প্রত্যেক প্রজন্মই সেটা করে, যেমনটা আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম যখন একত্রিত হয়েছিলাম এই বোনের মৃত্যুতে আর অনুভব করেছিলাম সম্মান ও স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা। এটা আমাদের তাকাতে বাধ্য করেছিলো মৃত্যুর দিকে। আমাকে বাধ্য করেছিলো মৃত্যুর মুখোমুখি হতে যা আমি রাতের বেলা ঘুমের মধ্যে অনুভব করতাম। একটা প্রকৃত শোকের সঙ্গে এটা মিলে যায়, যেখানে বিষণ্নতা সৃষ্টি করেছে এক শূন্যতা, যেন সেই মুহূর্তটার জন্যে আমাকে প্রস্তুত করছে। এটা আমাকে দেখিয়েছে জীবন ও মানুষকে রহস্য হিসেবে, মানুষের প্রকৃত ধর্ম, শোক ও গৌরব। এবং ঠিক তখনই, একটা বাস্তব মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে, আর মানুষ সম্পর্কে এই নতুন বিস্ময় নিয়ে, আমি এক পাশে সরিয়ে রেখেছিলাম আমার খশড়া ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব এবং খুব দ্রুত লিখতে আরম্ভ করেছিলাম জ্যাক ও তার বাগান সম্পর্কে।

অক্টোবর ১৯৮৪-এপ্রিল ১৯৮৬

বাংলা অনুবাদ ঃ ৫ অক্টোবর ২০০১—৩০ ডিসেম্বর ২০০১

- সমাপ্ত -

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org